জন্ ষ্টুয়ার্ট মিলের

জীবন-বৃত্ত।



শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যাভূষণ
এম, এ, বিরচিত।

চতুর্থ সংস্করণ।

কলিকাতা, ২৩ নং কালিদাস সিংহের গলি হইতে
শ্রীননীগোপাল মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত

কলিকাতা,

৫৪/২/১ নং গ্রে ষ্ট্রীট, আর্য্যযন্ত্রে,
শ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত।

১২৯৭

মিল্-সম্বন্ধে সম্পাদকগণের অভিমতি।

"আমাদের মানসিক বৃত্তিসকলের সম্যক্ অনুশীলন ও সংস্করণই মনুষ্য-জীবনের উদ্দেশ্য। মিলের জীবনের এই উদ্দেশ্য ছিল—সুতরাং মিলের জীবন-চরিত মানুষের অদ্বিতীয় শিক্ষার স্থল। আমাদিগের ইচ্ছা ছিল যে মিলের জীবনবৃত্তের বিস্তারিত বিশ্লেষণ দ্বারা এই উদ্দেশ্য স্পষ্টীকৃত এবং তল্লাভের পথ নির্ব্বাচিত করি। কি পুণ্যাচরণ করিলে নবাবিষ্কৃত চতুর্ব্বর্গ প্রাপ্তি হয়, ইচ্ছা ছিল সেই ধর্ম্মশাস্ত্রের ব্যাখ্যা বিস্তারিত করি। * * *

"মনোবৃত্তিগুলি দ্বিবিধ—জ্ঞানার্জ্জনী এবং কার্য্যকারিণী। উভয়েরই সম্যক্ অনুশীলনে ও স্ফূর্ত্তি-প্রাপণে মনুষ্যত্ব। মনুষ্য-লোকে এমত অনেক দর্শন বা ধর্ম্মশাস্ত্রের সমুদ্ভব হইয়াছে যে, সে সকল এই সুমহত্তত্ত্বের কাছে গিয়া দিশাহারা হইয়াছে। কেহ কেহ অর্দ্ধেক পাইয়াছে—অর্দ্ধেক পায় নাই। প্রাচীন ভারতীয় দার্শনিক, জ্ঞানেই মোক্ষ স্থির করিয়া কার্য্যকারিণী বৃত্তিগুলির দমনই উপদিষ্ট করিয়াছেন—এজন্য প্রাচীন ভারতের দর্শনশাস্ত্র মনুষ্যত্ব-সাধক হয় নাই। আবার পক্ষান্তরে খ্রীষ্টধর্ম্ম, কেবল কার্য্যকারিণী বৃত্তিগুলিকে মনুষ্যত্বের উপাদানস্বরূপ গ্রহণ করিয়াছে, জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তিগুলিকে ছাড়িয়া দিয়াছে; সুতরাং খ্রীষ্টধর্ম্মও মনুষ্যত্বসাধক হইতে পারে না। আমরা সর্ব্বপ্রথমে মিলের জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তি সকলের অনুশীলনের কথা বলিব। সেই অনুশীলনের দুইটী উদ্দেশ্য ও ফল—প্রথম, জ্ঞানের অর্জ্জন, দ্বিতীয় বৃত্তিগুলির পরিপোষণ ও শক্তি-বৃদ্ধি। * * * *

মিলের অকালপাণ্ডিত্যের ইতিহাস আজি কালি সকলেই জানেন, সুতরাং আমরা সে বিষয়ে কিছু বলিব না। আমাদিগের অনুরোধ—

যাঁহারা সে বৃত্তান্ত অবগত নহেন, তাঁহারা তদ্বৃত্তান্ত মিলের জীবন-বৃত্ত হইতে অধীত করেন। দেখিবেন, তাহা অমূল্য শিক্ষাপূর্ণ। * * * * *

"তাহার পর মিলের আত্মশিক্ষা। গুরুদত্ত শিক্ষা বীজ মাত্র—আত্মশিক্ষাই সকল মনুষ্যের শিক্ষার প্রধান ভাগ—কাণ্ড ও শাখা-পল্লব। মিলের সেই আত্মশিক্ষার বিষয় মূল গ্রন্থ হইতে পাঠ করিয়া অবগত হইতে হইবে। আত্মশিক্ষার অন্তর্গত সংসর্গের ফল। আমরা যাহাদিগের সর্ব্বদা সহবাস করি, তাহাদিগের দৃষ্টান্ত, উপদেশ, তাহাদিগের কথা ও মানসিক গতি, ইহার দ্বারা আমরা সর্ব্বদা আকৃষ্ট, শিক্ষিত ও পরিবর্ত্তিত হই। মিলের জীবনীতে তাঁহার বন্ধুবর্গের সংসর্গের ফল অতি সুস্পষ্ট—জেম্‌স মিলকে ছাড়িয়া দিয়া, বেন্থাম, অষ্টিনদ্বয়, রোবক, কার্লাইল প্রভৃতির প্রদত্ত যে শিক্ষা, তাহার অধ্যয়ন পরম শিক্ষার স্থল। সর্ব্বোপরি যিনি প্রথমে মিলের সখী, শেষে পত্নী, সেই অদ্বিতীয়া রমণী-প্রদত্ত শিক্ষা অতি সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে; এবং অতিশয় মনোহর। আমার ইচ্ছা করে, এই টুকুই স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে পরিণত হইয়া বাঙ্গালীর গৃহিণীগণের হস্তে সমর্পিত হয়—তাঁহারা দেখুন, কেবল সীতা এবং সাবিত্রী স্ত্রীজাতীর আদর্শ হওয়া কর্ত্তব্য নহে। তদধিক উচ্চতর আদর্শ আছে। যে রমণী পতিপরায়ণা, সে ভাল—কিন্তু যে পতির মানসিক উন্নতির কারণ, সে আরও ভাল।

জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তিগুলির কথা ছাড়িয়া দিলাম। কার্য্যকারিণীবৃত্তিগুলির অনুশীলনের কথা সম্বন্ধে মিলের জীবনবৃত্ত অধিকতর সুশিক্ষার আধার। * * * আমরা এই খানে মিলের কথা সমাপন করিব। ভিতরে প্রবেশ করিবার যাঁহাদের ইচ্ছা থাকে, তাঁহারা যোগেন্দ্র বাবুর গ্রন্থ খানি পাঠ করিবেন। সেই গ্রন্থের গুণ-দোষ-সম্বন্ধে-আমরা যৎকিঞ্চিৎ বলিব—উপরে যাহা লিখিয়াছি, তাহার পর আধিক্য নিষ্প্রয়োজনীয়। এই গ্রন্থ যে মনুষ্যজাতির দুর্লভ শিক্ষার স্থল, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এ প্রশংসা করা যাইতে পারে, এমত গ্রন্থ বঙ্গভাষায় অতি বিরল। তার পর তাহার সঙ্কলন ও গ্রন্থন ও

বিচারপ্রণালীও প্রশংসনীয়। প্রধানতঃ তিনি মিলের স্বপ্রণীত জীবনচরিত অবলম্বন করিয়াই লিখিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহা হইলেও ইহা অনুবাদ নহে। মিলের জীবনবৃত্তে যে সকল দুরালোচ্য বিষয় বিচারের জন্য উপস্থিত হয়, যোগেন্দ্র বাবু যে সকল স্বয়ং বুঝিয়াছেন, এবং পাঠককে বুঝাইয়াছেন: অবতরণিকাটি আদ্যন্ত মৌলিক ও সুপাঠ্য। গ্রন্থের ভাষাও বিশুদ্ধ। আমরা এই গ্রন্থখানিকে বিশেষ প্রশংসনীয় বিবেচনা করি; এবং ইহা হইতে যুবকগণ মহতী শিক্ষা-লাভ করুক, এই উদ্দেশ্যে ইহা বিদ্যালয়ের ব্যবহার জন্য অনুরোধ করি।"

বঙ্গদর্শন; আশ্বিন ও পৌষ, ১২৮৪ সাল। (বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।)

গ্রন্থখানি মিলের "আত্ম-জীবনবৃত্ত" হইতে সংগৃহীত বা অনুবাদিত বলিলেও হয়, কিন্তু অনুবাদ বলিয়া ইহা মৌলিকতা-শূন্য নহে। ইহার অনেক স্থলে গ্রন্থকারের বহু দর্শন, বহু অধ্যয়ন ও বহু বিদ্যাবত্তার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। গ্রন্থের ভাষাও সুন্দর হইয়াছে। * * *

বঙ্গভাষায় এরূপ জীবনবৃত্ত প্রকাশের এই একপ্রকার প্রথম উদ্যম এবং এই উদ্যম যে সফল হইয়াছে, তাহা আর বলিবার আবশ্যকতা নাই। আমরা আধুনিক রাশীকৃত কাব্য, নাটক ও উপন্যাসের বিনিময়ে এরূপ একখানি পুস্তক দেখিতে অন্তরের সহিত অভিলাষ করিয়া থাকি। বাস্তবিক এইরূপ পুস্তকই বঙ্গভাষার সাহায্য ও অলঙ্কার এবং সংখ্যায় যত বৃদ্ধি হয়, ততই দেশের মঙ্গল। আমরা আশা করি যে সাধারণের মধ্যে ইহার পাঠকসংখ্যা অল্প হইলেও শিক্ষিতমণ্ডলী ইহার সমাদর করিতে ত্রুটি করিবেন না।"

ভারত-সংস্কারক, ১২৮৪ সাল।

HINDU PATRIOT—January 27, 1879.

We acknowledge with thanks the receipt of a copy of JOHN STUART MILL'S LIFE IN BENGALI by Babu Jogendra Nath Bandyopadhya, M. A. It not only gives a sketch of the life and career of the great philosopher, but also of his views and theories on political economy, psychology, sociology and the science of government. It is written in a classic style and breathes a spirit of thoughtfulness not ordinarily met with among Bengali authors. We have much pleasure in commending it to our reading public.

মুখবন্ধ।

"জন্ ষ্টুয়ার্ট মিলের জীবনবৃত্ত" সর্ব্বপ্রথমে আর্য্যদর্শনে প্রকাশিত হয়। কতিপয় বন্ধুর অনুরোধে ইহা এক্ষণে অনেক স্থলে পরিবর্ত্তিত, পরিবর্দ্ধিত ও পরিশোধিত হইয়া স্বতন্ত্র গ্রন্থের আকারে সাধারণ-সমীপে সমানীত হইল। যখন ইহা আর্য্যদর্শনে প্রকাশিত হয়, তখন অনেকে আমায় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে জীবনচরিত পাঠের উপযোগিতা কি? এবং একজন বৈদেশিকের জীবনচরিত পাঠ করিয়াই বা আমাদিগের লাভ কি? আমি তৎকালে ইহার কোন উত্তর দিই নাই এবং উত্তর দেওয়ার কোনও আবশ্যকতা উপলব্ধি করি নাই। কিন্তু যখন আমি ইহার পুনঃপ্রকাশনে সমুদ্যত হইলাম, তখন ইহার কোন উত্তর না দেওয়া ভাল দেখায় না বলিয়া নিম্নে তাহার সংক্ষিপ্ত উত্তর দিলাম:—

চরিত্র-সংগঠনের উপকরণ-সামগ্রীর আদর্শ প্রদান করাই জীবনচরিতের প্রধান অধিকার। শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য চরিত্রসংগঠন। চরিত্র-সংগঠনের প্রধান সহায় মনীষিগণের জীবনচরিত পাঠ। সুতরাং জীবনচরিতের অনুশীলনা শিক্ষার একটী প্রধান অঙ্গ হওয়া উচিত। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ বঙ্গীয় বিদ্যালয়সমূহের অধ্যাপনা কার্য্যে সেই জীবনচরিতের পর্য্যাপ্ত ব্যবহার পরিদৃষ্ট হয় না। ইহার একটী প্রধান কারণ, উৎকৃষ্ট জীবনচরিতের অভাব। যে দুই একখানি জীবনচরিত আছে, তাহা অতিসংক্ষিপ্ত। তাহা বালকদিগের চরিত্রসংগঠনের আদর্শ হইতে পারে, কিন্তু যুবকমণ্ডলীর চরিত্র-সংগঠনের উপকরণ-সামগ্রীর সংযোজনা করিতে অক্ষম। সেই অভাব পুরণের জন্য আমি "জন্ ষ্টুয়ার্ট মিলের জীবনবৃত্ত" লিখিতে প্রবৃত্ত হই। আমার ইচ্ছা ছিল যে সর্ব্বপ্রথমে কোন ভারতীয় মনীষীর চরিত্রের চিত্রণ করি। কিন্তু উপকরণ-সামগ্রীর অভাবে তাহাতে প্রবৃত্ত হইতে সাহস হয় নাই। ভারতীয় চরিত্রসমূহ হইতে উচ্চ আদর্শ আহরণ করিতে হইলে আমাদিগকে প্রাচীন ভারতে গমন করিতে হয়। কিন্তু আমাদিগের দুরদৃষ্টবশতঃ প্রাচীন ভারতের চরিত্রসমূহের একটীরও বিশ্বস্ত ও পূর্ণ চিত্র আমাদিগের করতলস্থ হইবার সম্ভাবনা নাই। সকলগুলিই প্রায় কালের অনন্তস্রোতে বিলীন হইয়াছে; এবং আধুনিক চিত্রের আদর্শে আধুনিক বিলয়োন্মুখ ভারতীয় জাতিকে উত্তোলিত করাও অসম্ভব। এই জন্যই আমাকে বৈদেশিক চরিত্র অবলম্বন করিতে হইয়াছে। বিদেশে যাইতে হইলে সর্ব্বপ্রথমে আমাদিগের শ্বেতদ্বীপকে মনে পড়ে। সেই শ্বেতদ্বীপের চরিত্রমণ্ডলী মন্থন করিলে জন্ ষ্টুয়ার্ট মিলের ন্যায় উচ্চ ও উৎকৃষ্ট চরিত্রের আদর্শ অতি অল্পই খুঁজিয়া পাওয়া যায়। বিশেষতঃ তাঁহার ন্যায় অতি অল্প

লোকেই তদীয় "আত্ম-জীবনবৃত্তের" তুল্য, বুদ্ধিবৃত্তি ও হৃদ্বৃত্তির ক্রমিক পরিণতি ও উন্নতির উৎকৃষ্টতর বিবরণ রাখিয়া গিয়াছেন। সুতরাং তাঁহাকেই আমি মদীয় প্রবন্ধের অধিনায়ক করিতে বাধ্য হই।

আর একটী কথা। কোন বৈদেশিকবিষয়ে স্বদেশীয় ভাষায় কিছু লিখিতে হইলে, বৈদেশিক গ্রন্থ হইতেই আমাদিগকে উপকরণ-সামগ্রী আহরণ করিতে হয়। সুতরাং বৈদেশিক ভাব ও বৈদেশিক চিন্তা এবং সময়ে সময়ে বৈদেশিক রচনার গঠনপ্রণালী পর্য্যন্তও আমাদিগকে স্বদেশীয় ভাষায় আনিতে হয়। এরূপ ক্রিয়া নবজাত অপরিপুষ্ট ভাষার পক্ষে অনিবার্য্য ও একান্ত প্রয়োজনীয়। এই ক্রিয়ার বলেই অনতিপ্রৌঢ় বঙ্গভাষা দিন দিন অধিকতর উজ্জ্বল মূর্ত্তি ধারণ করিতেছে। যখন বঙ্গভাষা পূর্ণাবয়ব হইবে, তখন এই ক্রিয়া স্বভাবের গতি অনুসারে আপনিই বন্ধ হইয়া যাইবে। যাঁহারা ভ্রান্ত মৌলিকতার বশবর্ত্তী হইয়া এই স্বাভাবিকী ক্রিয়াকে অসময়ে বন্ধ করিতে চেষ্টা করেন, তাঁহাদিগকে আমরা বঙ্গভাষার পরম শত্রু বলিয়া মনে করি। এই স্বাভাবিকী ক্রিয়ার যথা-পরিচালন দ্বারা "জন্ ষ্টুয়ার্ট মিলের জীবনবৃত্তে" বঙ্গভাষার পরিপুষ্টি সাধন করিতে সবিশেষ চেষ্টা করা হইয়াছে। চেষ্টা কতদূর সফল হইয়াছে, তাহা সাধারণের পরীক্ষাস্থলে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই যে "জন্ ষ্টুয়ার্ট মিলের জীবনবৃত্ত" অভিভাবক, শিক্ষক ও ছাত্র মাত্রেরই—বিশেষতঃ নর্ম্মালবিদ্যালয়ের ও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশার্থী ছাত্রবৃন্দের—পাঠনার অত্যন্ত উপযোগী। এই বিশ্বাস প্রকৃত সত্যের উপর সংন্যস্ত কিনা, তাহা সুধীগণেরই বিবেচ্য। অলমতি-বিস্তরেণ।

কলিকাতা।
১লা বৈশাখ, ১২৮৪ সাল। } গ্রন্থকারস্য।

অবতরণিকা।



যেরূপ জড়জগতের রবি, শশী, তারা, কখন গগণে, কখন গভীর সাগর-গহ্বরে, সেই রূপ মানবজগতেরও রবি, শশী, তারা, কখন কাল-শিখরে, কখন কালগহ্বরে। তবে প্রভেদ এই যে জড়জগতে কোন বৈচিত্র্য বা পরিবর্ত্তন নাই, কিন্তু মানবজগতে নিরন্তর বৈচিত্র্য ও পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইতেছে। মানবজগতের কল্যকার রবি শশী তারার সহিত অদ্যকার রবি শশী তারার অনেক বৈসাদৃশ্য পরিদৃষ্ট হয়। কাল যে ভবভূতি ও মিল্‌টন্, কালিদাস ও সেক্সপিয়ার, কপিল ও মিল্, শাক্যসিংহ ও কম্‌ত—মানবজগতের রবি, শশী, তারা ছিলেন, সে রবি, শশী, তারা মানবগগণে আর কখন উঠিবে না। আজ একজন টলেমী জড়জগতের রবি শশী তারার গতি ও বস্তু নির্ণয়ে অসমর্থ হউন, কাল সহস্র কোপার্ণিকস্ সহস্র গ্যালিলিও অভ্যুত্থিত হইয়া তন্নির্ণয়ে সমর্থ হইবেন। কারণ দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে জড়গগণে যে রবি শশী তারা উদিত হইয়াছিল, কোপার্ণিকস্ ও গ্যালিলিওর সময়েও সেই রবি শশী তারা অনন্ত আকাশে গভীর সাগরে একই নিয়মে একবার উঠিত, একবার ডুবিত। কিন্তু মানবজগতে কাল যে রবি শশী তারা গগণে একবার উঠিয়া ডুবিয়াছে, সে রবি শশী তারা আর গগণে উঠিবে না, আর গগণে উঠিয়া ডুবিবে না। সুতরাং আজ যদি সে রবি শশী তারার গতি ও বস্তুর পর্য্যবেক্ষণ ও অনুলেখন না কর, কাল করিতে পারিবে না। তখন আর দুঃখ রাখিবার স্থান থাকিবে না। এই জন্যই কালিদাস, ভবভূতি প্রভৃতি আর্য্য মনীষিগণের জীবনচরিত লিখিতে ইচ্ছা করিলেও আমরা তাহাতে অক্ষম এবং সেই ক্ষোভ নিবারণের জন্যই আজ আমাদিগের এই উদ্যম।

এই গ্রন্থের অধিনায়ক জন্ ষ্টুয়ার্ট মিল্ যে ঊনবিংশ শতাব্দীর একটী উজ্জ্বল রবি, তদ্বিষয়ে বোধ হয় মতদ্বৈধ নাই। উদয় হইতে অস্তগমন

পর্য্যন্ত কালের মধ্যে সেই রবির উজ্জ্বল কীর্ত্তিকলাপের সবিস্তর বর্ণন করা এই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য। গ্রন্থের উপকরণ-সামগ্রী প্রধানতঃ তদীয় আত্মজীবনবৃত্ত হইতে পরিগৃহীত হইয়াছে। আবশ্যকমত অন্যান্ত গ্রন্থকারেরও সাহায্য লওয়া গিয়াছে। যাঁহারা স্বয়ং পূর্ণ শিক্ষা প্রাপ্ত হইতে বা সন্ততিগণের পূর্ণশিক্ষা বিধান করিতে ইচ্ছা করেন, জন্ ষ্টুয়ার্ট মিলের জীবনবৃত্ত তাঁহাদিগের অবশ্য পাঠ্য।

মহাত্মা সক্রেটিস্ বলিয়াছেন যে, যে জীবনে গবেষণা ও অনুসন্ধিৎসা নাই, সে জীবনের কোনও মূল্য নাই। যে পরিমাণে যে জীবনের গবেষণা ও অনুসন্ধিৎসাবৃত্তির চর্চ্চা হয়, সেই পরিমাণে সেই জীবনের মূল্য বাড়িয়া থাকে। যদি ঊনবিংশ শতাব্দীর কোন জীবনে এই বৃত্তিদ্বয়ের পরমা চর্চ্চা হইয়া থাকে, তাহা মিলের জীবনে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর একটী বিশেষ লক্ষণ, ইহার মতস্বাধীনতা ও মতসহিষ্ণুতা। যদি ঊনবিংশ শতাব্দীর কোন ব্যক্তিতে এই গুণদ্বয় পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়া থাকে, তাহা মিলে।

উচ্চশ্রেণীর মনমাত্রই গতিপ্রবণ ও বর্দ্ধনশীল। ইহা কখন চিরকাল একস্থানে একই ভাবে থাকিতে পারে না। নূতন মত ও নূতন আবিষ্ক্রিয়ার অভিমুখে ইহার গতি অনন্ত ও অনিবার্য্য। কি ধর্ম্মনীতি, কি রাজনীতি, কি সমাজনীতি, কি দর্শন-বিজ্ঞান—সকল বিষয়েই ইহা নূতন নূতন আলোক বিকীর্ণ করিতে চেষ্টা করে। সেই চেষ্টায় কৃতকার্য্য হইলেও সুখ, শুদ্ধ চেষ্টাতেও সুখ। মিলের সেই চেষ্টারও বিরাম ছিল না, সুতরাং সুখেরও সীমা ছিল না।

কণ্ডর্সেট্ তল্লিখিত টর্গটের জীবনচরিতের একস্থানে লিখিয়াছেন, "টর্গট্ সাম্প্রদায়িকতাকে জগতে ভীষণ অনিষ্ট-প্রদ বলিয়া মনে করিতেন। যে মুহূর্ত্তে কোন সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠাপিত হয়, সেই মুহূর্ত্ত হইতে সেই সম্প্রদায়স্থ সমস্ত লোককে তদন্তর্ভুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তির দোষের জন্য সমাজের নিকট দায়ী হইতে হয়, এবং পরস্পরসম্বদ্ধ থাকার অনুরোধে পরস্পরকে পরস্পরের দোষ গোপন করিয়া রাখিতে হয়। সম্প্রদায় বন্ধনের নিমিত্ত তাঁহাদিগকে বাধ্য হইয়া কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট নিয়ম ও

মত সংস্থাপিত করিতে হয়। যাঁহারা সেই সম্প্রদায়ভুক্ত, তাঁহাদিগকে বিনা বিচারে সেই নিয়ম ও মতগুলি গ্রহণ ও পালন করিতে হয়। সুতরাং সে গুলি কালে কুসংস্কাররূপে পরিণত হয়। যদি সমাজের কোন ব্যক্তির সহিত সেই সম্প্রদায়ের ব্যক্তি-বিশেষের প্রণয় বা বন্ধুত্ব জন্মে, তাহা হইলে সেই প্রণয় বা বন্ধুত্ব সেই ব্যক্তিবিশেষেই পর্য্যবসিত হইবে; কিন্তু যদি সেই বক্তিবিশেষ সমাজের ঘৃণা ও বিদ্বেষের ভাজন হন, তাহা হইলে সেই ঘৃণা ও বিদ্বেষ ব্যক্তিবিশেষে আবদ্ধ না থাকিয়া সেই সম্প্রদায়ে পরিব্যাপ্ত হইবে। যদি এই সম্প্রদায় দেশের জ্ঞানিবৃন্দ দ্বারা সংগঠিত হয়, যদি জগতের সাধারণ হিতকর সত্যের উদ্ঘোষণ করা ইহার উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে জগতের অনিষ্টের আর পরিসীমা থাকে না। কারণ যে সত্যই এই সম্প্রদায় কর্ত্তৃক অবতারিত ও প্রচারিত হইবে, সেই সত্যই জনসাধারণ কর্ত্তৃক বিনা পরীক্ষায় প্রত্যাখ্যাত হইবে। জনসাধারণই যাবদীয় কদাচার ও কুসংস্কারের প্রতিপোষক, সুতরাং স্বভাবতঃ সত্যের প্রতিকূল। জনসাধারণ আপন নেতৃবৃন্দ দ্বারা সর্ব্বপ্রকার সত্য প্রচারের গতি প্রতিরোধ করিতে সতত বদ্ধপরিকর হয়েন। এই জনসাধারণের নেতৃবৃন্দ সচরাচর মধ্য-শ্রেণীর লোক এবং অতিশয় আত্মাভিমানী। ইহারা খ্যাতি ও প্রতিপত্তির পরম শত্রু। কতিপয় খ্যাতাপন্ন মনীষী কোন সত্যের প্রচার জন্য সমব্রত হইলেন, অমনি ইহাদিগের বিদ্বেষানল প্রজ্বলিত হইল। ইহারা বিদ্বেষ-বুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া ইহাঁদিগকে এক সাম্প্রদায়িক নাম প্রদান করিল। যে দিন হইতে তাঁহারা সেই সাম্প্রদায়িক নামে অভিহিত হইলেন, সেই দিন হইতেই তাঁহাদিগের সত্য-প্রচার একপ্রকার রুদ্ধপ্রসর হইল। এখন হইতে তাঁহাদিগের কথা পর্য্যন্ত কেহ সহজে শুনিতে চাহিবে না। এই জন্য টর্গট বলিতেন যে যদি তোমার কোন সত্যের প্রচার রোধ করিতে ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে সেই সত্যের প্রতিপোষক ও প্রচারকদিগকে একটী সম্প্রদায়ে আবদ্ধ করিতে চেষ্টা কর। যে মুহূর্ত্তে সেই সম্প্রদায় গঠিত হইবে, সেই মুহূর্ত্ত হইতেই সেই সত্যের প্রচার আপনিই রুদ্ধ হইয়া যাইবে।" মিল্ কণ্ডর্সেট ও টর্গটের এই অমূল্য উপদেশের মর্ম্মানুসারে

সর্ব্বপ্রকার সাম্প্রদায়িকতাকে অতিশয় ঘৃণা করিতেন। তিনি সাম্প্রদায়িকতাকে ঘৃণা করিতেন বটে, কিন্তু স্বাধীন মত ও স্বাধীন কার্য্যের প্রতিকূল ছিলেন না। অসমসাহসিকতার সহিত আত্মমত ব্যক্ত করিতে ও নির্ভীক চিত্তে তদনুষ্ঠান করিতে তিনি কখনই কুণ্ঠিত হইতেন না। শুদ্ধ তিনি সমমতাবলম্বীদিগকে লইয়া একটী দল বাঁধিতে চাহিতেন না। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে ইহাতে ব্যক্তিগত উন্নতি-স্রোত একেবারে প্রতিহত হইবে এবং যে উদ্দেশ্যে দল বাঁধিবেন, তাহাও বিফল হইবে।

মিল্ ব্যক্তিগত স্বাধীনতার বিশেষ প্রতিপোষক ছিলেন। মত ও কার্য্যসম্বন্ধে প্রত্যেক ব্যক্তির পূর্ণ স্বাধীনতা ব্যতীত মানব-হৃদয়-মনের বৃত্তিনিচয়ের পূর্ণ পরিণতি অসম্ভব, ইহা তিনি তদীয় "লিবার্টি" নামক প্রস্তাবে সবিশেষ বিবৃত করিয়াছেন। এই ব্যক্তিগত পূর্ণ স্বাধীনতা লইয়াই কম্‌তের সহিত তাহার প্রধান মতভেদ। মিল্ ব্যক্তিগত স্বাধীনতার প্রতিপোষক ছিলেন বটে, কিন্তু তিনি ব্যক্তিগত স্বেচ্ছাচারের অনুমোদন করিতেন না। ব্যক্তিমাত্রই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়া কতকগুলি কর্ত্তব্যনিচয়ে আবদ্ধ হয়েন, ইচ্ছা করুন আর নাই করুন, সেগুলি তাঁহাকে প্রতিপালন করিতেই হইবে। তিনি অপরের সুখের প্রতিঘাত না করিয়া এবং সেই সকল কর্ত্তব্য প্রতিপালন করিয়া, আপন ইচ্ছামত কার্য্য করিতে পারেন। সমাজরক্ষার নিমিত্ত তাঁহার স্বাধীনতা যদিও এইরূপে কিয়ৎপরিমাণে সংযমিত, তথাপি তাহার পরিসর নিতান্ত সঙ্কীর্ণ নহে। মিলের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে এমন দিন নিশ্চয় আসিবে, যখন চিন্তা ও ব্যক্তিগত কার্য্যকলাপের পূর্ণ স্বাধীনতার সহিত পরসুখের ও সামাজিক কর্ত্তব্যনিচয়ের কোনও সংঘাত ঘটিবে না, যখন কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য ও ইষ্টানিষ্ট জ্ঞান বাল্যশিক্ষা ও সংস্কার দ্বারা প্রত্যেক ব্যক্তির হৃদয়ে এরূপ স্পষ্টাক্ষরে অঙ্কিত হইবে, যে তদ্বিষয়ে কোন সংশয় বা মতদ্বৈধ উপস্থিত হইবে না; এবং সেই কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য ও ইষ্টানিষ্ট জ্ঞান এরূপ বিশুদ্ধ যুক্তি ও অসন্দিগ্ধ মানবহিতের উপর সংন্যস্ত থাকিবে, যে এখনকার ন্যায় যুগে যুগে তাহাদিগের প্রত্যাখ্যান ও তত্তৎস্থানে নূতন নূতন কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য ও ইষ্টানিষ্ট জ্ঞানের সংস্থাপন করার কোনও আবশ্য-

কর্ত্তা উপস্থিত হইবে না। এই কল্পিত আদর্শে আত্মচরিত্রকে সংগঠিত করা মিলের জীবনের একটী প্রধান লক্ষ্য ছিল।

পর-মতসহিষ্ণুতার সহিত মিলের এরূপ বলবতী আত্মমতপোষকতা বিদ্যমান ছিল, যে সময়ে সময়ে লোকে তাঁহাকে পরমতবিদ্বেষী বলিয়া সন্দেহ করিত; কিন্তু তিনি যে পরমতবিদ্বেষী ছিলেন না, তাহা তিনি তদীয় আত্ম-জীবনবৃত্তে পিতৃচরিত্রের সমর্থন উপলক্ষে স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়াছেন। তিনি বলেন যে "যাঁহারা আত্মমতকে জগতের বিশেষ হিতকর ও তদ্বিপরীত মতকে জগতের সবিশেষ অনিষ্টকর বলিয়া বিশ্বাস করেন, তাঁহারা যদি জগতের মঙ্গলের জন্য, বিপরীত-মতাবলম্বীদিগের প্রতি কোন প্রকার অত্যাচার বা অসদ্ব্যবহার না করিয়া, শুদ্ধ তাঁহাদিগের মতের প্রতিবাদ করেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে পরমতবিদ্বেষী বলা যাইতে পারে না।"

মিল্ আত্মমতের দোষভাগের ন্যায় তদ্বিপরীত মতের গুণভাগ দেখাইতে কখন সঙ্কুচিত হইতেন না। এই জন্য অনেক সময় বিপরীত-মতাবলম্বীরা তাঁহাকে আত্মদলভুক্ত বলিয়া মনে করিতেন। এক সময়ে তিনি প্রজাতন্ত্র-শাসনপ্রণালীর দুর্ব্বলাংশ সকল দেখাইয়া দিয়াছিলেন বলিয়া রাজতন্ত্রশাসনপ্রণালীর অনুকূল-পক্ষীয়েরা তাঁহাকে রাজতন্ত্রের প্রতিপোষক বলিয়া মনে করিতেন। কিন্তু তাঁহারা যদি সূক্ষ্মদর্শনে মিলের প্রস্তাবের আলোচনা করিতেন, তাহা হইলে অবশ্যই জানিতে পারিতেন, যে মিল্ প্রজাতন্ত্রের দোষভাগ অপেক্ষা গুণভাগেরই আধিক্য বলিয়া প্রজাতন্ত্রসাশন-প্রণালীরই পক্ষপাতী ছিলেন। মিলের উদারতা নিবন্ধন তৎসম্বন্ধে অন্যান্য বিষয়েও লোকে নানা প্রকার ভ্রমে পতিত হইয়াছেন।

যাঁহারা "ইভোলিউসন্" মতানুসারে বিশ্বাস করেন যে কালের বিচিত্র গতিতে জগৎ হইতে সর্ব্বপ্রকার অত্যাচার, সর্ব্বপ্রকার কুসংস্কার, সর্ব্বপ্রকার স্বার্থপরতা—সংস্কারকদিগের বিনা যত্নে ও বিনা পরিশ্রমে, আপনিই ক্রমে ক্রমে অন্তর্ধান করিবে, মানবহিতের নিমিত্ত নিরন্তর-চেষ্টাসঙ্কুল মিলের জীবন তাঁহাদিগের বিশেষ শিক্ষাস্থল।

কেহ কেহ মিল্‌কে অতিশয় আত্মাভিমানী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। মিলে আত্মাভিমান বা আত্মাদর ছিল না একথা আমরা বলি না। আত্মাদর মনস্বিতার পরিচায়ক। আত্মাদর ব্যতীত কেহ কখন উন্নতিশৈলের উচ্চতম শিখরে আরোহণ করিতে পারেন নাই। যতক্ষণ সেই নিজ আত্মাদরের সহিত পর আত্মাদরের কোন সংঘর্ষ উপস্থিত না হয়, ততক্ষণ তাহা হইতে জগতের ইষ্ট বই অনিষ্টের সম্ভাবনা নাই। পর আত্মাদরের প্রতি যথোচিত ন্যায়পরতা ও উদারতা দেখাইলে এরূপ সংঘর্ষ প্রায় উপস্থিত হয় না। জগতের কোন হিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠানে বা কোন নূতন মতের আবিষ্ক্রিয়ায় তাঁহার অংশ কতটুকু, তাহা ব্যক্ত করিতে মিল্ বরং কখন কখন অপলজ্জার বশবর্ত্তী হইতেন; তথাপি তিনি অপরের অংশ নির্দ্দেশ করিতে কখনই কার্পণ্য প্রদর্শন করেন নাই। তাঁহাতে আত্মাদরের ভাগ এত অল্প ছিল এবং বিনয় এত অধিক ছিল যে তিনি অনেক সময় নিজ গুণকে উপেক্ষা করিয়া অদৃষ্ট ও অনুকূল ঘটনাপুঞ্জকে আত্মোন্নতির মূল বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

নিম্নশ্রেণীর দুঃখে যদিও তাঁহার হৃদয় সতত কাঁদিত, দুর্ব্বলের প্রতি বলবানের অত্যাচার দেখিয়া যদিও তাঁহার ক্রোধ প্রচণ্ড ভাবে উদ্দীপিত হইত, তথাপি তিনি তাহা লইয়া অনর্থক আন্দোলন বা বৃথা আড়ম্বর করিতে ভাল বাসিতেন না। কিন্তু সাধারণ হিতের জন্য যখন তাঁহার বদ্ধপরিকর হওয়া আবশ্যক হইত, তখন তিনি সহস্র বাধা বিপত্তি সত্ত্বেও তাহা হইতে বিরত হইতেন না।

প্রত্যেক ব্যক্তিই পৃথিবীতে জন্মপরিগ্রহ করিয়া কতকগুলি প্রাকৃতিক স্বত্বের অধিকারী হন। সেই প্রাকৃতিক স্বত্বজাতের মধ্যে স্বাধীনতা সর্ব্বপ্রধান। এই স্বাধীনতা দুই প্রকার—ব্যক্তিগত ও জাতীয়। জগতের মঙ্গলের জন্য এ দুই প্রকার স্বাধীনতাই বিশেষ প্রয়োজনীয়, দুর্ভাগ্যবশতঃ আমরা এই দুই প্রকার স্বাধীনতারই আস্বাদে বঞ্চিত। কিন্তু ইউরোপ ও আমেরিকাতেও ব্যক্তিগত স্বাধীনতা পূর্ণ বিকাশ প্রাপ্ত হয় নাই। অধিক কি অনেকে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার স্বতন্ত্র আব-

শূকতা পর্য্যন্ত উপলব্ধি করিতে অক্ষম। এই জন্য মিল্ তদীয় "লিবার্টি" নামক পুস্তকে এই বিষয়েরই সবিশেষ আন্দোলন করেন। তিনি এই ব্যক্তিগত স্বাধীনতা শুদ্ধ পুরুষেই আবদ্ধ রাখিয়া সন্তুষ্ট হন নাই। তিনি তদীয় নারীজাতি-বিষয়ক প্রবন্ধে সেই ব্যক্তিগত স্বাধীনতা নারীজাতির প্রতিও প্রয়োগ করিয়াছেন। পুরুষজাতি অনেক দিন হইতে অনেক বিষয়ে নারীজাতিকে অধীন করিয়া রাখিয়াছেন। তিনি অখণ্ডনীয় যুক্তি দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন যে এ প্রথা অস্বাভাবিক, ন্যায়বিগর্হিত ও স্ত্রীপুরুষ উভয় জাতিরই অবনতির কারণ। বেন্থামই এই নূতন মতের প্রথম উদ্ভাবক। মিল্ তদীয় অসাধারণ প্রতিভার উজ্জ্বল বর্ণ প্রক্ষেপ দ্বারা ইহাকে নূতন আকারে জনসমাজে অবতারিত করেন। বেন্থামের শিষ্যমাত্রই এই নবোদ্ভাবিত মতের প্রতিপোষক ছিলেন। মিল্ ইহার শুদ্ধ প্রতিপোষক হইয়া সন্তুষ্ট হন নাই, তিনি অধিকতর উৎসাহ ও অধিকতর অধ্যবসায়ের সহিত এই মত কার্য্যে পরিণত করার চেষ্টা করিয়াছিলেন।

মিল্ তদীয় নারীজাতিবিষয়ক প্রবন্ধে বিয়োজন (Divorce.) সম্বন্ধে কোন চূড়ান্ত নিয়ম নির্দ্দেশ করেন নাই বলিয়া অনেকে তদীয় প্রবন্ধকে নিতান্ত অসম্পূর্ণ বলিয়া মনে করেন। এক দিন কোন বিখ্যাত ব্যক্তি তাঁহাকে এই বিষয়ে প্রশ্ন করায় তিনি এইরূপে তাহার উত্তর দিয়াছিলেন—"যত দিন না আমরা এবিষয়ে নারীজাতির নিজের মত জানিতে পারিতেছি, এবং যতদিন না বৈবাহিক প্রথা স্ত্রী ও পুরুষ উভয়জাতির পূর্ণ সাম্যের সহিত পরীক্ষিত হইতেছে, ততদিন এবিষয়ে কোন চূড়ান্ত মীমাংসায় উপনীত হওয়া অসম্ভব"। মিলের এই বাক্যে অবিচলিত ধৈর্য্য ও অখণ্ডনীয় যুক্তি প্রকাশ পাইতেছে।

অসীম ধৈর্য্যের সহিত অবিচলিত আশা—মিলের চরিত্রের একটী বিশেষ লক্ষণ ছিল। গম্ভীর ও ভাব-প্রবণ প্রকৃতির লোকের জীবনে তিনটী প্রকাণ্ড পরিবর্ত্তন কাল উপলক্ষিত হয়। প্রথমটী যৌবনের প্রারম্ভে, দ্বিতীয়টী যৌবনের অন্তে, তৃতীয়টী প্রৌঢ়াবস্থার অবসানে। শৈশব ও বাল্যের চিন্তাশূন্য, লীলাপূর্ণ, সরল ও সমতল ক্ষেত্র হইতে

মানব যখন মুঞ্জরিত, পল্লবিত, পুষ্পিত, ভাবতরঙ্গায়িত, রমণীয় যৌবন-কাননে প্রথম প্রবেশ করে, তখন তাহার অন্তরের লক্ষ্য ও আশা অসীম। তখন জীবন তাহার নিকট সুখের অনন্ত উৎস বলিয়া প্রতীত হয়। যে দিকে পাদ বিক্ষেপ করে, সেই দিকেই পথ পুষ্পবিকীরিত দেখে। কিন্তু যেমন অগ্রসর হইতে থাকে, দুই একটী কণ্টকে, দুই একটী কুশাগ্রে, চরণ ক্ষত হইতে আরম্ভ হয়। সেই সঙ্গে সঙ্গে জীবনের লক্ষ্য ও হৃদয়ের আশাও ক্রমে সঙ্কুচিত হইয়া আইসে। যৌবন-প্রারম্ভে আশাপবন-সঞ্চালনে, হৃদয়সরোবরে যে সুখহিল্লোল উত্থিত হয়, যৌবনান্তে আশাপবনের সঙ্কুলচলনে সেই হিল্লোল ভীষণ তরঙ্গের আকার ধারণ করে। এই তরঙ্গতাড়নে সমস্ত প্রৌঢ়াবস্থা অতি অস্থির ভাব ধারণ করে। জীবনের কোন্ লক্ষ্য কি পরিমাণে হস্তগত হইবে, কোন্ আশা কি পরিমাণে চরিতার্থ হইবে, তদ্বিষয়ে এক্ষণে ঘোরতর সংশয় ও অনিশ্চয় উপস্থিত হয়। কি ধর্ম্মনীতি, কি রাজনীতি, কি সমাজনীতি, সকল বিষয়ে এই সময়ে ঘোরতর সন্দেহ অসিয়া জুটে। যত প্রৌঢ়াবস্থার পরিণতি হইতে থাকে, তত সেই সকল সংশয়, অনিশ্চয় ও সন্দেহের ভঞ্জন হইয়া প্রকৃতার্থে যাহা ফলিবে, তদ্বিষয়ে একটী স্থির বিশ্বাস জন্মে। এই সময় যে বিশ্বাস জন্মে, তাহা জীবনান্ত পর্য্যন্ত প্রায় স্থির ভাবে রহিয়া যায়। রোগ শোক, দারিদ্র্য জরা, বাধা বিপত্তি—কিছুতেই এ বিশ্বাস বিচলিত হয় না। আমাদিগের দেশে ষোড়শ বৎসরে যৌবনের আরম্ভ ও ত্রিংশ বৎসরে যৌবনের অবসান ও প্রৌঢ়াবস্থার আরম্ভ এবং পঞ্চচত্বারিংশৎ বৎসরে প্রৌঢ়াবস্থার অবসান ও বার্দ্ধক্যের আরম্ভ হয়। শীত-প্রধান দেশে সাধারণতঃ পাঁচ বৎসর বিলম্বে উক্ত অবস্থাত্রয়ের আরম্ভ ও অবসান হয়। যৌবন-প্রারম্ভে গম্ভীর ও ভাব-প্রধণ প্রকৃতির লোকের অন্তরে সচরাচর যে সকল সুখ-তরঙ্গ উত্থিত হয়, মিলে তাহার কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রম ঘটিয়াছিল। বিংশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে, তিনি যখন যৌবন-রাজ্যে প্রথম প্রবেশ করিলেন, তখন দেখিলেন যে—ভক্তি, স্নেহ, প্রণয় ও সহানুভূতি প্রভৃতি তাঁহার হৃদয়ের কোমলতর বৃত্তি সকল এত অল্প পরিমাণে চর্চ্চিত, মার্জ্জিত ও পরিপুষ্ট

হইয়াছে যে, তাহাদিগের অনুশীলনে তিনি সুখানুভব করিতে একান্ত অক্ষম; এবং তাঁহার অন্তর দার্শনিক মেঘ-জালে এরূপ আচ্ছন্ন হইয়া আছে যে, তিনি ভাব-চক্ষে কিছুই দেখিতে সমর্থ নহেন। এই সময় সৌভাগ্যক্রমে কবিবর ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের একখানি কবিতাগ্রন্থ তাঁহার হস্তে পতিত হয়। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের হৃদয়-গ্রাহিণী কবিতাপাঠে তদীয় হৃদয়াকাশ হইতে, সেই জ্ঞান-মেঘ তিরোহিত হয়। তিনি এখন হইতে, মানব-সাধারণের হিত-চিন্তায় ও হিতানুষ্ঠানে অননুভূতপূর্ব্ব সুখানুভব করিতে লাগিলেন।

ইহার পর হইতে দশ বৎসর কাল পর্য্যন্ত (১৮২৬—৩৬) মিল্ সমাজ প্রভৃতির সংস্কার দ্বারা মানব-জাতির অসীম উপকার-সাধনের আশা করিয়াছিলেন। এই সময় পার্লিয়ামেণ্টীয় পরিবর্ত্তনের সময়, সুতরাং এরূপ আশা তৎকালে সকলেরই অন্তর অধিকার করিয়াছিল এবং অস্বাভাবিক বলিয়া বিবেচিত হয় নাই। এই আশা-তরঙ্গায়িত কালে তিনি "ন্যায়দর্শন" ও "অর্থনীতি ও অর্থব্যবহার" নামক গ্রন্থদ্বয়ের অনুলেখন করেন। কিন্তু ঘটনার পরিণতি দেখিয়া, অবশেষে তিনি অন্যান্য উন্নতিপ্রিয় সংস্কারকদিগের ন্যায় দুঃখের সহিত এই কয়টি সত্য জানিতে পারিলেন যে—তাঁহার আশা উন্নতি-স্রোতের সম্ভাবিত গতি অতিক্রম করিয়া গমন করিয়াছে; উন্নতি-স্রোতস্বিনীর গতি অতি মৃদুল ও বিলম্বিত; এবং মানব-চিন্তা-স্রোতের অধিনায়কেরা মানবজাতিকে যে "আদর্শ-রাজ্যে" লইয়া যাইবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হয়েন, সে আদর্শ-রাজ্যে প্রবেশ করা, তাঁহাদিগের ভাগ্যে প্রায় ঘটিয়া উঠে না। তিনি যে সকল পরিবর্ত্তনের জন্য, প্রাণপণে খাটিয়াছিলেন এবং যাহাদের সংঘটন হইতে, তিনি অসীম মানব-হিতের আশা করিয়াছিলেন, কালে সে পরিবর্ত্তনগুলি সংঘটিত হইল বটে, কিন্তু সে গুলি হইতে, তিনি যত দূর আশা করিয়াছিলেন, মানবজাতির ততদূর উপকার সাধিত হইল না। তত্রাচ ইহাতে তিনি হতাশ না হইয়া, যাহাতে ভবিষ্যতে আর আশা-ভঙ্গজনিত মানসিক কষ্টে পতিত হইতে না হয়, তাহার জন্য প্রস্তুত হইলেন। আশা-ভঙ্গে প্রাকৃত লোকের উদ্যম-ভঙ্গ ও চেষ্টা-

শৈথিল্য উপস্থিত হয়; কিন্তু মিলের চেষ্টা ও উদ্যম ইহাতে দ্বিগুণিত হইল। তাঁহার পূর্ব্ব চেষ্টা কিঞ্চিৎ উপরি-ভাসমান ছিল, কিন্তু এখন হইতে ইহা তলস্পর্শী হইতে লাগিল। পূর্ব্বে তিনি জগতের সামাজিক মতের পল্লব-সংস্কারেই সন্তুষ্ট হইতে প্রস্তুত ছিলেন; কিন্তু এক্ষণ হইতে তাহার আমূল সংস্কার তদীয় জীবনের লক্ষ্য হইয়া উঠিল। সাধারণ মতের সহিত তাঁহার যে সকল মতের ভীষণ বিসংবাদ ছিল, পূর্ব্বে তিনি সাধ্যমত তাহাদিগের পরিহার করিতেন; কিন্তু এখন তিনি দেখিতে পাইলেন যে, সে গুলির স্বাধীন প্রচার ব্যতীত সমাজের পূর্ণ সংস্কারের আশা নাই। এই জন্য তিনি এখন হইতে প্রগাঢ় অধ্যবসায় ও অবিচলিত নির্ভীকতার সহিত তৎপ্রচারে প্রবৃত্ত হইলেন। "নারী জাতির অধীনতা" ও "স্বাধীনতা" প্রভৃতি প্রবন্ধ তাঁহার জীবনের এই পূর্ণতম, উচ্চতম, উদারতম ও সঞ্জীবকতম অংশের ফল।

অতি অল্প লোকেই মিলের চিন্তার গভীরতার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারে, এবং অতি অল্প লোকেই মিলের নবোদ্ভাবিত মত সকলের অমূল্যতা উপলব্ধি করিতে সমর্থ। মিলের ভবিষ্য "আদর্শ সমাজ" অনেকের নিকট আকাশ-কুসুমের ন্যায় ভাবোদ্বোধিত ও কল্পনাসম্ভূতমাত্র বলিয়া বিবেচিত হয়। সাধারণ লোকে সমাজের বর্ত্তমান অবস্থার শোচনীয়তা অনুভব করিতে সমর্থ নহেন, সুতরাং তাঁহারা কোন ভবিষ্য আদর্শ সমাজের—সম্ভবপরতা দূরে থাক্—আবশ্যকতা পর্য্যন্ত বুঝিতে অক্ষম। তাঁহারা এ পৃথিবীতে ইহা অপেক্ষা অধিকতর সুখের আশা করেন না; তাঁহারা মৃত্যুর পর অনন্ত বিমল সুখ-ভোগের নিমিত্ত স্বর্গ সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছেন। সে অনন্ত বিমল স্বর্গীয় সুখের সহিত তুলনায়, তাঁহারা মিলের আদর্শ ঐহিক সুখকে অতি শুষ্ক বলিয়া মনে করেন। কিন্তু অবিশ্রান্ত সত্যের অনুসন্ধানে ও অক্লান্ত মানবহিতসাধনে ইহ-লোকেই যে অনির্ব্বচনীয় স্বর্গীয় সুখ ভোগ করা যাইতে পারে, তাহা তাঁহারা কিরূপে অনুভব করিতে পারিবেন? যদি পারিতেন, তাহা হইলে প্লেতো, কম্‌ত, মিল্, বেন্থাম্, টর্গট্ প্রভৃতি মনীষিগণ মানব উন্নতির যে আদর্শ সীমা নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন, মানব-সাধারণ এত দিন

সেই সীমায় উপনীত হইত। ঈশ্বর-প্রেমের অনুরোধ বা ঐহিক কি পারমার্থিক পুরস্কারের আশা—মানব-সাধারণের ধর্ম্মানুষ্ঠানের প্রণোদক হইবে না; এবং নিরভিসন্ধি ধর্ম্মেই মানব-মাত্র ইহলোকেই বিমল স্বর্গীয় সুখ অনুভব করিবে—এরূপ সামাজিক অবস্থা যদি সকলেরই অনুভূতি-প্রসরে উপস্থিত হইত, তাহা হইলে কম্‌ত, মিল্ প্রভৃতি মনীষিগণের জগতে আবির্ভাব প্রয়োজনীয় হইত না।

মিল্ তদীয় আদর্শ সমাজ-বিষয়ে যেরূপ অবিচলিত বিশ্বাস, গভীর আগ্রহ ও জীবন্ত উৎসাহ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে তিনি স্থূলদর্শী অনুদার লোকের সবিশেষ উপহাসের পাত্র হইয়াছেন, সন্দেহ নাই। কিন্তু, যাঁহারা পরলোক-সৃষ্টি ও কল্পিত অনন্ত বিমল স্বর্গীয় সুখের ধারণাকে হৃদ্‌বৃত্তির পরিণতির পরাকাষ্ঠা বলিয়া গণনা করেন, আমরা বুঝিতে পারি না, কেন তাঁহারা মিলের আদর্শসমাজ-কল্পনাকে চিত্তবৃত্তির চরম উৎকর্ষ বলিয়া স্বীকার না করিবেন? যদি অসীম দুর্লক্ষ্য শূন্যের উপর প্রকাণ্ড স্বর্গসৃষ্টি সম্ভবপর হয়, তাহা হইলে অনন্ত কালস্রোতে অসংখ্য পুরুষ-পরম্পরার অক্লান্ত যত্নে এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান পৃথিবীর উপরেই যে একটী রমণীয় স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠাপিত হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

ধর্ম্মসম্প্রদায়ী লোকে মিলের জীবনকে অতি শুষ্ক ও নীরস বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন, যাঁহারা জগৎকে নিরবচ্ছিন্ন শোকদুঃখ-ভ্রান্তিপূর্ণ বলিয়া মনে করেন, তাঁহাদিগের জীবন অন্ধকারময়। কিন্তু, আমরা তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি—এই জগৎ শোকদুঃখ-ভ্রান্তি-সঙ্কুল কি না? যদি হয়, তবে কোন্ মানবপ্রেমিক ব্যক্তির হৃদয় ইহাতে উদাসীন ও অবিচলিত থাকিতে পারে? কোন্ কালে কোন্ ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকের হৃদয়ই বা ইহাতে উদাসীন ছিল? বুদ্ধ, খ্রীষ্ট প্রভৃতির জীবনবৃত্ত পাঠ কর, দেখিবে যে, জগৎ হইতে শোকদুঃখ-ভ্রান্তি দূর করাই তাঁহাদিগের ধর্ম্মপ্রচারের উদ্দীপনা ও উদ্দেশ্য ছিল। মানবজীবন-সুলভ জরা-মরণ-দারিদ্র্যাদি দুঃখ-দর্শনে বুদ্ধের হৃদয় এত দূর অভিভূত হইয়াছিল যে, তিনি রাজপ্রাসাদের ক্ষণিক সুখে জলাঞ্জলি দিয়া বৈরাগ্য অবলম্বন

করিয়াছিলেন। জগতের অত্যাচার-উপীড়নে ও উৎপীড়িতদিগের অশ্রু-জলে খ্রীষ্টের হৃদয় এতদূর কাতর হইয়াছিল যে, তিনি বলিয়াছেন 'যাহারা মরিয়াছে, তাহারাই সুখী এবং যাহারা জন্মে নাই, তাহারা আরও সুখী,' যাঁহারা জগতে দুঃখ নাই বলিয়া আপনাদিগের বুদ্ধিকে প্রতারিত করিতে পারেন; যাঁহারা ষ্টোয়িকদিগের "দুঃখ অশুভ নয়" এই দুর্জ্ঞেয় মত বিশ্বাস করিয়া থাকেন; যাঁহারা—যে অনন্ত দয়াময় ও সর্ব্বশক্তি-মান্ ঈশ্বরের আমোদ ও সুখের নিমিত্ত তদীয় ইচ্ছা ও আদেশে অগণিত শোকদুঃখ ও পাপের স্রোতে জগৎ আপ্লুত হইতেছে—সেই ঈশ্বরের নৈতিক উৎকর্ষ-পরিচিন্তনে অনন্ত বিমল সুখ অনুভব করিতে পারেন; অথবা যাঁহারা চার্ব্বাক, সলমন্ প্রভৃতির ন্যায় শুদ্ধ পানভোজনাদি ইন্দ্রিয় সেবাতেই জীবনের মুখ্য লক্ষ্য পরিতৃপ্ত করিতে সমর্থ; তাঁহারাই মিলের জীবনকে শুষ্ক বা নীরস এবং মিল্-প্রদর্শিত সুখের আদর্শকে অগম্য বা দুরধিগম্য কল্পনামাত্র বলিতে পারেন; কিন্তু যাঁহাদিগের বুদ্ধিবৃত্তি ও হৃদ্‌বৃত্তি এত দূর পরিপুষ্ট ও পরিমার্জ্জিত হইয়াছে যে, তাঁহারা কল্পিত স্বর্গীয় সুখে বা ইন্দ্রিয়-সুখে পরিতৃপ্ত হইতে, অথবা বাস্তব দুঃখকে শুভ বলিয়া স্বীকার করিতে অক্ষম, তাঁহারা মিলের জীবনকে শুষ্ক ও নীরস ও তৎপ্রদর্শিত সুখের আদর্শকে অগম্য বা দুর-ধিগম্য কল্পনা-মাত্র বলিয়া মনে করেন না।

মিল্ জগতে আমোদের আনন্ত্য ও আতিশয্য সম্ভব-পর বলিয়া মনে করিতেন না। নিরবচ্ছিন্ন আমোদ ও নিরন্তর চিত্তের উদ্দীপনা সম্ভব-পর না হইলে ও, যে অনন্ত শান্তি ও অনন্ত চিত্ত-প্রসাদ ব্যক্তিমাত্রেরই অধিগম্য, তাহা তিনি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেন। এই অনন্ত শান্তি ও অনন্ত চিত্ত-প্রসাদ-জনিত সুখের অধিকারী হইতে হইলে, মানবকে গুটি কত গুণ শিক্ষা করিতে হইবে। সে গুণগুলি এই ঃ—(১) জীবনে যাহা সম্ভবপর, তাহা অপেক্ষা অধিক কিছু আশা না করা; (২) মান-সিক চর্চ্চায় অনুরাগী হওয়া; (৩) হৃদয়ে অকপট প্রণয়, ভক্তি ও স্নেহের সংস্থাপন করা; (৪) এবং মানবসাধারণের হিতচিন্তায় ও হিতসাধনে জীবন্ত উৎসাহ অনুভব করা। অজ্ঞান, দুষিত রাজবিধি বা

দেশাচার, রোগ, শোক, দারিদ্র্য, জরা প্রভৃতি দৈবী আপৎ; এবং নিষ্ঠুরতা, অত্যাচার প্রভৃতি মানুষী আপৎ এই গুলি সেই শান্তি ও চিত্তপ্রসাদ-জনিত সুখের প্রধান অন্তরায়। এই অন্তরায়নিচয়ের কতক-গুলি অনিবার্য্য, কতকগুলি নিবার্য্য এবং অবশিষ্টগুলি লঘূকরণীয়। মিল্ তদীয় হিতবাদ গ্রন্থে এই অন্তরায়-নিচয় সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন :—

"মনুষ্যের যন্ত্রণার যে গুলি প্রধান কারণ, সে গুলির অধিকাংশই অবিশ্রান্ত যত্নে ও চেষ্টায় কালে দূরীকরণীয়; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, দূরীকরণকাল অতিবিলম্বিত। যদিও সেই ঘোর মানব-সুখ-দ্রোহী অন্তরায়-নিচয়ের সহিত সমরে অসংখ্য পুরুষ-পরম্পরা নিহত না হইলে, তাহাতে জয়লাভের সম্ভাবনা নাই, তথাপি যাঁহাদিগের বুদ্ধিবৃত্তি ও হৃদ্বৃত্তি অতিশয় পরিমার্জ্জিত, তাঁহারা শুদ্ধ সেই সংঘর্ষেই এরূপ বিমল সুখ অনুভব করিতে পারেন, যে সুখের সহিত কোনও স্বার্থসাধন-জনিত সুখের বিনিময় হইতে পারে না" *। মিলের জীবন যে কিরূপ-অবিচ্ছিন্ন প্রফুল্লতা, অদমনীয় উৎসাহিতা, অবিচলিত অনুসন্ধিৎসা ও অনন্ত শান্তির আধার ছিল, তাহা পূর্ব্বে যে সমস্ত কথিত হইল, তদ্দ্বারা নিঃসন্দিগ্ধরূপে প্রমাণীকৃত হইতেছে।

মিল্ যে জীবনের শেষ-ভাগে সমাজ হইতে অবসৃত হইয়াছিলেন এবং তিনি যে বর্ত্তমান সমাজের বিরুদ্ধে নানা কথা বলিয়াছিলেন, তজ্জন্য তিনি কতকগুলি লোকের নিন্দাভাজন হইয়াছেন। কিন্তু, তিনি যে সমাজ হইতে দূরে অবস্থিত হইয়াও, সমাজ-বিষয়ে উদাসীন ছিলেন না এবং সমাজের অধিকতর হিত-সাধনের নিমিত্তই যে সমাজ হইতে অবসৃত হইয়াছিলেন, তাহা তিনি তদীয় আত্ম-জীবনবৃত্তের এক স্থলে স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়াছেন। সামাজিক সংমিশ্রণ ব্যতীত যে মানব-চরিত্র স্ফূর্ত্তি পাইতে পারে না, তাহা তিনি বিলক্ষণ জানিতেন। তবে তিনি এইমাত্র বলিতেন যে, অযোগ্য সামাজিক সংমিশ্রণে ইষ্ট অপেক্ষা অনিষ্টেরই সম্ভাবনা অধিক। কিরূপে সেই অনিষ্ট সংঘটিত হয়, তাহা তিনি তদীয়

* **Utilitarianism. p. 22.**

আত্মজীবনবৃত্তে সবিশেষ বিবৃত করিয়াছেন এবং মূলগ্রন্থেও তাহার বিস্তর উল্লেখ আছে বলিয়া, আমরা এখানে তাহার পুনরুল্লেখ করিলাম না।

কোন লেখক * মিলের হৃদয়কে পারিবারিক-মমতা-শূন্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, মিল্ আত্মজীবনবৃত্তে আপনিই স্বীকার করিয়াছেন যে, নিজ ভ্রাতা ভগিনীদিগকে তিনি আত্মোন্নতির অন্তরায় বলিয়া মনে করিতেন। কিন্তু আমরাত তদীয় আত্মজীবনবৃত্ত মন্থন করিয়াও এরূপ কোন উক্তি প্রাপ্ত হইলাম না। বরং তিনি এক স্থলে স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন—তিনি নবম বৎসর হইতে পিতা কর্ত্তৃক ভ্রাতা ভগিনীগণের শিক্ষাকার্য্যে নিয়োজিত হইতেন; ইহাতে পূর্ব্ব-শিক্ষিত বিষয়গুলি তাঁহার অন্তরে দৃঢ়তররূপে অঙ্কিত হইত। কিন্তু এরূপ শিক্ষাকার্য্যে তিনি বিরক্ত হইতেন, এরূপ ভাবত কোন স্থলে পরিব্যক্ত হয় নাই। তিনি যে ভ্রাতা ভগিনীগণকে অন্তরের সহিত ভাল বাসিতেন, তাহার প্রমাণস্বরূপ আমরা এক খানি বিলাতীয় পত্র † হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম। লেখক লিখিতেছেন ঃ—"ইহা আমাদিগের সৌভাগ্য বলিতে হইবে যে, জন্ ষ্টুয়ার্ট মিলের সহিত আমরা বাল্যকালেই পরিচিত হইয়াছিলাম। আমরা যৎকালে "ইউনিবার্সিটি কালেজে" পড়িতাম, তখন মিলের কনিষ্ঠ ভ্রাতা জেম্‌স বেন্থাম মিল্ আমাদিগের সহাধ্যায়ী ছিলেন। প্রবল প্রণয়ের অনুরোধে পাঠাবস্থায় দীর্ঘাবকাশকালে এবং পাঠাবসানেও আমরা তাঁহাদিগের মিকেল্‌হামস্থ সুন্দর কুটীরে মধ্যে মধ্যে গমন করিতাম। এই কুটীরে তাঁহাদিগের পরিবার বহুকাল ধরিয়া গ্রীষ্মের কয়েক মাস অতিবাহিত করিতেন। এই কুটীরে জন্ ষ্টুয়ার্ট মিলের সহিত আমাদিগের অনেক বার সাক্ষাৎ ও কথোপকথন হয়। তখনও জন্ অজ্ঞাতনামা ছিলেন। কিন্তু ভ্রাতা ভগিনীগণের প্রতি তাঁহার সলীল, সস্নেহ ও অমায়িক ভাব দেখিয়া এবং বাটীর অন্যান্য পরিবারবর্গের প্রতি তাঁহার কোমল সহৃদয় ব্যবহারে

* The author of an Article in Fraser's Magazine for Dec. 1873.

† Workman's Magazine of Jan. 1874, P. 385.

আমরা তাঁহার প্রতি এত দূর প্রীত হইয়াছিলাম যে, আমাদিগের হৃদয় হইতে সে প্রীতিচিহ্ন অদ্যাপি বিলীন হয় নাই”।

যাঁহারা মিল্‌কে হৃদয়শূন্য ও স্নেহ মমতা প্রভৃতি পারিবারিক গুণ-বিবর্জ্জিত বলিয়া নিন্দা করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের জন্য আমরা আরও এক খানি বিখ্যাত সাময়িক পত্র * হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম। ইহাতে এক জন পত্রপ্রেরক লিখিয়াছেন “যাঁহার সমাধিমন্দির এখনও সহস্র সহস্র বন্ধুর প্রণয় ও কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ শোকাশ্রু জলে অভ্যুক্ষিত হইতেছে; সঙ্গীত-শ্রবণে ও প্রকৃতি-দর্শনে যাঁহার হৃদয় উথলিয়া উঠিত; যাঁহার জ্ঞান পুষ্পে পুষ্পে পরিভ্রমণ করিত; যাঁহার প্রীতি তির্য্যক্‌জাতিকে লইয়াও সতত ক্রীড়া করিত; যিনি বন্ধুবান্ধবদিগকে লইয়া পল্লীগ্রামের রমণীয় প্রান্তরে ভ্রমণ করিতে ও হৃদয় খুলিয়া তাঁহাদিগের সহিত কথোপকথন করিতে অতিশয় ভাল বাসিতেন—সেই জন্‌ ষ্টুয়ার্ট মিল্‌ হৃদয়শূন্য ও স্নেহমমতাবিবর্জ্জিত এবং তাঁহার হৃদয় নীরস, নিরানন্দ ও আশাশূন্য এ কথা কে বিশ্বাস করিবে?”।

মিলের সহৃদয়তার আরও দুই একটী পরিচয় দিব। মিল্‌ যৎকালে পত্নীশোকে কাতর হইয়া, তদীয় সমাধিমন্দিরের অনতিদূরে একটী কুটীর ক্রয় করিয়া ফ্রান্সে অবস্থিতি করিতেছিলেন, তখন অনেক সম্ভ্রান্ত লোক দলে দলে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেন। তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ মিল্‌-সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহার মর্ম্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল। এক জন কহিয়াছেনঃ—“আমরা এক দিন মিল্‌ ও তদীয় দুহিতার সহিত প্রোভেন্‌স ও ল্যাংডক্‌ প্রদেশ ভ্রমণে নির্গত হইয়াছিলাম। তাঁহারা সর্ব্বত্র যেরূপ স্নেহ ও ভক্তির সহিত পরিগৃহীত হইলেন, তাহা দেখিয়া আমাদিগের সকলের হৃদয় আনন্দে পুলকিত হইল। ভ্রমণকালে মিল্‌ সর্ব্বপ্রকার প্রাকৃতিক ও ঐতিহাসিক বিষয়ে গভীর অনুরাগ ও জীবন্ত উৎসাহ দেখাইতে লাগিলেন। তিনি অভিগ্‌ননের চতুর্দ্দিকস্থ রোমরাজ্যের ভগ্নাবশেষ অবলোকন করিয়া প্রাচীন

* Spectator.

রোম ও মধ্যযুগসম্বন্ধে অনেক ঐতিহাসিক কথার অবতারণা করিলেন। তাঁহার সহিত পরিভ্রমণকালে তদীয় হৃদয়গ্রাহী কথোপকথনে প্রত্যেক স্থান যেন নব শোভা ধারণ করিত। এক দিন আমরা তাঁহার সহিত ফ্রান্সের কোন পর্ব্বতের উপরি শিখর-মালায় আরোহণ করিলাম। কি অধিত্যকা প্রদেশে, কি গুহাভ্যন্তরে, কি বৃক্ষলতাদি-পরিশোভিত পর্ব্বতারণ্যে যে স্থানে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন, সেই স্থানেই তিনি নানাবিষয়ে আমাদিগের কৌতূহল উদ্দীপিত ও পরিতৃপ্ত করিতে লাগিলেন। কথন পুরাবৃত্ত, কথন উদ্ভিজ্জবিদ্যা, কথন বা ভূতত্ত্ববিদ্যা তাঁহার কথোপকথনের বিষয় হইতে লাগিল। এইরূপে দিবাবসান হইল এবং আমরা পর্ব্বত হইতে অবতরণ করিলাম। অবিশ্রান্ত পথভ্রমণে ও অবিচ্ছিন্ন কথোপকথনে বিন্দুমাত্র ক্লান্ত হইলেন না এবং আমরাও তদীয় সাহচর্য্যের মধুরতায় সমস্ত পথশ্রম ভুলিয়া গেলাম"। আর এক জন লিখিয়াছেন "আমরা এক দিন মিলের সহিত ভ্রমণে নির্গত হইয়াছিলাম। তিনি ভ্রমণকালে অবিশ্রান্ত যত্ন ও আদরের সহিত কখন কাহাকে দুই একটী দুর্ল্লভ ফুল, কখন কাহাকে পৃথিবীর স্তরপুঞ্জের সংগঠন, কখন বা কাহাকে প্রাচীন নগরীসকলের ভগ্নাবশেষের গঠন-কৌশল দেখাইতে লাগিলেন; এইরূপ করিতে করিতে তিনি যখন আমাদিগকে একটী পর্ব্বতের শিখরদেশে আনয়ন করিলেন, তখন সকলেই দেখিতে পাইল, আনন্দ যেন উচ্ছলিত হইয়া তাঁহার গণ্ড বহিয়া পড়িতে লাগিল। এই পর্ব্বতের অধিত্যকা প্রদেশে প্রস্তর কাটিয়া একটী নগরী ও লেব নামক একটী দুর্গ নির্ম্মিত হয়। আমরা যখন সেই অধিত্যকা প্রদেশে আরোহণ করিলাম, তখন দেখিলাম—সেই দুর্গ ও নগরী প্রায় জন-শূন্য। সেই দিবাবসানে এই নির্জ্জন গিরিশৃঙ্গ যে কি রমণীয় শোভা ধারণ করিয়াছিল এবং সেই অপূর্ব্ব শোভা-সন্দর্শনে মিলের হৃদয় যে তৎকালে কি অনির্ব্বচনীয় আনন্দ অনুভব করিয়াছিল, যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারাই তাহা বলিতে পারিবেন"।

মিল্ ইংলণ্ড হইতে শেষ বিদায়-গ্রহণ-কালে এক দিন ফর্টনাইট্লী রিভিউএর সম্পাদক জন্ মর্লের বাটীতে গমন করেন। মর্লের সহিত

তাঁহার যে কথোপকথন হয়, তাহা মর্লে কোন বন্ধুর প্রতি লিখিত এক পত্রে ব্যক্ত করেন, তাহার মর্ম্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল। তাহা পাঠ করিলে, পাঠকমাত্রই বুঝিতে পারিবেন, মিলের মন ও হৃদয় কিরূপ বিশ্ববিষয়িক ও বিশ্বপ্রেমিক ছিল ঃ—

"তিনি প্রাতঃকালীন ট্রেণে অমুক ষ্টেশনে উপস্থিত হন। আমি তাঁহার জন্য ষ্টেশনে অপেক্ষা করিতেছিলাম। তাঁহার মুখকান্তিতে প্রফুল্লতা পরিব্যক্ত ছিল। আমরা দুই জনে কখন নব দুর্ব্বাদলশ্যামল প্রান্তরের মধ্য দিয়া, কখন বা নানাবিধ বৃক্ষ-লতা-পুষ্প-পরিশোভিত উদ্যানের পার্শ্ব দিয়া গৃহাভিমুখে গমন করিতে লাগিলাম। তিনি উদ্ভিজ্জবিদ্যায় অতিশয় পারদর্শী ছিলেন; এইজন্য পথিমধ্যে কখন একটী ফল, কখন একটী পল্লব, কখন বা একটী লতাতন্তু লইয়া বিশেষ যত্ন ও আগ্রহের সহিত তাহাদিগের অদ্ভুত নির্ম্মাণ-কৌশল আমাকে বুঝাইয়া দিতে লাগিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ আমি উদ্ভিজ্জবিদ্যায় সম্পূর্ণ অনক্ষর ছিলাম, সুতরাং আমার প্রতি তাঁহার তাদৃশ যত্ন ও আগ্রহ ব্যর্থ হইয়াছিল।

"পথিমধ্যে তিনি অশ্রান্তভাবে গল্প করিতে লাগিলেন। প্রথমে তিনি সুবিখ্যাত জর্ম্মান্ কবি গেটির কথা তুলিলেন। বলিলেন, তিনি জীবনবৃত্তে কতকগুলি নূতন দৃশ্য অর্পণ করিয়াছেন বটে; কিন্তু, তাঁহার নৈতিক চরিত্র অতি কলুষিত; যে ব্যক্তি অরিলীয়া নামক পরিত্যক্তা রমণীর অশ্রুজলে লোকের অন্তর কাঁদাইয়াছেন, তিনি স্ত্রীজাতির প্রতি নিয়মিতরূপে অসদ্ব্যবহার কিরূপে করিলেন, তাহা তিনি বুঝিতে পারেন না। গেটি প্রাণপণে গ্রীক্ কবিদিগের অনুকরণ করিয়াও কতিপয় গীতিকা ব্যতীত আর কোন বিষয়ই অনুকরণে কৃতকার্য্য হয়েন নাই। ইহাতে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, গ্রীক্ আদর্শ বর্ত্তমান সময়ের ভাবোচ্ছ্বাসের সম্পূর্ণ অনুপযোগী। তিনি শিলারকে গেটি অপেক্ষা অনেকাংশে উৎকৃষ্ট বলিলেন। তিনি শিলার হইতে গেটিতে প্রবেশ করা, নির্ম্মল অনাবদ্ধ বায়ু হইতে, কলুষিত আবদ্ধ বায়ুতে প্রবেশ করার তুল্য বলিয়া মনে করিতেন।

"পরে তিনি রচনার বিষয় অবতারিত করিলেন; বলিলেন, আডিঁসন্ ব্যতীত রচনা বিষয়ে গোল্ডস্মিথের প্রতিদ্বন্দ্বী নাই। তিনি জুনিয়স্ ও গিবনের রচনা অতিশয় ঘৃণা করিতেন, কিন্তু গিবনের গবেষণার ভূয়সী প্রশংসা করিলেন।

"তিনি আইরিস্ বিশ্ববিদ্যালয় ও হোম্‌রুল্ সম্বন্ধে অনেক মত প্রকাশ করিলেন।

"তিনি বলিলেন যে, তাঁহার পিতা ও অন্যান্য মনীষিগণ যখন খ্রীষ্টধর্ম্ম হইতে চ্যুতবিশ্বাস হইয়াছিলেন, তখন তাঁহারা মনে করিয়াছিলেন, যাজকমণ্ডলীর অনিয়ন্ত্রিত শক্তির মূলে যদি কুঠারাঘাত করা যায় ও কুসংস্কার-সকল যদি অপসারিত হয়, তাহা হইলে, পৃথিবী সুশৃঙ্খলরূপে চলিতে পারে; কিন্তু ফরাশিবিপ্লবের সময় তাঁহারা যখন দেখিলেন যে, চর্চ্চ উন্মূলিত হইল, অথচ সে সুখের দিন আসিল না, তখন তাঁহাদিগের সে সুখের স্বপ্ন আপনিই ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থকে ভাল বাসিতেন বলিয়া, তাঁহার লিবারেল্ বন্ধুরা তাঁহার প্রতি অতিশয় বিরক্ত হইতেন; কিন্তু, তিনি তাঁহাদিগকে এই বলিয়া উত্তর দিতেন যে, 'আপনারা এক্ষণে যে সময়ে অবতীর্ণ হইয়াছেন, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ তাহার প্রতিকূল বটেন, কিন্তু সমরে জয়লাভ হইলে, জগতের মঙ্গলের জন্য সহস্র ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের প্রয়োজন হইবে'। [তাঁহার যৌবন-কালে তিনি বিশ্বাস করিতেন, ধর্ম্ম-বিশেষে বিশ্বাসাভাব, সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রভৃতি বিষয়ে মানবজাতির একতাবন্ধনের মূল হইবে। কিন্তু এক্ষণে তাঁহার সে বিশ্বাস সঙ্কুচিত বা তিরোহিত হইয়াছে।]

"অবশেষে তিনি বর্ত্তমান একেশ্বরবাদিতার কথা তুলিলেন। তাঁহার মতে ইহা সত্য হউক বা অসত্য হউক, সমাজস্থিতির পক্ষে ইহা বিশেষ প্রয়োজনীয়; কিন্তু বলিলেন, ধর্ম্মের অবস্থা কি দাঁড়াইবে, তাহা এক্ষণে নিশ্চিত রূপে বলা যাইতে পারে না।

"এইরূপে তাঁহার গল্পের মোহিনী শক্তিতে পথশ্রম ভুলিয়া আমরা গৃহাভিমুখে গমন করিতে লাগিলাম। তিনি সমাগত দর্শকবৃন্দের সহিত বাল্যসুলভ সরলতা ও আময়িকতার সহিত আলাপ করিতে

লাগিলেন; বনফুল, পতঙ্গকুল ও তির্য্যক্‌জাতি-সম্বন্ধে নানাপ্রকার উপদেশপূর্ণ গল্প করিলেন; নাইটিংগেলের সুমধুর গান শুনিতে অতিশয় ব্যগ্র হইলেন। আমরা শকটারোহণে বাটীর নিকট আসিলাম। এই-রূপে আমি জীবনের একটী গভীর সুখের দিন অতিবাহিত করি-লাম * * *"। *

মিল্ তদীয় জীবন-দৃশ্যের যে অংশটুকুর পটোদ্ঘাটন করিয়াছেন, তাহাতে মিসেস্ টেলরের সহিত তাঁহার প্রণয় ও পরিণয় ব্যতীত তদীয় পারিবারিক জীবন-বিষয়ে আর কোন জ্ঞান লাভ করার সম্ভাবনা নাই। তিনি তদীয় আত্মজীবনবৃত্তের প্রারম্ভে স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়াছেন—তাঁহার জীবনের যে অংশটুকুর সহিত সাধারণের সম্বন্ধ, সেই অংশটুকুর চিত্রই ইহাতে প্রদত্ত হইয়াছে। সুতরাং ইহাকে আমরা প্রকৃত প্রস্তাবে পূর্ণ জীবনচরিত বলিতে পারি না। কি কি উপায়ে একটী প্রকাণ্ড মন ক্রমে ক্রমে পরিণতির উচ্চতম শিখরে আরোহণ করিয়াছিল, ইহা তাহা-রই সংক্ষিপ্ত বিবরণমাত্র। যে যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রেখা, যে যে অপ্রস্ফুটিত বর্ণবিন্যাস জীবনচরিত্রের পূর্ণতা ও বৈচিত্র্য বিধান করে; এবং যে যে সামান্য সামান্য ঘটনায় ও সামান্য সামান্য কার্য্যে পারিবারিক জীবনচরিত্র উজ্জ্বলিত ও উদ্ভাসিত হয়, ইহাতে তাহার কিছুই নাই। যাঁহার জ্ঞানা-লোকে জগৎ আলোকিত হইয়াছে, যাঁহার হৃদয়োচ্ছ্বাসে জগৎ প্লাবিত হইয়াছে—সেই মনীষীর জীবনচরিত্রের প্রত্যেক রেখা, প্রত্যেক বিন্দু জানিবার নিমিত্ত সাধারণের স্বভাবতঃ বলবতী স্পৃহা জন্মিয়া থাকে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, অদ্যাপি কোনও মনীষী মিল্-সম্বন্ধে সাধা-রণের এই বলবতী স্পৃহা চরিতার্থ করিতে সচেষ্ট বা সমর্থ হয়েন নাই। আমরা অনেক অনুসন্ধান করিয়াও এই অভাব পূর্ণ করিতে পারিলাম না। কোন সাময়িক পত্রে বা কোন গ্রন্থে মিলের জীবনের পূর্ণচিত্র প্রাপ্ত হইলাম না। অনেক অপেক্ষা করিলাম, কিন্তু কিছুতেই পূর্ণকাম হইলাম না। এই জন্য দুঃখের সহিত অসম্পূর্ণ অবস্থাতেই "জন্ ষ্টুয়ার্ট

† Westminister and Foreign Quarterly Review, January 1, 1874, John Stuart Mill, p. 158—9.

মিলের জীবনবৃত্ত" সাধারণসমক্ষে অবতারিত করিতে বাধ্য হইলাম। যাঁহারা চিন্তাশূন্য আমোদের প্রত্যাশী এবং নর-রুধির-চিত্রিত বৈচিত্র্য-পূর্ণ রণবীরদিগের ইতিহাস-পাঠে অভ্যস্ত,—আমরা জানি, এ চিত্র তাঁহা-দিগের প্রীতিপ্রদ হইবে না। কিন্তু যাঁহারা শৈশবের বৃথাব্যয়িত বা অযথাব্যয়িত বৎসরগুলিকে কিরূপে পূর্ণব্যয়িত করিতে পারা যায়, তাহা শিখিতে চান; যাঁহারা অবিশ্রান্ত সত্যের অনুসন্ধানে নিমগ্ন হইতে ইচ্ছা করেন; যাঁহারা সত্যের অনুরোধে কেমন করিয়া পূর্ব্বসংস্কার ভুলিতে ও নব সংস্কার ধারণ করিতে হয়, তাহা জানিতে চান; যাঁহারা আজীবন অকূল জ্ঞান-সাগরের তীরে বালকের ন্যায় উপলখণ্ড আহরণ করিতে অভিলাষ করেন; যাঁহারা বুদ্ধি-বৃত্তির সহিত ভাব-বৃত্তির পূর্ণ পরিণতি দেখিতে ও পাইতে ইচ্ছা করেন; এবং যাঁহারা মানব-হিত-ব্রতে জীবন উৎসর্গীকৃত করিতে ভাল বাসেন, আমাদিগের দৃঢ় বিশ্বাস, এই সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্ত তাঁহাদিগের বিশেষ উপাদেয় হইবে।

গ্রন্থকারস্য।

জন্ ষ্টুয়ার্ট মিলের জীবনবৃত্ত।

প্রথম অধ্যায়।

শৈশব ও তাৎকালিক শিক্ষা।

জনষ্টুয়ার্ট মিল্ ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দের ২০ এ মে লণ্ডননগরে জন্ম গ্রহণ করেন। ইনি ভারতবর্ষের অপূর্ব্ব-ইতিহাস-লেখক জেম্‌স মিলের জ্যেষ্ঠ পুত্র। জেম্‌স্ মিল্ অ্যাঙ্গস্-কাউণ্টিস্থ নর্থওয়াটারব্রিজ গ্রামের কোন দরিদ্র কৃষিপণ্যোপজীবী ব্যক্তির পুত্র ছিলেন। জেম্‌স্ পিতৃদারিদ্র্যসত্বেও কোন সম্ভ্রান্ত মহিলার সাহায্যে বাল্যবয়সেই এডিন্‌বরা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হন। তথায় কিছু দিন অধ্যয়নের পর তিনি ধর্ম্ম-প্রচারক হইবার অনুমতি প্রাপ্ত হইলেন। কিন্তু কোন ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের সহিত তাঁহার মতের ঐক্য না হওয়ায় তিনি কখনই এ ব্যবসায়ের অনুবর্ত্তন করেন নাই। সুতরাং কিছু কাল তাঁহাকে স্কট্‌লণ্ডের নানা পরিবারে গৃহ শিক্ষকের কার্য্য অবলম্বন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে হইয়াছিল। অবশেষে তিনি লণ্ডনে সংস্থিত হইয়া অবিশ্রান্ত গ্রন্থ রচনায় নিমগ্ন হইলেন। ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তাঁহার আর অন্য কোন প্রকার জীবনোপায় ছিল না। এই বৎসর তিনি ইণ্ডিয়া হাউসের সরকারী পরীক্ষকের পদে নিযুক্ত হন। সুতরাং এই বৎসরেই তাঁহার দুর্ভাগ্যগ্রহ অস্তমিত হয় বলিতে হইবে।

১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে জেম্‌স্ মিলের জীবনে দুইটী প্রবল ঘটনা উপলক্ষিত হয়। তাঁহার বিবাহ ও তাঁহার দারিদ্র্য। এরূপ দুরবস্থায় বিবাহ করা তাঁহার মতের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ ছিল। তথাপি তিনি যে এরূপ অবস্থায় কেন পরিণয়-সূত্রে সম্বদ্ধ হইয়াছিলেন, তাহা বলিতে পারা যায়

না। যাহাই হউক এরূপ দুরবস্থায় পরিণয়-সূত্রে সম্বদ্ধ হওয়ায় তাঁহাকে যে অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ নাই।

স্ত্রী পুত্রাদির ভরণ পোষণের জন্য তাঁহাকে নানা প্রকার ঋণে জড়ীভূত হইতে হইয়াছিল। পুস্তক লিখিয়া যাহা উপার্জ্জন করিতেন, তাহাতে তাঁহার কোন মতে চলিত না। তিনি যেরূপ স্বাধীন লেখক ছিলেন, তাহাতে লোকানুরঞ্জন জন্য নিজ মতের বিরুদ্ধে লেখা তাঁহার পক্ষে নিতান্ত অসম্ভব হইত। নূতন নূতন মত প্রকাশ করাতে বরং তিনি লোকের অপ্রিয় হইয়া উঠিতেন। সুতরাং তদ্রচিত গ্রন্থ সকল লোক-প্রিয় না হওয়ায় তাঁহার আয়েরও অতিশয় সঙ্কীর্ণতা জন্মিল। কিন্তু তিনি ইহাতেও এক দিনের জন্য পরিশ্রমবিমুখ বা হতাশ হন নাই। তিনি হতশ্রদ্ধ হইয়া কখন কোন কার্য্য করিতেন না। কখন আরব্ধ কার্য্য অসম্পূর্ণ রাখিতেন না। যে কার্য্যে যে পরিমাণ সময় ও মনোযোগ দেওয়া আবশ্যক, তিনি কখন তদ্বিষয়ে ঔদাসীন্য করিতেন না। এইরূপ অসাধারণ অধ্যবসায় বলেই তিনি এতাদৃশী বিঘ্নপরম্পরা অতিক্রম করিয়া দশ বৎসরে তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ "ভারতবর্ষের ইতিহাস" নামক গ্রন্থের কল্পনা,আরম্ভ ও সমাপনে কৃতকার্য্য হইলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এরূপ অবিশ্রান্ত পরিশ্রমের সঙ্গে সঙ্গেই তিনি নিজ সন্তান সন্ততি-গণকে স্বয়ং শিক্ষা দিতেন। প্রত্যেক দিবসের অধিক সময় তাঁহার এই কার্য্যে পর্য্যবসিত হইত। বিশেষতঃ যেরূপ পরিশ্রম, যত্ন ও অধ্যবসায়ের সহিত তিনি জ্যেষ্ঠ পুত্র জনষ্টুয়ার্ট মিলের উচ্চশিক্ষা বিধান করিয়া-ছিলেন, এরূপ পরিশ্রম, যত্ন ও অধ্যবসায় আর কোন ব্যক্তির শিক্ষার জন্য কখন ব্যয়িত হইয়াছে কি না সন্দেহ।

জেম্‌স বৃথা সময় নষ্ট করা অধর্ম্ম বলিয়া জানিতেন। তিনি যে কেবল স্বয়ং সেই ধর্ম্ম প্রতিপালন করিয়া ক্ষান্ত থাকিতেন এরূপ নহে —জ্যেষ্ঠ পুত্র জন্‌কেও তিনি সেই ধর্ম্মে ও তদনুষ্ঠানে দীক্ষিত করিয়া-ছিলেন। তিনি, তিন বৎসর বয়সে জন্‌কে গ্রীক ভাষা শিখাইতে আরম্ভ করেন। সহজে কণ্ঠস্থ হইবে বলিয়া তিনি স্বহস্তে পুত্রের জন্য ইংরাজী প্রতিশব্দের সহিত প্রচলিত গ্রীক শব্দগুলির একটী তালিকা লিখিয়া

দিয়াছিলেন। তিনি পুত্রকে গ্রীক্ ব্যাকরণের শব্দ ও ধাতুর রূপ করিতে শিখাইয়াই একবারে গ্রীক্ ভাষার অনুবাদে প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন। পুত্র পিতৃযত্নে তৃতীয় বৎসর বয়সে ইসফ্-লিখিত কথামালা আরম্ভ করিয়া অষ্টম বৎসর বয়সে হিরোডোটস্, ঝিনোফন, সক্রেটিস্, ডাওজিনিস্, আইসোক্রোটিস্, প্লেটো প্রভৃতি বিখ্যাতনামা গ্রীক গ্রন্থকারদিগের গ্রন্থ সকল অধ্যয়ন করিয়া তাহাতে ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। এই অষ্টম বৎসর বয়সে তিনি প্রথম লাটিন পড়িতে আরম্ভ করেন। জেম্স্ মিল্ যে পাঠ বিশেষ যত্নে পুত্রের অধিগম্য হইতে পারিত, পুত্রকে কেবল সেই পাঠ দিয়াই ক্ষান্ত থাকিতেন এরূপ নহে; কিন্তু তিনি পুত্রের প্রতিভা উদ্দীপ্ত করিবার জন্য তাঁহাকে সচরাচর এমন পাঠও দিতেন, যাহা বিশেষ যত্নেও তাঁহার অধিগম্য হইবার নহে। জেম্স্ মিল্ পুত্রের শিক্ষার জন্য কত দূর ব্যস্ত ছিলেন, তাহা এই বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে, যে তিনি পুত্রকে এক মুহূর্ত্তের জন্যও নয়নের অন্তরাল করিতেন না। যে গৃহে ও যে টেবিলে তিনি স্বয়ং লিখিতেন, সেই গৃহে ও সেই টেবিলের এক পার্শ্বে পুত্রও বসিয়া পাঠ অভ্যাস করিতেন। জেমস্ যখন গভীর চিন্তায় নিমগ্ন থাকিতেন, তখনও তিনি পুত্রকৃত প্রশ্ন সকলের উত্তর দানে বিরক্ত হইতেন না। মনঃসংযোগের এরূপ অবচ্ছিন্ন বিঘ্নসত্ত্বেও জেম্স্ তাঁহার ভারতবর্ষের ইতিহাসের কয় খণ্ডের এবং অন্যান্য অনেক গ্রন্থের রচনা সমাপ্ত করিয়াছিলেন।

মিল্ গ্রীক্ ভাষার সঙ্গে সঙ্গেই প্রতিদিন সায়ংকালে পিতার নিকট গণিতশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেন। গণিতে তাঁহার স্বভাবতঃই বিরক্তি ছিল। তিনি গ্রীক্ ভাষা ও গণিতশাস্ত্র ব্যতীতও প্রতিদিন ভ্রমণকালে পিতার নিকট মুখে মুখে অনেক বিষয় শিক্ষা করিতেন। জেম্স্ মিলের শরীর নিতান্ত অসুস্থ ছিল। এই জন্য তিনি প্রাতরাশের * পূর্ব্বে প্রতিদিন নিয়মিতরূপে ভ্রমণে বহির্গত হইতেন। পুত্রও পিতার অনুবর্ত্তী করিতেন; এবং পূর্ব্বদিন স্বয়ং যে পুস্তক পাঠ করিতেন, পরদিন প্রাতঃকালে ভ্রমণের সময় সেই সকল পুস্তকের সারাংশ পিতার নিকট

* Break-fast.

বর্ণন করিতেন। এইরূপে তিনি এই অত্যল্প সময়ের মধ্যেই রবার্টসন, হিউম্, গিবন্, ওয়াটসন্, হুক, রোলিন, প্লুটার্ক, বর্ণেট্ প্রভৃতি বিখ্যাত-নামা ঐতিহাসিক গ্রন্থকারদিগের গ্রন্থ সকল পাঠ করিয়া ফেলিলেন। মিল্ এইরূপে যৎকালে পিতার নিকট মুখে মুখে স্বপঠিত গ্রন্থ সকলের বর্ণন করিতেন, সেই সময় পিতৃদেব তাঁহাকে রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি, মনো-বিজ্ঞান ও সভ্যতা প্রভৃতি নানা বিষয়ে উপদেশ দিতেন; এবং প্রতি-দিন যাহা উপদেশ দিতেন, পরদিন পুত্রকে নিজের ভাষায় সেইগুলি বলিতে বলিতেন। যে সকল পুস্তক * স্বয়ং পাঠ করিলে পুত্রের বিরক্তিকর হইবার সম্ভাবনা, পিতা ভ্রমণকালে পুত্রের নিকট সেই সকল পুস্তকের বিষয় এরূপ হৃদয়-গ্রাহী করিয়া বর্ণন করিতেন, যে পুত্র তাহার পর সেই সকল পুস্তক স্বয়ং পাঠ না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিতেন না। যাঁহারা বিপদে পড়িয়াও অসাধারণ প্রত্যুৎপন্ন-মতিত্ব ও অবিচলিত অধ্যবসায় প্রদর্শন করিয়াছেন,—যাঁহারা বিপদে পড়িয়া তাহাতে অভি-ভূত না হইয়া তদতিক্রম-পূর্ব্বক উন্নতিমার্গে অগ্রসর হইয়াছেন,—যে সকল পুস্তকে † এরূপ পরমারাধ্য ব্যক্তিদিগের বিষয় বর্ণিত আছে, জেম্স্ পুত্রের হস্তে এরূপ পুস্তক সমর্পণ করিতে বড় ভাল বাসিতেন। আমোদকর পুস্তক সকল বাল্য-শিক্ষা হইতে সম্পূর্ণ-রূপে দূরীকৃত করা তাঁহার অভিপ্রেত ছিল না। কিন্তু এরূপ পুস্তক সর্ব্বদা পড়িলে, পাছে মনোবৃত্তি নিস্তেজ হইয়া কল্পনা-শক্তির অনৈসর্গিক পরিপুষ্টি হয়, এই জন্য তিনি পুত্রকে সে সকল পুস্তক সর্ব্বদা পাড়িতে দিতেন না। সেই

* Millar's Historical View of the English Government;
Mosheim's Ecclesiastical History;
Mc Crie's Life of John Knox;
Sewell and Rutty's Histories of the Quakers.

† Beaver's African Memoranda; Collins's Account of the First Settlement of New South Wales;
Anson's Voyages;
Hawkesworth's Voyages round the World.

আমোদকর পুস্তকগুলির * মধ্যে রবিন্‌সন ক্রুসোই মিলের অতিশয় আদরের জিনিস ছিল। ইহা বাল্য-সহচরের ন্যায় শৈশবে সতত তাঁহার অনুবর্ত্তন করিত।

পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে, মিল্ অষ্টম বৎসর বয়সে লাটিন্ পড়িতে আরম্ভ করেন। তিনি পিতার নিকট প্রতিদিন যতটুকু লাটিন্ শিখিতেন, কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভগিনীদিগকে প্রতিদিন ততটুকু লাটিন্ শিখাইতেন। এইরূপ শিক্ষকতার কার্য্যে তাঁহার অমূল্য সময়ের অধিকাংশ বৃথা নষ্ট হইত। এই জন্যই এরূপ কার্য্যভার কখনই তাঁহার প্রীতিকর হয় নাই। বিশেষতঃ তাঁহার শিশু ছাত্র ও ছাত্রীদিগকে তিনি যে সকল বিষয় শিক্ষা দিতেন, তাহাদিগকে আবার পিতৃসমীপে সেই সকল বিষয়ের পরীক্ষা দিতে হইত। তাহাদিগের পরীক্ষার শুভাশুভ ফলের জন্য তাঁহাকেই পিতার নিকট দায়ী থাকিতে হইত। সুতরাং এ গুরুকার্য্যভার তাঁহার আরও বিরক্তির কারণ হইয়া উঠিল। কিন্তু ইহাতে তাঁহার একটী মহৎ উপকার হইয়াছিল। অন্যকে বুঝাইতে গিয়া তাঁহার মনের ভাব সকল যাহা অস্পষ্ট ছিল—তাহা স্পষ্ট হইয়া আসিল; এবং যে যে বিষয়ে তিনি শিক্ষা দিতেন, সেই সেই বিষয় তাঁহার মনে চির-অঙ্কিত হইয়া রহিল।

মিল্ যে বৎসরে লাটিন্ পড়িতে আরম্ভ করেন, সেই বৎসরেই গ্রীক্ কবিদিগের কাব্যকাননে প্রথম প্রবিষ্ট হন। মহাকবি হোমরপ্রণীত সুপ্রসিদ্ধ "ইলিয়ড" গ্রন্থই সর্ব্বপ্রথমে তাঁহার চিত্তাকর্ষণ করে। তিনি মূল "ইলিয়ড" পড়িতে আরম্ভ করিয়াছেন, এমন সময়ে পিতা তাঁহার হস্তে পোপকৃত "ইলিয়ডের" অনুবাদ প্রদান করেন। মিল্ পোপকৃত

* Robinson Crusoe;
Arabian Nights;
Crzotte's Arabian Tales;
Don Quixote;
Miss Edgeworth's popular tales;
Brook's fool of Quality.

ইলিয়ডের অনুবাদে এতদূর অনুরক্ত হইয়াছিলেন যে, উপর্য্যুপরি অন্যূন ত্রিশবার ইহার আদ্যন্ত পাঠ করেন। ইহার অব্যবহিত পরেই তিনি পিতার নিকট প্রথমে বিখ্যাত ইউক্লিড্ প্রণীত ক্ষেত্রতত্ত্ব ও পরে বীজ-গণিত পড়িতে আরম্ভ করেন। অষ্টম বৎসর বয়সে আরম্ভ করিয়া দ্বাদশ বৎসর বয়সের মধ্যে মিল্ লাটিন্ ও গ্রীক্ ভাষায় যে গ্রন্থরাশি * পাঠ করিয়াছিলেন, তাহার তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল। এই তালিকা দর্শন করিলে আপাততঃ বোধ হইবে যেন মিল্ দৈবশক্তি-সম্পন্ন ছিলেন। কিন্তু তাহা নহে—তিনি স্বয়ং বলিয়াছেন যে অসাধারণ অধ্যবসায় ও এরূপ অনুকূল ঘটনাবলীর বলে যে কোন ব্যক্তিই এতাদৃশী কৃতকার্য্যতা লাভ করিতে পারেন।

এই সময়ের মধ্যেই মিল্ ক্ষেত্রতত্ত্ব ও বীজগণিত সমাপ্ত করেন। ডিফারেন্সল্ ক্যালকুলস্ ও তৎসদৃশ উচ্চ অঙ্কশাস্ত্রে তাঁহার বিশেষ

* IN LATIN—.

1 Virgil's Bucolics and the first six books of his Æniad;
2 All Horace, except the Epodes;
3 The Fables of Phædrus;
4 The first five books of Livy;
5 All Sallust;
6 A considerable part of Ovid's Metamorphoses;
7 Some plays of Terence;
8 Two or three books of Lucritius;
9 Several of the Orations of Cicero, and of his writings on oratory, also his letters to Atticus.

IN GREEK;—

1 The whole of Illiad and Odyssey;
2 One or two plays of Sophocles, Euripides and Aristophanes;
3 All Thucydides; 4 The Hellenics of Xenophon;
5 A great part of Demosthenes, Æschines, and Lysias
6 Theocritus; 7 Anacreon;
8 A little of Dionysius;
9 Several books of Polybius; and
10 Aristotle's Rhetoric.

অধিকার জন্মে নাই। জেম্‌স্‌ স্বয়ং বাল্যাভ্যস্ত এই দুরূহ বিষয় সকল বিস্মৃত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার এরূপ অবকাশও ছিল না, যে সেই সকল বিষয়ের পুনরালোচনা করেন। সুতরাং এই দুরূহ বিষয় সকলে পুত্রকে শিক্ষা দেন, তাঁহার এরূপ সামর্থ্য ছিল না। এই দুরূহ বিষয়ে পুস্তক বই মিলের অন্য অবলম্বন ছিল না। সুতরাং তিনি এ সকল বিষয়ে পারদর্শিতা প্রদর্শন করিয়া পিতাকে সন্তুষ্ট করিতে পারিতেন না। ইতিহাসসাধারণের, বিশেষতঃ পুরাবৃত্তের, দিকে মিলের বলবতী প্রবণতা ছিল। মিট্‌ফোর্ডের গ্রীস—এবং হুক্‌ ও ফর্গুসনের রোম,—সতত তাঁহার চিত্ত বিনোদন করিত। তিনি পৃথিবীর প্রাচীন ইতিহাস পড়িতে এত ভাল বাসিতেন ও তাহা এত পড়িতেন, যে সকল দেশেরই পুরাবৃত্ত তাঁহার এক প্রকার কণ্ঠস্থ ছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তিনি নব্য ইতিহাসে বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন না। নব্য ইতিহাস সম্বন্ধে "ডিনেমারদিগের স্বাধীনতাযুদ্ধ" প্রভৃতি বিশ্লিষ্ট বিষয় ভিন্ন আর কিছুই পড়িতেন না। তিনি বাল্যকাল হইতেই ইতিহাস লিখিতে বড় ভাল বাসিতেন। তিনি সেই নবীন বয়সে "রোমের ইতিহাস," "পৃথিবীর সংক্ষিপ্ত পুরাবৃত্ত" ও "হলণ্ডের ইতিহাস" নামক গ্রন্থত্রয় রচনা করেন। এবং একাদশ বা দ্বাদশ বৎসর বয়সের সময় হুক্‌, লিবি, ডাওনিসিয়স প্রভৃতি পুরাবিদ্‌দিগের গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া "রোমের শাসন প্রণালী" নামে এক খানি উচ্চ অঙ্গের ইতিহাস গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ইহাতে তিনি রোমের পেট্রিসীয় ও প্লীবীয়দিগের পরস্পর বিবাদ-বর্ণনোপলক্ষে রোমীয় সাধারণতন্ত্রের পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এই সকল বাল্য-রচনার প্রতি তাঁহার সবিশেষ শ্রদ্ধা না থাকায়, তিনি কিছুদিন পরে এ সমস্তই নষ্ট করিয়া ফেলেন।

এই কিশোর বয়সে ঐতিহাসিক গ্রন্থের ন্যায় কবিতামালাও তাঁহার লেখনী হইতে প্রসূত হইত। তবে এই দুয়ের প্রভেদ এই যে, প্রথমটী স্বাভিলষিত বিষয়, আর শেষোক্তটী আদিষ্ট বিষয়। ইতিহাস রচনায় পিতা তাঁহাকে কখনই উত্তেজিত করিতেন না। কারণ তাঁহার বিশ্বাস ছিল, যে ইতিহাস লিখিয়া কেহ কখন সাধারণের প্রীতিভাজন হইতে

পারেন না। কিন্তু পুত্র সাধারণের প্রীতিভাজন হন, ইহা তাঁহার সম্পূর্ণ ইচ্ছা ছিল।—কোন্ পিতাই না ইহা ইচ্ছা করেন?—তিনি জানিতেন, পুত্র সুকবি হইলে তাঁহার সেই ইচ্ছা ফলবতী হইবে। এই জন্য তিনি পুত্রকে সতত কবিতারচনায় প্রবর্ত্তিত করিতেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ পুত্র স্বাভাবিক কবিত্বশক্তিসম্পন্ন ছিলেন না। এই জন্য পিতার উত্তেজনা তাঁহার পক্ষে কেবল ক্লেশকর হইয়া উঠিত; এবং তদ্রচিত কষ্টকল্পিত কবিতা কেবল ছন্দোময়ী রচনায় পরিণত হইত মাত্র। পিতার উত্তেজনার আর একটী কারণ এই, তিনি জানিতেন অনেক বিষয় গদ্য অপেক্ষা পদ্যে লিখিলে অধিকতর হৃদয়গ্রাহী হয়। লেখকের মত সর্ব্বপ্রচারি করিতে হইলে পদ্যই সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায়। কিন্তু পিতার সেই সমস্ত আশাই বিফল হইল—পুত্র কিছুতেই সুকবি হইতে পারিলেন না। পিতা পুত্রের হস্তে হোমর, হোরেস, সেক্‌সপিয়র, মিল্‌টন্, টম্‌সন্, পোপ, গোল্‌ডস্মিথ, বরন্, গ্রে, কাউপার, বিয়েটি, স্পেন্‌সার, স্কট, ড্রাইডেন প্রভৃতি বিখ্যাতনামা কবিদিগের গ্রন্থ সকল প্রদান করিলেন। পুত্র সকলগুলিই পড়িতেন, কোন কোন খানির রস গ্রহণও করিলেন, কোন কোন খানির অনুকরণে কবিতা লিখিতেও চেষ্টা করিলেন। কিন্তু তাঁহার ছন্দোময়ী রচনা কিছুতেই কবিতা হইল না। হইবেই বা কেন? অনুকরণে কবি হইলে এতদিন জগৎ কবিময় হইয়া উঠিত!

শৈশবের এই সময়ে পরীক্ষাবিষয়ক বিজ্ঞান * তাঁহার আর একটী প্রমোদস্থল ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তিনি এরূপ দুরূহ বিজ্ঞানশাস্ত্রের আলোচনা পরীক্ষার সঙ্গে সঙ্গে করিতে পারেন নাই। তিনি কেবল পুস্তকে সেই সকল বিষয় পাঠ করিতেন মাত্র। কিন্তু কখন পরীক্ষা দ্বারা সেই সকল প্রতিপন্ন করিয়া লন নাই। জয়েস্‌লিখিত "বৈজ্ঞানিক আলোচনা" এবং পিতৃবন্ধু ডাক্তার টম্‌সন্ লিখিত "রাসায়নিক গ্রন্থ" এই দুই খানিই বিশেষ রূপে তাঁহার হৃদয়াকর্ষণ করিয়াছিল।

এই স্থানেই তাঁহার শৈশব-শিক্ষা সমাপ্ত হইল। তিনি দ্বাদশবর্ষ অতিক্রম করিয়া এক্ষণে শৈশব হইতে বাল্যে পদার্পণ করিলেন। এবং

* Experimental Science.

বয়সের আধিক্যের সহিত পাঠনার বিষয় সকলও উচ্চতর হইতে লাগিল। চিন্তাশক্তির সাহায্য ও বিনিয়োজন, এক্ষণে আর পাঠ্য বিষয় সকলের উদ্দেশ্য না হইয়া চিন্তা সকলই উহাদের উদ্দেশ্য হইল। তিনি এক্ষণে ন্যায়শাস্ত্রের * আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। ন্যায়সম্বন্ধীয় তাঁহার প্রথম পাঠ্য পুস্তক অর্গেনন্ †। পিতৃদেব পুত্রকে অর্গেননের সঙ্গে সঙ্গে ল্যাটিন নৈয়ায়িকদিগের সমস্ত গ্রন্থ পাঠ করিতে আদেশ করেন। মিল সেই গুলি পড়িয়া তাহাদিগের স্থূল স্থূল বৃত্তান্ত ভ্রমণকালে পিতার নিকট বলিতেন। অনন্তর তিনি বিখ্যাত দার্শনিক হবস-লিখিত এক খানি উচ্চ অঙ্গের ন্যায়গ্রন্থ পড়িতে আরম্ভ করেন। মিলের পিতা পুত্রকে যাহা কিছু পাঠ করিতে অনুরোধ করিতেন, তাহার উপযোগিতা যতদূর সম্ভব বুঝাইতে ও অনুভব করাইতে চেষ্টা করিতেন; এবং যাহাতে মিল স্বতঃই বুঝিতে পারেন, তজ্জন্য তাহাকে সর্ব্ব প্রথমে চেষ্টা করিতে বলিতেন। ন্যায়শাস্ত্রের উপযোগিতা বিষয়ে মিল বলিয়াছেন, যে তিনি যাহা পড়িয়াছিলেন কিছুতেই ইহার ন্যায় চিন্তাশক্তির উত্তেজনা হয় নাই। তিনি প্রথমতঃ যুক্তি ও মীমাংসা বিশ্লেষণ করিতে শিখিলেন, পরে প্রদত্ত যুক্তি হইতে সেই মীমাংসায় উপনীত হওয়া যাইতে পারে কি না, তাহার বিচার করিতে শিখিলেন। এই রূপ আলোচনায় তাঁহার মন যে অভ্যাস প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহা হইতেই ভবিষ্যতে তাঁহার চিন্তা-শক্তির এতদূর প্রখরতা ও ন্যায়ানুসারিতা জন্মে। মিল বলেন যে অঙ্ক শাস্ত্রের আলোচনা-সম্ভূত নির্ব্বিকল্প ভাবও ইহার নিকট পরাস্ত হয়। তিনি আরও বলেন, যে কেহ দার্শনিক হইতে ইচ্ছা করেন, বাল্যকালেই অন্বয়-ন্যায়শাস্ত্রের ‡ আলোচনায় অভ্যস্ত হওয়া তাঁহার পক্ষে বিশেষ প্রয়োজন। অনেকে বলিতে পারেন, বহুদর্শন ভিন্ন ন্যায়ের আলোচনা সম্ভবপর নয়; সুতরাং এরূপ গুরুতর বিষয় বাল্যকালের উপযোগী হইতে পারে না। কিন্তু সেটী ভ্রম। বহুদর্শন আনুমানিক ন্যায়শাস্ত্রের¶

* Logic. † Organon.

‡ Deductive Logic.

¶ Inductive Logic.

পক্ষেই প্রয়োজনীয়, পূর্ব্বোক্ত ন্যায়শাস্ত্রে ইহার আবশ্যকতা দৃষ্ট হয় না। অঙ্ক শাস্ত্রের ন্যায় উহা অন্যের সাহায্যনিরপেক্ষ। জটিল ও পরস্পর-বিরোধী ভাব সকল বিশ্লিষ্ট করিয়া উহাদের দোষ সকল বুঝিতে ও বুঝাইতে পারাই ইহার বিষয়। বাল্য হইতে এইরূপ আলোচনায় মন যত অভ্যস্ত হইবে ততই চিন্তাশক্তি ন্যায়মার্গানুসারিণী হইবে। এই আলোচনার অভাবে অনেক বিচক্ষণ লোকও সময়ে সময়ে বিষম ভ্রমে পতিত হন। তাঁহারা কোন মত খণ্ডন করিতে হইলেই যতদূর সাধ্য করায়ত্ত যুক্তি দ্বারা বিপরীত মত সমর্থন করিতে যান, কিন্তু সেই মতের সমর্থক যুক্তি সকল হইতেই যে সেই মতের খণ্ডন হইতে পারে, সে বিষয় ভ্রমেও ভাবেন না। ইহাতে দুইটী দোষ ঘটে। প্রথম—সহজ উপায় পরিত্যাগ করিয়া দুরূহ উপায় অবলম্বন। দ্বিতীয়—বিপরীত মত সমর্থনে সফল হইলেও উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ সফল হয় না, অর্থাৎ তাহা দ্বারা পূর্ব্বোক্ত মতের অযৌক্তিকতা সপ্রমাণ হয় না।

মিল স্বভাবতঃই চিন্তাপ্রবণ ছিলেন, এই জন্য ন্যায়শাস্ত্র তাঁহার অতিশয় ভাল লাগিত। ন্যায়শাস্ত্রের অনুশীলনে তাঁহার বুদ্ধিবৃত্তি অতিশয় পরিমার্জ্জিত হইয়া উঠিল। ন্যায়ের সাহায্যে তাঁহার স্বাভাবিকী চিন্তা-প্রবণতা অধিকতর পরিবর্দ্ধিত হইল। তিনি এক্ষণে গ্রন্থকারদিগের গ্রন্থ পাঠ করিয়াই ক্ষান্ত থাকিতেন না। তাঁহাদিগের যুক্তির উৎকর্ষাপকর্ষের বিচার করিতেন, এবং প্রয়োজন হইলে তাঁহাদিগের মত খণ্ডন করিয়া তত্তৎস্থলে স্বমত সংস্থাপন করিতেন।

এই সময়েই তিনি সুবিখ্যাত গ্রীকবক্তা ডিমস্থিনিসের "ফিলিপিক্স্' নামে বিখ্যাত বক্তৃতাগুলি পাঠ করিতে আরম্ভ করেন। ডিমস্থিনিসের বক্তৃতা পাঠ করিয়া মিল্ এথিনীয় রীতি, নীতি, সমাজপদ্ধতি, ও রাজনীতির বিষয় সবিশেষ অবগত হন। এক সময়েই তিনি টাসিটস্, জুভিন্যাল্, এবং কুইন্‌টিলিয়ান্ প্রভৃতি লাটিন্ গ্রন্থকারদিগের গ্রন্থ সকল পাঠ করেন। এই সময়েই তিনি প্লেটো-লিখিত "জর্জিয়াস্' "প্রোটাগোরাস্" এবং "সাধারণতন্ত্র" পড়িতে আরম্ভ করেন। জেম্স মিল আত্ম-শিক্ষার জন্য সর্ব্বা-

পেক্ষা প্লেটোর নিকটই বিশেষ ঋণী ছিলেন। তাঁহার মতে প্লেটো-লিখিত ডায়েলগ্ গুলি * না পড়িলে শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না। এই জন্য তিনি তরুণ-বয়স্ক ছাত্র মাত্রকেই সেই সুবিখ্যাত গ্রন্থকারের গ্রন্থাবলী পাঠ করিতে অনুরোধ করিতেন; এবং এই জন্যই তিনি পুত্রকেও সেই সকল গ্রন্থে বিশেষ রূপে দীক্ষিত করেন। পুত্রও পিতার ন্যায় সেই সকল গ্রন্থে বিশেষ অনুরক্ত হইয়া উঠিলেন।

এই সময়ে মিল্ এক বিষম বিপদে পড়িয়াছিলেন। যৎকালে তিনি প্লেটো ও ডিমস্থিনিস্ অধ্যয়ন করেন, সেই সময় তাঁহার ধীশক্তি অধিকতর পরিণত হওয়ায় পিতা তাঁহাকে আর পূর্ব্বের মত প্রত্যেক বাক্যের অর্থ বুঝাইয়া দিতে বাধ্য করিতেন না। বুঝিবার ভার পুত্রের নিজের উপর নির্ভর করিয়া, এক্ষণে তিনি উচ্চারণ লইয়া বিশেষ পীড়াপীড়ি আরম্ভ করিলেন। তিনি পুত্রকে সকল পুস্তক স্পষ্টরূপে ও উচ্চৈঃস্বরে পড়িতে বলিতেন, মিল চেষ্টা করিতেন, কিন্তু কিছুতেই ইচ্ছামত পড়িতে পারিতেন না। পিতা অতিশয় ক্রুদ্ধ হইতেন। এই ঘটনা মিলের অতিশয় ক্লেশের কারণ হইয়া উঠিয়াছিল।

মিল স্বয়ং বলিয়াছেন যে পিতৃদেবলিখিত ভারতবর্ষের ইতিহাসই তাঁহার সুশিক্ষার প্রধান উপকরণ হইয়াছিল। এই গ্রন্থ ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। হিন্দুদিগের আচার ব্যবহার ও রীতি নীতি সভ্যতা ও সমাজপদ্ধতি এবং ইংরাজদিগের ভারতবর্ষীয় শাসনপ্রণালী বিষয়ে এই গ্রন্থের উৎকৃষ্ট সমালোচন মিলের চিন্তাশক্তিকে অনেক পরিমাণে উত্তেজিত করিয়াছিল। বাল্যকালেই ভারতবর্ষ-বিষয়ে দীক্ষিত হওয়ায় মিল পরিণত বয়সে ভারতবাসীদিগের পরমহিতৈষী বান্ধব হইয়া উঠিয়াছিলেন। জেম্স মিল এই গ্রন্থে ডাইরেক্টরদিগের শাসনপ্রণালীর উপর ভীষণ আক্রমণ করেন। সুতরাং তাঁহাদিগের নিকট কখন কোন উপকার প্রত্যাশা করেন নাই। তথাপি ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষীয় করেস্পন্ডেন্স বিভাগের সহকারী পরীক্ষকের পদ্র শূন্য হইলে—

* Dialogues.

তিনি তৎপ্রার্থী হইয়া আবেদন করেন। ডিরেক্টরেরাও তাঁহার এই আবেদন গ্রাহ্য করিয়া, এবং অচিরকালমধ্যেই তাঁহাকে পরীক্ষকের পদে উন্নীত করিয়া আপনাদিগের উদারতা-গুণের পরিচয় প্রদান করেন। এই দুই কার্য্যেই তিনি অসাধারণ মন্ত্রণা-পটুতা ও রচনা-চাতুরী দেখাইয়া কর্ত্তৃবর্গের অতিশয় প্রীতিভাজন হইয়াছিলেন।

জেম্‌স মিল তাঁহার সময়ের এই নূতন বিনিযোজনায়ও পুত্রের শিক্ষাবিষয়ে বিন্দুমাত্র অমনোযোগী হন নাই। যে বৎসরে সহকারী পরীক্ষকের পদে নিযুক্ত হন, সেই বৎসরেই তিনি পুত্রকে সমগ্র অর্থনীতি ও অর্থ-ব্যবহার শাস্ত্রে দীক্ষিত করেন। ইহার কিয়দ্দিবস পূর্ব্বে তাঁহার প্রিয়তম বন্ধু রিকার্ডো অর্থনীতি ও অর্থব্যবহার বিষয়ে যে অপূর্ব্ব সুদীর্ঘ গ্রন্থ প্রণয়ন ও প্রকটন করেন, সেই গ্রন্থের স্থূল স্থূল বৃত্তান্ত লইয়া পিতা প্রতিদিন ভ্রমণ কালে পুত্রকে ঐ বিষয়ে উপদেশ দিতেন। পুত্র এইরূপে সমগ্র অর্থনীতি ও অর্থব্যবহারশাস্ত্রের সংক্ষিপ্ত বিবরণ অবগত হইয়া, রিকার্ডোর বিস্তৃত গ্রন্থে অবতরণ করেন; রিকার্ডোর পুস্তক সমাপ্ত হইলে পিতৃদেব মিলকে অ্যাডাম স্মিথ-লিখিত অর্থনীতি ও অর্থব্যবহার পাঠ করিতে আদেশ করেন। এই গ্রন্থ অধ্যয়ন কালে জেম্‌স পুত্রকে রিকার্ডোর উৎকৃষ্টতর যুক্তির আলোক দ্বারা স্মিথের যুক্তি সকলের ভ্রম প্রমাদ অবলোকন করিতে বলেন। পুত্র পিতার আদেশানুসারে সেই আলোক দ্বারা স্মিথের ভ্রম প্রমাদ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। ইহাতে তাঁহার বুদ্ধিবৃত্তি ও চিন্তাশক্তি অতিশয় পরিমার্জ্জিত হইয়া উঠিল। শুদ্ধ পরের গ্রন্থ পাঠ করিলেই বুদ্ধিবৃত্তি ও চিন্তাশক্তি তেজস্বিনী হয় না। পরের গ্রন্থ পাঠ কর, ইহাকে স্বায়ত্ত কর, ইহার দোষ গুণ পর্য্যালোচনা কর, অন্য গ্রন্থের সহিত ইহার তুলনা কর এবং সেই সমস্ত মতের উপর নিজের সিদ্ধান্ত সংন্যস্ত কর—তবেই দেখিবে, তোমার চিন্তাশক্তি দিন দিন উপচীয়মান হইতেছে—তোমার বুদ্ধিবৃত্তি অধিকতর পরিমার্জ্জিত হইতেছে। কিন্তু এরূপ শিক্ষা বিধান করা এবং এরূপ শিক্ষা ধারণা করা, অতি অল্প লোকের সাধ্য। জেম্‌স মিলের ন্যায় গুরু অতি অল্প ছাত্রের অদৃষ্টে ঘটিয়া উঠে; এবং জন্ষ্টুয়ার্ট

মিলের ন্যায় ছাত্রও অতি অল্প গুরুর ভাগ্যে ঘটিয়া থাকে। জেম্‌স পুত্রকে কখনও কোন বিষয় অগ্রে বুঝাইয়াই দিতেন না। অগ্রে তিনি পুত্রকেই সেই বিষয় বুঝিতে বলিতেন। পুত্র যখন কিছুতেই তাহা স্বয়ং বুঝিতে সক্ষম না হইতেন, তখনই তিনি পুত্রের সাহায্যার্থ অগ্রসর হইতেন। এই রূপে মিল্ শৈশবেই চিন্তা বিষয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীন হইয়া উঠিলেন। এই বয়সেই পিতার সহিত তাঁহার মতান্তর উপস্থিত হইতে লাগিল। ঈষৎ-পরিপক্ক বয়সে এই মতান্তর অনেক সময় পিতার পরাভবেই পরিণত হইত।

এইরূপে মিল্ চতুর্দ্দশ বৎসর বয়সে উপনীত হইলেন। এই সময়েই তাঁহার পিতার নিকট শিক্ষা সমাপ্ত হইল। এখন হইতে তিনি আর পিতার ছাত্র নন। এখন হইতে আপনিই আপনার গুরু হইয়া উঠিলেন। পাঠ সমাপ্ত হইল—এক্ষণে তিনি দেশ-ভ্রমণে নির্গত হইলেন। মিল্ পিতার অবিশ্রান্ত যত্নে ও নিজের অসাধারণ অধ্যবসায়বলে চতুর্দ্দশ বৎসরের মধ্যে গ্রীক্, লাটিন্ ও ইংরাজি বিদ্যায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন হইলেন। তিনি কখন বিদ্যালয়ে যান নাই—অথচ তিনি সেই বাল্যাবস্থাতেই ইংলণ্ডের অদ্বিতীয় পণ্ডিত বলিয়া বিখ্যাত হইলেন। এই নবীন বয়সেই তিনি শিক্ষা-তরুর উচ্চ শাখায় আরোহণ করিলেন। এ বয়সে বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ সাধারণ্যে শিক্ষা-তরুর নিম্ন শাখায় বিচরণ করে। ইহার কারণ কি? বিদ্যালয়ে কি জেম্‌স্ মিলের ন্যায় সুপণ্ডিত শিক্ষক প্রবিষ্ট হন নাই? তাহা নহে—কারণ জেম্‌স্ মিল্ অপেক্ষা অধিকতর সুপণ্ডিত ব্যক্তিকেও বিদ্যালয়ের শিক্ষকতার ভার লইতে দেখা গিয়াছে। তবে কি জন্‌ষ্টুয়ার্ট মিলের ন্যায় ধীশক্তি-সম্পন্ন ছাত্র আর জগতে জন্মে নাই? তাহাও নহে। কারণ নিউটন্ প্রভৃতি অসাধারণ-প্রতিভা-সম্পন্ন ছাত্রও বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন। তবে পূর্ব্বোক্ত প্রশ্নের কে মীমাংসা করিবে? আমরা এবিষয়ে যাহা মীমাংসা করিয়াছি, তাহা নিম্নে প্রকটিত হইল :—

বিদ্যালয়ে সাধারণ শিক্ষা হয়—অর্থাৎ ছাত্রগণের সাধারণ্যে যেরূপ বুদ্ধি ও ধারণা-শক্তি, যেরূপ যত্ন ও অধ্যবসায়—শিক্ষক তাহারই অনুরূপ শিক্ষা বিধান করিয়া থাকেন। তাঁহাদিগের শিক্ষা ছাত্র-

বিশেষের উদ্দীপ্ত প্রতিভা ও অসাধারণ অধ্যবসায়ের উপযোগিনী নহে। এই জন্য বিদ্যালয়ের উৎকৃষ্ট ছাত্রকেও অধম ছাত্রের জন্য অপেক্ষা করিয়া অনেক সময় বৃথা অতিবাহিত করিতে হয়। সুতরাং সময়ে উত্তম ও অধম সকল ছাত্রই সাকল্যে প্রায় এক সমান হইয়া যায়। এই জন্যই বিদ্যালয়োত্তীর্ণ ছাত্রগণের মধ্যে বিশেষ বৈষম্য উপলব্ধ হয় না। প্রদীপ্ত প্রতিভাও যথোচিত সংমার্জ্জনাভাবে ম্লান হয়, এবং সংরুদ্ধ প্রতিভাও অবিশ্রান্ত ঘর্ষণে ঈষৎ বিস্ফুরিত হয়। এইরূপে বিদ্যালয়ের সাধারণশিক্ষায় অধম ছাত্রগণের বিশেষ উপকার ও উত্তম ছাত্রগণের বিশেষ অপকার হইয়া থাকে। এইরূপ সাধারণ শিক্ষা দ্বারা যদিও সাধারণ্যে জগতের মঙ্গল সাধিত হয়, প্রদীপ্ত-প্রতিভ ছাত্রগণের যে ইহা দ্বারা বিশেষ অনিষ্ট সংঘটিত হইয়া থাকে, তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করার আর একটী মহৎ অনিষ্ট এই যে এখানে চিন্তাশক্তির উদ্দীপনা অতি অল্পই হইয়া থাকে। ছাত্রেরা অল্পসময়ে অধিক শিখিলে শিক্ষকদিগের মুখ উজ্জ্বল হইবে বলিয়া শিক্ষকেরা অনেক বিষয় বলপূর্ব্বক ছাত্রদিগের গলাধঃ করিয়া দেন। পরের মত, এবং পর-বর্ণিত ঘটনাবলীর সমষ্টি—ছাত্রদিগের চিন্তা ও স্মরণ শক্তিকে উদ্দীপিত না করিয়া বরং নিষ্পেষিত করে। তাহারা নিজে কোন বিষয় ভাবিতে শিখে না। পরের মস্তিষ্ক-নিষ্কৃষ্ট চিন্তা দ্বারাই আপনাদিগের বিদ্যা বুদ্ধির পরিচয় দেয়। বর্ত্তমান শিক্ষা-প্রণালীর এই মহান্ দোষ অনেকেই উপলব্ধি করিয়াছেন, কিন্তু অদ্যাপি কেহই তাহার প্রতিবিধানৌষধ নির্দ্দেশ করিতে সমর্থ হন নাই। উৎকৃষ্ট শিক্ষকের নিকট গৃহে অধ্যয়ন করিলে, এই দোষের অনেক নিরাকরণ হয় বটে; কিন্তু সেরূপ সুবিধা অতি অল্প লোকের অদৃষ্টে ঘটে। যাহা হউক আমাদের বর্ত্তমান প্রস্তাবের অধিনায়ক মিলের অদৃষ্টে সেই সুবিধা ঘটিয়াছিল, এবং সেই জন্যই তিনি এত অল্প বয়সেই এত অদ্ভুত পাণ্ডিত্য প্রদর্শন করিতে পারিয়াছিলেন। মিল্ বাল্য বয়সে পিতার নিকট নিজ শিক্ষাসম্বন্ধে স্বয়ং যাহা লিখিয়াছেন, তাহা নিম্নে প্রকটিত করিয়া আমরা তাঁহার জীবনের "বাল্যকাণ্ড" সমাপ্ত করিব।

"পিতা শৈশবেই আমার অন্তরে যে জ্ঞান-রাশি নিহিত করিয়াছিলেন, তাদৃশ জ্ঞান-রাশি পরিণত বয়সেও অতি অল্প লোকে লাভ করিয়া থাকেন। এই ঘটনা এই সিদ্ধান্ত সপ্রমাণ করিতেছে যে, আমার মত সুবিধা পাইলে অন্তেও অনায়াসে আমার ন্যায় ফল লাভ করিতে পারেন। যদি আমার ধীশক্তি স্বভাবতঃ অতিশয় প্রখরা হইত, যদি আমার মেধা স্বভাবতঃ অতিশয় সূক্ষ্ম ও ধারণ-ক্ষম হইত, এবং আমার প্রকৃতি স্বভাবতঃ কার্য্যদক্ষ ও উদ্যোগ-শীল হইত, তাহা হইলে এরূপ সিদ্ধান্ত ভ্রান্ত ও অযৌক্তিক বলিয়া মনে করিতাম। কিন্তু এই সকল প্রকৃতি-সিদ্ধ গুণে আমি জনসাধারণের নিম্নতলে বই কখন উচ্চতলে অবস্থিত ছিলাম না। সুতরাং যে বালক বা বালিকার ধারণা-শক্তি সাধারণ এবং শরীর সুস্থ, সেই যে—আমি যাহা করিয়াছি—তাহা করিতে পারিবে ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? যদি আমারদ্বারা কোন অদ্ভুত বা অসামান্য কার্য্য সম্পাদিত হইয়া থাকে—তাহা আমার গুণে নহে—পিতৃদেবেরই গুণে। আমি যে আমার সমকালীন পণ্ডিতমণ্ডলীর সহিত তুলনায় জীবনপথের পঞ্চাধিক বিংশতি সোপানে অধিকতর অগ্রসর হইয়া পড়িয়াছি, সে কেবল—পিতা যে অশেষ যত্ন ও পরিশ্রমের সহিত আমার শিক্ষা বিধান করিয়াছিলেন—তাহারই ফল।

"শৈশবেই আমার অসাধারণ উৎকর্ষ লাভের আর একটী মহৎ কারণ নিম্নে নির্দ্দিষ্ট হইতেছে। এই নবীন বয়সে বিদ্যালয়ে সাধারণতঃ বালক বালিকার অন্তরে স্তূপাকারে জ্ঞান সন্নিবেশিত করা হইয়া থাকে। তদ্দ্বারা তাহাদিগের ধারণাশক্তি তেজস্বিনী না হইয়া বরং ম্লান ভাব ধারণ করে। নিজের মত ও নিজের চিন্তার পরিবর্ত্তে—পরের মত, ও পরের চিন্তা তাহাদিগের মনে বিরাজ করে। নিজের স্বাধীন মত সংস্থাপিত না করিয়া পরের মত লইয়াই তাহারা আত্ম-বিদ্যা-বুদ্ধির পরিচয় দেয়। সৌভাগ্য-ক্রমে আমার বিষয়ে এরূপ শোচনীয় ঘটনা ঘটে নাই। যাহাতে শুদ্ধ স্মরণ শক্তির সংমার্জ্জন হয়, পিতা আমাকে কখনই এমন বিষয় শিখিতে দেন নাই। তিনি সকল বিষয়ই আমাকে অগ্রে বুঝিতে বলিতেন। যখন আমি স্বয়ং বুঝিতে একান্ত অক্ষম হই-

তাম, তখনই কেবল তিনি বুঝাইয়া দিতেন। যদিও আমি অধিকাংশ সময়ই অকৃতকার্য্য হইতাম, তথাপি সবিশেষ চেষ্টা করায় আমার চিন্তা-শক্তি অচিরকালমধ্যেই অতিশয় উদ্বোধিত হইয়া উঠিল।

"আত্ম-গরিমা বাল-পাণ্ডিত্যের দুর্নিবার্য্য সহচর। ইহার সাহচর্য্যে অনেকের ভাবি উন্নতির আশা একেবারে সমূলে বিনষ্ট হইয়া থাকে। পিতা আমাকে এই ভীষণ সহচরের হস্ত হইতে সতত রক্ষা করিতেন। অন্যের সহিত আমার উৎকর্ষ-সূচক তুলনা বা প্রশংসাবাদ যাহাতে আমার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট না হয়, পিতা তদ্বিষয়ে সতত চেষ্টা করিতেন। তাঁহার সহিত আমার যে কথোপকথন হইত, তাহা হইতে নিজের উপর কোন উচ্চ ভাব আমার মনে আসিতে পারিত না; বরং আপনাকে অতি নীচ বলিয়াই বোধ হইত। তিনি আমার সম্মুখে যে উৎকর্ষের আদর্শ ধারণ করিতেন, তাহা সাধারণ লোকের উৎকর্ষের আদর্শ নহে। যতদূর উৎকর্ষ লাভ মনুষ্যের সাধ্যায়ত্ত ও যতদূর উৎকর্ষ লাভ মনুষ্যের অবশ্য কর্ত্তব্য, ইহা সেই উৎকর্ষেরই আদর্শ। সুতরাং আমি কখন জানিতে পারি নাই যে আমার বিদ্যা ও জ্ঞান বড় সাধারণ নহে। তিনি প্রায় আমাকে কোন বালকের সহিত মিশিতে দিতেন না। যদি ঘটনাক্রমে কোন বালকের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইত, এবং কথোপকথন দ্বারা তাহার বিদ্যাবুদ্ধি আমার অপেক্ষা অনেক ন্যূন বলিয়া প্রতীতি জন্মিত, তাহা হইলেও কখন আমার মনে হইত না, যে আমার জ্ঞান ও বিদ্যা অসাধারণ। কেবল এই মাত্র বোধ হইত যে কোন বিশেষ প্রতিবন্ধক বশতঃই সেই বালকই কেবল রীতিমত শিক্ষা পায় নাই। আমার মনের অবস্থা কখন বিনীত ছিল না বটে, কিন্তু কখন উদ্ধতও ছিল না। আমি কখন চিন্তাতেও আপন মনে বলি নাই যে আমি এত বড় লোক বা আমি এত মহৎ মহৎ কার্য্য সংসাধন করিতে পারি। আমি আপনাকে কখন উচ্চ বলিয়া ভাবি নাই, কখন নীচ বলিয়াও ভাবি নাই—অধিক কি আমি আপনার বিষয় কিছুই ভাবি নাই বলিলেও হয়। আমি যদি কখন আপনার বিষয় কিছু ভাবিয়া থাকি সে এই মাত্র—যে আমি পাঠনা দ্বারা কখন পিতার সন্তোষ জন্মাইতে পারিলাম না—সুতরাং আমি

পড়া শুনায় আপনাকে উৎকৃষ্ট বলিতে পারি না। আমার মনের ভাব আমি অবিকল ব্যক্ত করিলাম। কিন্তু যাঁহারা আমায় শৈশবে দেখিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের আমার প্রতি বিশ্বাস অন্যরূপ। আমার প্রতি তাঁহাদিগের এই বিশ্বাস যে আমার আত্মগরিমা অতিশয় ও অসহ্য। বোধ হয়, আমি শৈশব হইতেই অত্যন্ত তার্কিক ছিলাম এবং আমার নিকট অযৌক্তিক কথা বলিলেই তাহার প্রতিবাদ করিতাম—এই জন্যই আমার প্রতি তাঁহাদিগের এরূপ ভ্রান্ত বিশ্বাস জন্মিয়াছিল। পিতা ও তাঁহার সমবয়স্ক ব্যক্তিগণ আমার শৈশবেও অনেক গুরুতর বিষয়ে আমার সহিত তর্ক বিতর্ক করিতেন। এই জন্যই আমার এরূপ কুঅভ্যাস জন্মিয়াছিল; এবং এই জন্যই আমি বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিদিগের সহিত সম্মান রাখিয়া কথোপকথন করিতে শিখি নাই। দুঃখের বিষয়, পিতা আমার এই কুঅভ্যাস ও দুর্ব্বিনীততার সংশোধন করিতে চেষ্টা করেন নাই। বোধ হয় তিনি ইহা অবগত ছিলেন না। কারণ আমি তাঁহাকে অতিশয় ভয় করিতাম, এই জন্য তাঁহার সম্মুখে অতিশয় শান্ত ও বিনীত ভাব ধারণ করিতাম। সুতরাং তিনি আমার অনধিকার-চর্চ্চা ও দুর্ব্বিনীততার বিষয় কিছুই জানিতে পারিতেন না। যাহা হউক যদিও আমি বয়োজ্যেষ্ঠদিগের সহিত অবালার্হ বাক্‌-বিতণ্ডায় প্রশ্রয়ান্বিত হইয়াছিলাম, তথাপি আমার শুভাদৃষ্ট-বশতঃ আত্মোৎকর্ষ-বিষয়ক জ্ঞান কখনই আমার মনকে অধিকার করিতে পারে নাই। চতুর্দ্দশ বৎসর বয়সে, দেশ-ভ্রমণার্থ দীর্ঘ কালের জন্য পিতৃ-গৃহ পরিত্যাগ করিয়া যাইবার পূর্ব্ব দিন সন্ধ্যাকালে হাইড্ পার্ক উদ্যানে ভ্রমণ করিতে করিতে পিতা আমায় যে কয়েকটী কথা বলিয়াছিলেন, তাহা আমার হৃদয়ে অদ্যাপি গ্রথিত রহিয়াছে। তিনি বলিলেন—'তুমি দেশ-ভ্রমণে বহির্গত হইয়া অনেক নূতন দেশ ও অনেক নূতন জাতি অবলোকন করিবে। দেখিবে—সেই সেই দেশের ও সেই সেই জাতির, তোমার সমবয়স্ক যুবকেরা জ্ঞান ও শিক্ষা বিষয়ে তোমা অপেক্ষা অনেক হীন। সুতরাং অনেকেই তোমার এই অসাধারণ উৎকর্ষের বিষয় তোমার কর্ণগোচর করিবে এবং তোমার অতিশয় প্রশংসাবাদ করিবে। সাবধান, যেন সেই সকল কথায় ও

প্রশংসাবাদে তোমার হৃদয় আত্মাভিমানে পরিপূর্ণ না হয়। সেই সেই সময়ে তোমার যেন মনে হয়—তুমি যে তোমার সমবয়স্ক যুবকবৃন্দ অপেক্ষা বিদ্যা ও জ্ঞানে অধিকতর সমুজ্জ্বল হইয়াছ, তাহা তোমার গুণে নহে—যে অসাধারণ অনুকূল ঘটনাবলী সৌভাগ্যলক্ষ্মীর ন্যায় সতত তোমার অনুবর্ত্তন করিয়াছে, তাহারই গুণে। তুমি যে সৌভাগ্য-বলে স্বয়ং তোমার শিক্ষাবিধানে সমর্থ এবং তজ্জন্য যথোচিত পরিশ্রম ও সময়-ব্যয়ে সমুৎসুক—এরূপ পিতা প্রাপ্ত হওয়াও সেই সৌভাগ্যেরই ফল। এরূপ অনুকূল ঘটনাবলীর সাহায্যে তুমি যে এতাদৃশী কৃতকার্য্যতা লাভ করিয়াছ, ইহাতে তোমার বিশেষ গৌরব নাই। কিন্তু অকৃতকার্য্য হইলে, বিশেষ লজ্জার বিষয় হইত বটে! এই বাক্য গুলি আমার কর্ণে অদ্যাপি যেন প্রতিধ্বনিত হইতেছে। পিতার এই উপদেশপূর্ণ বাক্যই আমায় সর্ব্ব প্রথমে প্রতীত করে যে, আমার সমবয়স্ক যে সকল ছাত্র অতিশয় সুশিক্ষিত বলিয়া খ্যাত, আমার বিদ্যা ও জ্ঞান তাহাদিগের বিদ্যা ও জ্ঞান অপেক্ষা অনেক অধিক। কিন্তু এই বোধ আমার অন্তরে কোন প্রকার আত্মাভিমান জন্মাইয়া দেয় নাই। যত বারই এই বিষয় আমার মনে উদিত হইত, ততবারই আমার অন্তরে পিতার সেই বাক্যগুলি প্রতিধ্বনিত হইত এবং অমনি যেন পিতৃদেব বলিয়া উঠিতেন—'তুমি যে তোমার সমবয়স্ক যুবক-বৃন্দ অপেক্ষা বিদ্যা ও জ্ঞানে অধিকতর সমুজ্জ্বল হইয়াছ, তাহা তোমার গুণে নহে—যে অসাধারণ অনুকূল ঘটনাবলী সৌভাগ্য-লক্ষ্মীর ন্যায় সতত তোমার অনুবর্ত্তন করিয়াছে, তাহারই গুণে। তুমি যে সৌভাগ্য-বলে—স্বয়ং তোমার শিক্ষা-বিধানে সমর্থ এবং তজ্জন্য যথোচিত পরিশ্রম ও সময়ব্যয়ে সমুৎসুক—এরূপ পিতা প্রাপ্ত হওয়াও, সেই সৌভাগ্যেরই ফল। এরূপ অনুকূল ঘটনাবলীর সাহায্যে তুমি যে এতাদৃশী কৃতকার্য্যতা লাভ করিয়াছ ইহাতে তোমার বিশেষ গৌরব নাই। কিন্তু অকৃতকার্য্য হইলে বিশেষ লজ্জার বিষয় হইত বটে'।

"পিতা আমার অত্যুৎকৃষ্ট শিক্ষাবিধান করিবেন বলিয়া যে মনোরথ করিয়াছিলেন, অন্য বালকবৃন্দের সংসর্গ হইতে আমায় সতত বিচ্ছিন্ন না

রাখিলে, তাঁহার সেই মনোরথ কখনই পূর্ণ হইত না। বিদ্যালয়ের বালকেরা পরস্পরের বাহ্য চরিত্রের উপর যে বিষময় প্রভাব প্রকাশ করে, তিনি যে আমায় শুদ্ধ সেই প্রভাব হইতেই অন্তর রাখিয়া নিশ্চিন্ত ছিলেন এরূপ নহে; তাহাদিগের ইতর চিন্তা ও জঘন্য হৃদয়-ভাবের সংক্রামণে যাহাতে আমার আভ্যন্তরীণ চরিত্র কলুষিত না হয়, তজ্জন্যও তিনি সতত চেষ্টিত থাকিতেন। অধিক কি, এই ভয়ে তিনি আমায়—অন্যান্য বালকেরা সাধারণতঃ যে সকল বিষয়ে উৎকর্ষ লাভ করে—সে সকল বিষয়েও উৎকর্ষ লাভ করিতে দিতেন না। আমার শিক্ষার প্রধান অভাব এই যে—আমি অনেক বিষয়ে বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের ন্যায় আত্মনির্ভর-পর হইতে পারিতাম না। পরিমিতাচরণ ও প্রতিদিন ভ্রমণ দ্বারা আমি সুস্থশরীর ও কষ্টসহ হইয়া উঠিলাম বটে—কিন্তু কখনই আমার শরীরে স্নায়বীয় পরিণতি হইল না। সুতরাং আমি বলবীর্য্য-সূচক বীরত্ব প্রদর্শন করিতে কখনই সমর্থ হই নাই। অধিক কি, আমি সামান্য সামান্য ব্যায়াম বিষয়েও সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ছিলাম। পিতা আমায় প্রতিদিন ক্রীড়া করিতে অবকাশ দিতেন বটে—কিন্তু পাছে আলস্য অভ্যাসগত হইয়া আমাকে পরিশ্রম-বিমুখ করিয়া ফেলে, এই জন্য তিনি আমাকে কখনই পূর্ণ অবকাশ দিতেন না। যাহা হউক আমি যে পরিমাণ অবকাশ পাইতাম, তাহাতেই ব্যায়াম ও ক্রীড়া দ্বারা শরীরের দৃঢ়তা সম্পাদন করিতে পারিতাম; কিন্তু আমার এক জনও বালসহচর না থাকায় এবং শারীরিক পরিশ্রমের স্পৃহা দৈনন্দিন ভ্রমণ দ্বারা পরিতৃপ্ত হওয়ায়, সে সকল করিতে আমার ইচ্ছা হইত না। কিন্তু আমি যে, কোন প্রকারই আমোদপ্রমোদ, কোন প্রকারই ক্রীড়াতে লিপ্ত হইতাম না এরূপ নহে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমার সকল প্রকার আমোদপ্রমোদ ও সকলপ্রকার ক্রীড়াই অতি শান্ত ও নিভৃত ছিল। এই জন্যই আমি স্বভাবতঃ শারীরিক পরিশ্রম-সাধ্য কার্য্যে একান্ত অপটু হইয়া পড়িলাম। যে সকল অবশ্য-কর্ত্তব্য গৃহকার্য্য সংসাধনে হস্তপদাদি শারীরিক অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদির সঞ্চালনের আবশ্যকতা, সে সকল গৃহকার্য্যে আমি অতি বিকলের ন্যায় হইয়া পড়িতাম। এই জন্যই আমি অনব-

ধান, অদূরদর্শী এবং গৃহকার্য্যে শিথিল-যত্ন বলিয়া পিতার নিকট সতত তিরস্কৃত হইতাম। তিনি এই সকল বিষয়ে আমার সম্পূর্ণ বিপরীত ছিলেন। সকল সময়েই তাঁহার শরীর ও মন সমবেত হইয়া কার্য্য করিত। দৃঢ়তা এবং তেজস্বিতা তাঁহার সকল কার্য্যেই প্রতিভাত হইত। যিনি তাঁহার সহিত একবার কথোপকথন করিতেন, যিনি তাঁহার তেজঃপূর্ণ ও প্রতিভাসম্পন্ন মুখশ্রী একবার অবলোকন করিতেন, তিনি তাঁহাকে কখনই ভুলিতে পারিতেন না। কিন্তু বীর্য্যবান্ ও তেজস্বী লোকদিগের সন্ততি যে নির্বীর্য্য ও নিস্তেজ হয়, তাহার কারণ এই যে—তাঁহাদিগের সন্ততিগণ সকল বিষয়েই তাঁহাদিগের উপর নির্ভর করে, এবং তাঁহারাও স্ব স্ব বীর্য্যবত্তাকে তাঁহাদিগের আলস্যপরিপোষণে পর্য্যবসিত করেন। পিতা আমার যে শিক্ষা প্রদান করেন—তাহার উদ্দেশ্য শুদ্ধ জ্ঞান—কর্ম্ম নহে। তিনি যে আমার শিক্ষার এই অঙ্গহীনতার বিষয় কিছুই অবগত ছিলেন না এরূপ নহে। কারণ তিনি এই অঙ্গহীনতার জন্য সতত আমায় তিরস্কার করিতেন। তিনি যে এরূপ অঙ্গহীনতার অনুমোদন করিতেন তাহাও নহে, কারণ এজন্য তিনি সর্ব্বদা অনুশোচনা করিতেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তিনি এই অঙ্গহীনতার বিষয় সম্পূর্ণ অবগত হইয়াও ইহার নিরাকরণের জন্য কোন উপায় অবলম্বন করেন নাই। তিনি আমার বিদ্যালয়-জীবনের দুর্নীতিকর পরিণাম হইতে মুক্ত করিয়া আমার ভাবী উন্নতির মূল রোপিত করেন বটে, কিন্তু যাহাতে কার্য্যদক্ষ ও কর্ম্মের নায়ক হই, তাহার জন্য কোন উপায়ই অবলম্বন করেন নাই। বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষেরা এই বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া শিক্ষা দেন। পিতা আশা করিয়াছিলেন যে বিনা শিক্ষায় আপনা হইতেই আমার এই সকল বিষয়ে পটুতা জন্মিবে। কিন্তু তাঁহার এরূপ আশা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ও অমূলক। সুতরাং ইহা কখনই ফলবতী হয় নাই। এই বিষয়ে এবং আমার শিক্ষা সম্বন্ধে আর কয়েক বিষয়ে পিতৃদেব কারণের অভাবেও কার্য্যের প্রত্যাশা করিয়াছিলেন। এই জন্যই তিনি ভগ্নাশ হইয়া পরিশেষে অকারণ মনস্তাপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।"

দ্বিতীয় অধ্যায়।

—০০০—

মিলের ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষা এবং তদীয় পিতার চরিত্র ও ধর্ম্মনীতি-বিষয়ক মত।

মিল্ আশৈশব কোন ধর্ম্মপ্রণালীতেই দীক্ষিত হন নাই। তাঁহার পিতা বাল্যে স্কচ্ প্রেস্‌বিটেরিয়ান্ মতে দীক্ষিত হইয়াছিলেন বটে; কিন্তু তিনি চিন্তা ও শিক্ষা বলে অচিরকালমধ্যেই শুদ্ধ প্রত্যাদেশ (১) মতের কেন, যাহাকে সাধারণতঃ প্রাকৃতিক ধর্ম্ম (২) বলে, তাহারও শৃঙ্খল হইতে আপনাকে মুক্ত করেন। তিনি স্বয়ং বলিতেন যে বট্‌লার-লিখিত অ্যানালজি (৩) নামক গ্রন্থ পাঠেই তাঁহার এই আকস্মিক মনোবৃত্তির পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়। যাঁহারা, এক সর্ব্বশক্তিমান্, অনন্ত দয়ার নিদান ও সর্ব্বদর্শী বা ত্রিকালজ্ঞ ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন, অথচ খ্রীষ্টধর্ম্মে বিশ্বাস করিতে চাহেন না, বট্‌লারের যুক্তিসকল তাঁহাদিগের বিরুদ্ধে সম্পূর্ণ সবল সন্দেহ নাই; কিন্তু যাঁহাদিগের নিকট ঈশ্বরের অস্তিত্বই সপ্রমাণ করিতে হইবে, তাঁহাদিগের নিকট বট্‌লারের যুক্তিসকলের কোন মূল্যই নাই। বট্‌লারের পুস্তক পাঠেই জেম্‌স মিলের মনে এই চিন্তা প্রথম উদিত হয়, যে অদ্যাবধি খ্রীষ্টধর্ম্ম বিষয়ে যে সকল পুস্তক লিখিত হইয়াছে, সে সমুদায়েই ঈশ্বরের অস্তিত্ব মূলভিত্তি স্বরূপ পরিগৃহীত হইয়াছে। ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিষয়ে অদ্যাবধি কোন বিতর্কই উপস্থিত হয় নাই; ইহা এতাবৎকাল স্বতঃসিদ্ধ বলিয়াই স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে। জেম্‌সের মন ইহাতে পরিতৃপ্ত হইল না। তাঁহার নিকট ঈশ্বরের অস্তিত্বও প্রমাণসাপেক্ষ বলিয়া প্রতীত হইল। এবিষয়ে অসন্দিগ্ধ প্রমাণ তিনি কুত্রাপি পাইলেন না। তিনি কিছুকাল সন্ধিস্থলে দণ্ডায়মান রহিলেন। অবশেষে অনেক চিন্তার পর তিনি এই মত অবলম্বন করিতে বাধ্য হইলেন যে—এই প্রত্যক্ষ-পরিদৃশ্যমান জগতের আদি কারণ বিষয়ে আমরা সম্পূর্ণ অজ্ঞ, এবং কখনও যে এ বিষয়ে

(1) Revelation. (2) Natural Religion. (3) Analogy.

অভিজ্ঞ হইব. তাহারও কোন আশা দেখা যায় না। এই টুকুই তাঁহার বিশ্বাসের সার। যাঁহারা তাঁহাকে নাস্তিক বলিয়া নিন্দা করেন, তাঁহারা নাস্তিকতা ও পুর্ব্বোক্তমত-গত বৈলক্ষণ্য উপলব্ধি করিতে পারেন না। কারণ 'এই অনন্ত জগতের আদি কারণ নাই' এবং 'এই অনন্ত জগতের আদি কারণ অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়' এই দুই মত পরস্পর সম্পূর্ণ বিভিন্ন। প্রথম মতটিকেই প্রকৃতপক্ষে নাস্তিবাদ বলা যাইতে পারে। জগতে এই মতের পরিপোষক ব্যক্তির সংখ্যা অতি অল্প। জেম্‌স মিল্‌ এ মতের পরিপোষক ছিলেন না; অধিক কি, তিনি এ মতকে সম্পূর্ণ অসঙ্গত বলিয়া মনে করিতেন। দ্বিতীয় মতটি বর্ত্তমান প্রত্যক্ষবাদের সার। জেম্‌স মিল্‌ এই মতেরই পক্ষপাতী ছিলেন। যাঁহারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া স্বীকার করেন, তাঁহারা তাঁহাকে কতকগুলি পরস্পর-বিসম্বাদী গুণের আধার বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। তাঁহাদিগের মতে ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান্ (১) সর্ব্বদর্শী বা ত্রিকালজ্ঞ (২) এবং অনন্ত দয়ার আধার (৩)। জেম্‌স্‌ মিল্‌ জগৎকার্য্য পর্য্যালোচনা দ্বারা একাধারে এরূপ পরস্পরবিসম্বাদী গুণত্রয়ের সমাবেশ সম্ভবপর মনে করিতে পারিলেন না। অনন্ত শক্তি, অনন্ত দয়া, এবং অনন্ত জ্ঞান এই তিনের পরস্পর স্বভাবসিদ্ধ কোন বিসম্বাদ আছে বলিয়া তাঁহার বোধ ছিল না। তিনি কেবল কার্য্যতঃ এই তিনের বিসম্বাদ দেখিতে পাইতেন। যে ঈশ্বর জগতে রোগ, শোক প্রভৃতি অনর্থের মূল সৃষ্টি করিয়াছেন—তিনি সর্ব্বশক্তিমান্ হইতে পারেন, কিন্তু তিনি যে কিরূপে অনন্ত দয়ার আধার, তাহা তিনি বুঝিতে পারিতেন না। যিনি সর্ব্বশক্তিমান্, তিনি অনন্ত দয়াবান্ হইলে জগতে রোগ, শোক কিছুই থাকিত না। যিনি অনন্ত দয়ার আধার, তিনি সর্ব্বশক্তিমান্ ও ত্রিকালজ্ঞ হইলে জগতে দুঃখের মূলেই কুঠারপাত হইত সন্দেহ নাই। যে সকল কূট যুক্তিদ্বারা ধর্ম্মব্যবসায়ীরা এই বিসম্বাদের সামঞ্জস্য বিধান করিতে চেষ্টা করিতেন, জেম্‌স্‌ মিলের সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধি সেই সকলের অসারতা সহজেই উপলব্ধি করিতে পারিল। লোকে সাধারণতঃ যাহাকে ধর্ম্ম বলে—

(1) Almighty. (2) Omniscient. (3) All-merciful.

জেম্‌স্ মিল এইরূপে সেই ধর্ম্মের বিদ্বেষ্টা হইয়া উঠিলেন। তিনি এই লোক-প্রসিদ্ধ ধর্ম্মকে বিশুদ্ধ নীতির উন্মূলক বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন। বাহ্য আড়ম্বর যে ধর্ম্মের জীবনস্বর্ব্বস্ব—মানব-প্রেম যে ধর্ম্মের প্রধান লক্ষ্য নহে—সেই ধর্ম্মকে তিনি ধর্ম্ম বলিয়াই কোনমতে স্বীকার করিতে পারিলেন না। যে ধর্ম্মের দেবতা—ভীষণ নরকের সৃষ্টিকর্ত্তা; যে ধর্ম্মের উপাস্য দেবতা জ্ঞানপূর্ব্বক সুতরাং ইচ্ছাপূর্ব্বক মনুষ্যজাতির অধিকাংশকে সেই নরকের ভয়ানক চিরস্থায়ী যন্ত্রণা ভোগ করাইবার মানসে, তাহাদিগকে দুর্দ্দমনীয় পাপপ্রবৃত্তি প্রদান করিয়াছেন; সে ধর্ম্মকে তিনি ঘৃণার সহিত না দেখিয়া থাকিতে পারিলেন না। এরূপ ভীষণ-প্রকৃতিক ঈশ্বরকে লোকে কিরূপে যুগপৎ সর্ব্বোৎকৃষ্ট গুণনিচয়ের আধার বলিয়া নির্দ্দেশ করে, তাহা তিনি অনুভব করিতে পারিতেন না। তিনি "সৎ ও অসৎ প্রবৃত্তি উভয়ে পরস্পরকে দমন করিয়া বিশ্বরাজ্য শাসন করিতে চেষ্টা করিতেছে" জোরোয়াস্তার-প্রবর্ত্তিত এই মত ইহা অপেক্ষা ভাল বলিতেন।' এরূপ ধর্ম্মে নীতির অবনতি নাই। পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্ম—নীতির ভাবকে অতিশয় অবনত করে; এবং সর্ব্বোচ্চ উৎকর্ষের কল্পনায় যত চেষ্টা করা যায়, ইহা তাহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়। বুদ্ধির চালনায় যে সকল চিন্তা হইতে সেই উচ্চোৎকর্ষের পরিষ্কার ভাব মনে উদিত হয়, অন্ধ বিশ্বাসিগণ সে সকল চিন্তা মন হইতে দূরীকৃত করিয়া দেয়। কারণ তাহারা, যদিও স্পষ্ট দেখিতে পায় না, তথাপি বুঝিতে পারে যে সে সকল চিন্তা তদুদ্ভাবিত অনাদি কারণের কার্য্য সকলের এবং তদবলম্বিত ধর্ম্মমতের বিরুদ্ধে স্বাক্ষ্য প্রদান করে। নীতিও এইরূপে পৌরাণিক প্রথায় চলিয়া আইসে এবং কোন যুক্তির অনুসরণ করা দূরে থাকুক, কোন সঙ্গত আবেগেরও অনুবর্ত্তন করে না।

জেম্‌স মিল আপনার ধর্ম্মবিষয়ক এই সকল মতের বিরুদ্ধে পুত্রের ধর্ম্মশিক্ষা বিধান করিতে ইচ্ছা করেন নাই। এইজন্য তিনি প্রথম হইতেই পুত্রের মনে এই সংস্কার দৃঢ় অঙ্কিত করিয়া দিয়াছিলেন—যে এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান জগতের সৃষ্টিপ্রকরণ বিষয়ে আমরা কিছুই জানিতে পারি না। 'কে আমার স্রষ্টা?' এ প্রশ্নেরও কোন প্রকৃত

উত্তর দেওয়া যাইতে পারে না। কারণ এবিষয়ে আমরা কোন বিশেষ প্রমাণ পাই না। যদি বলি এই প্রশ্নের উত্তর 'ঈশ্বর', তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ আমাদিগের মনে আর একটী প্রশ্ন উদিত হয়—'ঈশ্বরের সৃষ্টিকর্ত্তা কে?' সুতরাং এরূপ অনবস্থাপাতে অনাদি কারণের কোন স্থিরতাই হয় না। যদিও তিনি পুত্রের অন্তরে নিজ ধর্ম্মবিষয়ক সংস্কার বদ্ধমূল করিয়া দিয়াছিলেন, তথাপি মনুষ্যজাতি এই দুর্ভেদ্য তত্ত্ববিষয়ে কি কি মত প্রচার করিয়াছেন, পুত্রকে তত্তদ্বিষয়ে সম্পূর্ণ অভিজ্ঞ করিতে বিশেষ চেষ্টা করিতেন। এইজন্য তিনি তাঁহাকে শৈশবেই খ্রীষ্টধর্ম্ম-বিষয়ক পুস্তক সকল পাঠ করিতে বলেন।

এইরূপে মিল্ কোন প্রকার ধর্ম্মবিশ্বাসে দীক্ষিত না হওয়ায়, ধর্ম্ম বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন হইয়া উঠিলেন। সুতরাং ধর্ম্মবিষয়ের উপর তাঁহার বিশেষ আস্থা বা ঘৃণা জন্মিল না। সকল ধর্ম্মই তিনি সমভাবে দেখিতে লাগিলেন। খ্রীষ্টান্, মুসলমান্ ও হিন্দু তাঁহার নিকট একই প্রতীত হইতে লাগিল। ইতিহাসে তিনি মনুষ্যজাতির পরস্পর মত-ভেদের অনেক দৃষ্টান্ত পাইয়াছিলেন। সুতরাং মতভেদ জন্য কাহারও উপর তাঁহার বিদ্বেষ-ভাব জন্মিত না। কিন্তু মিলের নীতিশিক্ষার একটী অঙ্গহীনতা অতিশয় শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছিল। জেম্স্ মিল্ জানিতেন যে তাঁহার মত সকল প্রায় অধিকাংশ লোকের মতের বিরোধী ছিল। তিনি জানিতেন যে এ সকল মত প্রকাশ্যরূপে প্রচার করিলে অনেক কষ্ট ও অনেক অত্যাচার সহ্য করিতে হইবে। এই জন্য তিনি পুত্রকে সেই সকল মতে দীক্ষিত করিবার সময়, এই সকল মত প্রকাশ্যে স্বীকার করার বিষয়ে সাবধান হইতে বলেন। মিল্ যেরূপ নিভৃতভাবে গৃহে শিক্ষা পাইয়াছিলেন, তাহাতে শৈশবে বহুলোকের সহিত তাঁহার মিশ্রণের সম্ভাবনা ছিল না; এই জন্য যদিও তাঁহাকে—প্রকাশ বা গোপন—এই সন্ধিস্থলে সর্ব্বদা দণ্ডায়মান হইতে হইত না, তথাপি এই গোপন রাখিবার উপদেশ যে তাঁহার নৈতিক উন্নতির অনেক ব্যাঘাত সম্পাদন করিয়াছিল, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

মিলের শৈশবকালীন ইংলণ্ডের নীতির অবস্থা অপেক্ষা তাঁহার

বার্দ্ধক্যকালীন ইংলণ্ডের নীতির অবস্থা অনেক পরিমাণে উন্নত হইয়া উঠিয়াছিল। মিল্ বলিয়াছেন, স্বাধীন চিন্তা, স্বাধীন তর্ক এখন আর পূর্ব্বের ন্যায় ইংলণ্ডে পাপ বলিয়া পরিগণিত হইত না। জেম্‌স্ মিল্ এ সময় জীবিত থাকিলে তাঁহার ধর্ম্মবিষয়ক মত ব্যক্ত করিতে সঙ্কুচিত হইতেন না। যদিও এখনও স্বাধীনভাবে মনের ভাব ব্যক্ত করার অপরাধে সময়ে সময়ে কেহ কেহ জীবিকানাশ, পদচ্যুতি, গৌরব-হানি, ও জাতিভ্রংশ প্রভৃতি গুরুতর দণ্ডে দণ্ডিত হইয়া থাকেন; তথাপি সাধারণতঃ এক্ষণে এসকল বিষয়ে যে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর স্বাধীনতা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। যাঁহারা জ্ঞানমার্গে অতিশয় অগ্রসর—পদ ও গৌরবের অনু-রোধে যাঁহাদিগের মত অবহেলা করা অনেকের পক্ষে কঠিন—অথচ ধর্ম্ম-বিষয়ক মত সকল যাঁহাদিগের নিকট ভ্রমসঙ্কুল ও মানব-জাতির অহিতকর বলিয়া প্রতীত হয়,—তাঁহাদিগের নির্ভয়ে আত্মমত প্রকাশ করিবার সময় এক্ষণে উপস্থিত হইয়াছে। আর তাঁহাদিগের গুপ্তভাবে থাকা ভাল দেখায় না। অনেকের সংস্কার এই যে—যাঁহার ঈশ্বরে বিশ্বাস নাই, তাঁহার অন্তর ও মন কখনই পবিত্র হইতে পারে না। জেম্‌স মিল্ প্রভৃতি মহোদয়েরা নির্ভয়ে আত্মমত প্রকাশ করিলে এই সংস্কার অচিরাৎ লোকের মন হইতে দূরীভূত হইত সন্দেহ নাই। যে সকল মহাত্মা জগতের অলঙ্কার বলিয়া পরিগৃহীত হইয়াছেন,—যাঁহাদিগের জ্ঞান ও ধর্ম্ম সর্ব্বত্র প্রখ্যাত রহিয়াছে,—বিশেষ অনুসন্ধান করিলে জানা যায় যে তাঁহাদিগের অধিকাংশই ঈশ্বরের অস্তিত্ব-বিষয়ে প্রায় নিশ্চিত বিশ্বাসবিরহিত ছিলেন। তাঁহাদিগের সংস্কার ছিল যে তাঁহাদিগের এই মত ব্যক্ত করিলে লোকের মনে ধর্ম্ম-বন্ধন শিথিলিত হইয়া জগতের অমঙ্গল সংঘটিত হইবে। এই জন্যই তাঁহারা আপনা-দিগের ধর্ম্মবিষয়ক মত সকল এত গোপন করিতেন। কিন্তু বিশেষ অনুধাবন করিয়া দেখিলে তাঁহাদিগের এ সংস্কার সম্পূর্ণ অমূলক বলিয়া প্রতীত হইবে।

জেম্‌স মিলের ধর্ম্ম ও নীতি বিষয়ক মত সকল গ্রীক দার্শনিক-

দিগের ন্যায় ছিল। এই জন্য তিনি পুত্রকে শৈশবেই গ্রীক দার্শনিক-দিগের গ্রন্থ সকলে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। ঝিনোফন-লিখিত মেমোরাবিলিয়া (Memorabilia of Xenophon) নামক পুস্তক পাঠে মিলের মনে সক্রেটিসের উপর অতি গভীর ভক্তি জন্মে। এই সময় হইতেই মিল্ সক্রেটিস্‌কে উৎকর্ষের অতি উচ্চ আদর্শ বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন। ইহার পর তিনি প্লেটোর পুস্তক সকল পাঠ করিয়া নীতিমার্গে আরও অগ্রসর হইলেন। ন্যায়পরতা, পরিমিতাচারিতা, সত্যপ্রিয়তা, অধ্যবসায়শীলতা, দুঃখ ও পরিশ্রম-সহিষ্ণুতা, সাধারণের হিতচিন্তা, ব্যক্তি ও দ্রব্যের গুণগ্রাহিতা এবং আলস্য ও বৃথা আমোদ প্রমোদে ঘৃণা—এই গুণ গুলিকেই সক্রেটিস্ প্রকৃত ধর্ম্মপদের বাচ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। জেম্‌স্ মিল্ এই সকল সক্রেটিক ধর্ম্মেই (Socratic Viri) পুত্রকে আশৈশব দীক্ষিত করেন। মিল্ বিশেষ যত্নের সহিত আজীবন সেই ধর্ম্মগুলি প্রতিপালন করিয়াছিলেন। জেম্‌স মিল্ পুত্রকে এই সকল ধর্ম্ম প্রতিপালন করিতে উপদেশ দিয়াই ক্ষান্ত থাকিতেন এরূপ নহে; তিনি স্বয়ং সেই ধর্ম্ম গুলি প্রতিপালন করিয়া পুত্রকে জীবন আদর্শ প্রদান করিতেন। মিল্ স্বয়ং স্বীকার করিয়াছেন—যে পিতার উপদেশ অপেক্ষা, পিতার দৃষ্টান্তে তাঁহার অধিকতর উপকার দর্শিয়াছিল।

জেম্‌স মিলের চরিত্রে ষ্টোয়িক, এপিকিউরীয় ও সিনীক এই তিন লক্ষণই উপলক্ষিত হইত। তিনি কার্য্যের সুখ-দুঃখোৎপাদন-প্রবণতা হইতে ইহার কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যতা স্থির করিতেন, সুতরাং তিনি এপিকি-উরিয়ান্ (Epicurian) ছিলেন। জগতে সুখ আছে বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস ছিল না, সুতরাং তিনি সিনীক (Cynic) পদের বাচ্য। কিন্তু তিনি কার্য্যতঃ সম্পূর্ণ ষ্টোয়িক (Stoic) ছিলেন। তিনি সুখের আস্বাদ গ্রহণে অসমর্থ ছিলেন এরূপ নহে, কিন্তু তিনি উচ্চ মূল্যে ইহা ক্রয় করিতে ভাল বাসিতেন না। তাঁহার মতে জগতের অধিকাংশ দুঃখই —সুখের উচ্চ মূল্য নির্দ্ধারণের—ফল। যৌবনের নবীনতা অতীত হইলে এবং জ্ঞানপিপাসা শান্ত হইলে জীবন তাঁহার নিকট অতীব শোচ্য

পদার্থ বলিয়া প্রতীত হইত। কিন্তু তিনি কখনই যুবা ব্যক্তির সম্মুখে জীবনের এই ভীষণ চিত্র প্রদর্শন করিতেন না। তিনি বলিতেন যে যদি কখন কোন জীবন—সুশিক্ষা ও সুশাসন দ্বারা সংঘটিত হয়, সে জীবন সার্থক হইবে সন্দেহ নাই; কিন্তু এরূপ ঘটনার সম্ভাবনা বিষয়ে তাঁহার বিশেষ আশার সঞ্চার হইত না। তিনি বিদ্যালোচনায়—সুখব্যতিরিক্তও কতকগুলি অবশ্যম্ভাবী উৎকৃষ্ট ফলের উপলব্ধি করিতে পারিতেন; কিন্তু সেই সকল ফল গণনা না করিলেও বিদ্যালোচনা-জনিত সুখকে অন্যান্যকারণোৎপন্ন সুখ অপেক্ষা উচ্চতর পদবী প্রদান করিতেন। হিতৈষা-বৃত্তি-জনিত সুখকেই তিনি সর্ব্বোচ্চ আসন প্রদান করিতেন এবং বলিতেন যে, যে বহু জনের সুখের সহানুভাবক হইতে পারে সেই কেবল বার্দ্ধক্যে সুখী হইতে পারে। তিনি সর্ব্বপ্রকার অত্যাসক্তিকেই অন্তরের সহিত ঘৃণা করিতেন, এবং একপ্রকার উন্মত্ততা বলিয়া মনে করিতেন। প্রাচীন সময়ের সহিত তুলনা করিলে, বর্ত্তমান যুগে অনুভূতি (Feelings) সকলকে যে উচ্চ আসন প্রদান করা হইয়াছে, ইহাকেই তিনি বর্ত্তমান যুগের নীতিভ্রংশের মূল বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

তাঁহার মতে শুদ্ধ মনের ভাবের জন্য কেহ নিন্দা বা সুখ্যাতির ভাজন হইতে পারেন না। ন্যায় ও অন্যায় এবং ভাল ও মন্দ—কার্য্যের উপরই সম্পূর্ণ নির্ভর করে। কর্ত্তব্যের করণ ও অকর্ত্তব্যের অকরণকেই ন্যায্য ও ভাল এবং তাহার বিপর্য্যয়কেই অন্যায্য ও মন্দ কার্য্য বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। কর্ত্তব্যের করণ ও অকর্ত্তব্যের অকরণ বা তদ্বীপরিত ইচ্ছা জন্য কেহ সুখ্যাতি বা নিন্দার ভাজন হইতে পারেন না। কারণ অনেক সময়ে সাধু ইচ্ছা হইতে অসাধু কার্য্যের এবং অসাধু ইচ্ছা হইতে সাধু কার্য্যের উৎপত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। এই জন্য তিনি সাধু বা অসাধু ইচ্ছার জন্য কর্ত্তাকে সুখ্যাতি বা নিন্দা করিতেন না। কিন্তু কার্য্যের সাধুত্ব বা অসাধুত্ব দেখিয়াই কর্ত্তার সুখ্যাতি বা নিন্দা করিতেন। তাঁহার মতে সাধুকার্য্যের প্রবর্ত্তন ও অসাধু কার্য্যের নিরাকরণই সুখ্যাতি বা নিন্দার প্রধান উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। যে অসাধু কার্য্য সাধু অভিপ্রায়ে

অনুষ্ঠিত হইয়াছে এবং যে অসাধু কার্য্য অসাধু অভিপ্রায়ে অনুষ্ঠিত হইয়াছে, সেই অসাধু কার্য্যদ্বয়ের তিনি কোনও প্রভেদ করিতেন না। তিনি কার্য্যের গুণাগুণবিচারে অভিপ্রায়ের সাধুত্বাসাধুত্ব গণনা করিতেন না বটে; কিন্তু কর্ত্তার চরিত্র নির্ণয়ে ইহার বিশেষ আবশ্যকতা সতত স্বীকার করিতেন। অতি অল্প লোককেই তাঁহার ন্যায়, কর্ত্তব্যবুদ্ধির ও অভিপ্রায়ের সাধুত্বের গৌরব করিতে দেখা যাইত। এবং এই দুই জানিতে না পারিয়া লোকের চরিত্র বিষয়ে কোন মত প্রচার করিতে অল্পলোকেই তাঁহার ন্যায় সঙ্কুচিত হইতেন। তিনি জানিতেন যে কাহারও কর্ত্তব্যবুদ্ধি অচিরপ্রসূত শিশুসন্তানের জলনিক্ষেপ প্রোৎসাহিত করে,—কাহারও কর্ত্তব্যবুদ্ধি দীনা অনাথা বালবিধবার বৈধব্যদশা চিরস্থায়িনী করিতে চাহে,—কাহারও কর্ত্তব্যবুদ্ধি লোক-লজ্জাভয়ে নিরীহ কুক্ষিস্থ জীবের প্রাণনাশ করিতে উল্লাসিত হয়, কিন্তু তিনি তাঁহাদিগকে ঘৃণা—অন্তরের সহিত ঘৃণা—না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। যাহারা জানিয়া শুনিয়া কোন স্বার্থ-প্রণোদিত হইয়া এই সকল পাপাচার অনুষ্ঠান করে, তিনি তাহাদিগের অপেক্ষাও পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্মান্ধদিগকে অধিক ঘৃণা করিতেন। কারণ উক্ত ধর্ম্মান্ধগণ হইতে সজ্ঞান পাপীদিগের অপেক্ষাও সমাজের অধিক অনিষ্ট আশঙ্কা করিতেন।

এরূপ পিতা—পুত্রের মনে যে প্রবল নীতির ভাব অঙ্কিত করিয়াছিলেন, সে বিষয় আর বলা বাহুল্য। কিন্তু জেম্‌স মিলের সন্তানগণের সহিত নৈতিক সম্বন্ধের একটী অঙ্গহীনতা মিল্ স্বয়ং নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তিনি সন্তানগণের উপর কখনই স্নেহপ্রকাশ করিতেন না। তিনি যে অন্তরে তাঁহাদিগকে ভাল বাসিতেন না—এরূপ নহে; কিন্তু তিনি ইংরাজদিগের জাতীয় স্বভাব ধর্ম্মে তাহা ব্যক্ত করিতে লজ্জিত হইতেন। এরূপে তাঁহার অন্তরের স্নেহ পরিব্যক্তিবিরহে ক্রমে অন্তরেই শুষ্ক হইয়া গেল। বিশেষতঃ জেম্‌স স্বভাবতঃ কোপনস্বভাব ছিলেন, এই জন্য তাঁহার সন্তানেরা তাঁহাকে অতিশয় ভয় করিতেন। একে তাঁহারা পিতার মুখমণ্ডলে কখন স্নেহের ভাব উপলব্ধি করিতে পারিতেন না, তাহাতে আবার তাঁহাদিগকে সেই মুখমণ্ডলে মধ্যে মধ্যে ক্রোধের জ্বালা

দেখিতে হইত; সুতরাং কালে তাঁহাদিগেরও অন্তরে নবোদিত স্নেহের অঙ্কুর পরিপুষ্টি অভাবে বিশুষ্ক হইয়া গেল। জেম্‌স মিলের জীবনের শেষ-ভাগে হৃদয়ের এই অস্বাভাবিক ভাবের অনেক পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছিল। এই জন্য তাঁহার শেষাবস্থার সন্তানগণ—তাঁহাকে অধিকতর ভাল বাসিতেন। মিল্ জননীর নিকট প্রায় থাকিতেন না। বাহ্য জগতের সহিতও তাঁহার বিশেষ সংশ্রব ছিল না। তিনি পিতার সহিত আহার বিহার করিতেন। তিনি পিতা বই আর কিছুই জানিতেন না। কিন্তু সেই পিতা স্নেহ কাহাকে বলে, পুত্রকে তাহাকে দেখান নাই। সুতরাং পুত্র ও পিতাকে কিরূপে ভাল বাসিতে হয়, তাহা জানিতেন না বটে, কিন্তু পিতাকে কিরূপে ভক্তি ও ভয় করিতে হয়, তাহা তিনি বিশেষরূপে অবগত ছিলেন। অধিক কি তিনি পিতাকে প্রভুস্বরূপ মনে করিতেন। এরূপ কঠিন শাসনে মিল্ উপকৃত বা অপকৃত হইয়াছিলেন, তাহা তিনি স্বয়ংই বুঝিতে পারেন নাই; সুতরাং সে বিষয়ে আমরা কোন মত প্রকাশ করিতে চাহি না। তবে সাধারণ শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁহার মত এই যে—শাসন ও ভয় প্রদর্শন বালকদিগের শিক্ষার একটী অঙ্গ হওয়া উচিত। কারণ, দেখিতে পাওয়া যায়, অনেক সময় শুদ্ধ মিষ্ট অনুনয়-ব্যঞ্জক বাক্যে তাহাদিগকে অপ্রীতিকর পাঠে নিয়োজিত করিতে পারা যায় না। বর্ত্তমান সময়ে—বালকদিগের পাঠনার বিষয় সকল তাহাদিগের সুখ-বোধ্য ও হৃদয়গ্রাহী করিবার যে প্রথা প্রচলিত হইয়াছে, তাহা প্রশংস-নীয় বটে, কিন্তু তিনি ইহার অতিবৃদ্ধির কোন মতে অনুমোদন করিতেন না। যাহা সুখবোধ্য ও হৃদয়গ্রাহী, তাহা বই আর কিছুই পড়িব না—বালকদিগের এরূপ মত দাঁড়াইলে শিক্ষা-প্রণালীর অবনতি বই উন্নতি হইবে না, এ বিষয়ে তাঁহার দৃঢ়বিশ্বাস ছিল। তিনি শারীরিক দণ্ড-বিধানের অতিশয় বিপক্ষ ছিলেন; এবং ভয়প্রদর্শন যদিও বালশিক্ষার একটী অঙ্গ বলিয়া স্বীকার করিতেন, তথাপি ইহা দ্বারা শিক্ষকের প্রতি ছাত্রের স্নেহ ও বিশ্বাসের ভাব তিরোহিত হইলে বালকদিগের অন্তরে সরলতার উৎস সংরুদ্ধ করিয়া জগতের ভয়ঙ্কর অনিষ্ট সংঘটিত করিবে, তদ্বিষয়ে তাঁহার কোন সন্দেহ ছিল না।

পূর্ব্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে, যে মিল্ শৈশবে ও বাল্যে বাহ্য জগৎ হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ছিলেন। পিতা বই তাঁহার শৈশবসঙ্গী বা বাল্য-সহচর আর কেহই ছিলেন না। কোন সমবয়স্ক বালকের সহিত তাঁহার প্রায় সাক্ষাৎ হইত না। এরূপ অবস্থায় তাঁহার শিক্ষা অসম্পূর্ণ থাকার বিশেষ সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু তাঁহার পিতৃবন্ধুদিগের দ্বারা এই অভাব কিঞ্চিৎ পরিমাণে দূরীকৃত হওয়ায় তাঁহার শিক্ষার পরিপূর্ণতা-বিষয়ে বিশেষ ক্ষতি হয় নাই। বেন্থাম্, হিউম্ ও রিকার্ডো প্রভৃতি ইংলণ্ডের মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতবর্গ জেম্স মিলের বন্ধুশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। ইহাঁরা জেমস্ মিলের গৃহে সর্ব্বদা আগমন ও ধর্ম্মনীতি, রাজনীতি, দর্শন ও বিজ্ঞান প্রভৃতি নানা বিষয়ে তর্ক বিতর্ক করিতেন। তাঁহারা মিলকে পুত্রনির্ব্বিশেষে ভাল বাসিতেন এবং তাঁহাদিগের সহিত গুরুতর বিষয়ে কথোপকথন ও তর্ক বিতর্ক করিতে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করিতেন। রিকার্ডো অর্থনীতি ও অর্থব্যবহার (Political Economy) শাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। মিল্ এই শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করিলে রিকার্ডো প্রায় তাঁহাকে নিজ গৃহে লইয়া যাই-তেন এবং তাঁহার সহিত নানা প্রকার কথোপকথন করিতেন। হিউম্ স্কটলণ্ডে জন্ম গ্রহণ করেন, সুতরাং জেম্স মিলের স্বদেশী। ইহাঁরা দুই জনে বাল্যকালে এক পাঠশালায় ও এক বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন। পরে কিছুদিন পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া আবার পুনর্ম্মিলিত হন। এই সময়ে মিল্ হিউমের অতিশয় অনুগত হইয়া উঠেন এবং প্রায়ই তাঁহার বাটীতে গমনাগমন করিতেন; কিন্তু বেন্থামেরই সহিত তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতম আনুগত্য হইয়া উঠে। বেন্থাম তাঁহার পিতার প্রিয়তম বন্ধু ছিলেন। এই গভীর বন্ধুত্বের মূলে সহানুভূতি অবস্থিত ছিল। কারণ ইংলণ্ডের প্রধান লোকদিগের মধ্যে জেম্স মিল্ই সর্ব্বপ্রথমে বেন্থামের ধর্ম্মনীতি, রাজনীতি ও ব্যবহার শাস্ত্রাদি বিষয়ক মত সকলের সারবত্তা উপলব্ধি করেন এবং তাহাদিগকে কার্য্যেও পরিণত করেন। যে সময়ে বেন্থাম অতি নিভৃতভাবে থাকিতেন—যে সময়ে তিনি অতি অল্প দর্শকেরই স্বগৃহে আগমন অনুমোদন করি-

তেন—সে সময়েও এই সহানুভাবক জেম্স্ মিলকে তাঁহার নিত্য সহচর করিয়া তুলিয়াছেন। জেম্স মিল্ পুত্রের সহিত প্রায় মধ্যে মধ্যে প্রিয়বন্ধু বেন্থামের বাটীতে যাইতেন। ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে মিল্—পিতা ও পিতৃবন্ধু বেন্থামের সহিত অক্সফোর্ড, বাথ্, ব্রিষ্টল, এক্জিটর, প্লিমাউথ্, এবং পোর্টস্মাউথ প্রভৃতি নগরী পর্য্যটন করিয়া নানা বিষয়ে উপদেশ প্রাপ্ত হন। প্রাকৃতিক দৃশ্যের মোহিনী মূর্ত্তি এই সময়েই সর্ব্বপ্রথমে তাঁহার চিত্ত আকৃষ্ট করে। ১৮১৪ হইতে ১৮১৭ খ্রীঃ পর্য্যন্ত বেন্থাম প্রতি বৎসর ছয় মাস করিয়া সমরসেট্সায়ের প্রদেশের "ফোর্ড আবে" নামক স্থানে বাস করিতেন। সেই সেই সময় মিল্ও তাঁহার সহিত তথায় অবস্থিতি করিতেন। এই প্রদেশের প্রশস্ত উত্তুঙ্গ ও বায়ুসঞ্চালিত অট্টালিকা, নির্ম্মক্ষিক ছায়াবহুল প্রশান্ত উপবন এবং জলপ্রপাত ও নির্ঝরিণী সকলের ঝর্ঝর শব্দ মিলের অন্তরে স্বাধীন উদারতা ও কবিতার উদ্দীপনা করিয়া দিয়াছিল।

এই ফোর্ড আবেতে অবস্থিতিকালে বেন্থামের ভ্রাতা জেনেরাল সার সামুয়েল বেন্থাম ও তদীয় পরিবারবর্গের সহিত মিলের পরিচয় ও আত্মীয়তা হয়। এই সাক্ষাৎকারের কিছুদিন পরে জেনেরাল বেন্থাম ও তদীয় পরিবারবর্গ কার্য্যোপলক্ষে দক্ষিণ ফ্রান্সে গমন ও কিছুদিনের জন্য অবস্থিতি করেন। ১৮২০ খৃষ্টাব্দে তাঁহারা মিল্কে তাঁহাদিগের সহিত অন্ততঃ ছয় মাসের জন্য অবস্থিতি করিতে আহ্বান করেন এবং মিল্ও তাঁহাদিগের আহ্বানের অনুবর্ত্তন করিয়া ১৮২০ খৃষ্টাব্দের মে মাসে পিরিনিস-উপত্যকাস্থ রমণীয় প্রাসাদে তাঁহাদিগের সহিত মিলিত হইলেন। এই পার্ব্বত্য প্রদেশের রমণীয় দৃশ্য মিলের হৃদয়ে গভীরতম ভাব অঙ্কিত এবং তাঁহার রুচিকে চিরজীবনের মত উজ্জ্বলবর্ণে রঞ্জিত করিয়াছিল। মিল্ চতুর্দ্দিকে মনোহর পর্ব্বতদৃশ্যে পরিবেষ্টিত হইয়া একদিকে ফরাশি জড়জগতের অসীম সৌন্দর্য্য অবলোকন করিতে লাগিলেন; অন্যদিকে ফরাশি ভাষা অধ্যয়ন পূর্ব্বক ফরাশি সাহিত্য ও বিজ্ঞান সাগরে অবতরণ করিলেন। তিনি মণ্টপিলিয়ার নগরে "ফ্যাকল্টি ডেস্ সায়েন্সেস্" কালেজে মসো আংগ্লেডার রসায়ন-

বিদ্যাবিষয়ক, মসো প্রভেন্‌কালের ভূতত্ত্ববিদ্যাবিষয়ক ও মসো জারগোনের ন্যায়দর্শন-বিষয়ক বক্তৃতা সকল শ্রবণ করিয়া জ্ঞানমার্গে অধিকতর অগ্রসর হইয়াছিলেন; এবং এদিকে "লিসি" কালেজের অধ্যাপক মসো লেন্‌থেরিকের নিকট অঙ্কশাস্ত্রের উচ্চ সোপানে আরোহণ করিয়াছিলেন। এইরূপে মিলের এক বৎসরেরও অধিককাল ফ্রান্সে অতিবাহিত হইয়া গেল। ফরাশি জাতির সরল, সামাজিক ও অমায়িক ভাব মিলের হৃদয়ে লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইয়াছিল। ফরাশিজাতির একটী বিশেষ গুণ মিলের হৃদয় আকৃষ্ট করে। এই আকর্ষণের বিশেষ কারণ এই যে ইংলণ্ডে এই গুণ অতি বিরলপ্রসর। ফরাশিজাতি শত্রুতার কারণ না থাকিলে সকলকেই বন্ধুভাবে দেখেন এবং সকলের নিকটেই বন্ধুজনোচিত ব্যবহারের প্রত্যাশা করেন, কিন্তু ইংরাজজাতি সাধারণতঃ সকলকেই প্রথমে শত্রুভাবে দেখেন এবং কাহারও নিকট কোন বিষয়ে প্রত্যাশা করেন না। এই বৈষম্য জন্য ফরাশিরা জাতীয় তুলনায় মিলের নিকট ইংরাজদিগের অপেক্ষায় উৎকৃষ্টতর বলিয়া প্রতীত হইয়াছিলেন।

মিল্ এইরূপে এক বৎসরেরও অধিককাল ফ্রান্সে অবস্থিতি করিয়া অবশেষে ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে ইংলণ্ডে প্রত্যাগমন করেন। পারিস নগর দিয়া যাইবার সময় বিখ্যাত অর্থতত্ত্ববিৎ মসো সে এবং বিখ্যাত দার্শনিক সেণ্ট সাইমনের সহিত তাঁহার পরিচয় ও আত্মীয়তা জন্মে। ফ্রান্সে অবস্থিতি ও এই মহাত্মাদিগের সহিত কথোপকথন দ্বারা স্বাধীন চিন্তার ভাব মিলের মনে অধিকতর উদ্দীপিত হইয়া উঠে। এই উদ্দীপিত স্বাধীন-চিন্তার ভাব তাঁহাকে চিরজীবন অশ্রান্তভাবে উন্নতির পথে অগ্রসর করে।

তৃতীয় অধ্যায়।

—○○○○—

আত্মশিক্ষা।

মিল্ ফ্রান্স হইতে গৃহে প্রত্যাগমনের পর দুই এক বৎসর প্রধানতঃ পুরাতন পাঠ সকলের আলোচনা করিতে লাগিলেন। নূতন পুস্তকের মধ্যে পিতৃদেব-রচিত অর্থনীতি ও অর্থব্যবহারবিষয়ক নবপ্রকাশিত পুস্তক এবং কণ্ডিলাক্-লিখিত "ট্রেট্ ডেস্ সেন্সেসন্স্" ও "কোর্স ডেটিউড্স" নামক ন্যায় ও দর্শন শাস্ত্রবিষয়ক পুস্তকদ্বয় সর্ব্বপ্রথমে তাঁহার হস্তে পতিত হয়। ইহার পর ফরাশিবিপ্লববিষয়ক ইতিহাস পাঠ করিয়া তিনি বিস্ময় ও আনন্দ রসে আপ্লুত হন। এই প্রলয়-সদৃশ ঘটনার বিষয়ে তিনি পূর্ব্বে সবিশেষ অবগত ছিলেন না। তিনি কেবল এই মাত্র জানিতেন যে, চতুর্দ্দশ ও পঞ্চদশ লুইয়ের যথেচ্ছাচারিতায় জর্জ্জরীভূত ফরাশিজাতি ফরাশিরাজ ষোড়শ লুই, ও তদীয় সহধর্ম্মিণী রাজ্ঞী মেরিয়া অ্যাণ্টয়নেটির প্রাণবিনাশ পূর্ব্বক যথেচ্ছাচারিতার শৃঙ্খল হইতে আপনাদিগকে উন্মুক্ত করেন, এবং অসংখ্য স্বজাতির রুধিরে হস্ত কলুষিত করিয়া অবশেষে নেপোলিয়নের করে আত্ম-সমর্পণ করেন। পূর্ব্বে তিনি ফরাসিবিপ্লবের এই সংক্ষিপ্ত বিবরণ মাত্র অবগত ছিলেন। এক্ষণে সবিশেষ জানিতে পারিয়া, ফরাশি জিরণ্ডিষ্টেরা যে স্বাধীনতা ও যে সাধারণতন্ত্রের জন্য ধন প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন,—তিনি সেই স্বাধীনতা ও সেই সাধারণতন্ত্রের পিপাসু হইয়া উঠিলেন। তাঁহার সজীব কল্পনা তাঁহার মনে এই চিত্র অঙ্কিত করিল—যেন ফরাশি-বিপ্লবের ন্যায় একটী ঘটনা অচিরকালমধ্যেই ইংলণ্ডে সংঘটিত হইবে এবং তিনি ইংলণ্ডীয় মহাসভায় ফরাশি জিরণ্ডিষ্টের আসন গ্রহণ করিবেন।

ইংরাজব্যবহারশাস্ত্রের উপর জেমস্ মিলের বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল না। তথাপি তিনি পুত্রকে সর্ব্বাপেক্ষা ব্যবহারবিভাগেরই যোগ্য মনে করিয়া নূতন বন্ধু অষ্টিনের নিকট রোমীয় ব্যবহারশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে বলেন।

তদনুসারে মিল্ ১৮২১-২২ খ্রীষ্টাব্দে অষ্টিনের নিকট ব্যবহারশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন। ডিউমণ্ট—"টেট্ ডি লেজিস্লেসন্" নামক যে পুস্তকে বেন্থামের বিধি-বিষয়ক মত সকল ব্যক্ত করিয়াছেন, এই সময়ে সেই পুস্তক মিলের হস্তে পতিত হয়। এই পুস্তক মিলের মনো-জগতে একটী নূতন যুগের অবতারণা করে। মিল্ আশৈশব বেন্থামিক প্রণালীতেই দীক্ষিত ছিলেন। "যে কার্য্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে অধিক লোকের সুখের উৎপাদক, তাহাই ধর্ম্ম্য ও লোকের করণীয়"—মিল্ সকল কার্য্যেই বেন্থামের এই মত প্রয়োগ করিতেন। সাধারণ লোকে যখন নীতি ও ব্যবহার বিষয়ক কোন প্রিয় মত যুক্তিদ্বারা প্রতিপন্ন করিতে অক্ষম হয়, তখন ইহা "প্রকৃতির নিয়ম" "অভ্রান্ত যুক্তি" ও "কর্ত্তব্য বুদ্ধি" প্রভৃতির অনুমোদিত বলিয়া প্রতিদ্বন্দ্বীর চক্ষে ধূলিমুষ্টি নিক্ষেপ করিতে চেষ্টা করে। কিন্তু কার্য্য বা মতের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যতা যুক্তি ও প্রমাণ দ্বারা প্রতিপন্ন না করিয়া, আমরা যাহা ভাল বুঝিতেছি বা যাহা পুরুষানুক্রমে চলিয়া আসিতেছে, তাহাই "কর্ত্তব্যবুদ্ধির" "প্রকৃতির নিয়মের" ও "অভ্রান্ত যুক্তির" অনুমোদিত, শুদ্ধ ইহা বলিলেই এক্ষণে আর পর্য্যাপ্ত হয় না। বেন্থাম এরূপ অসার বেদবাক্যসকলের মূলে সর্ব্বপ্রথমে কুঠারাঘাত করেন। তিনি নৈতিক রাজ্যে এক নূতন যুগের আবির্ভাব করেন। "যাহা জগতের অত্যন্ত হিতকর ও অপরিসীম সুখের উৎপাদক" তাঁহার মতে তাহাই "কর্ত্তব্য-বুদ্ধির" "প্রকৃতির নিয়মের" ও "অভ্রান্ত যুক্তির" অনুমোদিত। কারণ প্রকৃতি বা ঈশ্বর যাহাকেই আমরা জগতের মূল কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করি না কেন, জগতের হিত ও সুখ যে তাঁহার জগৎকার্য্যের মুখ্য উদ্দেশ্য, তদ্বিষয়ের আর মতান্তর নাই। সুতরাং "যাহাই জগতের হিত ও সুখের উৎপাদক" তাহাই "কর্ত্তব্যবুদ্ধির" "প্রকৃতি বা ঈশ্বরের নিয়মের" ও "অভ্রান্ত যুক্তির" অনুমোদিত এবিষয়েও আর মতভেদ হইবার সম্ভাবনা নাই। তবে কোন্ কার্য্য জগতের হিত ও সুখের উৎপাদক, কেবল ইহার নির্ণয় যুক্তি ও প্রমাণ-সাপেক্ষ। সুতরাং কোন কার্য্য উচিত কি না, ইহার মীমাংসাস্থলে সেই কার্য্যের "কর্ত্তব্যবুদ্ধি" প্রভৃতির অনুমোদ-

নীয়তা ব্যক্ত না করিয়া, তাহা জগতের হিত ও সুখকর কিনা যুক্তি ও প্রমাণ দ্বারা কেবল তাহাই প্রতিপন্ন করা উচিত। যুক্তি ও প্রমাণের পরিবর্ত্তে "কর্ত্তব্যবুদ্ধি, প্রকৃতি বা ঈশ্বরের নিয়ম, ও অভ্রান্ত যুক্তির অনুমোদনীয়" শুদ্ধ এই কথা গুলি নির্দ্দেশ করিলেই চলিবে না। মিল্ বেন্থামের নিকট নীতিবিষয়ক পূর্ব্বোক্ত দুইটী মতের—হিতবাদ (Principle of utility) এবং সুখবাদ (Doctrine of happiness) শিক্ষা করেন। এই দুইটী মত তাঁহার হৃদয়ে ও মনে গ্রথিত হইয়া যায়, ইহাই তাঁহার নীতির, এবং ইহাই তাঁহার বিজ্ঞানের মূলভিত্তি স্বরূপ হইয়া উঠে। তিনি জীবনে যে কার্য্য করিতে যাইতেন, তাহাতেই হিতবাদ ও সুখবাদ তাঁহার কর্ত্তব্যবুদ্ধির নোদক হইয়া উঠিত। তাঁহার অন্তরে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিল, যে তিনি এই মতদ্বয়ের কার্য্যে প্রয়োগ দ্বারা জগতের অসীম মঙ্গল সংসাধিত করিতে পারিবেন। তাঁহার মনোজগতের পরিসর ইহা দ্বারা অতি পরিবর্দ্ধিত হইয়া উঠে। অধিক কি ইহা তাঁহার শরীর ও মনে নূতন জীবন সঞ্চারিত করে।

মিল্ বেন্থামের বিধি, নীতি ও ন্যায় বিষয়ক বিবিধ গ্রন্থের পাঠ সমাপ্ত করিয়া ক্রমে লক্, হেল্ভেসিয়স্, হার্টলে, কণ্ডিলাক, বার্কেলে, হিউম্, রীড্, ডিউগাল্ট ষ্টুয়ার্ট, ব্রাউন্ প্রভৃতি বিখ্যাতনামা দার্শনিক-দিগের গ্রন্থসাগরের পারদর্শী হইলেন। এই স্থানেই তাঁহার পাঠ সমাপ্ত হইল।

এতদিন মিল্ কেবল নির্জ্জনে বিদ্যানুশীলন করিতেন মাত্র। লোকের সহিত কিরূপে মিশিতে হয়, লোকের সহিত কিরূপে কথোপ-কথন করিতে হয়, তাহা তিনি এক রকম জানিতেন না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু পিতার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে পিতৃবন্ধুর সংখ্যা ক্রমেই বাড়িতে লাগিল এবং তাঁহাদিগের সহিত কথোপকথনে মিলেরও তর্ক ও বাক্‌শক্তি ক্রমেই স্ফূর্ত্তি পাইতে লাগিল। প্রসিদ্ধ ইতিহাসবেত্তা গ্রোট্ এবং প্রসিদ্ধ ব্যবহারবিৎ অষ্টিন্, জেম্‌সের নিকট নবপরিচিত হইলেন। তাঁহাদিগের সহিত পরিচয় অচিরকালমধ্যেই বন্ধুত্বে পরিণত হইল। গ্রোট্ বয়সে জেম্‌সের অনেক কনীয়ান্, সুতরাং মিল অপেক্ষা

বয়সে অধিক বড় ছিলেন না। এই জন্য মিলের সহিত তাঁহার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা জন্মিল। মিল্ ইহাঁর সহিত নৈতিক, রাজনৈতিক, ও দার্শনিক প্রভৃতি নানা বিষয়ে কথোপকথন করিয়া বিশেষ প্রীত হইতেন এবং প্রায় সকল বিষয়েই ইহাঁর সহানুভূতি প্রাপ্ত হইতেন।

অষ্টিন্ গ্রোট্ অপেক্ষা প্রায় ৫।৬ বৎসরের অধিকবয়স্ক ছিলেন। ইনি সফোক্ নগরের একজন সমৃদ্ধিশালী বণিকের জ্যেষ্ঠ পুত্র হইয়াও সৈনিকবৃত্তি অবলম্বন করেন এবং সিসীলীয় সমরে লর্ড উইলিয়ম্ বেণ্টিঙ্কের অধীনে সৈনিকপদে অভিষিক্ত হন। সমর সমাপ্ত হইলে তিনি সৈনিকবৃত্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক ব্যবহারাজীবের ব্যবসায় অবলম্বন করেন। গ্রোট্ অনেক বিষয়ে জেম্‌স মিলের শিষ্য ছিলেন, কিন্তু তিনি স্বাধীন চিন্তা ও অনুশীলন দ্বারা প্রায় সকল বিষয়েই স্বাধীন মত সংস্থাপিত করেন, সুতরাং প্রায় কোন বিষয়েই জেম্‌সের শিষ্য ছিলেন না। ইনি অসাধারণ-ধীশক্তি-সম্পন্ন ছিলেন এবং তাঁহার অসাধারণ ধীশক্তি কথোপকথনের সময়েই বিশেষ স্ফূর্ত্তি পাইত। তিনি পৃথিবী ও সমাজের বর্ত্তমান দীন হীন অবস্থায় পরিতৃপ্ত ছিলেন না। এই জন্য তাঁহার মুখমণ্ডলে সতত বিষাদচিহ্ন উপলক্ষিত হইত। মানবজাতির উন্নতিসাধনে বলবতী ইচ্ছা, বলবৎ কর্ত্তব্যজ্ঞান, অসাধারণ ধীশক্তি এবং অক্ষয় জ্ঞানরাশি সত্ত্বেও এই মহাপুরুষ শারীরিক ও মানসিক দুর্ব্বলতা বশতঃ জগতে মহতী কীর্ত্তি রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। যাহা হউক এই অসাধারণ ব্যক্তির বুদ্ধি ও নীতি মিলের মন ও হৃদয়কে অধিক পরিমাণে উত্তোলিত করিয়াছিল সন্দেহ নাই। তিনি মিল্‌কে অতিশয় ভাল বাসিতেন এবং তাঁহার উন্নতি সাধনে সতত সচেষ্ট থাকিতেন।

এই সময় অষ্টিনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা চার্লস অষ্টিনের সহিত মিলের আলাপ হয়। চার্লস অষ্টিন্ কেম্ব্রিজ বিদ্যালয়ের একজন অদ্বিতীয় ছাত্র ছিলেন। উক্ত স্থানে ইউনিয়ন ডিবেটিং ক্লব নামে একটী সভা ছিল। চার্লস সেই সভার অধিনায়ক ছিলেন। মেকলে, হাইড, চার্লস ভিলিয়ার্‌স, ষ্ট্রট, রোমিলী প্রভৃতি অদ্বিতীয় পণ্ডিতগণ এই সভার সভ্যশ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত হন। চার্লস অষ্টিনের প্ররোচনায় মিল্‌ও এই সভার সভ্য

মনোনীত হইলেন। অষ্টিনের স্বাধীন বক্তৃতাসকল ইংলণ্ডের ইতিহাসে একটী নবযুগের আবির্ভাব করে। বেন্থামের গভীর মত ও যুক্তি সকলই ইহাঁরই বক্তৃতাবলে সর্ব্বত্র বিধুনিত হয়। চার্লস অষ্টিনের সহিত সখ্য, মিলের জীবনে একটী নূতন কাণ্ডের অবতারণা করে। মিল্ এত দিন পর্য্যন্ত যত লোকের সহিত মিশ্রিত হইয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই বয়োবিদ্যায় তাঁহার জ্যেষ্ঠ। তাঁহাদিগের সহিত মিলের গুরু-শিষ্য-ভাব ছিল। এরূপ লোকদিগের সহিত সাহচর্য্যে স্বাধীন চিন্তা বিস্ফুরিত হয় না। মিল্ চার্লস অষ্টিনের সহিতই সর্ব্ব প্রথমে সমতল ভূমিতে অবতরণ করেন। ইহাঁরই সাহচর্য্যে মিলের চিন্তা ও তর্ক-শক্তি অধিকতর পরিমার্জ্জিত ও পরিস্ফুরিত হয়।

১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে মিল্ একটি ক্ষুদ্র সভা সংস্থাপিত করেন। যাঁহারা সমাজ ও রাজ্যশাসনবিষয়ে হিতবাদ মতের অনুবর্ত্তন করেন, তাঁহারাই কেবল এই সভার সভ্য হইলেন। প্রতি পক্ষে এই সভার একবার করিয়া অধিবেশন হইত এবং ইহাতে হিতবাদ মত সম্বন্ধে প্রস্তাবাদি পঠিত হইত। সর্ব্ব প্রথমে ইহার তিন জন মাত্র সভ্য ছিল। ইহার সভ্যশ্রেণীর সংখ্যা কখনই দশ জনের অধিক হয় নাই। পরিশেষে ইহা সার্দ্ধ তিন বৎসর কাল পরিমিত জীবনের পর ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে বিচ্ছিন্ন হয়। এই সভা সংস্থাপনে মিলের দুইটী মহৎ উপকার সংঘটিত হয়। প্রথমতঃ তাঁহার বক্তৃতাশক্তি বিস্ফুরিত ও পরিমার্জ্জিত হয়। দ্বিতীয়তঃ সমবয়স্ক ও সমমতাবলম্বী যুবকবৃন্দের উপর তাঁহার অধিনায়কত্ব সংস্থাপিত হয়।

১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে মিল্ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ভারতবর্ষীয় করেস্পন্‌ডেণ্ট ডিপার্টমেণ্টের অন্যতম কেরাণীর পদে অভিষিক্ত হইলেন। ভারতবর্ষীয় স্বাধীন ও করদ রাজ্য সকলের সহিত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির যে সকল পত্রাদি (ডেস্‌পাচ) লিখিতে হইত, প্রথম হইতে মিল্‌কে সেই সকলের খস্‌ড়া (ড্রাফ্‌ট) প্রস্তুত করিতে হইত। মিল্ অচিরকাল-মধ্যেই এই কার্য্যে অসাধারণ পারদর্শিতা লাভ করিলেন এবং ইহার পুরস্কারস্বরূপ শীঘ্রই পরীক্ষক (Examiner) পদে অভিষিক্ত হইলেন।

কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে তাঁহার ঐ পদে অভিষিক্ত হওয়ার দুই বৎসরের মধ্যেই ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির জীবিতকাল পর্য্যবসিত হয়। এই ঘটনায় মিল্ ইতি-কর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। তাঁহার অবস্থা এত ভাল ছিল না যে তিনি কোন কার্য্যে নিযুক্ত না হইয়াও সহজে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারেন। দিন রাত্রির ২৪ ঘণ্টার কিয়দংশ তাঁহাকে অগত্যা জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য ব্যয়িত করিতেই হইবে। কিন্তু কোন্ কার্য্যে ইহা ব্যয়িত করিবেন, স্থির করিতে পারিলেন না। তিনি কোন ব্যবসায়েই দীক্ষিত হন নাই, সুতরাং ব্যবসায় দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করা তাঁহার পক্ষে সুকঠিন হইয়া উঠিয়াছিল। এমন কোন পৃষ্ঠবলও ছিল না, যাঁহার সাহায্যে কোন উপযুক্ত পদে অভিষিক্ত হন। সংবাদ পত্রের স্তম্ভ পূরণ বা পুস্তক লিখন বই তাঁহার জীবিকা-নির্ব্বাহের উপায়ান্তর ছিল না। কিন্তু যে ব্যক্তি স্বাধীন চিন্তা ও সাহিত্যের উচ্চ সোপানে আরোহণ করিতে ইচ্ছা করেন এবং যাঁহার বিবেকশক্তি এত বলবতী যে তিনি অর্থের জন্য নিজের মতের বিরুদ্ধে লিখিতে অসমর্থ, তাঁহার পক্ষে সংবাদ-পত্রের আশ্রয় গ্রহণ করা বিড়ম্বনা মাত্র। বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের জন্য যে সকল পুস্তক সংরচিত হয়, তাহাতে কথঞ্চিৎ জীবিকা নির্ব্বাহ হইতে পারে বটে, কিন্তু সে সকল রচনা কখন চিরস্থায়িনী হইতে পারে না। যে সকল পুস্তক ভাবী চিন্তাশীল ব্যক্তিদিগের মূলভিত্তি স্বরূপ হইবে, সে সকল পুস্তক লিখিতে অনেক সময় ও চিন্তার প্রয়োজন এবং সাধারণতঃ তাহাদিগের জনসমাজে পরিচিত ও খ্যাত হইতে অনেক বিলম্ব ঘটিয়া থাকে; সুতরাং তাহাদিগের উপর জীবিকা নির্ভর করা যাইতে পারে না। সাধারণ লোকের প্রীতি বিধানের নিমিত্ত পুস্তক লিখিলেও কিয়ৎপরিমাণে অর্থোপার্জ্জন হয় বটে, কিন্তু প্রবৃত্তি ও ইচ্ছার বিরুদ্ধে এরূপ করা অতিশয় ক্লেশকর। এই সকল কারণে লিখনোপজীবী ব্যক্তিদিগের জীবন সকল অবস্থাতেই কারুণ্যোদ্দীপক। তথাপি মিল্ এই অনিশ্চিত জীবনই অবলম্বন করিলেন। পিতা তাঁহাকে ব্যবহারাজীবের ব্যবসায়ে দীক্ষিত করিবেন ইচ্ছা করিয়াছিলেন এবং তদনুযায়ী শিক্ষাও বিধান করিয়াছিলেন। কিন্তু পুত্র

অর্থজনিত গৌরবের আকাঙ্ক্ষী ছিলেন না; সুতরাং তিনি পিতার সে ইচ্ছা পূরণ করিতে পারিলেন না।

মিল্ নাগরিক-জীবন-প্রিয় ছিলেন না। তিনি প্রতি রবিবার প্রাতঃকালে পদব্রজে লণ্ডনের নিকটবর্ত্তী গ্রাম সকল পরিভ্রমণ করিয়া আসিতেন। ফ্রান্সে ভ্রমণ করার পর হইতে তাঁহার ভ্রমণস্পৃহা দিন দিন উপচীয়মান হইতে থাকে। এই জন্য তিনি বৎসরে বৎসরে যে এক মাস করিয়া অবকাশ পাইতেন, তাহা প্রায়ই ভ্রমণে পর্য্যবসিত করিতেন। ফ্রান্স, বেল্জিয়ম্ এবং রিণিস্ জর্ম্মণি প্রায়ই তাঁহার বাৎসরিক পরিভ্রমণের স্থানভূত হইত এবং অবশেষে তিনি পীড়াব্যপদেশে একবার তিন মাস ও একবার ছয় মাস সুইজর্লণ্ড, টাইরল এবং ইটালী পরিভ্রমণ করিয়া আইসেন। এই সকল ভ্রমণের মোহন ভাব মিলের অন্তরে এত গভীররূপে অঙ্কিত হয়, যে তিনি জীবনে ইহা কখন ভুলিতে পারেন নাই।

মিল্ বিষয়কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়াও বিদ্যাচর্চ্চায় কখন শিথিল-প্রযত্ন হন নাই। বরং তিনি যৎকালে ইণ্ডিয়া হাউসে নিযুক্ত ছিলেন, তখন তাঁহার বিদ্যানুশীলনে যত্ন অধিকতর পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিল। এই সময়ে ট্রাভেলার এবং মর্ণিং ক্রনিক্লর নামক দুই খানি সংবাদপত্রে তাঁহার কয়েক খানি অত্যুৎকৃষ্ট পত্র প্রকাশিত হয়। ঐ সকল পত্রে অর্থনীতি, রাজনীতি ও ধর্ম্মনীতি বিষয়ে স্বাধীন মত সকল লিখিত হয়। পেরী মর্ণিং ক্রনিক্লরের সম্পাদক ছিলেন। পেরীর মৃত্যুর পর জন্ ব্লাক্ ইহার সম্পাদকত্ব গ্রহণ করেন। ব্লাক্ অসাধারণ-বিদ্যাবুদ্ধি-সম্পন্ন ও বেন্থামের মতসকলে বিশেষ দীক্ষিত ছিলেন। ব্লাকের সময়ে ক্রনিক্লর হিতবাদী র‍্যাডিকালদিগের মুখযন্ত্র-স্বরূপ হইয়া উঠে। ইংলণ্ডের আইন, ইংলণ্ডের জজ ও অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেটদিগের কার্য্যপ্রণালী অভ্রান্ত বলিয়া ইংরাজ মাত্রের ভ্রান্ত সংস্কার ছিল। ক্রনিক্লর প্রমাণ দ্বারা সেই অন্যায় সংস্কারের নিরাস করিয়া ইংলণ্ডের বিচার ও শাসনবিষয়ক সংস্কারের আরম্ভ করে। ব্লাকের সহিত জেম্স মিলের বিশেষ হৃদ্যতা জন্মে। এই হৃদ্যতাজন্য ক্রনিক্লর জেম্স মিলেরও মুখযন্ত্র-স্বরূপ হইয়া উঠিল। জেম্স মিল্ স্বয়ং

বা ব্লাক্ দ্বারা নিজের স্বাধীন নূতন মত সকল এই পত্রিকায় প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

এই রূপে কিছুকাল যায়, এমন সময়ে ওয়েষ্ট মিনিষ্টর রিভিউয়ের প্রস্তাব আরম্ভ হয়। এই সময়ে এডিনবরা ও কোয়ার্টরলির যশঃসৌরভ চতুর্দ্দিক্ আমোদিত করিয়াছিল। এই দুই খানি পত্রিকাই কন্‌জারভেটিবদিগের প্রবল যন্ত্র ছিল। এই দুইখানির প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে পারে এমন এক খানি মাসিক পত্রের অভাব র‍্যাডিকালদিগের শিরোমণি বেন্‌থামই সর্ব্ব প্রথমে অনুভব করেন। এই অভাব দূরীকরণ মানসে বেন্‌থাম ১৮২৩-খ্রীষ্টাব্দে নিজ ব্যয়ে এই পত্রিকা বাহির করিতে কৃত-সংকল্প হন। তিনি জেম্‌স্ মিল্‌কে ইহার সম্পাদকের ভার গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন। কিন্তু জেম্‌স্ ইণ্ডিয়া হাউসের কর্ম্মচারী ছিলেন বলিয়া এই ভার গ্রহণে অস্বীকৃত হইলেন। জেম্‌স্ অস্বীকৃত হইলে লণ্ডনের একজন প্রসিদ্ধ বণিক্ সারজন্ বাউরিংএর হস্তে এই ভার সমর্পিত হইল। বাউরিং প্রায় দুই তিন বৎসর হইতে ক্রমাগত বেন্‌থামের নিকট যাতায়াত করিয়া বেন্‌থাম ও বেন্‌থামের মতসকলের উপাসক হইয়া উঠেন। বেন্‌থামও তাঁহার কতকগুলি সদ্‌গুণে তাঁহার প্রতি বিশেষ অনুরক্ত হইয়া উঠেন। এতদ্ভিন্ন প্রায় সকল র‍্যাডিকাল-দিগের সহিত বাউরিঙের আলাপ ও পত্রাদির বিনিময় ছিল। সুতরাং বাউরিংই বেন্‌থামের মত সকল জগতে ঘোষণা করিতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সক্ষম। এই সকল কারণেই এই নবপ্রস্তাবিত পত্রিকার সম্পাদকের ভার তাঁহারই উপর অর্পিত হইল। এইরূপে জগন্মান্য ওয়েষ্টমিনিষ্টার জগতে প্রাদুর্ভূত হয়। বাউরঙের সহিত জেম্‌স্ মিলের বিশেষ আত্মীয়তা ছিল না। কিন্তু জেম্‌স বাউরিঙের বিষয় যতদূর জানিতেন, তাহাতে তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে তিনি এরূপ সামাজিক, রাজনৈতিক ও বৈজ্ঞা-নিক পত্রিকার সম্পাদকীয় ভার গ্রহণের অযোগ্য। সুতরাং তাঁহার হস্তে এই পত্রিকার ভার অর্পিত থাকিলে, বেন্‌থামের যশঃ ও ধনের অপচয় বই উপচয় হইবে না। তথাপি তিনি বেন্‌থামকে পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না, এবং তাঁহার অনুরোধের বশবর্ত্তী হইয়া প্রথম

সংখ্যাতে এক সুদীর্ঘ প্রস্তাব রচনা করেন। এডিন্‌বরা রিভিউএর প্রথমাবধি সকল সংখ্যার সমালোচনই এই প্রস্তাবের বিষয়ীভূত। জেম্‌স পুত্রকে সেই সমস্ত সংখ্যার স্থূল মর্ম্ম লিখিতে আদেশ করেন এবং পুত্রলিখিত সেই স্থূল মর্ম্ম অবলম্বন করিয়াই সমস্ত সংখ্যার সমালোচন করেন। ওয়েষ্ট মিনিষ্টার রিভিউয়ের আবির্ভাবে ইংলণ্ডে যে আন্দোলন উপস্থিত হয়, তাহার প্রধান কারণ এই সমালোচন। এই সমালোচনের যে পরিশিষ্ট প্রকাশিত হয়, তাহা দ্বিতীয় সংখ্যায় ও অতি চমৎকার। ইহা পুত্র কর্ত্তৃক সংরচিত হয়।

অচিরকালমধ্যে এই পত্রিকার উদ্দেশ্য আরও বিস্তৃত হইয়া উঠে। সাহিত্য-বিষয়ক বিভাগ ইহার সহিত সংযোজিত হয়। হেন্‌রি সদরন্‌ নামে একজন সাহিত্যোপজীবী ব্যক্তি এই বিভাগের সম্পাদকত্ব ভার গ্রহণ করেন। অবশেষে অনেক বিঘ্ন-পরম্পরা অতিক্রম করিয়া ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রেল মাসে, এই পরিবর্দ্ধিত পত্রিকা জনসমাজে প্রকাশিত হয়। ইহার কৃতকার্য্যতা আশাতীত হওয়ায় র‍্যাডিকালমাত্রেরই অন্তরে অভূতপূর্ব্ব আনন্দের আবির্ভাব হইল। এখন হইতে সকলেই ইহার উন্নতিসাধনে প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

জেম্‌স মিল্‌ ইহার একজন নিয়মিত লেখকের মধ্যে ছিলেন। তিনি ইহাতে অনেকগুলি প্রস্তাব লিখেন। তন্মধ্যে চারিটী অতি প্রসিদ্ধ। প্রথমটীর বিষয় পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে, ইহা এডিনবরার সমালোচন; দ্বিতীয়টী কোয়াটার্লীর সমালোচন; তৃতীয়টী পঞ্চম সংখ্যায় সদের "বুক অব দি চর্চ্চ" নামক পুস্তকের উপর আক্রমণ; এবং চতুর্থটী দ্বাদশ সংখ্যায় রাজনীতি-বিষয়ক। অষ্টিন্‌ ইহাতে একটী মাত্র প্রস্তাব লিখেন। ইহা এডিন্‌বরায় প্রকাশিত মক্কলক্‌ লিখিত জ্যেষ্ঠাধিকার-বিষয়ক প্রস্তাবের প্রতিবাদ। মক্কলক্‌ জ্যেষ্ঠাধিকার প্রণালীর সমর্থন করেন, এবং অষ্টিন্‌ প্রবলতর যুক্তি দ্বারা তাঁহার যুক্তি সকলের খণ্ডন করেন। গ্রোটও একবার বই ইহাতে লিখিতে পারেন নাই। তাঁহার সমস্ত সময়ই তাঁহার সুবিখ্যাত গ্রীক ইতিহাসে পর্য্যবসিত হইত। তাঁহার এই প্রস্তাব তাঁহার প্রিয়-ইতিহাসবিষয়কই। বিগ্‌নান্‌, চার্লস্‌

অষ্টিন্, এবং ফন্ ব্লাঙ্ক প্রভৃতিও ইহার অনিয়মিত লেখকশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। মিলের বিশেষ বন্ধুদিগের মধ্যে ইলি, ইটন্ টুক্, গ্রেহাম্, এবং রীবেক প্রভৃতিও ইহার লেখকশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হন। মিল্ সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতম নিয়মিত ছিলেন। দ্বিতীয় সংখ্যা হইতে অষ্টাদশ সংখ্যা পর্য্যন্ত কয়েক খণ্ডে মিলের লেখনী হইতে সর্ব্বশুদ্ধ ত্রয়োদশটী প্রস্তাব বহির্গত হয়। সেগুলির প্রায় অধিকাংশই ইতিহাস ও অর্থনীতি বিষয়ক পুস্তক সকলের সমালোচন অথবা রাজনীতি ও ব্যবহারশাস্ত্র-বিষয়ক প্রস্তাব। জেম্স মিলের অন্যান্য বন্ধুদিগের নিকট হইতেও মধ্যে মধ্যে অতি উৎকৃষ্ট প্রস্তাব সকল আসিতে লাগিল। বাউরিঙের হস্ত হইতেও কয়েকটী অতি উৎকৃষ্ট প্রস্তাব বহির্গত হইল। তথাপি জেম্স মিল্ এবং গ্রোট্ ও অষ্টিন্ প্রভৃতি তাঁহার বন্ধুবর্গের মনস্তুষ্টি হইল না। তাঁহারা সর্ব্বদাই এই পত্রিকা বিষয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন এবং মিল্ ও তাঁহার সহচরবৃন্দও গুরুজনদিগের অনুবর্ত্তন করিলেন। এইরূপে তাঁহারা সম্পাদকদ্বয়ের জীবন যন্ত্রণাময় করিয়া তুলিলেন। মিল্ পরিণত বয়সে স্বীকার করিয়াছিলেন যে তাঁহাদিগের এরূপ ব্যবহার করা কতক পরিমাণে অন্যায় হইয়াছিল। তাঁহারা এই পত্রিকার যতদূর অনাদর করিয়াছিলেন, ইহা ততদূর অনাদরের যোগ্য হয় নাই।

ইত্যবসরে এই পত্রিকার যশঃসৌরভ পৃথিবীতে পরিব্যাপ্ত হইল। এবং ইহার গৌরববৃদ্ধির সহিত বেন্থামিক্ র‍্যাডিক্যালিজম্ মতেরও গৌরববৃদ্ধি হইতে লাগিল। এই পত্রিকার প্রাদুর্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে ইংলণ্ডে স্বাধীন চিন্তার স্রোতঃ প্রবলবেগে প্রবাহিত হইল এবং সমাজ ও রাজ্যসংস্কারের অভাব সর্ব্বত্র অনুভূত হইল। এতদিন পরে যেন ইংলণ্ডের নিদ্রাভঙ্গ হইল। উন্নতির স্রোতঃ ইংলণ্ডের সর্ব্বত্র প্রবাহিত হইল। বেন্থামের নাম সর্ব্বত্র প্রতিধ্বনিত হইল। অসংখ্য যুবকবৃন্দ এই নূতন মতের উপাসক হইয়া উঠিলেন। অনেকের বিশ্বাস ছিল যে বেন্থামের শিষ্যবর্গেরা তাঁহার মুখ হইতে তাঁহার মত সকল শ্রবণ করিত। এরূপ বিশ্বাস যে অমূলক, তাহা জেম্স মিল্ তাঁহার "ফ্রাগ্

মেণ্ট অব্ ম্যাকিণ্টস্” নামক পুস্তকে প্রতিপাদন করিয়াছেন। বেন্‌থামের মতসকল তাঁহার রচনাতেই পরিব্যক্ত হয়। সে সকল তাঁহার কথোপকথনে প্রায় প্রকাশ পাইত না। তাঁহার মত সকল তাঁহার প্রিয়বন্ধু জেম্‌সের কথোপকথন দ্বারা ইংলণ্ডে যতদূর প্রচারিত হয়, তাঁহার রচনা দ্বারা ততদূর হয় নাই। জেম্‌স মিলের অসাধারণ দেশহিতৈষিতা, অসামান্য মানবপ্রেম, অতি উচ্চ নৈতিক ভাব, সহাস্য বদন এবং স্বভাবের অনির্ব্বচনীয় মাধুর্য্যে—শ্রোতৃমাত্র তাঁহার উপর অনুরক্ত ও তাঁহার মতের অনুবর্ত্তী না হইয়া থাকিতে পারিতেন না। সকলেই কোন কার্য্যে তাঁহার অনুমোদনে প্রফুল্ল ও তাঁহার অননুমোদনে বিষণ্ণ হইতেন। ভগ্নহৃদয় ব্যক্তি তাঁহার আশ্বাসবাক্যে নবজীবন প্রাপ্ত হইতেন। বলিতে কি জেম্‌স মিলের সাহায্য ব্যতীত বেন্‌থামিক মত সকল কখনই জগতে এত শীঘ্র প্রচারিত হইত না।

বেন্‌থামের মত সকল জেম্‌স মিল্ দ্বারা তিন প্রধান স্রোতে প্রবাহিত হয়। প্রথম স্রোত জন্ মিল্। দ্বিতীয় স্রোত কেম্ব্রিজের অলঙ্কার স্বরূপ চার্লস অষ্টিন্ এবং লর্ড বেল্‌পার, লর্ড রোমিলী প্রভৃতি তাঁহার সহাধ্যায়িবর্গ। তৃতীয় স্রোত কেম্ব্রিজের আণ্ডারগ্রাজুয়েট্ ইটন্ টুক এবং চার্লস বুলার প্রভৃতি তাঁহার সহাধ্যায়িবৃন্দ। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য অসংখ্য ক্ষুদ্র স্রোতে এই সকল মত প্রবাহিত হয়। তন্মধ্যে ব্লাক ও ফন্‌ব্লাঙ্ক প্রধান। কিন্তু ফন্‌ব্লাঙ্কের সহিত মিলের অনেক মতভেদ হইত। তন্মধ্যে রাজ্যের শাসনকার্য্যে স্ত্রীজাতির পরিবর্জ্জন সর্ব্ব প্রধান। মিল্ এবং তাঁহার সহচরবৃন্দ স্ত্রীজাতির পরিবর্জ্জনের সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন। আহ্লাদের বিষয় এই যে বেন্‌থাম্‌ও তাঁহাদিগের মতের পরিপোষক ছিলেন।

মিল্ ও তাঁহার সহচরবৃন্দ এক্ষণে যে মতের উপাসক হইয়া উঠিলেন, তাহা শুদ্ধ বেন্‌থামের নহে; কিন্তু বেন্‌থাম, হার্টলে, ম্যালথস এবং জেম্‌স মিল্ প্রভৃতির মতের সারভাগ মাত্র।

রাজনীতি বিষয়ে জেম্‌স মিলের যে দুই বিষয়ের উপযোগিতা সম্বন্ধে প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল তাহা এই, প্রতিনিধি-শাসনপ্রণালী এবং তর্ক বিতর্কের পূর্ণ স্বাধীনতা। তিনি বলিতেন যে যদি সকল প্রজাই লেখা

পড়া শিখে, যদি সকল প্রস্তাবই উভয় পক্ষের যুক্তি লিখন ও বর্ণনা দ্বারা তাহাদিগের হৃদয়ঙ্গম করিতে পারা যায়, এবং যদি তাহারা পার্লিয়ামেণ্টে আপনাদিগের ইচ্ছানুরূপ সভ্য মনোনীত করিতে পারে, তাহা হইলে শাসনের অতি উৎকৃষ্ট উদ্দেশ্য সংসাধিত হইতে পারে। পার্লিয়ামেণ্টের সভ্যগণ সাধারণ প্রজাপুঞ্জ দ্বারা মনোনীত হইলে, তাঁহারা কোন শ্রেণী বিশেষের উদ্দেশ্য সাধন করিতে কখন চেষ্টা করিবেন না। সাধারণ প্রজাপুঞ্জের মঙ্গলই তাঁহাদিগের কার্য্য-প্রণালীর নিয়ামক হইবে। সুতরাং তাঁহাদিগের কার্য্য-প্রণালীর উপর কাহারও অসন্তুষ্ট হইবার কারণ থাকিবে না। সকল প্রকার শ্রেষ্ঠতন্ত্র শাসন-প্রণালীরই উপর জেম্‌স মিলের বিদ্বেষ ছিল। তিনি সে সমস্তকেই জগতের সুশাসনের প্রধান অন্তরায় মনে করিতেন। এই জন্য তল্লিখিত সমস্ত রাজনৈতিক প্রস্তাবেই তিনি রাজ্যের প্রত্যেক ব্যক্তিরই মহাসভার সভ্য মনোনীত করণের আবশ্যকতা প্রতিপাদন করিয়াছেন। মনুষ্য মাত্রেরই আপন নিয়ম ও শাসনকর্ত্তা মনোনীত করিবার অধিকার আছে বলিয়াই যে তিনি এরূপ বলিতেন তাহা নহে; রাজ্যের নিয়ম ও শাসনবিষয়ে ব্যক্তিমাত্রেরই হস্ত না থাকিলে কখনই রাজ্যে সুনিয়ম ও সুশাসন সংস্থাপিত হইতে পারে না, এই জন্যই তিনি এরূপ বলিতেন। তিনি বেন্থামের ন্যায় এরূপ বিশ্বাস করিতেন না যে রাজা থাকিলে রাজ্যে সুনিয়ম ও সুশাসন সংস্থাপিত হইতে পারে না। সুনিয়ম ও সুশাসন সংস্থাপনে রাজার ভাব আর অভাব দুই সমান। রাজ্যের সকল শ্রেণীর উপর রাজ্যের শাসন ও নিয়ম সংস্থাপনের ভার থাকিলে রাজার ভাল বা মন্দ হওয়ায় কিছু বিশেষ আসে যায় না। তিনি বলিতেন যে শুদ্ধ সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর হস্তে রাজ্যভার অর্পিত থাকিলে রাজ্যের যেরূপ অনিষ্ট সম্ভাবনা, সেইরূপ গবর্ণমেণ্টসাহায্যকৃত যাজকমণ্ডলী দ্বারা ধর্ম্মনীতির উচ্ছেদ সম্ভাবনা। মানব-মনের নৈতিক উন্নতির স্রোত রোধ করা তাঁহাদিগের স্বার্থ। কারণ মানবজাতি নীতিমার্গে অতিশয় অগ্রসর হইলে তাঁহাদিগের অস্তিত্ব অনাবশ্যক হইয়া উঠে। এই জন্য তিনি যাজকসম্প্রদায়কে অতিশয় ঘৃণা করিতেন। যাজকমণ্ডলীর ব্যক্তি-

বিশেষের উপর তাঁহার কোন বিদ্বেষ ছিল না। বরং অনেকের সহিত তাঁহার বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। কেবল তিনি প্রজাদিগের রুধির দ্বারা এরূপ সম্প্রদায়ের পরিপোষণ প্রণালীর উপর বিশেষ বিরক্ত ছিলেন। নীতি-বিষয়ে জেম্‌স মিলের মত সম্বন্ধে শুদ্ধ এই বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে যে যাহা কিছু জগতের অধিকাংশ প্রাণীর হিতসাধক, তাহাই নীতিমার্গানুমোদিত। এতদ্ভিন্ন আর যাহা কিছু সকলই ভ্রান্তি-বিজৃম্ভিত। তিনি স্ত্রী ও পুরুষজাতির পরস্পর অসঙ্কোচিত মিশ্রণের বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। এরূপ মিশ্রণে সমষ্টিতঃ জগতের মঙ্গল বই অমঙ্গল হইবার সম্ভাবনা নাই। সতত সন্দর্শনাভাবে স্ত্রী ও পুরুষ উভয়-জাতির কল্পনা অতি দূষিত হইয়া থাকে। পরস্পরের সহিত সম্মিলনেচ্ছা অতি বলবতী হইয়া উঠে। সেই সম্মিলনেচ্ছা প্রাতরোধে অধিকতর বলবতী হইয়া অনেক সময় লজ্জা ভয় অতিক্রম করে। অসঙ্কোচিত মিশ্রণ দ্বারা এই অনিষ্ট নিবারিত হইবার সম্ভাবনা। মিল্‌ ও তাঁহার সহচরবৃন্দ এই সকল সমাজধর্ম্ম ও রাজনীতিসম্বন্ধীয় মত সকলের বিশেষ উপাসক হইয়া উঠিলেন। তাঁহারা নিজে এই মতের উপাসক হইয়া ক্ষান্ত রহিলেন না। বিশেষ উৎসাহের সহিত এই মত সর্ব্বত্র প্রচার করিতে লাগিলেন। জেম্‌স মিলের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাঁহাদিগের এই উৎসাহ কিয়ৎকালের জন্য সাম্প্রদায়িকতায় পরিণত হইল।

আমরা এতাবৎকাল পর্য্যন্ত মিল্‌ এবং তাঁহার গুরুজন ও সহচরবৃন্দের বাহ্য জীবন অর্থাৎ মানসিক উন্নতিরূপ জীবনচিত্রের একাংশমাত্র চিত্রিত করিতেছিলাম। আমরা এখনও অন্তর্জীবনের কোন চিত্রই প্রদর্শন করি নাই। এখন আমরা ক্ষণকালের জন্য সেই চিত্র অঙ্কিত করিতে বসিলাম।

অনেকেরই বিশ্বাস ছিল যে এক জন প্রকৃত বেন্‌থামিক একটী তর্কযন্ত্রস্বরূপ। ইহাকে অধিক্ষিপ্ত কর, অমনি ইহা হইতে তর্করাশি অনিবার্য্যবেগে বহির্গত হইতে থাকিবে। ইহার হৃদয় শূন্য ও পাষাণবৎ। বেন্‌থামিকের এই চিত্র যদি কাহারও বিষয়ে কখন সত্য হইয়া থাকে, তাহা হইলে এই নূতন মতে দীক্ষিত হওনের পর দুই তিন বৎসর পর্য্যন্ত

মিলের জীবনে হইয়াছিল। তাঁহার তর্কশক্তি তাঁহার হৃদয়ভাবের বিনাশে অস্বাভাবিক রূপে পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিল। এরূপ অস্বাভাবিক অবস্থার কারণ পিতা কর্ত্তৃক তাঁহার অস্বাভাবিক শিক্ষা। জেম্‌স মিল্ পুত্রের হৃদয়ের কোমলতর বৃত্তি সকল উদ্দীপিত না করিয়া বরং নিয়ন্ত্রিত করিবার চেষ্টা করিতেন। তিনি কঠিনহৃদয় বা কোমলতর-বৃত্তি-সকলের অগোচর ছিলেন এরূপ নহে। বরং তাঁহাতে ইহার বৈপরীত্যই উপলক্ষিত হইত। কিন্তু তিনি জানিতেন যে হৃদয়ের কোমলতর বৃত্তি স্বভাবতঃ এত তেজস্বিনী যে ইহা কোন উত্তেজকের অপেক্ষা করে না। স্বতঃই ইহা আপনার আধিপত্য সংস্থাপন করিয়া থাকে। ইহা উত্তেজিত হইলে অনেক সময় অনিষ্ট ফল প্রসব করে। তাঁহার এই বিশ্বাসবশতঃ তিনি কখন পুত্রের অন্তরের কোমলতর বৃত্তি সকলের পরিপোষণ করেন নাই। এইজন্য মিলের কোমলতর বৃত্তি সকল ক্রমেই নিস্তেজ হইয়া উঠিয়াছিল। এই কোমলতর বৃত্তিনিচয়ের নিয়ন্ত্রণ জন্য কবিতা ও অন্যান্য কল্পনা-বিজৃম্ভিত কাব্যসমূহের উপর মিলের বিশেষ অনুরাগ জন্মে নাই। তিনি স্বয়ং কল্পনাবিস্ফুরিত কাব্য পাঠ করিতেন বটে, কিন্তু কোমলতর বৃত্তিনিচয়ের পরিপোষণ ও পরিমার্জ্জনের জন্য কাব্য--পাঠের উপযোগিতা বুঝিতে পারিতেন না। কিন্তু আহ্লাদের বিষয় এই যে মিলের অন্তরের এইরূপ অস্বাভাবিক ভাব চিরস্থায়ী হয় নাই। প্লুটার্কলিখিত জীবনাবলী এবং কণ্ডর্সেটলিখিত টর্গটের জীবনচরিত মিলের মনে প্রলয় উত্থাপিত করিল। মানবজাতির প্রকৃত উপকারক মহাত্মাদিগের জীবনচরিত পাঠ করিয়া তাঁহার হৃদয় এতদূর উদ্বেল হইয়া উঠিল, যে এখন হইতে তিনি কাব্যরসামৃত পানে আত্মাকে বঞ্চিত করা পাপ মনে করিতে লাগিলেন।

১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দের শেষে অথবা ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে মিল্ বেন্থামের "জুডিসিয়াল্ এভিডেন্স" নামক উৎকৃষ্ট গ্রন্থের সম্পাদনে নিযুক্ত হন। এই কার্য্যে তাঁহার একটী বৎসর পর্য্যবসিত হয়; এবং ইহাতে তিনি অসাধারণ পরিশ্রম ও পারদর্শিতা প্রদর্শন করেন। তিনি অপরিণতবয়স্ক হইলেও এই গ্রন্থের সম্পাদনে তাঁহার নাম বিদ্বন্মণ্ডলীতে অতিশয় খ্যাত

হইয়া উঠিল। এই কার্য্যে লিপ্ত হওয়ায় মিলের ভূয়সী উন্নতি সংঘটিত হয়। বেন্থাম্ এই গ্রন্থে তাঁহার অলৌকিক চিন্তা-শক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। এই গ্রন্থে তিনি ইংরাজী ব্যবস্থাশাস্ত্রের যাবতীয় অভাব ও দূষণ স্পষ্টাক্ষরে বুঝাইয়া দিয়াছেন। মিল্ এই গ্রন্থের আদ্যন্ত অতি গভীররূপে আলোড়ন করিয়াছিলেন এবং ইহার যে যে স্থল অসম্পূর্ণ ছিল, তাহার পূরণ করিয়া দিয়াছিলেন। পুস্তক পাঠাপেক্ষা ইহাতে তাঁহার অধিকতর ফল দর্শিয়াছিল। এখন হইতে তাঁহার রচনা পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক গাঢ় ও উৎকৃষ্ট হইয়াছিল। মিলের প্রথম রচনা সকল অস্পষ্টতা দোষে দূষিত ও শব্দাড়ম্বর পরিপূর্ণ ছিল। এই গ্রন্থের সম্পাদনে এবং গোল্ডস্মিথ্, ফীল্ডিং, প্যাস্কাল, ভল্টেয়ার, ও কোরীয়ার প্রভৃতি গ্রন্থকারদিগের গ্রন্থপাঠে তাঁহার রচনা ক্রমশঃই প্রাঞ্জল ও ভাবোদ্দীপক হইয়া উঠিল। মিলের রচনার এই নবজাত উৎকর্ষ অচিরকালমধ্যেই পরীক্ষিত হইল। এই সময়ে বিগ্নান্ বেন্থামের "বুক্ অব ফ্যালাসীস্" নামক অতি প্রসিদ্ধ পুস্তকের সম্পাদন করেন। এই গ্রন্থ ও ইহার সম্পাদন অবলোকন করিয়া পার্লিয়ামেণ্টের অন্যতম সভ্য ও সংস্কারক অতি ধনাঢ্য লীড্সনিবাসী মিষ্টার মার্সাল, গ্রন্থকার ও সম্পাদকের উপর বিশেষ প্রীত হইলেন এবং বিগ্নান্ দ্বারা পার্লিয়ামেণ্টের তর্ক বিতর্ক সকল বেন্থামের প্রণালী অবলম্বন করিয়া শ্রেণী বিভক্ত করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। বিগ্নান্, চার্লস অষ্টিনের সাহায্যে এই গুরুতর কার্য্যের সম্পাদকত্ব নিষ্পাদন করিতে লাগিলেন। এই গ্রন্থের নাম "পার্লিয়ামেণ্টের ইতিহাস ও সমালোচন" রাখা হইল। পার্লিয়ামেণ্টের অনেক সভ্য ইহাতে লিখিতে আরম্ভ করিলেন। ষ্ট্রট্, রোমিলী এবং অষ্টিন্‌প্রভৃতি সুবিখ্যাত ব্যবহারাজীবেরাও ইহাতে রচনা প্রেরণ করিতে লাগিলেন। জেম্স মিল্, কুলসন্ এবং মিল্‌ও লেথকশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হইলেন। ইহার যশঃ ওয়েষ্টমিনিষ্টার রিভিউয়ের অপেক্ষা অধিকতর হইয়া উঠিল। মিল্ উপর্য্যুপরি ইহার কয়েক খণ্ডে কয়েকটী অতি উৎকৃষ্ট রচনা প্রদান করেন। এই প্রস্তাবগুলিতে মিল্ অন্যের মতসকল উদ্গীরিত না করিয়া নিজের স্বাধীন মত সকল ব্যক্ত করেন।

এই সময় হইতেই মিল্ গুরুজনক্ষুণ্ণ পথের অনুবর্ত্তন না করিয়া স্বক্ষুণ্ণ স্বাধীন পথে বিচরণ আরম্ভ করেন।

মিল্ এইরূপে যৎকালে সাধারণের জন্য লেখনী-বিচালনে নিযুক্ত ছিলেন, তখনও আত্মশিক্ষা-বিধানে শিথিল-প্রযত্ন হন নাই। এই সময় তিনি ও তাঁহার সহচরবৃন্দ হ্যামিল্টনের প্রণালী অবলম্বন করিয়া একত্র জার্ম্মন ভাষা পড়িতে আরম্ভ করেন। এইরূপ সহাধ্যয়নে তাঁহাদিগের বিশেষ উপকার দর্শিয়াছিল। ক্রমে সহাধ্যায়িবর্গের সংখ্যা দ্বাদশ হইয়া উঠিল। তাঁহারা বিজ্ঞানের যে যে শাখায় অশেষ পারদর্শিতা লাভ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, ক্রমে সেই সকলের সহাধ্যয়নে ও সহবিচারণায় প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহাদিগের এই কার্য্য সাধনের জন্য গ্রোট্ নিজগৃহে তাঁহাদিগকে একটী ঘর প্রদান করেন। এই সময় হিতবাদসভার অন্যতন সভ্য প্রেস্কট্ও তাঁহাদিগের সহিত মিলিত হন। সপ্তাহে দুই দিন প্রাতঃকালে ৮½ হইতে ১০ টা পর্য্যন্ত এই অজ্ঞাত সভার অধিবেশন হইত। তাঁহারা সর্ব্বপ্রথমে অর্থনীতি ও অর্থব্যবহার শাস্ত্রের আলোচনা আরম্ভ করিলেন। জেম্স মিল্ লিখিত "এলিমেণ্টস্" নামক পুস্তক তাঁহাদিগের প্রথম পাঠ্য পুস্তক হয়। তাঁহাদিগের মধ্যে একজন এই পুস্তকের কিয়দংশ উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করিতেন। পাঠ সমাপ্ত হইলে সেই অংশের উপর তর্ক বিতর্ক উপস্থিত হইত। যাঁহার যে কোন বক্তব্য বা আপত্তি থাকিত, অতি সামান্য হইলেও তিনি তাহা উত্থাপন করিতেন। যতক্ষণ বা যতদিন সেই আপত্তির মীমাংসা না হইত, ততক্ষণ বা ততদিন পর্য্যন্ত তাঁহারা এতদ্বিষয়ক তর্ক বিতর্ক হইতে বিরত হইতেন না। এইরূপে তাঁহারা জেম্সের পুস্তক সমাপন করিয়া রিকার্ডো, বেলী প্রভৃতি পুস্তক পাঠ আরম্ভ করিলেন। এই সকল পুস্তক বিষয়ক তর্ক বিতর্ক উপলক্ষে অর্থনীতি ও অর্থব্যবহার শাস্ত্র সম্বন্ধে অনেক স্বাধীন ও নূতন মত সকল তাঁহাদিগের মুখ হইতে বিনির্গত হইতে লগিল। অবশেষে মিল্ তাঁহার স্বাধীন ও নূতন মতসকল "অর্থনীতিশাস্ত্রসম্বন্ধীয় অমীমাংসিত প্রশ্নাবলীর মীমাংসা" নামক পুস্তকাকারে প্রকাশিত করিলেন।

অর্থনীতিশাস্ত্র সমাপন করিয়া তাঁহারা ন্যায়দর্শনের অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইলেন। এইবার গ্রোট্ তাঁহাদিগের সহিত মিলিত হইলেন। তাঁহারা প্রথমে অ্যাল্ড্রিচের পুস্তক পড়িতে আরম্ভ করেন। কিন্তু ইহার উপর বিরক্ত হইয়া অচিরকালমধ্যে যেস্যুয়িট ডিউ ট্রিউ লিখিত ন্যায়দর্শন অধ্যয়ন আরম্ভ করেন। ইহা সমাপ্ত করিয়া প্রথমে হোয়েট্লির ন্যায়-দর্শন এবং অবশেষে হব্সলিখিত "কম্পিউটেসিও সিব্ লজিক" নামক পুস্তক পাঠ করিয়া এই বিভাগ সমাপ্ত করিলেন। এবারেও পূর্ব্বের ন্যায় অনেক পূর্ব্বপক্ষ উদ্ভাবিত ও তাহাদিগের মীমাংসা নিষ্পাদিত হইল। মিল্ পরিণত বয়সে ন্যায়দর্শন বিষয়ে যে পুস্তক রচনা করেন, তাহা অনেক পরিমাণে এই সকল তর্ক বিতর্কের ফল।

মিল্ ও তাঁহার সহাধ্যায়িবর্গ ন্যায়দর্শন সমাপ্ত করিয়া মনোবিজ্ঞান-শাস্ত্রের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। হার্টেলের পুস্তকাবলী তাঁহাদিগের প্রথম পাঠ্য পুস্তক হইল। হার্টেলের পুস্তকসকল সমাপ্ত হইলে তাঁহা-দিগের সভা কিছু কালের জন্য বন্ধ হয়। অবশেষে জেম্স মিলের "অ্যানালিসিস্ অব্‌দি মাইণ্ড" নামক পুস্তক প্রকাশিত হইলে ইহার অধ্যয়নের নিমিত্ত তাঁহারা পুনঃসমবেত হন। এইবার তাঁহাদিগের সহাধ্যয়ন সমাপ্ত হয়। এই সহাধ্যয়নকালীন তর্ক বিতর্ক হইতেই মিলের স্বাধীন ও নূতন মতসকল উদ্ভাবিত হয়। এতদিন তাঁহারা অতি নিভৃতভাবে বক্তৃতা অভ্যাস করিতেছিলেন। এক্ষণে ১৮২৫ হইতে ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তাঁহারা প্রকাশ্য স্থলে বক্তৃতা করিতে লাগিলেন। রীবেক, চার্লস অষ্টিন্, উইলিয়ম্ টম্সন্, লর্ডক্লারণ্ডন্, গেল্ জোন্স, থিরল্ওয়াল্, মেকলে, মকলক্, উইল্বারফোর্স, হাইড, রোমিলী, লর্ড সিডেন্হাম, বুল্ওয়ার, ফন্ব্লাঙ্ক, হেওয়ার্ড, সী, ককবরন্, মরিস্, ষ্টার্লিং প্রভৃতি অসংখ্য পণ্ডিতমণ্ডলী এই সকল প্রকাশ্য বক্তৃতায় অংশ লইতে লাগিলেন। উন্নতিশীল ও স্থিতিশীল দুই দলের ঘোরতর সংগ্রাম হইতে লাগিল। প্রত্যেক দলকেই স্বমতের পরিপোষক গভীর ও দুর্ভেদ্য যুক্তিসকল প্রদর্শন করিতে হইল। প্রত্যেক দলেরই প্রতিপক্ষ-দলের যুক্তি সকল খণ্ডন ও তাঁহাদিগের মতসকলের ভ্রমসলতা প্রদর্শন

করিতে হইত। তর্ক বিতর্কে সকলেরই, বিশেষ মিলের, অতিশয় উপকার দর্শিয়াছিল। কিন্তু ইহাতেও মিলের বাগ্মিতাশক্তি জন্মে নাই। তিনি কথনই অনর্গল বক্তৃতা করিতে পারিতেন না। তাঁহাকে বক্তৃতা সকল লিখিয়া আনিতে হইত। তথাপি তাঁহার বক্তৃতাসকল সারগর্ভ হওয়ায় প্রায়ই শ্রোতৃবর্গের হৃদয়গ্রাহিণী হইত।

এইরূপ প্রকাশ্য বক্তৃতা সকল প্রস্তুত করিতে তাঁহার অনেক সময় ব্যয়িত হইত। এই জন্য তিনি ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ওয়েষ্টমিনিষ্টার রিভিউ লিখিতে বিরত হইলেন। এই রিভিউ এক্ষণে অতি দুরবস্থায় পতিত হইয়াছিল। যদিও ইহার প্রথম সংখ্যার বিক্রয় যথেষ্ট হইয়াছিল, তথাপি ইহার নিয়মিত আয় ইহার ব্যয়নির্ব্বাহে কথনই পর্য্যাপ্ত হয় নাই। এই জন্য ইহার ব্যয় সংক্ষেপ করা হইল। সম্পাদকদ্বয়ের অন্যতর সদরন্ তাঁহার পদ পরিত্যাগ করিলেন। জেম্‌স মিল্, মিল্ এবং অন্যান্য যাঁহারা অর্থ লইয়া ইহাতে লিখিতেন, এক্ষণে ইহাতে নিঃস্বার্থ ভাবে লিখিতে আরম্ভ করিলেন। তথাপি ইহার আয় ব্যয় নির্ব্বাহে সমর্থ হইল না। সুতরাং নূতন বন্দোবস্তের প্রয়োজন হইল। জেম্‌স মিলের এ বিষয়ে বাউরিঙের সহিত অনেক কথোপকথন হইয়াছিল। বাউরিঙও বেতনভোগী ছিলেন। জেম্‌স মিল্ ও মিলের ইচ্ছা ছিল যে বাউরিঙ তাঁহার কর্ম্ম পরিত্যাগ করেন এবং একজন অবৈতনিক সম্পাদক তাঁহার পদে অভিষিক্ত হন। বাউরিঙ তাঁহাদিগের নিকটে এ বিষয়ে সম্মত হইলেন। কিন্তু তিনি ভিতরে ভিতরে অপরের সহিত নূতন বন্দোবস্ত করিলেন। ইহাতে জেম্‌স মিল্ ও মিল্ উভয়েই অতিশয় বিরক্ত হইলেন এবং উক্ত রিভিউয়ের সহিত তাঁহাদিগের সমস্ত সংশ্রব পরিত্যাগ করিলেন।

চতুর্থ অধ্যায়।

মিলের মানসিক সঙ্কট।

ওয়েষ্টমিনিষ্টার রিভিউএর সহিত সংশ্রব পরিত্যাগের পর মিলের লেখনী কিছুদিনের জন্য বিশ্রান্ত হইল। এই বিশ্রামে তাঁহার চিন্তা-

সকল অতিশয় পরিপক্ক ও পরিণত হইয়া উঠে। এই বিশ্রাম না পাইলে তাঁহার মানসিক বৃত্তিসকল এতদূর তেজস্বিনী হইত কি না সন্দেহ। এই অবসরকালে তাঁহার চিন্তাসকল বাহ্য জগৎ হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া স্বকীয় অন্তর্জ্জগতের গূঢ় গণনায় নিমগ্ন হইল। ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দের শীতকালে যখন মিল্ বেন্থামের গ্রন্থসকল পাঠ করিতে আরম্ভ করেন, বিশেষতঃ যৎকালে ওয়েষ্টমিনিষ্টার রিভিউ প্রাদুর্ভূত হয়, সেই সময় হইতেই প্রকৃত প্রস্তাবে মিলের জীবন লক্ষ্যবিশিষ্ট হয়। এতদিন ইহা সম্পূর্ণরূপে লক্ষ্য-শূন্য ছিল। এখন হইতে জগতের মঙ্গল সাধন করা, জগতের কুসংস্কার অপনীত করা—তাঁহার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হইয়া উঠে। তাঁহার সুখ, তাঁহার সন্তোষ—এই লক্ষ্যের সহিত গ্রথিত হইয়া গেল। যাঁহারা এই ব্রতে ব্রতী, এই ব্রতের অনুষ্ঠান বিষয়ে তিনি তাঁহাদিগেরই সহানুভূতির প্রার্থী হইলেন। তিনি এখন হইতেই এই ব্রতের অনুষ্ঠানোপযোগী উপকরণসকল সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। একদিন অকস্মাৎ তাঁহার হৃদয়াকাশে এক খানি চিন্তামেব সমুদিত হইয়া তাঁহার সুখ-সূর্য্য আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিল। তাঁহার মনে সহসা এই প্রশ্ন উত্থিত হইল, "মনে কর তোমার জীবনের সমস্ত উদ্দেশ্য সংসাধিত হইল; তুমি যে সকল সামাজিক, নৈতিক ও রাজনৈতিক পরিবর্ত্তনের জন্য এতদূর যত্ন করিতেছ, সে সমস্ত এই মুহূর্ত্তেই সংসাধিত হইল; ইহাতেই কি তোমার অপরিসীম আনন্দ ও সুখের উৎপত্তি হইবে?" সহসা অনিবার্য্য আত্মজ্ঞান উত্তর করিল "না"। এই উত্তরে তাঁহার হৃদয় অন্তরে বিলীন হইল। যে ভিত্তির উপর তাঁহার জীবনগৃহ নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহা সহসা ভূতলশায়িনী হইল। তিনি দেখিলেন যে যাহা তাঁহার জীবনের লক্ষ্য,—তাহার প্রাপ্তিতে সুখের অভাব। যাহার প্রাপ্তিতে সুখের অভাব, তাহার অনুসরণে কাহারও প্রবৃত্তি জন্মে না। সুতরাং মিলেরও জীবনের লক্ষ্য সংসাধনে প্রবৃত্তি রহিল না। কিছুদিনের জন্য তাঁহার জীবনতরি কর্ণধার-শূন্য হইল। মিল্ ভাবিলেন এই চিন্তামেঘ তাঁহার হৃদয়াকাশ হইতে শীঘ্রই অপসৃত হইবে। কিন্তু তাহা হইল না। শান্তি-দায়িনী নিদ্রা তাঁহার হৃদয়ে ক্ষণিক মাত্র শান্তি প্রদান করিল। তিনি

জাগরিত হইলেন। হতাশা তাঁহার হৃদয়কে পূর্ব্ববৎ জর্জ্জরিত করিতে লাগিল। তিনি যে কার্য্যে, যে সভায় গমন করিতেন, গভীর হতাশ-ভাব তাঁহার মুখমণ্ডলে প্রতিভাত হইত। জগতের অসংখ্য প্রলোভন-পরম্পরাও তাঁহার অন্তর্নিগূহিত গভীর বেদনাকে বিস্মৃতিজলে ভাসাইতে পারিল না! এই মেঘ ক্রমেই গাঢ়তর হইতে লাগিল। তিনি পুস্তক-রাশিতে চিত্তের বিনোদনোপায় অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু পুস্তক পাঠে তাঁহার মনে আর পূর্ব্বের ন্যায় ভাবোদয় হইল না। বোধ হইল যেন তাঁহার মানবপ্রেম ও উৎকর্ষপ্রিয়তা একবারে পর্য্যবসিত হইল। তিনি নিজের গভীর বেদনা কাহারও নিকট ব্যক্ত করিতে ভাল বাসিতেন না। তিনি জানিতেন যে, অপরের নিকট তাঁহার এই যন্ত্রণার বিশেষ কারণ নাই। সুতরাং নিষ্কারণ যন্ত্রণা কাহারও সহানু-ভূতি উদ্ভূত করিতে পারে না। এ অবস্থায় সদুপদেশ অতিশয় প্রার্থনীয়; কিন্তু কাহার নিকট যাইলে সেই সদুপদেশ প্রাপ্ত হইবেন, তিনি জানি-তেন না। কোন নিবার্য্য বিপদ্ পড়িলে, তিনি পিতার নিকটই সাহায্য প্রার্থনা করিতেন। কিন্তু এরূপ অনিবার্য্য কাল্পনিক বিপৎপাতে তাঁহার নিকট সাহায্য প্রার্থনা নিতান্ত হাস্যকর। তিনি জানিতে পারিলেন যে তাঁহার হৃদয়ে যে গভীর চিন্তাস্রোত প্রবাহিত হইয়াছে, পিতা তদ্বি-ষয়ে কিছুই অবগত নহেন। কিন্তু তিনি জানিতেন, পিতা অবগত হইলেও তাঁহা দ্বারা এ রোগের প্রতীকারের সম্ভাবনা নাই। তাঁহার শিক্ষা সম্পূর্ণরূপে পিতৃপরিশ্রমের ফল; পিতা স্বপ্নেও ভাবেন নাই যে সে শিক্ষার পরিণাম এরূপ বিষময় হইবে। মিল্ এই সংবাদ দিয়া পিতার হৃদয়ে যাতনা দিতে ইচ্ছা করেন নাই। তিনি জানিতেন যে তাঁহার রোগ এক প্রকার অচিকিৎস্য অথবা পিতৃ-চিকিৎসাতীত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাঁহার বন্ধুবর্গের মধ্যে এমন কেহ ছিলেন না, যাঁহার নিকট তিনি হৃদয়ের যাতনা ব্যক্ত করিলে সহানুভূতি পাইতে পারি-তেন। সুতরাং এ বিষয়ে তিনি যতই ভাবিতে লাগিলেন, ততই হতাশা বলবতী হইতে লাগিল।

মিল্ যে শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস

জন্মিয়াছিল, যে সৎ ও অসৎ উভয় প্রকার নৈতিক মানসিক ভাবই আমাদের সংস্কারের (Association) ফল ; আমাদের যে কোন বিষয়ে প্রীতি এবং যে কোন বিষয়ে ঘৃণা জন্মে, আমরা যে কোন বিষয়ের অনুষ্ঠান ও চিন্তনে সুখ এবং কোন বিষয়ের অনুষ্ঠান ও চিন্তনে দুঃখ অনুভব করি, তাহার কারণ এই যে, আমাদের শিক্ষা আমাদিগকে বলিয়া দিয়াছে যে এই এই কার্য্য করিলে আমরা সুখী এবং এই এই কার্য্য করিলে আমরা অসুখী হইব। সুতরাং আমরা শিক্ষাবলে বাল্য হইতেই কতকগুলি কার্য্যের সহিত দুঃখ ও কতকগুলি কার্য্যের সহিত সুখ সংশ্লিষ্ট করিয়া ফেলি। বস্তুতঃ কার্য্যের সহিত সুখদুঃখের এরূপ শিক্ষাজনিত অনিচ্ছাকৃত সংশ্লেষণের নামই সংস্কার। জেম্‌স মিল্‌ সর্ব্বদা বলিতেন যে, যে কার্য্য দ্বারা জগতের অসংখ্য লোকের মঙ্গল সংসাধিত হইতে পারে, তাহার সহিত সুখ, এবং যে বস্তু ও কার্য্য দ্বারা জগতের অসংখ্য লোকের অনিষ্ট সংঘটিত হইবার সম্ভাবনা, তাহার সহিত দুঃখের, সংস্কার দৃঢ়সম্বদ্ধ করাই শিক্ষার প্রধান কার্য্য। মিল্‌ পিতার এই মতের সম্পূর্ণ পরিপোষণ করিতেন। কিন্তু জেম্‌স—প্রশংসা ও নিন্দা এবং পুরস্কার ও শাস্তিস্বরূপ যে পূর্ব্ব পরম্পরাগত উপায় দ্বারা এই সংস্কার বদ্ধমূল করিবার মত প্রকাশ করিয়াছেন, মিল্‌ সে মতের সম্পূর্ণরূপে পরিপোষকতা করেন নাই। তিনি বলিতেন যে এইরূপ বলপূর্ব্বক কোন সংস্কার জন্মাইলে তাহা চিরস্থায়ী হইলেও হইতে পারে, কিন্তু তাহার স্থায়িত্বের উপর কখন নির্ভর করিতে পারা যায় না। সুতরাং এই সংস্কার চিরস্থায়ী করিতে হইলে সুখ ও দুঃখের সহিত বস্তু ও কার্য্যের যে নিত্য ও স্বভাবসিদ্ধ সম্বন্ধ, সেইটীই যুক্তি ও প্রমাণ দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়া দেওয়া উচিত। বিশ্লেষণ শক্তি (Power of Analysis) এই নিত্য ও স্বভাবসিদ্ধ সম্বন্ধের প্রধান আবিষ্কারক ; সুতরাং মনুষ্যের কল্পনা ও হৃদয়ভাব বস্তু ও কার্য্যের সহিত সুখ দুঃখের যে অস্বাভাবিক ও অনিত্য সম্বন্ধ সংঘটিত করে, বিশ্লেষণশক্তি তাহার মূলে কুঠারাঘাত করে। মিলের এই বিশ্লেষণশক্তি অতিশয় বলবতী হইয়াছিল। ইহাতে তাঁহার যেমন ইষ্ট তেমনি অনিষ্টও সংঘটিত হইয়াছিল। মনুষ্যের অধি-

কাংশ সুখ ও দুঃখ কল্পনা-বিজৃম্ভিত। মনুষ্যের কার্য্য ও দ্রব্যজাতের সহিত নিত্যসম্বদ্ধ সুখ ও দুঃখের পরিমাণ অল্প। জগতে অনিত্য, অস্বাভাবিক ও কল্পনাবিজৃম্ভিত সুখ দুঃখের পরিমাণই অধিক। মনুষ্যের জীবনকে এই শেষোক্ত প্রকার সুখ ও দুঃখের সহিত বিয়োজিত কর, ইহা জীর্ণ অরণ্য ও জল-বৃক্ষাদিশূন্য মরুভূমিবৎ প্রতীয়মান হইবে। মিলের হৃদয় এই বিশ্লেষণশক্তিবলে নীরস ও শুষ্ক হইয়া পড়িয়াছিল। দয়া, স্নেহ, মমতা প্রভৃতি যে সকল কোমল গ্রন্থি পরস্পরের হৃদয়কে পরস্পরের সহিত গ্রথিত করে, তাঁহার বিশ্লেষণশক্তি সে সকল গ্রন্থির ছেদ সাধন করিয়াছিল। তিনি জানিতে পারিলেন যে হৃদয়ে এই কোমলতর বৃত্তিসকল বলবতী থাকিলে তিনি অধিকতর সুখী হইতে পারিতেন। কিন্তু এই জ্ঞান তাঁহার হৃদয়ে সেই কোমলতর বৃত্তিসকলের অবতারণা করিতে পারিল না। দয়া, স্নেহ, প্রেম, ভক্তি প্রভৃতি কোমলতর বৃত্তিসকল তদীয় বিশ্লেষণশক্তির উজ্জ্বল কিরণে অন্তর্হিত হইয়া গেল। দয়া, স্নেহ প্রভৃতির সহিত মিলের আত্মাভিমান ও গৌরবপ্রিয়তাও বিলীন হইল। তাঁহার কার্য্যের উত্তেজক আর কিছুই রহিল না। এইরূপে তিনি আত্মবিষয়ক ও পরবিষয়ক উভয় প্রকার সুখেই বঞ্চিত হইলেন। ইচ্ছা করিলেন, জীবন নূতনভাবে পুনরারম্ভ করেন, কিন্তু তাঁহার সেই ইচ্ছা পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা ছিল না।

১৮২৬।২৭ খ্রীষ্টাব্দে যখন এই সকল গভীর চিন্তায় তাঁহার হৃদয় আন্দোলিত হইতেছিল, তখনও তিনি আপনার নিত্য দৈনিক পাঠনায় বিরত হন নাই। পাঠনা তাঁহার এরূপ অভ্যাসগত হইয়াছিল যে ইহার নিত্য অনুষ্ঠান হইতে বিরত হওয়া তাঁহার পক্ষে ক্লেশকর হইত। তিনি এরূপ মানসিক অবস্থাতেও তাঁহাদিগের তর্কসভার জন্য কয়েকটী উৎকৃষ্ট বক্তৃতা রচনা করেন। কিন্তু যেমন কোন সচ্ছিদ্র পাত্রে অমৃতবর্ষণ করিলে তাহা অবিলম্বেই অন্তর্হিত হইয়া যায়, সেইরূপ আশা ব্যতীত, লক্ষ্য ব্যতীত, মনের স্ফুর্ত্তি ব্যতীত, মিলের কার্য্য-প্রবণতা ক্রমেই নিষ্প্রভ হইতে লাগিল। জীবন তাঁহার নিকট দিন দিন ভার বোধ লাগিল। একদিন তাঁহার মনে এই প্রশ্ন সমুদিত হইল "যখন

জীবন এরূপ দুর্ভর বোধ হইতে লাগিল, তখন আর আমি ইহা কত কাল বহন করিতে পারিব ?" তাঁহার মন হইতেই আবার এই উত্তর বহির্গত হইল "তুমি এই দুর্ভর জীবন এক বৎসরের অধিককাল বহন করিতে পারিবে কি না সন্দেহ।" কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে একবৎসর কাল অতীত না হইতেই আশাসূর্য্যের একটী সূক্ষ্ম রশ্মি তাঁহার তমসাচ্ছন্ন হৃদয়কে কিঞ্চিৎ আলোকিত করিল। এক দিন তিনি মার্ম্মনটেলের জীবন-চরিত পড়িতে পড়িতে গ্রন্থের যে স্থানে—বাল্যাবস্থায় মার্ম্মনটেলের পিতৃ-বিয়োগ, এবং পিতৃবিয়োগে জননী ও ভ্রাতৃভগিনীগণের বিলাপশ্রবণে ও দুরবস্থা দর্শনে মার্ম্মনটেলের হৃদয়ের বিগলিত ভাব ও তৎকর্ত্তৃক পরিবার-বর্গের সান্ত্বনা—এই সকল ঘটনা লিখিত ছিল, সেই স্থানে সহসা উপনীত হইলেন। বিযুক্ত পরিবারের হৃদয়ভাব ও শোচনীয় চিত্র মিলের অন্তরে পরিস্ফুটরূপে অঙ্কিত হইল। অনুভূতি-সমুদ্ভূত অশ্রুধারা প্রবলবেগে তাঁহার গণ্ডস্থল বহিয়া পড়িল। এই মুহূর্ত্ত হইতে তাঁহার হৃদয়ের দুঃখভাব কিঞ্চিৎ উপশমিত হইল। তাঁহার হৃদয় শুষ্ক ও ভাবশূন্য বলিয়া তাঁহার মনে যে যাতনা হইতেছিল, এক্ষণে তাহা অন্তর্হিত হইল। হতাশা তাঁহার হৃদয়কে আর নিপীড়িত করিতে পারিল না। এখন হইতে তিনি আর আপনাকে পাষাণবৎ মনে করিলেন না। তাঁহার প্রতীতি জন্মিল যে তাঁহার অন্তরে এমন পদার্থ এখনও বিদ্যমান আছে, যাহাতে তিনি সুখী হইতে পারেন। তাঁহার যাতনা অপরিহার্য্য ও অনিবার্য্য নহে—যে মুহূর্ত্তে তাঁহার অন্তরে এই বিশ্বাস জন্মিল, সেই মুহূর্ত্ত হইতেই জীবনের সামান্য ঘটনাতেও তিনি কিঞ্চিৎ পরিমাণে সুখ পাইতে লাগিলেন। সূর্য্যকিরণ, গগনমণ্ডল, গ্রন্থরাশি, কথোপকথন প্রভৃতি সাধারণ বস্তু ও কার্য্যও তাঁহার প্রফুল্লতার কারণ হইতে লাগিল। আত্মমতের সমর্থন ও সাধারণ হিতের অনুষ্ঠানের জন্য তিনি পুনরায় উত্তেজিত হইতে লাগিলেন। এইরূপে ক্রমে ক্রমে তাঁহার অন্তর হইতে চিন্তা-মেঘ তিরোহিত হইল এবং জীবন তাঁহার নিকট পুনরায় সজীব বোধ হইতে লাগিল। যদিও ইহার পর আরও কয়েক বার তাঁহার অন্তর এই চিন্তামেঘে আচ্ছন্ন হয়, তথাপি তিনি এই সময়ের

ন্যায় জীবনের আর কোন ভাগে এরূপ গুরুতর দুঃখভারে প্রপীড়িত হন নাই।

এই সকল ঘটনায় মিলের মতে দুইটী পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়। প্রথমতঃ জীবন-সম্বন্ধে তাঁহার পূর্ব্বে এই মত ছিল যে আত্মসুখই মানব-জীবনের সমস্ত কার্য্যের নোদক ও একমাত্র লক্ষ্য। কিন্তু এক্ষণে এই মতের কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইল। তাঁহার বর্ত্তমান মতে আত্ম-সুখ—কার্য্যের অব্যবহিত লক্ষ্য নহে; যাহারা আত্মসুখকে কার্য্যের অব্যবহিত লক্ষ্য মনে করে, তাহারা কখনই সুখী হইতে পারে না। যাহারা পরের সুখ ও পরের উন্নতি আত্মকার্য্যের অব্যবহিত লক্ষ্য মনে করে তাহারাই প্রকৃত সুখী। আত্মসুখের অন্বেষণে আজীবন পরিভ্রমণ কর, কখনই সুখ পাইবে না: পরের দুঃখ-বিমোচনে, পরের সুখ-বর্দ্ধনে ও বিজ্ঞানাদির আলোচনায় সতত নিরত থাক, সুখ আপনা হইতেই আসিবে। পরের দুঃখ-বিমোচন ও পরের সুখবর্দ্ধন তোমার গন্তব্যস্থান হউক; পথিমধ্যে এত আনন্দ ও এত সুখ পাইবে যে জীবন প্রার্থনীয় বলিয়া বোধ হইবে। কখন আত্মসুখের জন্য ব্যগ্র হইও না, কখন অন্তরে আত্মসুখের অস্তিত্বের অনুসন্ধান করিও না। কারণ সুখ,—ব্যগ্রতা ও অনুসন্ধিৎসা সহিতে পারে না। যখনই তোমার মনে উদিত হইবে 'আমি কি সুখী?' তখনই সুখ অপসৃত হইবে। ফলতঃ আত্ম-বহির্ভূত কোন বিষয় জীবনের উদ্দেশ্য না হইলে সুখ নাই। এই নূতন মত, এখন হইতে মিলের জীবনবিজ্ঞানের মূলভিত্তি-স্বরূপ হইল। মিলের মত বিষয়ে যে দ্বিতীয় পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয় তাহা এই;—এত দিন তিনি বুদ্ধিবৃত্তি ও স্মরণশক্তি প্রভৃতি মানসিক বৃত্তিনিচয়ের পরিমার্জ্জনকেই শিক্ষার প্রধান ও একমাত্র অঙ্গ বলিয়া মনে করিতেন; এত দিন তিনি দয়া, স্নেহ, প্রেম, ভক্তি প্রভৃতি হৃদয়ের কোমল বৃত্তি-নিচয়ের পরিমার্জ্জনার বিশেষ আবশ্যকতা উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। এখন হইতে তিনি বুঝিতে পারিলেন যে শিক্ষার সম্পূর্ণতা-বিধানে উভয় প্রকার বৃত্তিনিচয়ের পরিমার্জ্জনারই বিশেষ উপযোগিতা রহিয়াছে; উভয়প্রকার বৃত্তিনিচয়ের সামঞ্জস্য বিধান করাই শিক্ষার

প্রধান উদ্দেশ্য ; মানসিক বৃত্তিনিচয়ের পরিপোষণ জন্য যেমন গণিত বিজ্ঞানাদির প্রয়োজন, সেইরূপ হৃদয়ের কোমল বৃত্তিনিচয়ের পরিপোষণ জন্য কবিতা, নাটক, নবন্যাস, সঙ্গীত ও চিত্রবিদ্যা প্রভৃতিরও প্রয়োজন। মিল্ বাল্যাবধিই সঙ্গীতপ্রিয় ছিলেন ; সঙ্গীতের মোহিনী শক্তি আশৈশব তাঁহার হৃদয়কে আকৃষ্ট করে। তিনি বলিতেন, সঙ্গীত অন্তরে কোন নূতন ভাবের অবতারণা করে না বটে, কিন্তু অন্তরে যে সকল উন্নত ভাব ম্লানভাবে অবস্থিত থাকে, ইহা তাহাদিগকে উত্তেজিত ও পরিপুষ্ট করে। মিল্ এখন হইতে কবিতার আলোচনা আরম্ভ করিলেন। ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সর্ব্বপ্রথমে ওয়ার্ডসওয়ার্থ ও বাইরন্ পাঠ করেন। মিল্ স্বয়ং যে দুঃখ-প্রবণতা (Melancholia) রোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন, বাইরণের চাইল্ড হেরল্ড ও ম্যান্‌ফ্রেডও সেই রোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন, সুতরাং বাইরন্ পাঠে তাঁহার দুঃখ বই সুখ পাইবার সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু ওয়ার্ডসওয়ার্থের স্বভাববর্ণনা বিশেষ রূপে তাঁহার চিত্তাকর্ষণ করে। ওয়ার্ডসওয়ার্থ শুদ্ধ স্বভাব বর্ণনা দ্বারাই মিলের এতদূর চিত্তাকর্ষণ করিয়াছিলেন এরূপ নহে ; স্বভাবসৌন্দর্য্য দর্শনে হৃদয়ে যে সকল অনির্ব্বচনীয় ভাবের আবির্ভাব হয়, সেই সকলের চিত্রীকরণ দ্বারাই তিনি মিলের এত প্রিয় হইয়াছিলেন। ওয়ার্ডসওয়ার্থ পাঠে তিনি সর্ব্বপ্রথমে জানিতে পারিলেন যে প্রকৃতি পর্য্যালোচনাই অনন্ত সুখের আকর। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থই তাঁহার কবিত্ব-শূন্য হৃদয়ে কবিত্ব উদ্দীপিত করিতে সক্ষম হন ; এবং এই জন্যই তিনি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ অপেক্ষা মহা মহা কবি সত্ত্বেও ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থেরই বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। বাইরন্ অপেক্ষা ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের উৎকর্ষ খ্যাপন করিতে গিয়া তাঁহার অনেক পুরাতন বন্ধুর সহিত বন্ধুত্ববিচ্ছেদ ও অনেক নূতন বন্ধুর সহিত বন্ধুত্ব সংঘটিত হয়। বাইরন্ ও ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের পরস্পরের কবিত্বশক্তি লইয়া তর্কসভায় তাঁহাদিগের বিশেষ বিতর্ক উপস্থিত হয়। মিলের পূর্ব্ববন্ধু রীবক্ বাইরেণের, ও মিল্ ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের উৎকর্ষ প্রমাণ ও যুক্তি দ্বারা প্রতিপন্ন করেন। এই সময় হইতে রীবকের সহিত মিলের বিচ্ছেদ দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হইতে

লাগিল। যে সময় রীবকের সহিত মিলের বিচ্ছেদ সংঘটিত হয়, সেই সময় ফ্রেডারিক মরিস এবং জন্ ষ্টার্লিং নামক দুই জন পণ্ডিতের সহিত তাঁহার নব সখ্য সংস্থাপিত হয়। মরিস্ চিন্তাশীল ও ষ্টার্লিং বাগ্মী ছিলেন। মিল্ মানসিক উন্নতির জন্য কোলেরিজ এবং গেটি প্রভৃতি জার্ম্মান্ পণ্ডিতগণের নিকট যেরূপ ঋণী ছিলেন, ইহাদিগের নিকটও সেইরূপ ঋণী ছিলেন। যদিও কোলেরীজ নীতি বিষয়ে মরিসের গুরু ছিলেন, তথাপি ধীশক্তি বিষয়ে তদপেক্ষা মরিসের উৎকর্ষ অবিসম্বাদিত। মরিসের তীক্ষ্ণ প্রতিভা এবং স্বভাব ও অভিপ্রায়ের সাধুতা নিবন্ধন তাঁহার প্রতি মিলের ভক্তি অতি গভীর ও অবিচলিত ছিল। ষ্টার্লিং বুদ্ধি ও বিদ্যায় কোলেরীজ ও মরিস উভয়েরই শিষ্য ছিলেন। কিন্তু তাঁহার হৃদয় অতিশয় সরল, প্রেমময় ও প্রশস্ত ছিল। কি সামান্য, কি গুরুতর সকল বিষয়েই তাঁহার সত্যপ্রিয়তা অতিশয় বলবতী ছিল। তাঁহার স্বভাব অতি উদার ও উদ্যোগশীল ছিল। তিনি যে সকল মত অভ্রান্ত বলিয়া মনে করিতেন, সে সকলের সমর্থন জন্য প্রাণ বিসর্জ্জন করিতেও পরাঙ্মুখ হইতেন না। যদিও তিনি স্বমতের পরিপোষণের জন্য সতত বদ্ধপরিকর ছিলেন, তথাপি তিনি বিরুদ্ধ মত বা তদবলম্বী ব্যক্তিগণের প্রতি কখন অবজ্ঞা প্রদর্শন করিতেন না। স্বাধীনতা ও কর্ত্তব্যকারিতা তাঁহার কার্য্যস্রোতের নিয়ামক ছিল। এই সকল কারণে ষ্টার্লিং অচিরকালমধ্যেই মিলের হৃদয়াপহারক হইয়া উঠিলেন। মিল্ স্বয়ং স্বীকার করিয়াছেন যে আর কাহারও সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব এত ঘনীভূত হয় নাই। যদিও মিলের সহিত ষ্টার্লিঙের সর্ব্বদা মতভেদ সংঘটিত হইত, তথাপি তাঁহাদিগের এই গভীর সখ্যভাব কখন বিচলিত হয় নাই।

১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দের পর মিল্ তর্ক সভা হইতে অপসৃত হইলেন। অনেক তর্ক বিতর্ক ও অনেক বক্তৃতার পর বিশ্রাম তাঁহার অতিশয় প্রীতিকর হইল, তিনি কিছুদিন নির্জ্জনে পাঠনার অনুশীলনে ও চিন্তাশক্তির পরিমার্জ্জনে বিশেষ সুখানুভব করিতে লাগিলেন। তিনি বাল্যাহৃত পুরাতন ও শিক্ষিত মত সকল দ্বারা যে সৌধরাজি নির্ম্মিত করেন, এই পরি-

বর্ত্তনকালে তাহার স্থান স্থান প্রতিদিনই জীর্ণ ও ভগ্ন হইতে লাগিল; তিনি প্রতিদিনই তাহাদিগের জীর্ণ-সংস্কার করিতে লাগিলেন; কখনই ইহাকে ভূতলশায়িনী হইতে দেন নাই। নূতন মতের সমাগমে তিনি কখনই হতবুদ্ধি ও ইতিকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইতেন না। তিনি এত পরিস্ফুট রূপে প্রাচীন ও নূতন মতের পরস্পর সম্বন্ধ নির্ণয় করিতেন, যে তাহাদিগের পরস্পরের সহিত কখন সংঘর্ষ উত্থিত হইত না।

১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে মিল্ ন্যায়দর্শন (Logic) বিষয়ক তাঁহার মত সকল কাগজে সন্নিবেশিত করেন। এই সময়ে কোলেরীজ, গেটি, এবং কার্লাইল প্রভৃতির রাজনীতি-সংক্রান্ত গ্রন্থাবলী পাঠ করিয়া রাজনীতি সম্বন্ধে তাঁহার মত সকলের অনেক পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়। কিন্তু সেণ্ট্ সাইমন্ ও তৎশিষ্যবর্গের রাজনীতিবিষয়ক পুস্তক সকল পাঠ করায় তাঁহার মনে রাজনীতি বিষয়ে সম্পূর্ণ নূতন মতের আবির্ভাব হয়। ১৮২৯ ও ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে এই সকল গ্রন্থকারদিগের গ্রন্থাবলীর সহিত তাঁহার প্রথম পরিচয় হয়। ইহাঁদিগের রাজনীতি বিষয়ক মত সকলের তখন শৈশবাবস্থা। তাঁহারা এখনও তাঁহাদিগের রাজনৈতিক বিজ্ঞানকে ধর্ম্মপরিচ্ছদ পরিধান করান নাই। তাঁহাদিগের "সোসালিজম্" প্রণালী এখনও প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। তাঁহারা কেবল পুত্রপৌত্রাদিক্রমে পিতৃপৈতামহিক সম্পত্তির ভোগাধিকার প্রণালীর যৌক্তিকতা বিষয়ে আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন মাত্র। মিল্ সেণ্ট সাইমোনীয়দিগের সহিত সকল বিষয়ে ঐকমত্য অবলম্বন করিতেন না। কিন্তু ইহাঁরা মানবজাতির স্বাভাবিকী উন্নতি বিষয়ে যে পরস্পরসম্বন্ধক্রম নির্দ্দেশ করিয়াছেন, এবং ইতিহাসকে জৈবনিক (Organic) ও সাংশয়িক (Critical) যে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন, মিল্ সেই সকলের বিশেষ পরিপোষণ করিতেন। ইতিহাসের এই জৈবনিক বিভাগে মনুষ্যজাতি দৃঢ় প্রতীতির সহিত কতকগুলি ভ্রান্ত বা অভ্রান্ত বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া পড়ে। এই সকল বিশ্বাস তাহাদিগের সকল কার্য্যের উপর প্রভুত্ব সংস্থাপন করে। এই বিশ্বাসপ্রভাবে তাহারা অনেক উন্নতিও সাধন করে। কিছুকাল পরে এই বিশ্বাসের ভ্রান্ততা বা অভ্রান্ততা

লইয়া অনেক তর্ক বিতর্ক উপস্থিত হয়, এবং সেই সকল তর্ক বিতর্কের সঙ্গে সেই পুরাতন বিশ্বাস তিরোহিত হয়; কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে কোন নূতন বিশ্বাস সংস্থাপিত হয় না। সুতরাং বিশ্বাসের অভাব হইয়া পড়ে। সমাজ, ধর্ম্ম ও রাজনীতি প্রভৃতি কিছুদিনের জন্য জড়ভাব অবলম্বন করে। ইতিহাসের এই ভাগকে তাঁহারা সাংশয়িক নামে আখ্যাত করিয়াছেন। গ্রীক্ ও রোমীয় অনেকেশ্বরবাদিত্ব (যতদিন সুশিক্ষিত গ্রীক ও রোমীয়গণ ইহা প্রকৃত প্রস্তাবে বিশ্বাস করিতেন) ইতিহাসের একটী জৈবনিক বিভাগ। ইহার পর যে সময়ে গ্রীক্ দার্শনিকদিগের অবিশ্বাসমূলক মত সকল প্রচারিত হয়, সেই সময়কে ইতিহাসের একটী সাংশয়িক বিভাগ বলা যাইতে পারে। আবার খ্রীষ্ট ধর্ম্মের প্রাদুর্ভাবের সহিত আর একটী জৈবনিক বিভাগ প্রচলিত হয়। অবশেষে লুথার কর্ত্তৃক চিরপ্রচলিত ধর্ম্মসংস্কারের উচ্ছেদ এবং ফরাশি বিপ্লব দ্বারা সামাজিক, নৈতিক ও রাজনৈতিক প্রভৃতি সমস্ত প্রাচীন সংস্কারের উচ্ছেদ—এই ঘটনাদ্বয় হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত সমস্ত সময়কে ইতিহাসের সাংশয়িক বিভাগ বলা যাইতে পারে। এই সাংশয়িক বিভাগ অচিরকালমধ্যেই এক উন্নত জৈবনিক বিভাগ দ্বারা অপসারিত হইবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এই মত গুলি যে সেণ্ট সাইমোনীয়েরাই আবিষ্কার করেন, এরূপ নহে। এ সকল মত বহুকাল হইতে সমস্ত ইয়ুরোপে, অন্ততঃ ফ্রান্স ও জার্ম্মাণিতে প্রচলিত হইয়া আসিতেছিল। সেণ্ট সাইমোনীয়েরা কেবল ইহাদিগকে শ্রেণীবদ্ধ করেন মাত্র। এই সকল মত বিষয়ে সেণ্ট সাইমোনীয়দিগের যত গুলি গ্রন্থ বাহির হইয়াছিল, তন্মধ্যে অগষ্ট কম্‌ট লিখিত গ্রন্থখানি সর্ব্বোৎকৃষ্ট। এই গ্রন্থের টাইটেল পেজে অগষ্ট কম্‌ট আপনাকে সেণ্ট সাইমনের শিষ্য বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। এই গ্রন্থে তিনি মনুষ্যজাতির জ্ঞানবিভাগের তিনটী স্বাভাবিক ক্রম নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সে তিনটী এই, প্রথমতঃ ধর্ম্মযুগ (Theological), দ্বিতীয়তঃ দর্শনযুগ (Metaphysical), শেষতঃ প্রত্যক্ষযুগ (Positive)। তিনি বলেন, সমাজবিজ্ঞানও এই নিয়মের অধীন। তাঁহার মতে সামন্ততন্ত্র ও ক্যাথ-

লিক প্রণালী, সমাজবিজ্ঞানের ধর্ম্মযুগ বিভাগের শেষ পরিণাম মাত্র। প্রোটেষ্টাণ্টিজম্ দর্শনযুগবিভাগের আরম্ভ এবং ফরাশিবিপ্লবকালীন মতাবলী ইহার পরিণাম মাত্র। এই বিভাগ এখনও চলিতেছে। প্রত্যক্ষযুগবিভাগ অচিরসম্ভাবী। এই বৈজ্ঞানিক শ্রেণীবিভাগ মিলের বর্ত্তমান মতের সহিত সম্পূর্ণরূপে সমঞ্জসীভূত হইল। মিল্ বর্ত্তমান যুগের উচ্চ তর্ক বিতর্ক ও দুর্ব্বল বিশ্বাসের মধ্য দিয়া অচিরসম্ভাবী প্রত্যক্ষযুগের রমণীয় মূর্ত্তি অবলোকন করিতে লাগিলেন। তিনি দেখিতে পাইলেন যে এই প্রত্যক্ষযুগ বিভাগে জৈবনিক ও সাংশয়িক উভয়যুগের সমস্ত গুণ একত্রীকৃত হইবে। এই যুগে জৈবনিক যুগের কর্ত্তব্যানুরক্তি ও সাংশয়িক যুগের অনিয়ন্ত্রিত স্বাধীন চিন্তা একত্র হইবে। এই সময়ে প্রত্যেক ব্যক্তি অসংযতভাবে নিজের স্বাধীন মত ব্যক্ত করিতে পারিবে, অপরের সুখ বা স্বাধীনতার ব্যাঘাত সম্পাদন না করিয়া প্রত্যেক ব্যক্তি সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে কার্য্য করিতে পারিবে; এবং কোন্‌টী ভাল ও কোন্‌টী মন্দ এ বিষয়ে একটী গভীর বিশ্বাস সকলেরই হৃদয়ে চিরঅঙ্কিত হইবে।

কম্‌ট অচিরকালমধ্যে সেণ্ট্ সাইমোনীয়দিগকে পরিত্যাগ করিলেন; এবং মিলেরও কম্‌ট বা তদ্রচিত রচনাবলীর সহিত কিছুকালের জন্য কোন পরিচয় রহিল না। কিন্তু মিল্ সেণ্ট সাইমোনীয়দিগের গ্রন্থাবলী পাঠে বিরত হইলেন না। এই সময় মসো গষ্টেভ ডি ইচ্‌থাল নামক এক জন প্রধান সেণ্ট সাইমোনীয় ইংলণ্ডে আসিয়া বসতি করিতেছিলেন। ইহাঁর সহিত মিলের পরিচয় হইল এবং ইহাঁর নিকট তিনি সেণ্ট সাইমোনীয়দিগের ক্রমিক উন্নতি বিষয়ে বিশেষরূপে অবগত হইতে লাগিলেন। ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে মিল্ বাজার্ড এবং এন্‌ফাণ্টিন্ নামক দুই জন সেণ্ট সাইমোনীয় অধিনায়কের সহিত পরিচিত হন। ইহাঁরা "সোসালিজম্" মত সম্বন্ধে যাহা কিছু লিখিয়াছিলেন, মিল্ তৎসমস্ত অধ্যয়ন করিয়া বিশেষ প্রীতি লাভ করেন। ইহাঁদিগের মতসকলের সার নিম্নে সংগৃহীত হইলঃ—(১) প্রথমতঃ তাঁহারা বলেন, ভূমির উপর ব্যক্তিবিশেষের স্বত্ব এবং দানবিক্রয় প্রণালী সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক;

(২) তাঁহাদিগের মতে সমাজের সমস্ত পরিশ্রম ও ধন জনসাধারণের উপকারে নিয়োজিত হওয়া উচিত; সমাজের সমস্ত লোককেই আপন আপন ক্ষমতানুসারে গ্রন্থকার, শিক্ষক ও কৃষক প্রভৃতির কার্য্য সম্পাদন করা উচিত; এবং সকলের সমবেত পরিশ্রম দ্বারা উপার্জ্জিত ধন এক স্থানে সংগৃহীত হইয়া ব্যক্তিবিশেষের ক্ষমতানুসারে সকলের মধ্যে বিভক্ত হওয়া উচিত। মিল্ ইহাঁদিগের উদ্দেশ্যের যৌক্তিকতা ও অভিলষণীয়তা সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করিতে পারিতেন; কিন্তু যে সকল উপায় দ্বারা তাঁহারা এই উদ্দেশ্য সংসাধিত করিতে চেষ্টা করিতেছেন, তাহা অভীষ্ট ফলোৎপাদনের সম্পূর্ণ অনুপযোগী বলিয়া মনে করিতেন, এবং কেহ যে কখন এই অভীষ্ট সংসাধিত করিতে পারিবেন, তদ্বিষয়েও তাঁহার সম্পূর্ণ সন্দেহ ছিল। কিন্তু তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে সমাজের এই উৎকৃষ্ট আদর্শ লোকের নয়নসমক্ষে ধারণ করিয়া রাখিলে, এক সময়ে না এক সময়ে, সমাজ এই আদর্শের সমীপবর্ত্তী হইবে। আর একটী বিষয়—যাহার জন্য লোকে সেণ্ট সাইমোনীয়দিগের বিশেষ নিন্দা করিত এবং মিল্ বিশেষ ভক্তি করিতেন—এই যে ইহাঁরা অসীম সাহস ও স্বাধীনতার সহিত পারিবারিক-সম্বন্ধ-বিষয়ক চিরপ্রচলিত কুসংস্কার সকলের মূলে সর্ব্বপ্রথমে কুঠারাঘাত করেন। কোন সমাজ-সংস্কারক অদ্যাবধি এই গুরুতর বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে সাহস করেন নাই। ইহাঁরাই জগতে সর্ব্বপ্রথমে খ্যাপন করেন যে স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েরই সকল বিষয়ে সমান অধিকার। ইহাঁরাই স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ের পরস্পরসম্বন্ধবিষয়ে সম্পূর্ণ নূতন শৃঙ্খলার উদ্ভাবন করেন। এই সকল কারণে জগৎ ইহাঁদিগের নিকট চিরকৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ।

আমরা মিলের এই সময়ের জীবনবৃত্তান্ত বর্ণন করিতে গিয়া কেবল সেই সকল ঘটনারই উল্লেখ করিয়াছি, যাহাতে তাঁহার মতসকলের সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়, যাহাতে তাঁহার চিন্তাশক্তির স্পষ্ট বিস্ফুরণ ও উন্নতি উপলক্ষিত হয়। এতদ্ভিন্ন আরও অনেক বিষয়ে তাঁহার চিন্তা-শক্তি পরিণত ও পরিমার্জ্জিত হয়। কিন্তু এই সকল বিষয় পৃথিবীর নিকট নূতন আবিষ্কার নহে। যে সকল বিষয় বহুকাল হইতে পৃথিবীতে

প্রচলিত হইয়া আসিতেছিল, মিল্ সে সকল বিষয় হয় বিশ্বাস করিতেন না, নয় অগ্রাহ্য করিতেন। যে সকল উপায় দ্বারা জগতে সেই সকল বিষয় সর্ব্বপ্রথমে আবিষ্কৃত হইয়াছিল, মিল্ সেই সকল উপায় দ্বারা যখন স্বয়ং সেই সকল বিষয় নবাবিষ্কৃত করিতেন, তখনই তাহাদিগের সত্যতা বিষয়ে তাঁহার দৃঢ় প্রতীতি জন্মিত।

এইরূপে মিল্ অনেক পুরাতন বিষয়—যাহা তিনি পূর্ব্বে বুঝিতে পারিতেন না বা বিশ্বাস করিতেন না—নূতন ভাবে দেখিতে লাগিলেন। উদাহরণস্বরূপ নিম্নে দুই একটীর উল্লেখ করা যাইতেছে। পূর্ব্বে তিনি অদৃষ্টবাদ (Fatalism) হইতে অবস্থাবাদ (Doctrine of circumstances) এবং স্বাধীন ইচ্ছাবাদের (Doctrine of Free Will) প্রভেদ কিছুই বুঝিতে পারিতেন না। এবিষয়ে তাঁহার মনের ভাবসকল সম্পূর্ণ তমসাচ্ছন্ন ছিল। তাঁহার মনে এই তর্ক সমুদিত হইত যে যদি 'যাহা অদৃষ্টে লিখিত আছে, তাহা ঘটিবেই ঘটিবে' এই মত সত্য হয়, তাহা হইলে 'মানব-ইচ্ছা স্বাধীন' অর্থাৎ মনুষ্য যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারে, এই মত কিরূপে সত্য হইতে পারে? যদি 'মনুষ্য অবস্থার দাস' এই মত সত্য হয়, তাহা হইলে 'মানব-ইচ্ছা স্বাধীন' এই মত কিরূপে সত্য হইতে পারে? আর যদি 'যাহা অদৃষ্টে লিখিত আছে, তাহা ঘটিবেই ঘটিবে' তাহা হইলে মনুষ্যের স্বভাব ও ব্যবহার অবস্থা-সাপেক্ষ কেন হইবে? কারণ কোন অবস্থা সংঘটিত হওয়ার পূর্ব্বেই যাহা ঘটিবে, তাহা স্থিরীকৃত হইয়াছে। তিনি এই পরস্পর-বিসম্বাদী মত সকলের সামঞ্জস্য বিধান করিতে পারিতেন না।—অথবা ইহাদিগের কোন্‌টী মিথ্যা, কোন্‌টী সত্য তাহা নির্ণয় করিতে পারিতেন না। তাঁহার মন সতত সন্দেহদোলায় দোলায়মান হইত। 'মনুষ্য যে সকল ঘটনার দাস, তাহাদিগের উপর তাহার কোন প্রভুতা নাই'—'মনুষ্যের স্বভাব অদৃষ্ট দ্বারা পূর্ব্বেই সংগঠিত হইয়াছে'—'মনুষ্যের কার্য্যাবলী অদৃষ্ট দ্বারা পূর্ব্বেই স্থিরীকৃত হইয়াছে'—এই সকল চিন্তা তাঁহার মনে যেই উত্থিত হইত, অমনি তাঁহার হৃদয় আকুলিত হইয়া উঠিত। অমনি—তিনি সমাজসংস্কারক হইবেন, তিনি জগতের হিতসাধন করিবেন—এই সকল

চিররূঢ় আশালতা সমূলে উন্মূলিত হইত। ইচ্ছা হইত, তিনি এই সকল মত অগ্রাহ্য বলিয়া মনকে সান্ত্বনা দেন; কিন্তু তাহাও পারিতেন না। এইরূপে হতাশা-প্রপীড়িত হইয়া ভাবিতে ভাবিতে ক্রমে তিনি এই বিষয়ে আলোক দেখিতে পাইলেন। তিনি দেখিলেন যে যেমন মনুষ্যের স্বভাব ও চরিত্র অবস্থা দ্বারা সংগঠিত হয়; সেই রূপ অবস্থা সকলও মনুষ্যের ইচ্ছা দ্বারা সংগঠিত বা রূপান্তরিত হইয়া থাকে। সুতরাং এ দুইই সত্য যে—মনুষ্য অবস্থারও দাস এবং মনুষ্যের ইচ্ছাও স্বাধীন। এই সূক্ষ্ম অনুভূতি মিলের অন্তর হইতে গুরুতর ভার অপনীত করিল। তাঁহার মনে আবার আশার সঞ্চার হইল যে তিনি সমাজসংস্কারক হইবেন, জগতের হিত সাধন করিবেন। এই সকল মত লইয়া তিনি তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ ন্যায়দর্শনের শেষ অধ্যায়ের স্বাধীনতা এবং অবশ্যম্ভাবিতা নামক প্রস্তাবদ্বয় রচনা করেন।

রাজনীতি বিষয়েও মিলের মতে অনেক পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়। তিনি পূর্ব্বে বিশ্বাস করিতেন যে সকল দেশে সকল সময়ে সকল লোকেরই রাজ্য-শাসন-কার্য্যে সমান অধিকার। কিন্তু এক্ষণে তাঁহার বিশ্বাস অন্যপ্রকার হইয়া উঠিল। তাঁহার মতে দেশ কাল পাত্র ভেদে শাসন-প্রণালীরও ভেদ আবশ্যক। যে শাসনপ্রণালী ইংলণ্ড বা ইউরোপের বর্ত্তমান অবস্থার উপযোগিনী, তাহা অন্যদেশের পক্ষে সম্পূর্ণ উপযোগিনী না হইতে পারে। তাঁহার মতে সাধারণতন্ত্র ইউরোপের—বিশেষতঃ ইংলণ্ডের—সম্পূর্ণ উপযোগী। সম্ভ্রান্তশ্রেণীর আধিপত্য-নিবন্ধন ইংলণ্ডের শাসনকার্য্য এরূপ দূষিত ও কলুষিত হইয়াছে, যে এই আধিপত্য নিবারণের জন্য কোন প্রস্তরই অনুত্তোলিত রাখা উচিত নয়। অযথা কর-নির্দ্ধারণ বা অন্য কোন সামান্য অসুবিধার জন্য তিনি এরূপ মত ধারণ করিয়াছিলেন এমন নহে, তিনি বলিতেন যে সম্ভ্রান্তশ্রেণী গবর্ণমেণ্টকে পক্ষপাতদোষে দূষিত করিয়া সমস্ত রাজ্যে দুর্নীতি বিস্তার করিতেছেন। গবর্ণমেণ্ট এই শ্রেণীর প্ররোচনায় ব্যক্তিবিশেষ বা সম্প্রদায়বিশেষের স্বার্থসাধনের জন্য অন্যায্য বিধি প্রণয়নাদি দ্বারা প্রজাসাধারণের অহিত সাধন করিতেছেন। ইংলণ্ডের নিম্নশ্রেণী প্রায়ই

অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন। সুতরাং তাহারা লক্ষ্মী বা লক্ষ্মীর আনুসঙ্গিক সরঞ্জাম সকলের বিশেষ আদর করিয়া থাকে। নিম্নশ্রেণীর জ্ঞাননেত্র উন্মীলিত হইলে তাহাদিগের এই আদর অবশ্যই কমিবে। সুতরাং নিম্নশ্রেণীকে জ্ঞানালোক প্রদান করা সম্ভ্রান্তশ্রেণীর স্বার্থের বিরোধী। অতএব যতদিন তাঁহাদিগের হস্তে রাজ্যের সমস্ত শাসনভার অর্পিত থাকিবে, ততদিন তাঁহারা নিম্নশ্রেণীর অন্তর জ্ঞানালোকে আলোকিত করিতে চাহিবেন না। কিন্তু নিম্নশ্রেণীর হস্তে রাজ্যশাসনভার পর্য্যাপ্ত পরিমাণে অর্পিত হইলে, তাহাদিগের সুশিক্ষা বিধান উচ্চ শ্রেণীর স্বার্থ হইয়া উঠিবে। কারণ মূর্খ প্রতিদ্বন্দ্বী অজ্ঞানতাবশতঃ যে সকল ভয়ঙ্কর অনিষ্ট সংঘটিত করে, তাহাদিগের সহিত তুলনায় জ্ঞানকৃত অনিষ্ট অতি সামান্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। এই জন্য ইংলণ্ডে সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়, ইহা মিলের ঐকান্তিক ইচ্ছা ছিল, এবং তিনি ওয়েন্ ও সেণ্ট সাইমনের সম্পত্তিবিরোধী মত সকল সর্ব্বত্র প্রচারিত হওয়া এই ইচ্ছা পরিপূরণের একটী প্রধান উপায় বলিয়া মনে করিতেন।

তাঁহার মনের অবস্থা এইরূপ, এমন সময় ফরাশি-বিপ্লব সমুপস্থিত হয়। মিল্ একবারে উৎসাহে মাতিয়া উঠিলেন, এবং যেন নবজীবন প্রাপ্ত হইলেন। তিনি অবিলম্বে পারিসনগরী যাত্রা করিলেন এবং তথায় উত্তীর্ণ হইয়া লাফেটী ও অন্যান্য সাধারণতন্ত্র-দলপতিদিগের সহিত বিশেষ পরিচিত হইলেন। কিয়দ্দিবস পারিসে অবস্থিতির পর তিনি স্বদেশে প্রত্যাগত হইলেন এবং এক্ষণ হইতে অতিগভীররূপে তদানীন্তন রাজনীতি বিষয়ক তর্কসাগরে অবতরণ করিলেন। এই সময়ে লর্ড গ্রে ইংলণ্ডের মন্ত্রিত্ব গ্রহণ এবং রাজনীতি-সংস্কার-মানসে পার্লিয়ামেণ্টে রিফরম্ বিল্ নামক একটী বিলের প্রস্তাব করেন। রিফরম্ বিলের প্রস্তাবনায় ইংলণ্ডের সংবাদপত্র সকলে রাজনীতিবিষয়ে ঘোরতর তর্ক বিতর্ক উপস্থিত হয় এবং মিল্ সেই সকল তর্ক বিতর্কে প্রধান অংশ গ্রহণ করেন।

সংবাদপত্রে বর্ত্তমান ঘটনাবলীর আন্দোলনে চিন্তাশক্তির তাদৃশ পরিণতি হয় না, এই জন্য মিল্ ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে "দি স্পিরিট অব দি এজ্" নামক এক খানি স্বতন্ত্র গ্রন্থে বর্ত্তমান সময়ের প্রকৃতি এবং পরি-

বর্ত্তনের আনুসঙ্গিক অবশ্যম্ভাবী ও অনিবার্য্য বিশৃঙ্খলাজনিত অনিষ্টপাত বিষয়ে নিজের মত সকল সন্নিবেশিত করেন। এই পুস্তক পাঠে কার্লাইল্ অতিশয় প্রীত হন এবং স্বয়ং চেষ্টা করিয়া মিলের সহিত সাক্ষাৎ করেন।

মিল্ যে সকল উপায়ে জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন, কার্লাইলের গ্রন্থাবলী তাহার অন্যতম। কার্লাইলের রচনাবলী—কবিত্ব ও জার্ম্মান্ মনোবিজ্ঞানে পরিপূর্ণ। সেই সমস্ত রচনার সাধারণ ভাব,—ধর্ম্মে বিশ্বাসাভাব, হিতবাদ, অবস্থাবাদ এবং সাধারণতন্ত্র, ন্যায়দর্শন ও অর্থনীতিশাস্ত্রের অত্যাবশ্যকতা প্রভৃতি—মিলের প্রধান প্রধান মত সকলের বিরোধী। যদিও কার্লাইলের মত সকল মিলের মত সকলের সম্পূর্ণ বিরোধী ছিল, তথাপি মিল্ বহুকাল পর্য্যন্ত কার্লাইলের রচনাবলীর একজন প্রধান স্তুতিবাদক ছিলেন। কার্লাইলের দর্শন মিলের বুদ্ধিবৃত্তিকে মার্জ্জিত না করুক, কার্লাইলের কবিত্ব মিলের হৃদয়কে উৎসাহিত ও উত্তেজিত করিয়াছিল সন্দেহ নাই।

ধীশক্তিসম্পন্ন যতগুলি লোকের সহিত মিলের পূর্ব্ব-পরিচয় ছিল, তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ অষ্টিনের সহিতই তাঁহার মতের অনেক ঐক্য হইত। কার্লাইলের তেজস্বিনী কল্পনা ও মিলের গভীর চিন্তাশীলতা—এ দুইই জ্যেষ্ঠ অষ্টিনে অধিকতর উৎকর্ষ লাভ করে। অষ্টিন লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের জুরিস্প্রুডেন্সের অধ্যাপকপদে অভিষিক্ত হইয়া আইন অধ্যয়নের নিমিত্ত বরন্ নগরে গমন করেন। জার্ম্মান্ সাহিত্য এবং জার্ম্মান্ সমাজের প্রকৃতি ও অবস্থা—মানবজীবন সম্বন্ধে তাঁহার মত সকলে অনেক পরিবর্ত্তন সংঘটিত করে। জার্ম্মান্ প্রভাবে তাঁহার স্বভাব কোমলতর, তাঁহার তর্কস্পৃহা ক্ষীণতর, এবং তাঁহার কবিত্ব ও চিন্তাশক্তি প্রবলতর হইয়া উঠে। তিনি বর্ত্তমান সময়ের অন্তঃসংস্কার-বিরহিত বাহ্য পরিবর্ত্তনের বিরোধী হইয়া উঠিলেন। সাধারণতঃ ইংরাজ-জীবনের নীচতা, ইংরাজ-চিন্তার সঙ্কীর্ণতা, ইংরাজ-হৃদয়ের অনুদারতা এবং ইংরাজ-লক্ষ্যের অনুচ্চতা প্রভৃতির তিনি বিশেষ ঘৃণা করিতেন। অধিক কি ইংরাজেরা যাহাকে দেশহিতৈষিতা বলেন, তাহার প্রতিও তাঁহার বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল না। তিনি বলিতেন এবং মিল্ও তাঁহার অনুমোদন

করিতেন, যে ইংরাজ-প্রজাতন্ত্র অপেক্ষা প্রুসীয় যথেচ্ছাচার প্রণালীর অধীনে কার্য্যতঃ উৎকৃষ্ট সুশাসন, এবং সকল শ্রেণীর লোকের সুশিক্ষা ও মানসিক উন্নতি বিধানের জন্য অধিকতর যত্ন হইয়া থাকে। অষ্টিন্ রিফরম্ বিলের অনুমোদন করিতেন বটে, কিন্তু লোকে ইহা হইতে রাজ্যশাসন বিষয়ে তৎক্ষণাৎ যত শুভ ফলের প্রত্যাশা করিত, তিনি ততদূর করিতেন না। মিলের সহিত তাঁহার প্রায় পুরাতন ও নূতন সকল মতবিষয়েই সহানুভূতি ছিল। মিলের ন্যায় তিনি হিতবাদী ছিলেন। জার্ম্মান্‌জাতির প্রতি তাঁহার অবিচলিত প্রেম এবং জার্ম্মান্ সাহিত্যের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা সত্ত্বেও, তিনি কখনই তাঁহাদিগের দুর্ব্বোধ দর্শনে দীক্ষিত হন নাই। কিন্তু তাঁহার ধর্ম্ম—জার্ম্মান্‌দিগের ন্যায় কবিত্ব ও অনুভূতিময় হইয়া উঠিল। রাজনীতি বিষয়ে তাঁহার মতসকল মিল্ অপেক্ষা কিঞ্চিৎ বিভিন্ন হইয়া উঠিয়াছিল। সাধারণ অনুষ্ঠানসকলের উন্নতি বিষয়ে তিনি ক্রমে উদাসীন হইয়া উঠিলেন। কিন্তু তিনি "সোসালিজম্" মতের বিরোধী ছিলেন না; এবং যাহাতে এই মত সর্ব্বত্র প্রচলিত হয় ও সম্রান্তশ্রেণীর হস্ত হইতে অধিকার সকল প্রচুর পরিমাণে বিগলিত হইয়া নিম্নশ্রেণীর হস্তে পতিত হয়, ইহা তাঁহার একান্ত বাসনা ছিল। তিনি মানবজাতির নৈতিক উন্নতির কোন সীমা নির্দ্দেশ করিতে চাহিতেন না, এবং এরূপ সীমা নির্দ্দেশ করা সম্ভবপর বলিয়াও মনে করিতেন না। তিনি এই সকল মত জীবনের শেষকাল পর্য্যন্ত ধারণ করিয়াছিলেন কিনা, মিল্ তাহা জানিতেন না। তবে তাঁহার শেষকালের রচিত গ্রন্থাবলী পাঠ করিয়া মিলের মনে সন্দেহ হয়, যে অন্তিম কালে অষ্টিনের অন্তরে রাজনীতি বিষয়ে গুরুতর পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়।

এক্ষণে পিতা ও পুত্রের পরস্পরের সহিত এই সময়ের মানসিক সম্বন্ধ নির্ব্বাচন করা যাইতেছে। পিতার চিন্তা ও অনুভূতি হইতে মিল্ ক্রমেই দূরসমাকৃষ্ট হইতে লাগিলেন। যদি তাঁহারা পরস্পর প্রশান্ত ভাবে পরস্পরের নিকট আত্মমতের সারবত্তা সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত করিতেন এবং অনাবশ্যক প্রভেদ পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত হই-

তেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগের অন্তর্ব্বর্ত্তী দূরত্বের অনেক হ্রাস হইত সন্দেহ নাই। কিন্তু জেম্‌স মিল্ নমনীয় স্বভাবের লোক ছিলেন না। বিশেষতঃ যে ব্যক্তি তাঁহার পতাকা পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে, তাহার সহিত আত্মমতের যৌক্তিকতা বা অযৌক্তিকতা বিষয়ে তর্ক বিতর্ক করা তিনি নীচতা মনে করিতেন। সৌভাগ্যক্রমে রাজনীতি-সংক্রান্ত মত-সকলে পিতা ও পুত্রের সম্পূর্ণ ঐকমত্য ছিল। এই বিষয়ের কথোপ-কথনে ও এই বিষয়ের তর্ক বিতর্কে তাঁহাদিগের অনেক সময় অতি-বাহিত হইত। যে সকল বিষয়ে তাঁহাদিগের মতভেদ ছিল, সে সকল বিষয়ে তাঁহারা আর কোন কথা উপস্থিত করিতেন না। জেম্‌স মিল্ জানিতেন যে তিনি যে স্বাধীন চিন্তার ভাব পুত্রের অন্তরে সন্নিবেশিত করিয়া দিয়াছেন, সেই স্বাধীনচিন্তা-বলে পুত্র অনেক সময়ে বিভিন্ন মত অবলম্বন করিবেন। তথাপি কি প্রণালীতে সেই বিভিন্নতা সংঘটিত হইত, তাহা জানিবার জন্য জেম্‌স বিশেষ উৎসুক হইতেন। কিন্তু তিনি দুঃখের সহিত দেখিতেন যে পুত্র তাঁহার নিকট সেই প্রণালী ব্যক্ত করিতে অনিচ্ছুক। মিল বলিতেন যে এরূপ তর্ক বিতর্কে কোন ফল নাই, অধিকন্তু পরস্পরের মনোবেদনা হইবারই বিশেষ সম্ভাবনা; এই জন্যই তিনি ইহা হইতে একান্ত বিরত থাকিতেন। কিন্তু যখন পিতা, পুত্রের মতের বিরোধী মতসকল এরূপ ভাবে ব্যক্ত করিতেন, যে তাহার প্রতিবাদ না করা পুত্রের পক্ষে কপটতার পরিচয়-দান মাত্র হইত, তখন তিনি প্রতিবাদ করিতে বিরত হইতেন না।

পঞ্চম অধ্যায়।

—০০০—

দুর্লভ বন্ধুত্ব ও প্রণয়।

যে রমণী বিংশতি বৎসরের বন্ধুত্বের পর মিলের গৃহলক্ষ্মী হইতে সম্মতা হন, এবং যে রমণীর সাহায্য ব্যতিরেকে মিল্ জগতের চিন্তা-সাগরে নূতন তরঙ্গ উত্থাপিত করিতে পারিতেন না, ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে সেই

রমণীর সহিত মিলের প্রথম পরিচয় হয়। এই সময়ে মিলের বয়স পঞ্চবিংশতি এবং সেই রমণীর বয়স ত্রয়োবিংশতি বৎসর ছিল। এই রমণীর স্বামীর নাম মিষ্টার টেলর। টেলরের সহিত মিলের পূর্ব্ব পরিচয় ছিল। মিল্ বাল্যকালে কখন কখন তাঁহাদিগের বাটীতে ক্রীড়া করিতে যাইতেন। সেই সময়ে টেলরের সহিত তাঁহার বাল্য-সুলভ সৌহার্দ্দ্য জন্মে। এই বাল্য-সৌহার্দ্দ্যের অনুরোধেই টেলর তাঁহাকে স্বীয় পত্নীর নিকট পরিচিত করিয়া দেন। টেলর স্বপ্নেও ভাবেন নাই যে মিল্ ও তাঁহার পত্নী—ইহাঁদিগের পরস্পরের মধ্যে এই সময় যে পরিচয় জন্মিল, এই পরিচয় তাঁহার জীবদ্দশাতেই গাঢ়তর প্রণয়ে, এবং তাঁহার মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই, বিবাহে পরিণত হইবে। যদিও মিল্ ও টেলর-পত্নীর আত্মীয়তা সর্ব্বপ্রথমে তত ঘনীভূত হয় নাই, তথাপি প্রথম দর্শনাবধি টেলর-পত্নী মিলের হৃদয়ের একমাত্র অধিষ্ঠাত্রী দেবতা হইয়া উঠিলেন। টেলর-পত্নী পরিণত বয়সে বিদ্যা-বুদ্ধি-গুণে যেরূপ বিভূষিতা হইয়াছিলেন, এই নবীন বয়সে তাঁহাতে সে সকলের অঙ্কুরমাত্র দেখা গিয়াছিল। বয়সের পরিণতির সহিত তাঁহার মানসিক বৃত্তিসকলও দিন দিন বিকশিত হইতে লাগিল। দিনমণির কিরণে নলিনী যেন প্রস্ফুটিত হইতে লাগিল। যে সকল কমনীয় গুণে স্ত্রীজাতি জগতে বিখ্যাত, এতাবৎকাল পর্য্যন্ত তাঁহার সেই সকল গুণেরই বিশেষ পরিণতি হইয়াছিল। কিন্তু এখন হইতে মিলের সুতীক্ষ্ণ প্রতিভার প্রতিফলনে, যে সকল ঊর্জ্জস্বলগুণে পুরুষজাতি জগতে বিখ্যাত, টেলর-পত্নীতে সে সকল গুণেরও পরিণতি হইতে লাগিল। আত্মীয়গণ যেমন তাঁহার গভীর ও প্রবল হৃদয়ভাব, অন্তর্ব্বোধকারিণী স্বাভাবিক বুদ্ধি এবং চিন্তাশীল ও কবিত্বপরিপূর্ণ প্রকৃতি দ্বারা আকৃষ্ট হইতেন, বাহিরের লোক তেমনই তাঁহার অলৌকিক সৌন্দর্য্যে ও সহৃদয়তায় মুগ্ধ হইত। অতি অল্প বয়সেই তাঁহার বিবাহ হয়। তাঁহার স্বামী—সত্যনিষ্ঠ, সাহসী, নিষ্কলঙ্ক, স্বাধীনমতাবলম্বী এবং সুশিক্ষিত ছিলেন। যদিও তাঁহার উপর তাঁহার স্বামীর প্রেম চিরকাল অবিচলিত ছিল, যদিও তিনি চিরকাল সমভাবে স্বামীকে ভক্তি করিতেন ও ভাল বাসিতেন, তথাপি

তীক্ষ্ণ প্রতিভা ও সজীব সহৃদয়তায় তাঁহার ন্যূন হওয়ায়, স্বামী তাঁহার প্রকৃত সহচর হইতে পারেন নাই। সমাজ ও রাজনীতি বিষয়ে স্ত্রী-জাতির অধিকার না থাকায় তাঁহার উচ্চ বৃত্তি সকল কার্য্যে পরিণত হইয়া বিকাশ পাইতে পারিত না, সুতরাং তাঁহার জীবন সতত ধ্যানমগ্ন থাকিত, কেবল কতিপয় বন্ধুর সমাগমে সেই ধ্যান মধ্যে মধ্যে ভগ্ন হইত মাত্র। মিল্ টেলরপত্নীর সেই কতিপয় বন্ধুর অন্যতম ছিলেন। টেলর-পত্নী সর্ব্বপ্রকার কুসংস্কার হইতে বিচ্ছিন্না ছিলেন। তিনি সমাজের অনেক চিররূঢ় কুপ্রথার বিরুদ্ধে সতত অসন্দিগ্ধভাবে স্বাভিমত ব্যক্ত করিতেন। তাঁহার তৎকালীন ধর্ম্মপ্রবৃত্তি ও স্বভাবাদি অনেক পরিমাণে কবিবর সেলির ন্যায় ছিল। কিন্তু পরিণত বয়সে তাঁহার চিন্তাশক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তি যেরূপ উদ্দীপিত ও পরিমার্জ্জিত হইয়াছিল, তাহার সহিত তুলনায় সেলিকে একটী বালক বলিলেও অসঙ্গত হয় না। উচ্চচিন্তা বিষয়ে ও দৈনন্দিন কার্য্যকলাপে তাঁহার সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধি পদার্থনিচয়ের অন্তর্ব্বেধ করিতে পারিত। কার্য্যকরণে তাঁহার যেমন ক্ষিপ্রকারিতা, তেমনই সুদক্ষতা ছিল। তাঁহার কল্পনা ও অনুভূতি এত' তেজস্বিনী ছিল যে তিনি শিল্প বিদ্যায় অভিনিবিষ্ট হইলে অসাধারণ শিল্পী হইতে পারিতেন। তাঁহার মনের এরূপ তেজস্বিতা ও কোমলতা ছিল, এবং তাঁহার বক্তৃতাশক্তি এতদূর বলবতী ছিল, যে তিনি বক্তৃতা বিষয়ে অভিনিবিষ্ট হইলে অদ্বিতীয় বাগ্মী হইতে পারিতেন। তিনি মনুষ্য-প্রকৃতি এত গভীররূপে বুঝিতে পারিতেন এবং মনুষ্যের দৈনন্দিন জীবনে তাঁহার এরূপ সূক্ষ্মদর্শিতা ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ছিল, যে স্ত্রীজাতির রাজ্যের শাসনকার্য্যে কোন অধিকার থাকিলে, তিনি এক জন সুপ্রসিদ্ধ শাসনকর্ত্রী হইতে পারিতেন। তাঁহার নিঃস্বার্থ ভাব, তাঁহার হৃদয়ের স্বাভাবিক মনুষ্যপ্রেম হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল, কর্ত্তব্যাবলীর উপ-দেশের ফল ছিল না। তাঁহার পরদুঃখানুভাবকতাশক্তি এতদূর বল-বতী ছিল, তাঁহার কল্পনা এরূপ তেজস্বিনী ছিল যে, তাঁহার অন্তর দুঃখীর অন্তরের সহিত মিশাইয়া যাইত এবং তিনি অনেক সময় পরের দুঃখে অধিকতর বর্ণবিন্যাস করিয়া বদান্যতা ও সহানুভূতির সীমা অতি-

ক্রম করিতেন। তাঁহার ন্যায়পরতা বদান্যতা অপেক্ষা ন্যূন ছিল না। তাঁহার সহৃদয়তা এতদূর বলবতী ছিল যে, যে কেহ তাঁহার ভালবাসা অণুমাত্র প্রত্যর্পণ করিতে পারিত, তাহার উপরই তাঁহার হৃদয় বিগলিত হইত। তিনি স্বভাবতঃ নম্র ছিলেন বটে, কিন্তু অহঙ্কার-প্রদর্শনের স্থল উপস্থিত হইলে অহঙ্কার-প্রদর্শন করিতেও ত্রুটি করিতেন না। তিনি স্বভাবতঃ সরলা ও বিলাসবিবর্জ্জিতা ছিলেন। নীচতা ও ভীরুতার উপর তাঁহার স্বাভাবিকী ঘৃণা, এবং নৃশংস বা অত্যাচারী বিশ্বাসঘাতক বা অভদ্র চরিত্রের লোকের উপর তাঁহার দীপ্তিমান্ ক্রোধ ছিল। কিন্তু তিনি প্রাকৃতিক নিয়ম লঙ্ঘনে কার্য্যের যে অসাধুতা জন্মে, তাহার সহিত মনুষ্যকৃত নিয়ম লঙ্ঘনে কার্য্যের যে অসাধুতা জন্মে তাহার অন্তর বুঝিতে পারিতেন। তাঁহার এরূপ বিশ্বাস ছিল যে যাহারা প্রাকৃতিক নিয়ম লঙ্ঘন করে, তাহারাই প্রকৃতিতঃ অসাধু। কিন্তু যাঁহারা কেবল মনুষ্যকৃত নিয়ম লঙ্ঘন করেন, তাঁহারা প্রকৃতিতঃ অসাধু না হইলেও হইতে পারেন; অধিক কি অনেক সময় তাঁহাদিগের মধ্যে অনেক উচ্চদরের লোক্ও দেখিতে পাওয়া যায়।

এরূপ অপূর্ব্ব রমণীর সহিত মানসিক সহবাসে মিলের মনোবৃত্তি সকল যে ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত ও পরিমার্জ্জিত হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? এই অদ্ভুত রমণীর নিকট হইতে মিল্ যে সকল উপকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তিনি সে সমস্তের কখন প্রতিশোধ দিতে পারেন নাই; তথাপি উন্নতি বিষয়ে সেই রমণীও যে মিলের নিকট বিশেষ ঋণী ছিলেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। প্রবল অনুভূতিবলে তিনি যে সকল উন্নতমত আপনা হইতেই প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, মিল্‌কে প্রগাঢ় অধ্যয়ন ও যুক্তি দ্বারা প্রায় সেই সকল মতে উত্তীর্ণ হইতে হইয়াছিল। মিলের প্রগাঢ় অধ্যয়ন ও যুক্তির সাহায্যে টেলরপত্নী আপনার স্বভাবজ জ্ঞানের দুর্ব্বলতা অপনীত করিতে পারিয়াছিলেন। অসাধারণ বুদ্ধির প্রখরতা ও অসামান্য মানসিক ক্ষিপ্রকারিতাবলে তিনি যেমন সর্ব্বপদার্থ হইতেই জ্ঞানের উপকরণনিচয় সংগ্রহ করিতেন, তেমনই তিনি মিলের নিকট হইতেও অসংখ্য জ্ঞানোপকরণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

মিল্ তাঁহার "স্বাধীনতা" নামক গ্রন্থ এই রমণীকে উৎসর্গ করিতে গিয়া তাঁহার বিষয়ে এইরূপ লিখিয়াছেনঃ—"আমি যত কিছু গ্রন্থ রচনা করিয়াছি, ইনি সে সমুদায়ের উত্তেজক বা আংশিক রচয়িত্রী ছিলেন। ইনি আমার গৃহিণী ও সখা ছিলেন। ইনি যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেন, তাহাতেই আমার প্রবৃত্তি জন্মিত। ইনি কোন কার্য্যে অনুমোদন করিলে আমি সেই অনুমোদন আমার প্রধান পুরস্কার বলিয়া মনে করিতাম। আমার অন্য পুস্তক গুলির ন্যায়, এখানিও আমাদের উভয়ের রচিত। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ এখানি তাঁহার অমূল্য পুনর্দর্শন দ্বারা বিশোধিত হয় নাই। যে সকল মহতী চিন্তা ও গভীর হৃদয়ভাব তাঁহার সহিত সমাধিনিহিত হইয়াছে, আমি যদি সে সকলের অর্দ্ধেকও জগতে ব্যক্ত করিতে পারিতাম, তাহা হইলেও আমা দ্বারা জগতের অসীম উপকার সংসাধিত হইতে পারিত। কিন্তু এ উপকারের সহিত তুলনায়, আমি এক্ষণে একাকী তদীয় অমূল্য জ্ঞানের সাহায্য-বিরহিত হইয়া যাহা কিছু লিখিব, তাহা হইতে জগতের যে উপকার সাধিত হইবে, তাহা অতি সামান্য।"

টেলরপত্নী যে অপূর্ব্ব রমণী ছিলেন, ইহাতেই তাহার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। অধিক বলা বাহুল্য মাত্র।

১৮৩৩ খ্রীঃ মিল্ একজামিনার নামক পত্রের সম্পাদক ফন্‌ব্লাঙ্কের সহিত তদীয় পত্রিকায় র‍্যাডিক্যালিজম্ মত লইয়া হুইগ্ মন্ত্রিদলের সহিত ঘোরতর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হন। ১৮৩৪ খ্রীঃ তিনি "মন্‌থলি রিপজিটরি" মাসিক পত্রিকায় চলিত ঘটনাবলীর উপর "নোট্‌স অন্ দি নিউস্‌পেপারস্" নামক কতকগুলি প্রস্তাব রচনা করেন। উক্ত পত্রিকার সম্পাদক ফক্‌স একজন বিখ্যাত রাজনৈতিক বাগ্মী ছিলেন। ইনি পরে পার্লিয়ামেণ্টের একজন সভ্য নির্ব্বাচিত হন। ইহাঁর সহিত এই সময় মিলের বিশেষ পরিচয় হয়, এবং ইহাঁরই অনুরোধে মিল্ তদীয় পত্রিকায় আরও অনেক গুলি বিষয় লিখেন; তন্মধ্যে "থিওরি অব পইট্রি" নামক কবিতাবিষয়ক প্রস্তাবটী তাঁহার "ডেজার্‌টেসন্‌স" নামক পুস্তকে অন্তর্নিবেশিত হইয়াছে। সংবাদপত্রে ব্যতীতও ১৮৩২—১৮৩৪ খ্রীঃ

পর্য্যন্ত তিনি স্বতন্ত্র ভাবে অন্যান্য যে সকল প্রস্তাব রচনা করেন, সে সমস্ত একত্র করিলে এক খানি সুদীর্ঘ গ্রন্থ হয়। সেই সকলের মধ্যে উপক্রমণিকার সহিত প্লেটোলিখিত ডায়ালগ সকলের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এবং বেন্থামের দর্শনের উপর টিপ্পনী বিশেষ গৌরব লাভ করে।

এই সময়ে মিল্, তাঁহার পিতা, এবং তদীয় পিতৃবন্ধুদিগের মধ্যে দার্শনিক র‍্যাডিকালদিগের মুখযন্ত্র স্বরূপ একখানি সাময়িকপত্র ও সমালোচন প্রতিষ্ঠিত করিবার প্রস্তাব হয়। ওয়েষ্ট মিনিষ্টার রিভিউ প্রথমে এই উদ্দেশ্যেই সংস্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু নানা কারণে ইহা সে উদ্দেশ্য সাধন করিতে পারে নাই। এই প্রস্তাব অনেক দিন হইতে চলিতেছিল, কিন্তু অর্থাভাব প্রভৃতি নানা কারণে বহুদিন পর্য্যন্ত ইহা কার্য্যে পরিণত হয় নাই। অবশেষে ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে সার উইলিয়ম্ মলেস্ওয়ার্থ নামক একজন দার্শনিক এই গুরুভার গ্রহণে সম্মত হইলেন। অর্থ ও বিদ্যা উভয়েতেই তিনি এরূপ গুরুভার গ্রহণের যোগ্য, তথাপি অন্ততঃ অপ্রকাশ্য ভাবেও মিল্ এই পত্রিকার সম্পাদকীয় ভার গ্রহণ না করিলে তিনি ইহাতে হস্তক্ষেপ করিতে স্বীকৃত হইলেন না। সুতরাং মিল্ অগত্যা এই ভার গ্রহণে সম্মত হইলেন। এই পত্রিকা প্রথমে লণ্ডন রিভিউ নামে প্রকাশিত হয়। পরে মলেস্ওয়ার্থ, ওয়েষ্ট মিনিষ্টার রিভিউএর স্বত্বাধিকারী জেনেরাল টম্সনের নিকট হইতে ওয়েষ্ট মিনিষ্টার রিভিউএর স্বত্বাধিকার ক্রয় করিলে এই দুই পত্রিকা একত্রীভূত হইয়া লণ্ডন এবং ওয়েষ্টমিনিষ্টার রিভিউ নামে প্রকাশিত হইতে লাগিল। ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৮৪০ খ্রীঃ পর্য্যন্ত এই পত্রিকার সম্পাদনে মিলের অধিকাংশ সময় পর্য্যবসিত হয়। এই পত্রিকার প্রথমাবস্থায় ইহাতে সম্পূর্ণরূপে মিলের মত সকল ব্যক্ত হয় নাই। মিল্কে অনেক সময় অপরিহার্য্য সহচরবৃন্দের মতের অনুবর্ত্তন করিতে হইত। এই পত্রিকা দার্শনিক র‍্যাডিকাল্দিগের মুখযন্ত্রস্বরূপ ছিল বটে; কিন্তু দুঃখের বিষয়, অন্যান্য দার্শনিক র‍্যাডিকাল্দিগের সহিত মিলের সর্ব্বদাই গুরুতর বিষয়ে মতান্তর উপস্থিত হইত। এই পত্রিকার সম্পাদনে জেম্স মিলের সাহায্য সকলেই বহুমূল্য বলিয়া মনে করিতেন এবং তিনিও জীবনের

শেষ পীড়া পর্য্যন্ত ইহার উৎকর্ষ বিধানে প্রচুর পরিমাণে পরিশ্রম করিতে ত্রুটি করেন নাই। তল্লিখিত প্রস্তাবাবলীর বিষয় সকল এবং তদীয় মত-ব্যক্তির অসন্দিগ্ধতা, ওজস্বিতা ও বিশদতা প্রভৃতির জন্য এই পত্রিকা তাঁহার নিকট হইতেই বিশেষরূপে জীবন ও বর্ণ প্রাপ্ত হয়। মিল্ পিতৃলিখিত প্রস্তাব সকলের উপর তাঁহার সম্পাদকীয় ক্ষমতা প্রকাশ করিতে পারিতেন না; অধিকন্তু সময়ে সময়ে তাঁহাকে আংশিক রূপে নিজের মত সকল পরিত্যাগ করিতে হইত। এইরূপে প্রাচীন ওয়েষ্টমিনিষ্টার রিভিউএর মত সকলই কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত হইয়া এই নব পত্রিকায় প্রচারিত হইতে লাগিল। কিন্তু মিল্ ইহাতে পরিতৃপ্ত হইতে পারিলেন না। তিনি ঐ সকল পুরাতন মতের পার্শ্বে নিজের নূতন মত সকলও সন্নিবেশিত করিতে লাগিলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি এরূপ নিয়ম সংস্থাপন করিলেন যে প্রত্যেক লেখককে আপন আপন নাম স্বাক্ষর করিয়া বা কোন সাঙ্কেতিক নাম দিয়া আপন আপন প্রস্তাব প্রকাশিত করিতে হইবে। সম্পাদক কাহারও মতের জন্য দায়ী নহেন। তিনি কেবল এই মাত্র দেখিবেন, যেন প্রস্তাবগুলি পত্রিকার উপযোগী হয়। এই সময় সুবিখ্যাত পদার্থবিদ্যাবিদ্ অধ্যাপক সেজ্উইক্, লক্ এবং পেলির মতের প্রতিবাদ উপলক্ষ করিয়া বৈশ্লেষিক মনোবিজ্ঞান ও হিতবাদ মতের উপর ঘোরতর আক্রমণ করেন। মিল্ সেজ্উইকের এই প্রতিবাদের বিরুদ্ধে একটী প্রস্তাব রচনা করেন। এই প্রস্তাব উপলক্ষে তিনি হিতবাদ প্রভৃতির মতসম্বন্ধে তাঁহার যে সকল নূতনভাব ছিল, তাহা ব্যক্ত করেন।

মিল্ পিতার সহিত তাঁহার যতদূর মতভেদ ছিল বলিয়া মনে করিতেন, তাঁহাদিগের মধ্যে বাস্তবিক তাদৃশ মতভেদ ছিল না। বিতণ্ডার সময় না হউক, অন্ততঃ সহজ অবস্থায়, পিতা মিলের অনেক মতের সত্যতা স্বীকার করিতেন, এবং কার্য্যতঃ অনেক উদারতা প্রদর্শন করিতেন। এই সময়ে জেম্স মিলের "ফ্রাগ্মেণ্ট অন্ ম্যাকিণ্টস" নামক পুস্তক লিখিত ও প্রকাশিত হয়। মিল্ এই পুস্তকের ভূয়সী প্রশংসা করিতেন বটে; কিন্তু যেরূপ পারুষ্যের সহিত ইহাতে ম্যাকিণ্টস্কে

আক্রমণ করা হইয়াছে, তাহা ন্যায় ও ভদ্রতার বহির্ভূত বলিয়া মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেন। আহ্লাদের বিষয় এই যে এই সময় "ডিমোক্রেসি ইন্ অ্যামেরিকা" নামে টক্‌ভিলের একখানি গ্রন্থ প্রচারিত হয়। ইহাতে রাজনীতি-ঘটিত প্রশ্ন সকল যে প্রণালীতে মীমাংসিত হইয়াছিল, তাহা জেম্‌স মিলের প্রণালীর সম্পূর্ণ বিপরীত। জেম্‌সের প্রণালী যুক্তি-মূলক, টক্‌ভিলের প্রণালী ব্যাপ্তিজ্ঞান ও বিশ্লেষ-মূলক। ভিন্ন প্রণালীতে লিখিত হইলেও জেম্‌স মিল্ এই গ্রন্থের বিশেষ সমাদর করিতেন। তিনি বলিতেন যে টক্‌ভিল সাধারণতন্ত্রের স্বপক্ষে ও বিপক্ষে যাহা বলিয়াছেন, সে দুয়ের তুলনা করিতে গেলে স্বপক্ষে যাহা বলিয়াছেন, তাহাই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত ও হৃদয়গ্রাহী বলিয়া বোধ হয়। আর একটী আহ্লাদের বিষয় এই যে মিল্ এই সময় সম্মিলিত রিভিউএ সভ্যতা সম্বন্ধে যে প্রস্তাবটী রচনা করেন, এবং যে প্রস্তাবটী পরে তাঁহার "ডেজারটেসন্‌স" নামক গ্রন্থে পুনর্মুদ্রিত হয়, জেম্‌স সেই প্রস্তাবটীর বিশেষ প্রশংসা করিয়াছিলেন। এই প্রস্তাবে মিল্ অনেক নূতন মতের অবতারণা করেন। এইরূপে মিল্ ও তাঁহার পিতা—ইহাঁদিগের উভয়ের মতভেদ ক্রমেই অপনীত হইতেছিল, এমন সময় সহসা অকালমৃত্যু আসিয়া জেম্‌স মিলের বহুমূল্য জীবনের সীমা নির্দ্দেশ করিল। ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দের সমস্ত বৎসর তাঁহার স্বাস্থ্য ক্রমেই অবনত হইতে থাকে এবং তাঁহার পীড়া ক্রমে ক্ষয়কাশে পরিণত হয়। অবশেষে কঙ্কালাবশিষ্ট হইয়া ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৩এ জুন তারিখে তিনি মানবলীলা সম্বরণ করেন। জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত তাঁহার মানসিক বৃত্তিনিচয়ের নিস্তেজ ভাব উপলক্ষিত হয় নাই। প্রাণী ও বস্তুমাত্রের উপর তাঁহার যে বিশেষ যত্ন ছিল, এক দিনের জন্যও তাহার হ্রাস হয় নাই। নিকটবর্ত্তী মৃত্যুর বিভীষিকা এক দিনের জন্যও তাঁহার ধর্ম্মবিষয়ক মত সকল পরিবর্ত্তিত করিতে পারে নাই। তাঁহার প্রধান সুখ এই যে তিনি যতদিন জীবিত ছিলেন, অক্লান্তভাবে জগতের হিতসাধান করিয়াছেন। তাঁহার প্রধান দুঃখ এই যে তিনি জগতের হিতসাধন করিতে আরও অধিক সময় পাইলেন না।

সাহিত্য ও রাজনীতি বিষয়ে দেশের মধ্যে তাঁহার স্থান অতীব উচ্চ। ঊনবিংশ শতাব্দীর বংশধরগণ—যাঁহারা জেম্‌স মিলের লেখনী হইতে অসীম উপকার লাভ করিয়াছেন—যে তাঁহার নামের তত উল্লেখ করেন না, ইহা তাঁহাদিগের পক্ষে গৌরবের বিষয় নহে। ইহার দুইটী কারণ নির্দ্দেশ করিতে পারা যায়। জেম্‌স মিলের যশঃসূর্য্য বেন্‌থামের যশঃ-সূর্য্যের উজ্জ্বলতর কিরণে ম্লান ও নিষ্প্রভ হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু জেম্‌স মিল কখনই বেন্‌থামের শিষ্য বা অনুবর্ত্তক ছিলেন না। তিনি তাঁহার সময়ের এক জন অদ্বিতীয় স্বাধীন-চিন্তাশীল ব্যক্তি ছিলেন। অতীত বংশধরগণ তাঁহাদিগের উত্তরাধিকারিগণের জন্য যে সকল অমূল্য স্বাধীন চিন্তারত্ন রাখিয়া গিয়াছিলেন, তিনিই সর্ব্বপ্রথমে সেই সকলের মূল্য অনুধাবন করেন, এবং তিনিই সর্ব্বপ্রথমে তাহাদিগের ব্যবহার করেন। বেন্‌থাম ও তাঁহার মনের গঠনের বস্তুতঃ অনেক বৈলক্ষণ্য ছিল। সত্য বটে, তিনি বেন্‌থামের সকল উচ্চগুণের অধিকারী হন নাই, কিন্তু বেন্‌থামও তাঁহার সমস্ত উচ্চগুণের আধার হইতে পারেন নাই। বস্তুতঃ জগতের অসীম উপকার সাধন করিয়া বেন্‌থাম যে অতুল যশোরাশি লাভ করিয়াছেন, জেম্‌স মিলের জন্য সে যশ প্রার্থনা করিলে আমরা লোকের নিকট উপহাসাস্পদ হইব। বেন্‌-থামের ন্যায় তিনি মানব-চিন্তাবিভাগে কোন বিপ্লব উত্থাপিত করিতে পারেন নাই, কোন নূতন সৃষ্টিও সংসাধিত করিতে পারেন নাই। কিন্তু তিনি বেন্‌থামের প্রতিভার উজ্জ্বলতর কিরণের সাহায্যে জগতের যে সকল হিতসাধন করিয়াছেন, সে সকল গণনায় না আনিলেও বেন্‌থাম যে বিষয়ে হস্তক্ষেপও করেন নাই, সেই বৈশ্লেষিক মনোবিজ্ঞানে—যাহার উপর নীতি ও রাজনীতি শাস্ত্র মূলতঃ নির্ভর করিতেছে—ইনি যাহা করিয়াছেন, তাহাতেই তাঁহার নাম ভাবী বংশধরদিগের নিকট অতি আদরের জিনিস হইবে সন্দেহ নাই। আর একটী কারণ—যাহাতে তাঁহার নাম ঊনবিংশ শতাব্দীর লোকের নিকট তত আদৃত হয় নাই—এই যে যদিও তাঁহার মত সকল সাধারণতঃ প্রায় সর্ব্বত্র গৃহীত হইয়াছিল, তথাপি তাঁহার মত সকলের সহিত বর্ত্তমান শতাব্দীর মতসকলের

স্পষ্ট প্রতিযোগিতা দৃষ্ট হইত। যেমন ব্রূটস্ রোমান্‌দিগের শেষ আদর্শ বলিয়া গৃহীত হইয়াছিলেন, সেইরূপ জেম্‌স মিল্ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ আদর্শ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন। তিনি অষ্টাদশ শতাব্দীর চিন্তা ও মতসকল পরিবর্ত্তিত ও পরিশোধিত করিয়া ঊনবিংশ শতাব্দীতে আনয়ন করিয়াছিলেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে অষ্টাদশ শতাব্দীর বিরুদ্ধে যে ভীষণ অভ্যুত্থান উপস্থিত হয়, জেম্‌স মিল্ তাহার ভাল মন্দ কিছুতেই সংশ্রুত ছিলেন না। অষ্টাদশ শতাব্দীকে একটী সুমহৎ যুগ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারা যায়। এই যুগে অসংখ্য নির্ভীক ও দৃঢ়চিত্ত লোকের জন্ম হয়। জেম্‌স মিল্ তাঁহাদিগের অন্যতম। তাঁহার রচনা ও ব্যক্তিগত মত সকল প্রভাবে তিনি তাঁহার সমসাময়িক বংশধরদিগের আলোক-কেন্দ্র-স্বরূপ ছিলেন। ভল্টেয়ার যেমন ফ্রান্সের দার্শনিকদিগের অগ্রণী ছিলেন, জেম্‌স মিল্ সেইরূপ ইংলণ্ডের দার্শনিক র‍্যাডিকালদিগের দলপতি ছিলেন। ইনি ভারতবাসিদিগের অতি আদরের ধন—যেহেতু ইনিই সর্ব্বপ্রথমে ডাইরেক্টর দিগকে সুমন্ত্রণা প্রদান দ্বারা ভারতবাসিদিগকে বণিক্-সম্প্রদায়ের অত্যাচার হইতে উন্মুক্ত করিতে চেষ্টা করেন। তিনি এমন কোন বিষয় লিখেন নাই, যাহা তিনি নিজের অমূল্য চিন্তালোকে আলোকিত করেন নাই। নিজ চরিত্র ও মনের বলে অপরের মত ও উদ্দেশ্য পরিবর্ত্তিত করিয়া, স্বাধীনতা ও উন্নতির স্রোত পরিবর্দ্ধিত করিতে সক্ষম—তাঁহার ন্যায় ইংলণ্ডে তৎকালে এমন আর দ্বিতীয় ব্যক্তি ছিলেন না।

এইরূপে পিতৃবিহীন হইয়া মিল্ এখন হইতে উন্নতিক্ষেত্রে একাকী বিচরণ করিতে লাগিলেন। তিনি জানিতেন যে তদীয় পিতা যে সকল গুণে জনসমাজে স্বকীয় আধিপত্য সংস্থাপিত করিয়াছিলেন, তাঁহাতে সে সকল সামাজিক গুণের অনেক অভাব আছে। সুতরাং পিতার জীবদ্দশায় তাঁহার কার্য্যক্ষেত্র যেরূপ সহজ ও পরিষ্কৃত ছিল, এখন আর সেরূপ থাকিবে না। এখন তাঁহাকে সকল কার্য্যই একাকী ও সাহায্য-বিরহিত হইয়া করিতে হইবে। তিনি এখন হইতে সাধারণতন্ত্রপক্ষপাতী উদারচেতা ব্যক্তিদিগের উপর আপন আধিপত্য সংস্থাপনের একমাত্র

আশা তাঁহার নব পত্রিকার উপরই ন্যস্ত করিলেন। পিতৃবিহীন হওয়াতে মিল্ পিতার অমূল্য সাহায্য হইতে বঞ্চিত হইলেন বটে, কিন্তু পিতৃ-সম্বন্ধীয় যে অধীনতার বিনিময়ে তাঁহাকে সেই সাহায্য ক্রয় করিতে হইত, তাহা হইতে উন্মুক্ত হইলেন। এই শৃঙ্খল হইতে উন্মুক্ত হওয়ায় তাঁহার মত সকল মেঘোন্মুক্ত সূর্য্যের ন্যায় অধিকতর বিকাশ পাইতে লাগিল। তৎকালে ইংলণ্ডে জেম্‌স মিল্ ভিন্ন র‍্যাডিকালমতাবলম্বী আর কোন লেখক বা রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন না, যাঁহার নিকটে মিলের মস্তক অবনত হইত অথবা তাঁহার লেখনী প্রতিহত বা সঙ্কুচিত থাকিত। এক্ষণে মিল্ মলেস্‌ওয়ার্থের সম্পূর্ণ বিশ্বাসভাজন হইয়া নব পত্রিকায় নিজের স্বাধীন মতসকল ও চিন্তাপ্রণালীর পূর্ণ প্রসর দিতে লাগিলেন। তিনি স্বানুমোদিত উন্নতির পক্ষসমর্থক ব্যক্তিমাত্রেরই জন্য এই পত্রিকার স্তম্ভ সকল উন্মুক্ত রাখিলেন। ইহাতে যদি তিনি প্রাচীন সহচরবৃন্দের সাহায্যে বঞ্চিত হন, তজ্জন্যও প্রস্তুত হইলেন। এই সময় হইতে কার্লাইল্ এই পত্রিকার নির্দ্দিষ্টলেখকশ্রেণীভুক্ত হইলেন এবং ষ্টার্লিং ইহাতে মধ্যে মধ্যে দুই একটী প্রবন্ধ লিখিতে লাগিলেন। যদিও প্রত্যেক লেখক ইহাতে স্বাধীনভাবে আপন আপন প্রবন্ধে আপন আপন মত ব্যক্ত করিতে লাগিলেন, তথাপি এই পত্রিকার সাধারণ ভাব মিলের মতানুযায়ীই হইয়া উঠিল। তিনি সুশৃঙ্খলরূপে এই পত্রিকার সম্পাদন কার্য্যের নির্ব্বাহ জন্য রবার্টসন নামক এক জন স্কচ্‌কে সহকারী সম্পাদকের পদে নিযুক্ত করিলেন। রবার্টসন অতিশয় কার্য্যদক্ষ বহুদর্শী এবং পরিশ্রমশীল ছিলেন। ইহাঁরই বুদ্ধিকৌশলের উপর মিল্ তাঁহার পত্রিকার বিক্রয় ও প্রচারের অনেক আশা ন্যস্ত করিয়াছিলেন। ইহাঁর বুদ্ধিকৌশলের উপর মিল্ এত আশা করিয়াছিলেন যে ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে যখন মলেস্‌ওয়ার্থ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া পত্রিকার প্রকাশনে ক্লান্ত হইলেন এবং যে কোন প্রকারে ইহা হইতে মুক্ত হইতে ইচ্ছুক হইলেন, তখন মিল্ তাঁহার আশায় অবিবেচনাপূর্ব্বক আপন ব্যয়ে ইহা চালাইতে সম্মত হইলেন। একজন সম্পাদক, এক জন সহকারী সম্পাদক, এবং কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট লেখককে বেতন দিতে হইলে তাঁহাকে এক-

দিনের জন্যও এই পত্রিকা চালাইতে হইত না। কিন্তু স্বয়ং এবং তাঁহার কতিপয় বন্ধু ইহাতে বিনা বেতনে লিখিতে সম্মত হওয়ায় অতি কষ্টে ইহার মুদ্রাঙ্কণ ব্যয় নির্ব্বাহ হইতে লাগিল। তথাপি এডিনবরা ও কোয়াটার্লি রিভিউএর নিয়মে কতকগুলি বৈতনিক লেখককে বেতন দিতে হওয়ায় মিল্‌কে উপায়ান্তর অবলম্বন করিতে হইয়াছিল। কারণ পত্রিকার বিক্রয়োৎপন্ন অর্থ হইতে তাহার নির্ব্বাহ হইবার সম্ভাবনা ছিল না।

১৮৩৭ খ্রীঃ তিনি তাঁহার ন্যায়দর্শনে পুনর্ব্বার হস্তক্ষেপ করিলেন। ইন্‌ডক্‌সন আরম্ভ করিয়াই প্রায় পাঁচ বৎসরের জন্য তাঁহার লেখনী এ বিষয়ে বিশ্রান্ত ছিল। তাহার কারণ এই তিনি জানিতেন যে পদার্থ-বিজ্ঞানের সর্ব্বাঙ্গীন ও সূক্ষ্ম জ্ঞান ব্যতীত ন্যায়দর্শন আয়ত্ত করা অসম্ভব। কিন্তু তাহাও স্বল্প-সময়-সাধ্য নহে, আর এমন কোন পুস্তক ছিল না, যাহাতে ন্যায়দর্শনসাহায্যার্থে বিজ্ঞানশাস্ত্র সকলের সাধারণ জ্ঞান ও প্রণালী সকল একত্রে প্রদর্শিত হইয়াছে। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে এই বৎসরের প্রারম্ভে ডাক্তার হিউয়েল (Whewell) তাঁহার ইন্‌ডকৃটিব বিজ্ঞানের ইতিবৃত্ত প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থখানি মিলের আকাঙ্ক্ষার অনতিদূরবর্ত্তী হইয়াছিল। এই জন্য মিল্ অতি আগ্রহের সহিত ইহা পাঠ করিয়াছিলেন, ইহার অন্তর্বর্ত্তী মত সকল যদিও অভ্রান্ত ছিল না, তথাপি ইহার অন্তর্নিহিত চিন্তার প্রভূত উপকরণসামগ্রী মিলের যে বিশেষ উপকারে লাগিয়াছিল, তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ নাই।

উক্ত উপকরণসামগ্রী হিউয়েলের হস্তে প্রথম সংস্কার প্রাপ্ত হয়। সুতরাং অল্প পরিশ্রমেই ইহা মিলের কার্য্যোপযোগী হইয়া উঠে। এত-দিন তিনি যাহার অনুসন্ধান করিতেছিলেন, এক্ষণে তাহা তাঁহার করতলস্থ হইল। হিউয়েলের গ্রন্থ তদীয় চিন্তাসাগরে নূতন তরঙ্গ উত্থাপিত করিল। তিনি হিউয়েলের গ্রন্থ পাঠের পর হার্সেলের প্রাকৃতিক বিজ্ঞান পাঠ করিলেন। এই গ্রন্থ তিনি পূর্ব্বেও পাঠ করিয়াছিলেন এবং ইহার সমালোচনা পর্য্যন্তও করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতেও কখন তাঁহার কোন উপকার দর্শে নাই। কিন্তু এক্ষণে হিউয়েলের গ্রন্থের

আলোকে তিনি ইহাতে অনেক নূতন বিষয় দেখিতে লাগিলেন, আপনার মানসিক উন্নতির ইয়ত্তা করিতে পারিলেন। তিনি তাঁহার নব পত্রিকার সম্পাদন কালের মধ্যে যে অবসর পাইতেন, তাহাতেই তাঁহার সুবিখ্যাত ন্যায়দর্শনের এক-তৃতীয়াংশ সমাপ্ত করিলেন। পূর্ব্বে তিনি এ বিষয়ে যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহাতেও আর এক-তৃতীয়াংশ হইল। অপর এক-তৃতীয়াংশ মাত্র অবশিষ্ট রহিল। ন্যায়দর্শন এই অবস্থায় রাখিয়া তিনি এক্ষণে কম্‌টের দর্শন লইয়া ঘোরতর বিবাদে প্রবৃত্ত হইলেন।

মিল্ কম্‌টের গবেষণাপ্রণালীর সূক্ষ্মতা ও গভীরতার ভূয়সী প্রশংসা করিতেন। কিন্তু তিনি তাঁহার দর্শনের এই প্রধান দোষ উল্লেখ করিয়াছেন যে ইহাতে প্রমাণের কোন নিয়ম নির্দ্দিষ্ট নাই। এই বিষয়ে মিলের দর্শন কম্‌টের দর্শন অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর। যাহা হউক কম্‌টের দর্শন পাঠে মিলের বিশেষ উপকার লাভ হইয়াছিল। তাঁহার শেষ রচনা সকল অনেকস্থলে কম্‌টের দর্শনালোকে আলোকিত। এতাবৎ কাল পর্য্যন্ত কম্‌ট-দর্শনের দুই খণ্ডমাত্র প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহার পর কম্‌ট দর্শনের অবশিষ্ট খণ্ড সকল যেমন প্রকাশিত হইতে লাগিল, অমনি মিল্ বিশেষ আগ্রহের সহিত সেই সকল পাঠ করিতে লাগিলেন। কম্‌টের সামাজিক বিজ্ঞান মিলের রুচিকর হয় নাই। চতুর্থ খণ্ডে এই বিষয়ের আলোচনা ছিল। সুতরাং চতুর্থ খণ্ড মিল্‌কে সম্পূর্ণরূপে হতাশ করে। কিন্তু পঞ্চম খণ্ড তাঁহার এই ক্ষোভ কিয়ৎপরিমাণে অপনীত করে। এই খণ্ডে ইতিহাসের একটী অখণ্ড ছবি প্রদত্ত হয়। এই ছবি অবলোকন করিয়া মিল্ পরম পুলকিত হন। ন্যায়দর্শন-সম্বন্ধে মিল্ বিপরীত-অন্বয়-প্রণালী (Inverse Deductive method) বিষয়ে কম্‌টের নিকট বিশেষ ঋণী ছিলেন। এই মতটি সম্পূর্ণ নূতন। মিল্ কম্‌টের দর্শন ভিন্ন আর কুত্রাপি এই মত দেখেন নাই। বোধ হয় কম্‌টের দর্শন অবলোকন না করিলে এই মতে উপনীত হইতে মিলের বহুদিন লাগিত, অথবা হয়ত তিনি স্বয়ং কোন কালেই এ মতে উত্তীর্ণ হইতে পারিতেন না।

কম্‌টের সহিত মিলের কখনই চাক্ষুষ আলাপ হয় নাই, তথাপি মিল্

তাঁহার রচনাবলীর এক জন অকপট স্তুতিবাদক ছিলেন। কিছুদিন তাঁহাদিগের মধ্যে পত্রাদি লেখালিখিও চলিয়াছিল। কিন্তু ক্রমে সেই পত্র সকল বিতণ্ডায় পরিপূর্ণ হইতে লাগিল, সেই সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদিগের পরস্পরকে পত্র লেখার আগ্রহও কমিয়া গেল। পত্র লেখা বিষয়ে মিল্ সর্ব্বপ্রথমে শিথিল হন, কিন্তু পত্র লেখা রহিত করা বিষয়ে কমৃটই অগ্রগামী হন। মিল্ দেখিলেন—আর বোধ হয় কম্‌টও তাহাই বুঝিয়াছিলেন—যে তাঁহা দ্বারা কম্‌টের মানসিক উন্নতির কোন সম্ভাবনা নাই, এবং কম্‌ট দ্বারা তাঁহার যে উপকারের সম্ভাবনা, তাহা কম্‌টের পুস্তক দ্বারাই হইতে পারে। তাঁহাদিগের পার্থক্য যদি সামান্য-মতভেদ-ঘটিত হইত, তাহা হইলে তাঁহাদিগের মধ্যে এরূপ চিরবিচ্ছেদ সংঘটিত হইত না। কিন্তু যে সকল প্রিয়তম মত তাঁহাদিগের গভীর ও প্রবলতর হৃদয়ভাবের সহিত মিশ্রিত হইয়া গিয়াছিল, যে সকল প্রিয়তম মত তাঁহাদিগের জীবন-পথের নিয়ামক ছিল, তাঁহাদিগের বিচ্ছেদ সেই প্রিয়তম ও গভীরতম মত সকলের পার্থক্যে সংঘটিত হয়। কম্‌ট বলিতেন যে যেমন জনসাধারণ—অধিক কি তাঁহাদিগের শাসনকর্ত্তৃগণও—প্রকৃতিতত্ব ও পদার্থবিদ্যা বিষয়ে বৈজ্ঞানিক দিগের মতের উপর নির্ভর করিয়া থাকেন, সেইরূপ তাঁহাদিগের সমাজতত্ব ও রাজনীতি বিষয়েও দার্শনিকদিগের মতের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করা উচিত। মিল্ এ বিষয়ে কম্‌টের সহিত সম্পূর্ণরূপ ঐকমত্য অবলম্বন করিতেন। কম্‌টের সর্ব্বপ্রথম গ্রন্থ পাঠ করা অবধি এই মত মিলের অন্তরে দৃঢ়রূপে অঙ্কিত হয়। মধ্যযুগে রাজকীয় ও ধর্ম্মসম্বন্ধীয় ক্ষমতা সম্পূর্ণরূপে পৃথগ্‌ভূত হওয়ায় আধুনিক ইউরোপের সভ্যজাতি সকল যে কি অসীম উপকার লাভ করিয়াছেন, কম্‌ট তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থে তাহা অতি সুন্দররূপে বিবৃত করিয়াছেন। মিল্ ইহার ভূয়সী প্রশংসা করিতেন। কম্‌ট বলিতেন যে ধর্ম্মযাজকেরা এতদিন পর্য্যন্ত আমাদিগের বুদ্ধিবৃত্তি ও নীতির উপর যে প্রভুতা প্রদর্শন করিয়া আসিয়াছেন, কালে সেই প্রভুতা অতর্কিতভাবে দার্শনিকদিগের হস্তেই পতিত হইবে। দার্শনিকেরা যখন নানা মত পরিত্যাগ করিয়া সম্পূর্ণ-

রূপ ঐকমত্য অবলম্বন করিবেন, তখনই তাঁহারা এরূপ আধিপত্য প্রাপ্ত হইবার যোগ্য হইবেন। মিল্ এ বিষয়েও কম্‌টের সহিত ঐক-মত্য অবলম্বন করিয়াছিলেন, কিন্তু যখন কম্‌ট দাশনিকদিগকে রোমান্ ক্যাথলিক ধর্ম্মযাজকদিগের ন্যায় একটী স্বতন্ত্র সম্প্রদায়ে বিভক্ত করি-লেন; যখন তিনি রোমান্ ক্যাথলিক ধর্ম্মযাজকেরা এক সময় যে আধ্যাত্মিক আধিপত্য ধারণ করিয়াছিলেন, তাঁহার দার্শনিকদিগকে সেই আধিপত্যে অভিষিক্ত করিলেন; যখন তিনি এই আধ্যাত্মিক প্রভুতাকে উৎকৃষ্ট শাসনপ্রণালীর একমাত্র অবলম্বন এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক অত্যাচার নিবারণের একমাত্র মহৌষধি বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে লাগিলেন; যখন তিনি এরূপ প্রণালী হইতে রাজনৈতিক ও পারিবারিক যথেচ্ছাচার বিষয়েও অনেক উপকারের আশা করিতে লাগিলেন; সেই মুহূর্ত্ত হইতেই মিল্ স্থির করিলেন যে ন্যায়দর্শন সম্বন্ধে তাঁহাদিগের মত যতই কেন এক হউক না, সমাজতত্ত্ব বিষয়ে তাঁহারা আর এক পথে অধিক দিন বিচরণ করিতে পারেন না। কম্‌ট্ "সিষ্টেম্ ডি পলেটিক্ পজিটিব্" নামক তাঁহার শেষ গ্রন্থে তাঁহার এই মত সকলকে চরমসীমায় সমানীত করেন। সেই মত এই—কতকগুলি আধ্যাত্মিক শিক্ষক ও শাসনকর্ত্তাদিগের একটী সুসম্বদ্ধ সমাজ থাকিবে, তাঁহারা যে যে মতবিষয়ে ঐকমত্য অবলম্বন করিবেন, সেই সেই মত দ্বারা সাধা-রণের কার্য্য—অধিক কি চিন্তা পর্য্যন্তও—নিয়ন্ত্রিত ও পরিমার্জ্জিত হইবে। এই মত সমাজের ব্যক্তিবিশেষের কার্য্য ও যতদূর সম্ভব চিন্তার—সেই কার্য্য ও চিন্তা তাঁহাদিগের নিজ সম্বন্ধেই হউক আর জন-সাধারণ সম্বন্ধেই হউক—নিয়ামক হইবেক। আধ্যাত্মিক বিষয়ে ও রাজ্যশাসন সম্বন্ধে এরূপ ভীষণ যথেচ্ছাচার-প্রণালীর প্রতিপোষক মত বোধ হয়, ইগ্‌নেসিয়স্ লয়লা ভিন্ন আর কোন মনুষ্যের মস্তিষ্ক হইতে কখন নিষ্কাষ্ট হয় নাই। যাহা হউক কম্‌টের এই গ্রন্থখানি হৃদয়ের গভীর ভাব সম্বন্ধে যে তাঁহার পূর্ব্ব পূর্ব্ব গ্রন্থ গুলি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু সমাজবিজ্ঞান সম্বন্ধে ইহার একমাত্র মূল্য এই যে, "ধর্ম্মে বিশ্বাস ব্যতিরেকে নৈতিক প্রভুতা

সংরক্ষিত হইতে পারে না” জগতে যে এই ভ্রান্ত মত প্রচলিত ছিল, ইহা তাহার মূলোচ্ছেদ করে। কারণ কম্‌ট মানব ধর্ম্ম (Religion of Humanity) ভিন্ন আর কোন ধর্ম্মেরই অস্তিত্ব স্বীকার করিতেন না। কিন্তু যাহা তাঁহার দার্শনিক সমাজ ভাল বলিয়া জানে, তাহা ব্যক্তি মাত্রকেই সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে হইবে ও তদনুসারে কার্য্য করিতে হইবে—কম্‌টের এই ভীষণ মত চিন্তা করিতেও ভয় হয়। স্বাধীনতা ও ব্যক্তিত্বের মূল্য বিষয়ে নষ্টদর্শন হইলে যে মনুষ্যদ্বারা কি ভীষণ অনিষ্ট সংঘটিত হইতে পারে, যাঁহারা রাজনীতি ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ে চিন্তা করিয়া থাকেন, কম্‌টের পুস্তক তাঁহাদিগকে তাহা দেখাইয়া দিতেছে।

গ্রন্থ প্রণয়ন ও গ্রন্থকার হইবার উদ্দেশে যে চিন্তা, তদ্বিষয়ে মিল্ যে কিছু সময় অর্পণ করিতে পারিতেন, তাহা তাঁহার পত্রিকার সম্পাদনেই পর্য্যবসিত হইত। যে প্রবন্ধগুলি লণ্ডন এবং ওয়েষ্টমিনিষ্টার রিভিউ হইতে উদ্ধৃত হইয়া ডেসার্‌টেসন্‌স নামক তদীয় পুস্তকে পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে, তিনি উক্ত পত্রিকায় সমুদয়ে যাহা লিখিয়াছিলেন, সে গুলি তাহার চতুর্থাংশও নহে। উক্ত রিভিউএর সম্পাদন বিষয়ে তাঁহার দুইটী প্রধান লক্ষ্য ছিল। দার্শনিক র‍্যাডিক্যালিজমকে সাম্প্রদায়িক বেন্‌থামিজম্ অপবাদ হইতে মুক্ত করা তাহার অন্যতর। র‍্যাডিকাল মতকে প্রশস্ততর ভিত্তিতে সংন্যস্ত করা, ইহাকে স্বাধীনতর আকার প্রদান করা, মিলের জীবনের প্রধান লক্ষ্য ছিল। তাঁহার এই উদ্দেশ্য কিয়ৎ পরিমাণে সংসিদ্ধও হইয়াছিল। সুশিক্ষিত র‍্যাডিকালদিগকে কার্য্যে উত্তেজিত করা এবং যাহাতে তাঁহারা হুইগ্‌দিগের সহিত সমানরূপে রাজ্যের শাসন ভার গ্রহণ করিতে পারেন, এই জন্য তাঁহাদিগকে দলবদ্ধ করা তাঁহার জীবনের দ্বিতীয় লক্ষ্য ছিল। কিন্তু তাঁহার এই লক্ষ্য প্রথম হইতেই বিফল হয়। সময়ের অননুকূলতা সংস্কারোৎসাহের হ্রাসপ্রবণতা এবং টোরিদিগের সর্ব্বতোমুখী প্রভুতা—ইহার আংশিক কারণ বটে, কিন্তু উপযুক্ত লোকের অসদ্ভাবই ইহার প্রধান কারণ। এই সময় পার্লিয়ামেণ্টের সভ্যদিগের মধ্যে অনেক গুলি সুশিক্ষিত ও কার্য্যদক্ষ র‍্যাডিকালমতাবলম্বী লোক ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহাদিগের অধি-

নায়ক হইতে পারেন, তাঁহাদিগের মধ্যে এমন লোক এক জনও ছিলেন না। মিলের গভীর উত্তেজনাও তাঁহাদিগকে সঞ্চালিত করিতে পারিল না। কিন্তু এই সময় সৌভাগ্যক্রমে একটী ঘটনা সংঘটিত হইল, যাহাতে মিল্ অসমসাহসিকতা ও কৃতকার্য্যতার সহিত র্যাডিকাল মতের পক্ষ সমর্থন করিতে পারিলেন। মন্ত্রিদল পর্য্যাপ্ত পরিমাণে লিবারেল্ না হওয়ায় এই সময় লর্ড ডর্হাম মন্ত্রিত্ব পদ পরিত্যাগ করেন; কিন্তু তিনি অচিরকালমধ্যেই ক্যানাডীয় বিদ্রোহের কারণ নির্ণয় ও অপনয়ন করার ভার গ্রহণ করেন। তিনি প্রথম হইতেই র্যাডিকাল উপদেশকবৃন্দে পরিবেষ্টিত হওয়ার প্রবণতা প্রদর্শন করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁহার প্রথম কার্য্যই—উদ্দেশ্য ও ফলে অতি উৎকৃষ্ট কার্য্য সন্দেহ নাই—হোম গবর্ণমেণ্ট নামঞ্জুর করেন ও উল্টাইয়া দেন। সুতরাং তিনি উক্ত পদ পরিত্যাগ করিয়া মন্ত্রিদলের সহিত প্রকাশ্য বৈরভাবে অবস্থিত হন। এক দিকে টোরিগণ কর্তৃক ঘৃণিত, অন্যদিকে হুইগ্গণ কর্তৃক অবমানিত—অথচ অর্থ ও গৌরবে কাহা অপেক্ষাও ন্যূন নহেন—এরূপ অবস্থায় লর্ড ডর্হামেরই র্যাডিকাল দলের অধিনায়ক হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা হইয়া উঠিল। তিনি সকল দিক্ হইতেই নিষ্ঠুর রূপে আক্রান্ত হইতে লাগিলেন; শত্রুরা তাঁহার কার্য্যের দোষোদ্ঘোষণ করিতে লাগিল, বন্ধুবর্গ কিরূপে তাঁহার পক্ষ সমর্থন করিতে হইবে, তাহা বুঝিতে পারিলেন না। এইরূপ অবস্থায় ভগ্নমনা ও পর্য্যুদস্ত হইয়া তিনি ক্যানাডা হইতে গৃহে প্রত্যাগমন করিতেছিলেন। মিল্ প্রারম্ভ হইতেই ক্যানাডীয় ঘটনাবলী আলোচনা করিয়া আসিতেছিলেন; তিনি ডর্হামের উপদেশক ছিলেন; ডর্হাম ক্যানাডীয় ঘটনাবলীর যেরূপে পরিচালন করিয়াছিলেন, তিনিও ওরূপ অবস্থায় ঠিক সেইরূপ করিতেন, সুতরাং তিনিই ডর্হামের পক্ষ সমর্থন করণের সম্পূর্ণ উপযুক্ত ছিলেন। তিনি তাঁহার পত্রিকায় ডর্হামের পক্ষ-সমর্থক একটী প্রবন্ধ রচনা করেন; তাহাতে তিনি যে ডর্হামকে শুদ্ধ অভিযোগ হইতে মুক্ত করেন এরূপ নহে; স্বদেশবাসিদিগের নিকট তাঁহার জন্য প্রশংসা ও গৌরবও প্রার্থনা করেন। তৎক্ষণাৎ অন্যান্য কতিপয় সম্পাদক মিলের মতের অনুসরণ করিলেন।

লর্ড ডর্হাম ইংলণ্ডে প্রত্যাগত হইবামাত্র যে অতি সমারোহে গৃহীত হন, তাহার প্রধান কারণ মিলের এই প্রবন্ধ। এরূপ মুমূর্ষু সময়ে মিলের প্রবন্ধ বাহির না হইলে, ডর্হামের অদৃষ্টে যে কি ঘটিত কে বলিতে পারে? যাহা হউক ডর্হামের কানেডীয় রাজনীতি যদিও জয় লাভ করিল, তথাপি গবর্ণমেণ্টের নিকট তাঁহার আদর জন্মের মত তিরোহিত হইল। কিন্তু ডর্হামের আদেশানুসারে চার্লস বুলার কর্ত্তৃক লিখিত লর্ড ডর্হামের কানেডীয় কার্য্যবিবরণ, রাজনৈতিক জগতে একটী নূতন যুগের অবতারণা করিল। লর্ড ডর্হাম উক্ত কার্য্যবিবরণে সম্পূর্ণরূপ আভ্যন্তরীণ আত্মশাসন-প্রণালীর (Internal Self-Government) সংস্থাপনের অনুরোধ করেন। তাঁহার এই অনুরোধে দুই তিন বৎসরের মধ্যেই ক্যানাডায় আত্মশাসন-প্রণালী সম্পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ক্রমে ঐ প্রণালী ইউরোপীয় সভ্যজাতি মাত্রেরই উপনিবেশ সকলে বিস্তীর্ণ হইয়া পড়ে। মিল্ যথাসময়ে ডর্হাম ও তদীয় মন্ত্রিবর্গের কার্য্য-প্রণালীর পোষকতা না করিলে এরূপ শুভকর অনুষ্ঠান শীঘ্র সংঘটিত হইত কি না সন্দেহ।

উক্ত পত্রিকার সম্পাদনকালে আর একটী ঘটনা সংঘটিত হয়, যাহাতে মিলের দ্রুত হস্তক্ষেপ ঘটনাসাগরের প্রবাহ পরিবর্ত্তন করে। কার্লাইলের ফরাশিবিপ্লব যে অতিশয় গৌরব ও কৃতকার্য্যতা লাভ করে, তাহার প্রধান কারণ মিলের সমালোচনা। এই গ্রন্থ মুদ্রাযন্ত্র হইতে বহির্গত হইবামাত্র স্থূলদর্শী সমালোচকেরা—যাঁহাদিগের নিয়মাবলী ও বিচারপ্রণালীকে কার্লাইল পদদলিত করিয়াছিলেন—স্ব স্ব কূটযুক্তি দ্বারা সাধারণের অন্তঃকরণকে ইহার বিরুদ্ধে দূষিত করিতে না করিতেই, মিল্ নিজের পত্রিকায় ইহার সমালোচনা বাহির করেন। তিনি এই সমালোচনায় এই গ্রন্থের এই বলিয়া প্রশংসা করেন যে, ইহা স্বাভাবিকী প্রতিভার ফল, সুতরাং ইহা সামান্য নিয়ম বা বিধির অধীন নহে, বরং ইহা নিয়ম বা বিধির প্রবর্ত্তক। মিলের এই সমালোচনায় কার্লাইলের এই গ্রন্থ ইংলণ্ডের সর্ব্বত্র সমাদরে গৃহীত হয়। মিলের সমালোচনার কোন অদ্ভুত শক্তি ছিল বলিয়া মিলের সংস্কার ছিল না। তাঁহার মতে

সাময়িক হস্তক্ষেপই এরূপ কৃতকার্য্যতার মূল। তিনি বলিতেন, ঠিক সেই সময়ে যে কোন ব্যক্তি কথঞ্চিৎ হৃদয়-গ্রাহিরূপে ঐরূপ মত প্রকাশ করিলে, সমান ফল উৎপাদন করিতে পারিতেন তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। যদিও তিনি তাঁহার পত্রিকা দ্বারা র‍্যাডিকাল রাজনীতিতে নূতন জীবন সঞ্চারিত করিতে সক্ষম হন নাই বলিয়া ক্ষুব্ধ ছিলেন, তথাপি তিনি যখনই এই দুই ঘটনার বিষয় মনে করিতেন, তখনই তাঁহার মন আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইত।

র‍্যাডিকালদলের প্রতিষ্ঠা-বিষয়িণী আশালতা উন্মূলিত হইলে, মিল্ পত্রিকার সম্পাদনজনিত অর্থ ও সময়ের বৃথা ব্যয় হইতে অপসৃত হই-লেন। এই পত্রিকা খানি এতদিন তাঁহার নিজের মত প্রকাশের যন্ত্রস্বরূপ ছিল। এই পত্রিকায় তিনি সম্পূর্ণরূপে তদীয় পরিবর্ত্তিত মত সকল ব্যক্ত করিতে পারিয়াছিলেন, তাঁহার প্রাথমিক রচনাবলীর সঙ্কীর্ণ বেন্থামিজম্ হইতে আপনাকে স্পষ্টরূপে পৃথক্‌কৃত করিতে পারিয়া-ছিলেন। এই পত্রিকায় প্রকাশিত তদ্রচিত বিবিধ সাহিত্যবিষয়ক প্রবন্ধ, দুইটী প্রবন্ধে বেন্থাম ও কোলেরীজের দর্শনের তুলনা, এবং তদীয় রচনা সকলের সাধারণ ভাব—পাঠকমাত্রকেই প্রতিপন্ন করিয়া-ছিল যে তদীয় মত সকলে অনেক পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত প্রবন্ধদ্বয়ের প্রথমটীতে তিনি বেন্থামের গুণ-বর্ণন-পূর্ব্বক, তাঁহার দর্শনের ভ্রম ও অভাব সকল প্রদর্শন করেন। এরূপ সমালোচন ন্যায়সঙ্গত হইলেও বেন্থামের দর্শন সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া তাহার কার্য্য সম্পাদন করিতে না করিতেই, তাহার গৌরব নষ্ট করা মিলের সুবিবেচনার কার্য্য হয় নাই। ইহাতে উন্নতিপথ রুদ্ধ বই পরিষ্কৃত করা হয় নাই। মিল্ এই ভ্রম আপনিই স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু তিনি বলেন যে বেন্থামের অর্দ্ধপ্রতিষ্ঠিত দর্শনের ভ্রম প্রমাদ প্রদশন করিয়া তিনি যেমন জগতের কিয়ৎ পরিমাণ অপকার করিয়াছেন—কারণ মিলের সমালোচনা পাঠ করিয়া অনেকে হয়ত শুদ্ধ দোষ ভাগ দেখিয়াই বেন্থামিক দশনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইবেন—সেইরূপ যে সকল ভক্ত্যন্ধ ব্যক্তিগণ বেন্থামকে অভ্রান্ত বলিয়া মনে করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন,

তাঁহাদিগের সমক্ষে বেন্থামের ভ্রম প্রমাদ প্রদর্শন করিয়া জগতের কিয়ৎ পরিমাণে উপকারও করিয়াছিলেন।

কোলেরীজবিষয়ক প্রবন্ধে তিনি অষ্টাদশ শতাব্দীর অভাবাত্মক দর্শনের বিরুদ্ধে ঊনবিংশ শতাব্দীর অভ্যুত্থানের প্রকৃতিগত দোষ সকল স্পষ্টাক্ষরে বুঝাইয়া দেন। বেন্থামের দর্শনসমালোচনার সময় মিল্ যেমন বেন্থামের দোষভাগের অযথা আন্দোলন দ্বারা একরূপ ভ্রমে পতিত হইয়াছিলেন, সেইরূপ কোলেরীজ-দর্শনের সমালোচনার সময় গুণভাগের অযথা আন্দোলন দ্বারা আর এক প্রকার ভ্রমে পতিত হইয়াছিলেন। কিন্তু কার্য্য ভ্রমাত্মক হইলেও মিলের উদ্দেশ্যের মহত্ত্ব ও সাধুতা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। ঊনবিংশ শতাব্দীর র‍্যাডিকাল ও লিবারেলদিগের এরূপ অন্ধবিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে বেন্থাম-দর্শনের সকলই অভ্রান্ত এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর অভাবাত্মক দর্শনের সকলই ভ্রান্ত, এই রোগের প্রতীকার করাই মিলের উদ্দেশ্য ছিল।

উক্ত পত্রিকার যে সংখ্যায় কোলেরীজবিষয়ক প্রবন্ধটী প্রকাশিত হয়, মিলের অধ্যক্ষতাকালে উক্ত পত্রিকার ঐ শেষ সংখ্যা। ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দের বসন্তকালে মিল্ উক্ত পত্রিকার অধ্যক্ষতা, হিক্‌সন্ সাহেবের হস্তে সমর্পণ করেন। হিক্‌সন্ তাঁহার অধ্যক্ষতাকালে উক্ত পত্রিকার এক জন অবৈতনিক নিয়মিত ও যোগ্য লেখক ছিলেন। হিক্‌সনের সহিত মিলের এই মাত্র বন্দোবস্ত হইল, যে উক্ত পত্রিকা এখন হইতে "ওয়েষ্টমিনিষ্টার রিভিউ" এই পুরাতন নামে আখ্যাত হইবে। সেই নামে উক্ত পত্রিকা হিক্‌সনের অধ্যক্ষতায় দশ বৎসরকাল প্রচলিত থাকে। হিক্‌সন্ উক্ত পত্রিকার অধ্যক্ষ ও সম্পাদক দুইই হইলেন। তিনি তাঁহার পরিশ্রমের জন্য কিছুই লইতেন না, এবং খরচ পত্র বাদে যাহা কিছু অবশিষ্ট থাকিত, নিয়মিত লেখকদিগের মধ্যে ভাগ করিয়া দিতেন। কিন্তু এরূপ র‍্যাডিকালমতাবলম্বী পত্রিকার ব্যয় বাদে আয় অতি অল্পই হইত। সুতরাং এত অল্প টাকায় তিনি যে সম্মানের সহিত এতদিন এই পত্রিকা চালাইতে পারিয়াছিলেন, ইহা তাঁহার পক্ষে সামান্য গৌরবের বিষয় নহে। ইহা তাঁহার হস্তে যতদিন ছিল, ততদিনই ইহা

উন্নতি ও র্যাডিক্যালিজম্ মত প্রচার বিষয়ে সতত ব্রতী থাকিত। মিল্ ইহাতে লিখিতে একেবারে ক্ষান্ত হন নাই। কিন্তু এডিন্‌বরা রিভিউএর অধিকতর প্রচারহেতু এখন হইতে তাহাতেই তিনি অধিক পরিমাণে লিখিতে লাগিলেন। এই সময়ে "ডিমক্রেসি ইন্ আমেরিকা" নামক এক খানি পুস্তক প্রকাশিত হয়। মিল্ এই গ্রন্থের সমালোচনা এডিন্‌বরা রিভিউএতে প্রদান করিয়া ইহার লেখকশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হইলেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

—০০০—

জীবনের শেষভাগ ;—ন্যায়দর্শন ; টেলর-পত্নী ; সমাজতত্ত্ব ; অর্থনীতি ; সমাজ-বিপ্লব ; পরিণয় ; ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অন্তর্ধান ;

এখন হইতে মিলের জীবনবিষয়ে আমাদের যাহা বক্তব্য আছে, তাহা অতি সঙ্কীর্ণ সীমায় আবদ্ধ। এখন হইতে তাঁহার মানসিক পরিবর্ত্তন বিষয়ে আমাদিগের আর অধিক বক্তব্য নাই। কারণ তাঁহার মনের এখন পরিবর্ত্তনের অবস্থা নহে, ক্রমিক উন্নতির অবস্থা। এই ক্রমিক উন্নতি তাঁহার পরিণামরচনায় সম্পূর্ণরূপে পরিব্যক্ত হইয়াছে। যাঁহারা তাঁহার সেই সকল গ্রন্থ পাঠ করিবেন, তাঁহারাই তাহা সবিশেষ উপলব্ধি করিতে পারিবেন। এই গুরুভার পাঠকগণের উপর ন্যস্ত করিয়া আমরা তাঁহার জীবননাটকের শেষ অঙ্ক অতি সংক্ষেপে অভিনয় করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

মিল্ তাঁহার পত্রিকার সহিত বিচ্ছিন্ন হইয়া প্রথম অবসরেই তদীয় ন্যায়দর্শন সমাপ্ত করেন। ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই এবং আগষ্ট মাসে তিনি যে অবসর প্রাপ্ত হন, তাহাতেই তাঁহার ন্যায়দর্শনের তৃতীয় অধ্যায়ের যাহা কিছু লিখিতে অবশিষ্ট ছিল, তাহা সমাপ্ত করেন। ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দের গ্রীষ্ম ও শরৎকালে পুস্তকের অবশিষ্টাংশ পরিসমাপ্ত হয়। ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল হইতে শেষ পর্য্যন্ত সমস্ত সময় পুস্তক খানির পুনর্লেখনে পর্য্যবসিত হয়। তাঁহার সমস্ত পুস্তকই এইরূপে অন্ততঃ

দুই বার করিয়া লিখিত হইত। প্রথমে তিনি পুস্তক খানির আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত রচনা সমাপ্ত করিতেন। পুস্তক খানির রচনা সমাপ্ত হইলে, তিনি সেই খস্‌ড়া দেখিয়া আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত ইহা আবার নূতন করিয়া লিখিতেন। এই দ্বিতীয় লেখনের সময় পুস্তকের যেখানে যে অসম্পূর্ণতা থাকিত, তাহা তিনি পূরণ করিয়া দিতেন। এরূপ পুনর্লেখনে তিনি অনেক উপকার প্রাপ্ত হইতেন। ইহা তাঁহার প্রথম কল্পনার নবীনতা ও তেজস্বিতার সহিত দীর্ঘকাল-ব্যাপিনী-চিন্তা-জনিত সূক্ষ্মতা ও পরিপূর্ণতা মিশ্রিত করিয়া দিত। তিনি প্রথম কল্পনা অপেক্ষা ইহা অল্পয়াস-সাধ্য বলিয়া মনেকরিতেন। প্রথম কল্পনার সময় তিনি কেবল শ্রেণীবিভাগের দিকেই লক্ষ্য রাখিতেন। যদি সেই শ্রেণীবিভাগ অসম্পূর্ণ বা ভ্রান্তিসঙ্কুল হয়, তাহা হইলে যে সমগ্র সূত্র দ্বারা ভাব সকল পরস্পর-গ্রথিত, তাহা অবশ্যই ছিন্ন বা সঙ্কুচিত হইবে। প্রথম লেখনকালে শ্রেণীবিভাগ সুন্দর ও ভাবসকল সুসম্বদ্ধ হইলে, দ্বিতীয় লেখন সময়ে রচনার দোষ সকল দূরীকৃত করা কঠিন ব্যাপার নহে; কিন্তু প্রথমেই শ্রেণীবিভাগের দোষ ঘটিলে—অর্থাৎ ভাব সকল অযথা সম্বদ্ধ হইলে—তাহা হইতে অভীষ্ট সত্যের বিবৃতি করা অতীব কঠিন ব্যাপার।

মিলের ন্যায়দর্শনের দ্বিতীয় লেখনকালে, হিউয়েলের দর্শনের ইন্‌ডকটিব বিজ্ঞানখণ্ড প্রকাশিত হয়। মিল্ এই ঘটনাকে সৌভাগ্য বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। বিপরীতমতাবলম্বী ব্যক্তি দ্বারা সেই বিষয়ের পূর্ণ আলোচনার অভাব, মিল্ অনেক দিন হইতে অনুভব করিতেছিলেন। প্রতিপক্ষোত্থাপিত আপত্তি সকলের খণ্ডন এবং স্পষ্টাক্ষরে প্রতিপক্ষ-প্রচারিত মতের বিপরীত মত সংস্থাপন করিতে গিয়া, তাঁহার ভাব সকল অধিকতর বিশদতা, অধিকতর ওজস্বিতা ও অধিকতর পরিপূর্ণতার সহিত পরিব্যক্ত হইয়াছিল। তাঁহার ন্যায়দর্শনের পুনর্লেখন-কালেই মিল্ হিউয়েলের সহিত বিতণ্ডার স্থূল বৃত্তান্ত এবং কম্‌টের পুস্তক হইতে গৃহীত নূতন মত সকল ইহার অন্তর্নিবেশিত করেন।

১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে তাঁহার ন্যায়দর্শন মুদ্রাযন্ত্রে প্রেরণের

উপযোগী হইল। তিনি প্রকাশের জন্য সর্ব্বপ্রথমে ইহা মরের (Murray) হস্তে সমর্পণ করেন। মরে অনেক দিনের পর কোন অজ্ঞাত কারণে পুস্তক খানি অপ্রকাশিত অবস্থায় মিলের হস্তে প্রত্যর্পণ করেন। তদনন্তর মিল্ ইহা পার্কারের (Mr. Parkar) হস্তে প্রদান করেন। পার্কার ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দের বসন্তকালে পুস্তক খানি প্রকাশিত করেন। মিল্ ইহার কৃতকার্য্যতার বিষয়ে বিশেষ আশা করেন নাই। আচবিশপ হোয়েট্‌লী ও ডাক্তার হিউয়েল প্রভৃতি মহাত্মাগণ এই দুরূহ শাস্ত্রের আলোচনা বিষয়ে পূর্ব্বেই লোকের ঔৎসুক্য কিঞ্চিৎ পরিমাণে উদ্দীপিত করিয়া দিয়াছিলেন বটে, তথাপি এরূপ দুরূহ বিষয় লোকসাধারণের প্রীতিকর বা পাঠোপযোগী হইবে, মিল্ কখনই এরূপ আশা করেন নাই। যে সকল ছাত্র ন্যায়দর্শন তাঁহাদিগের বিশেষ পাঠনার বিষয়ীভূত করিয়াছিলেন, ইহা কেবল তাঁহাদিগেরই উপযোগী হইয়াছিল। কিন্তু এরূপ ছাত্রের সংখ্যা তৎকালে ইংলণ্ডে বড় অধিক ছিল না। যে কয়েকজন ছিলেন, তাঁহাদিগেরও অধিকাংশ বিপরীত ন্যায়দর্শনের পক্ষপাতী ছিলেন। সুতরাং মিলের ন্যায়দর্শন পড়ে বা তাঁহার মত সকলের অনুমোদন করে, এরূপ লোকের সংখ্যা তৎকালে ইংলণ্ডে অতিশয় অল্প ছিল।

মিল্ ভাবিয়াছিলেন যে ডাক্তার হিউয়েলের তর্কপ্রিয়তা অতি ত্বরায় তাঁহাকে তদীয় ন্যায়দর্শনের উপর আক্রমণের প্রতিবাদে প্রবৃত্ত করিবে, এবং এই প্রতিবাদে মিলের পুস্তক শীঘ্রই সাধারণ জনগণের ঔৎসুক্য উদ্দীপিত করিবে। কিন্তু মিলের সে আশা সম্পূর্ণ ফলবতী হয় নাই। হিউয়েল্ তাঁহার পুস্তকের প্রতিবাদ করিলেন বটে, কিন্তু তাহা ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে নহে। এই সময়ের মধ্যে মিলের ন্যায়দর্শন তৃতীয় সংস্করণ অতিক্রম করে। যাহার বিষয় এত কঠিন ও দুর্ব্বোধ, এরূপ পুস্তক এত শীঘ্র এত কৃতকার্য্যতা লাভ কেন করিল এবং কিরূপ লোকেই বা ইহার ক্রেতৃশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হইল, মিল্ তাহা কখনই সম্পূর্ণরূপে জানিতে পারেন নাই। ইহা দ্বারা তিনি স্পষ্ট প্রমাণ পাইলেন যে আধুনিক ইংলণ্ডের সর্ব্বত্র—বিশেষতঃ বিশ্ববিদ্যালয়সকলে—স্বাধীন চিন্তা আবার নূতন উৎসাহ ও নূতন আদর প্রাপ্ত হইয়াছে। এরূপ অভাবনীয়

কৃতকার্য্যতা স্বত্বেও মিল্ কখন ভাবেন নাই যে তাঁহার ন্যায়দর্শন তদা-প্রচলিত দার্শনিক মতে বিশেষ পরিবর্ত্তন সংঘটিত করিয়াছে।

পর্য্যবেক্ষণ (Observation) ও ভূয়োদর্শন (Experience) মিলের ন্যায়দর্শনের মূলসূত্র। তাঁহার মতে জ্ঞানমাত্রই পর্য্যবেক্ষণ ও ভূয়োদর্শনের ফল, বুদ্ধিবৃত্তি ও বিবেক সংস্কারের (Association) ফল, এবং সংস্কার শিক্ষার ফল। জার্ম্মান্ দার্শনিকেরা ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত-মতাবলম্বী। তাঁহারা বলেন, মনুষ্যের কতকগুলি জ্ঞান পর্য্যবেক্ষণ ও ভূয়োদর্শনজাত বটে, কিন্তু অনেক গুলি আজন্মসিদ্ধ (Innate)। তাঁহাদিগের মতে মনুষ্যের বুদ্ধিবৃত্তি ও বিবেক সংস্কার ও শিক্ষাদ্বারা পরিমার্জ্জিত হইতে পারে বটে, কিন্তু ইহা সংস্কার ও শিক্ষার ফল নহে। বহির্জগৎসম্বন্ধীয় সত্যসকল পর্য্যবেক্ষণ ও ভূয়োদর্শন ব্যতিরেকে শুদ্ধ স্বভাবজ্ঞান (Intuition) ও বিবেক দ্বারা কিরূপে উপলব্ধ হইতে পারে, মিল্ তাহা বুঝিতে পারিতেন না। তাঁহার দৃঢ়বিশ্বাস ছিল যে এরূপ ভ্রান্ত ও দুর্ব্বোধ মতই যত দার্শনিক কুসংস্কারের মূল। মিল্ দুঃখের সহিত দেখিলেন, তাঁহার ন্যায়দর্শন এই ভ্রান্তদর্শনকে সম্পূর্ণরূপে সিংহাসনচ্যুত করিতে পারিল না। এই ভ্রান্তদর্শন এরূপ বদ্ধমূল হইয়া রহিয়াছে যে ইহাকে পর্য্যুদস্ত করিতে আরও কিছু দিন লাগিবে।

সাময়িক রাজনীতির সহিত কার্য্যলিপ্ততা, এবং সাময়িক পত্রিকার সম্পাদন জন্য লেখকগণের সহিত সাক্ষাৎ ও কথোপকথনের আবশ্যকতা হইতে মুক্ত হইয়া মিল্ সহচরবৃন্দের সংখ্যা অতিশয় নিয়মিত করিয়া ফেলিলেন। ইংলণ্ডের সাধারণ-সমাজের অবস্থা এত শোচনীয় এবং তাহাদিগের সংসর্গ এত নীরস যে কোন চিন্তাশীল ব্যক্তি সুখের আশায় ইহার অনুসরণে কখনই প্রবৃত্ত হইবেন না। যে সকল বিষয়ে মতভেদ হইতে পারে, সে সকল বিষয়ে কোন গভীর তর্ক উত্থাপন করা তৎকালে ইংলণ্ডের সাধারণ সমাজে কুশিক্ষার ফল বলিয়া পরিগণিত হইত। এদিকে ফরাশিদিগের ন্যায় ইংরাজজাতির সজীবতা ও সামাজিকতার সহিত প্রীতিজনকরূপে সামান্য বিষয়ে গল্প করিবারও ক্ষমতা নাই। যাঁহারা সমাজতরুর উচ্চতম শাখায় এখনও উঠিতে পারেন নাই, তাঁহা-

রাই অন্যের সাহায্যে উঠিবেন বলিয়া, তাঁহাদিগেরই সংসর্গের অনুসরণ করিয়া থাকেন। যাঁহারা উচ্চ শাখায় আরোহণ করিয়াছেন, তাঁহারা স্বপদের মর্য্যাদা রক্ষা করিবার নিমিত্তই এরূপ করিয়া থাকেন। যাঁহাদিগের চিন্তাশক্তি কিয়ৎপরিমাণে উদ্দীপিত, যাঁহাদিগের হৃদয় কিঞ্চিৎ পরিমাণে বিশোধিত, কোন গূঢ় অভিসন্ধি ব্যতিরেকে, এরূপ সমাজের সহিত সংসর্গ তাঁহাদিগের প্রীতিকর বোধ হইবে না। যাঁহারা প্রকৃত উচ্চশ্রেণীস্থ বুদ্ধির লোক, তাঁহারা এরূপ সমাজের সহিত এত অল্প সংশ্রব রাখেন, যে তাঁহারা ইহা হইতে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যাঁহাদিগের প্রকৃত মানসিক উৎকর্ষ আছে, তাঁহারা এরূপ সমাজের সহিত সর্ব্বদা মিশ্রিত হইলে অনতিবিলম্বেই অধঃপতিত হয়েন সন্দেহ নাই। শুদ্ধ যে ইহা দ্বারা তাঁহাদিগের সময় অপব্যয়িত হয় এরূপ নহে, তাঁহাদিগের হৃদয়ভাবও ক্রমে অবনত হইয়া পড়ে। তাঁহাদিগের যে সকল চিররূঢ় মত সাধারণ মতের প্রতিকূলে, সমাজের প্রীতি বিধান করিতে গিয়া সেই সকল মত বিষয়ে অগত্যা তাঁহাদিগকে ঔদাসীন্য প্রদর্শন করিতে হয়। তাঁহাদিগের হৃদয় ও মনের উচ্চ আদর্শ সকলকে তাঁহারা ক্রমে কার্য্যে পরিণত করার অনুপযোগী বলিয়া মনে করিতে থাকেন। সে সকলকে তাঁহারা ক্রমে স্বপ্নবিজৃম্ভিত বা কল্পনা মাত্র বলিয়া বিবেচনা করিতে আরম্ভ করেন। যদি কোন মহাপুরুষ সৌভাগ্যক্রমে এরূপ সংসর্গেও তাঁহার উচ্চতম মত সকল অক্ষত ও অবিচলিত রাখিতে সক্ষম হন, তথাপি তিনি অতর্কিত ভাবে সংশ্রুত ব্যক্তিবর্গের হৃদয়ভাব ও মতের অনুবর্ত্তন করিবেন। এই জন্য উচ্চধীশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তির অশিক্ষিত সমাজে উপদেষ্টৃভাব ভিন্ন অন্য ভাবে প্রবেশ করা হিতকর নহে। যে ব্যক্তির এরূপ উচ্চ ও বিশুদ্ধ অভিপ্রায়, তিনি ব্যতিরেকে আর কেহই নিরাপদে এরূপ অশিক্ষিত সমাজে প্রবেশ করিতে পারেন না। যাঁহাদিগের বড় হইবার ইচ্ছা আছে,—বিদ্যা, বুদ্ধি, জ্ঞান ও মহদাশয়তায় যাঁহারা তাঁহাদিগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অথবা শ্রেষ্ঠ না হউন, অন্ততঃ তাঁহাদিগের সমান,—তাঁহাদিগেরই সংসর্গ তাঁহাদিগের বিশেষ ইষ্টজনক। আরও যখন স্বভাব ও মন গঠিত হইয়াছে,—তখন মত,

প্রতীতি ও হৃদয়ভাব প্রভৃতি বিষয়ে যাঁহাদিগের সহিত সম্পূর্ণ একতা সংঘটিত হয়—তাঁহাদিগের সহিতই প্রকৃত বন্ধুত্ব হইয়া থাকে। এই সকল কারণে মিল্ যাঁহাদিগের সংসর্গ অনুসরণ করিতেন, এরূপ লোকের সংখ্যা ক্রমেই অতিশয় সংক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল।

এই স্বল্প বন্ধুবর্গের মধ্যে টেলরপত্নীই সর্ব্বপ্রথম ছিলেন। এই সময়ে প্রায় অধিক সময় তিনি তাঁহার বালিকা দুহিতামাত্র অবলম্বন করিয়া ইংলণ্ডের কোন পল্লীগ্রামে বাস করিতেন। তাঁহার স্বামী কর্ম্মোপলক্ষে লণ্ডনে বাস করিতেন; এই জন্য তিনি সময়ে সময়ে লণ্ডনে আসিয়াও অবস্থিতি করিতেন। মিল্ এই দুই স্থানেই তাঁহার সহিত মিলিত হইতেন। টেলরপত্নী স্বামিবিরহিত হইয়া বৎসরের অধিক সময়ই যখন পল্লীগ্রামে বাস করিতেন, তখনও মিল্ তাঁহার নিকট সর্ব্বদা যাতায়াত করিতেন এবং দুইজনে সময়ে সময়ে একত্র ভ্রমণে নির্গত হইতেন। এই ঘটনায় স্বভাবতঃ অপযশ ঘোষণা হইতে পারে জানিয়াও টেলরপত্নী নিজ চরিত্রবলে সে সকল বিষয়ে উপেক্ষা করিতেন। এই জন্য মিল্ তাঁহার নিকট সবিশেষ কৃতজ্ঞ ছিলেন। টেলরের অনুপস্থিতিকালে একত্র অবস্থিতি ও একত্র পরিভ্রমণ ভিন্ন এই সময়ে তাঁহাদিগের পরস্পরের ব্যবহারে লোকে এমন কিছুই পাইত না, যাহাতে তাঁহাদিগের পরস্পরের প্রীতি পরস্পরের গভীর স্নেহ ও পরস্পরের সহিত পরস্পরের ঘনিষ্টতর বন্ধুত্ব ভাব ভিন্ন, অন্য কোন ভাবের অস্তিত্বের সংশয় লোকের মনে উপস্থিত হইতে পারে। তাঁহারা দুই জনে যে সমাজের ভয়ে ভীত হইতেন এরূপ নহে। কারণ তাঁহাদিগের বিশ্বাস ছিল যে কাহারও ব্যক্তিগত কার্য্যের উপর সমাজের কোন অধিকার নাই। সুতরাং ব্যক্তিগত কার্য্যে তাঁহারা সমাজের বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য ছিলেন না। কিন্তু যে কার্য্যে টেলরের অন্তরে বেদনা লাগিবার সম্ভাবনা, যে কার্য্যে সমাজের নিকট টেলরকে—সুতরাং টেলরপত্নীকেও—লজ্জিত হইতে হইবে, সে কার্য্যের অনুষ্ঠান তাঁহাদিগের উভয়েরই অকর্ত্তব্য।

তাঁহার মানসিক উন্নতির এই তৃতীয় অবস্থায়—অর্থাৎ যে সময়ে তাঁহার ও টেলরপত্নীর মানসিক উন্নতি সঙ্গে সঙ্গে চলিতেছিল - তাঁহার

মত সকল অধিকতর গভীর ও প্রশস্ত হইতে লাগিল। যে সকল বিষয় পূর্ব্বে তিনি বুঝিতে পারিতেন না, এখন হইতে সে সকল বিষয় তাঁহার বুদ্ধির অধিগম্য হইতে লাগিল; এবং যে সকল বিষয় তিনি অস্পষ্টভাবে বুঝিয়াছিলেন, তাহা এক্ষণে সুস্পষ্টরূপে তাঁহার বুদ্ধির বিষয়ীভূত হইতে লাগিল। দিন কতক মিল্ অনেক বিষয়ে বেন্থামের বিরুদ্ধমতাবলম্বী হইয়া উঠিয়াছিলেন। এক্ষণে আবার তিনি পূর্ব্বের ন্যায় সম্পূর্ণরূপে বেন্থামিক হইয়া দাঁড়াইলেন। যে সময়ে তিনি বেন্থামের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন, সে সময়ে তিনি সমাজ ও পৃথিবীর সাধারণ মত বিষয়ে উদারতা প্রদর্শন করিতেও শিখিয়াছিলেন, এবং সেই সকল সাধারণ মতের বাহ্য উৎকর্ষেও কথঞ্চিৎ পরিতৃপ্ত হইতে প্রস্তুত ছিলেন; তথাপি অনেক বিষয়ে সাধারণ মতের সহিত মূলতঃ অনৈক্য প্রদর্শন করিতে ইচ্ছুক ছিলেন না। তথন তদীয় মত সকলের সাধারণমত-বিসম্বাদিতার আতিশয্য পরিত্যাগ করিতেও উদ্যত হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি এক্ষণে দেখিলেন, যে যে বিষয়ে সাধারণ লোকের সহিত তাঁহার মতভেদ উপস্থিত হইয়াছিল, সেই সেই স্থলেই তাঁহার মতের উৎকর্ষ,—সেই সেই স্থলেই সমাজ ও রাজনীতি প্রভৃতির সংস্কারের জন্য সেই সেই মত প্রকাশ করা আবশ্যক। এক্ষণে টেলর-পত্নীর সাহায্যে তাঁহার মত সকল পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর সমাজদ্রোহী হইয়া উঠিল। বেন্থামিক-মতে যথন তিনি নবদীক্ষিত হন, যখন তিনি বেন্থামিক সাম্প্রদায়িকতার নবীন উৎসাহে মাতিয়া উঠেন, তথনও তাঁহার মত সকল এতদূর সমাজদ্রোহী হয় নাই। তদানীন্তন বার্ত্তাশাস্ত্রবিদ্দিগের ন্যায় তখন তিনি এই মাত্র বিশ্বাস করিতেন যে সামাজিক শৃঙ্খলায় অনেকগুলি মৌলিক পরিবর্ত্তনের আবশ্যকতা ও সম্ভাবনা আছে। তাঁহাদিগেরও মতে ব্যক্তিগত সম্পত্তি (Private property) ও উত্তরাধিকার ব্যবস্থাপক সমাজের প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত। তাঁহাদিগের ও মিলের বিশ্বাস ছিল যে ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও উত্তরাধিকার সম্বন্ধে যত প্রকার অবিচার প্রচলিত আছে, সে সমস্তই জ্যেষ্ঠাধিকার ও এন্টেইল (Entail) প্রথা উঠাইয়া দিলেই নিবারিত হইতে পারে। ধনের অসম বিতরণে জগতে যে দরিদ্র-

সংখ্যার দিনদিন বৃদ্ধি হইতেছে, তাঁহাদিগের ও মিলের মতে সন্তানোৎপাদন বিষয়ে আত্মসংযম করিলেই তাহা কথঞ্চিৎ নিবারিত হইতে পারিবে। সংক্ষেপে বলিতে হইলে মিল্ তৎকালে কেবলমাত্র একজন লোকতান্ত্রিক (Democrat) ছিলেন, বিন্দুমাত্রও সমাজতান্ত্রিক (Socialist) ছিলেন না। এক্ষণে টেলরপত্নীর সাহায্যে মতবিষয়ে মিল্ সম্পূর্ণরূপে সমাজতান্ত্রিক হইয়া উঠেন। কিন্তু মিল্ ও টেলর-পত্নী উভয়েই বলিতেন যে এই মত কার্য্যে পরিণত করার সময় এখনও উপস্থিত হয় নাই। যত দিন সাধারণ লোকের শিক্ষার অবস্থা এরূপ শোচনীয় থাকিবে, যত দিন সাধারণ লোক উদার শিক্ষাবিরহে এরূপ স্বার্থপর ও হিংস্র-প্রকৃতি থাকিবে, ততদিন এরূপ মত কার্য্যে পরিণত করার চেষ্টায় জগতের ভীষণ অমঙ্গল বই মঙ্গল সংঘটিত হইবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু যদিও সমাজের অপরিণত অবস্থার জন্য তাঁহারা কার্য্যত এরূপ হতাশ হইয়াছিলেন, তথাপি তাঁহাদিগের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে উদার ও উচ্চ শিক্ষার বিস্তারে এক দিন জগতের উন্নতি শুদ্ধ যে লোকতান্ত্রিকতামাত্রে (Democracy) উঠিয়াই ক্ষান্ত থাকিবে এরূপ নহে, চরমে সমাজতান্ত্রিকতাতেও (Socialism) পরিণত হইবে।

যদিও তাঁহারা উভয়েই ব্যক্তিবিশেষের উপর সমাজের যথেচ্ছাচার রূপ সমাজতান্ত্রিক মতের ভীষণ অঙ্গের সম্পূর্ণরূপে অননুমোদন করিতেন, তথাপি তাঁহারা মনে মনে আশা করিয়াছিলেন যে সমাজের এমন অবস্থা অসম্ভাবিত নহে, যখন ইহা অলস ও পরিশ্রমী এই দুই দলে বিভক্ত হইবে না,—অর্থাৎ সমাজে অলসশ্রেণীর সংখ্যা একেবারেই লোপ পাইবে;—যখন—যাহারা পরিশ্রম করিবে না, তাহারা আহারও পাইবে না—এই সাধারণ নিয়ম শুদ্ধ দীনদুঃখীর উপরই প্রচারিত হইবে এরূপ নহে, ধনীদিগকেও এই নিয়মের অধীনে আসিতে হইবে;—যখন শ্রমোপার্জ্জিত ফলের বিভাগ জন্মের দৈবঘটনার উপর নির্ভর না করিয়া অপক্ষপাতী ন্যায়ের তুলাদণ্ডের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবে; এবং যখন, যে সকল উপকার-পরম্পরা সাধারণ্যে ভোগ করিতে হইবে, তাহার জন্য প্রাণপণে যত্ন করা মনুষ্যের পক্ষে অসাধ্যসাধন বলিয়া বিবেচিত হইবে

না। কিরূপে জগতে ব্যক্তিগত কার্য্যস্বাধীনতার পরাকাষ্ঠা প্রবর্ত্তিত হইবে, এবং তৎসঙ্গে কিরূপে জগতের অযত্নলব্ধ দ্রব্যজাতের উপর সাধারণ অধিকার ও সাধারণ পরিশ্রমে উপার্জ্জিত ফলে সকলের সমান অধিকার সংস্থাপিত হইতে পারিবে—তাঁহাদিগের উভয়েরই মতে এই গুরুতর বিষয়ত্রয়ের মীমাংসা করাই সমাজসংস্কারকদিগের এক মাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত। ঠিক কি কি উপায় অবলম্বন করিলে এই সকল গুরুতর বিষয় সংসাধিত হইতে পারে, আর কত দিন পরেই বা এই সকল মতের কার্য্যে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা, তাহা তাঁহারা নিশ্চিত রূপে বলিতে পারিতেন না। তবে এই মাত্র স্পষ্ট বুঝিতেন যে অশিক্ষিত কৃষকশ্রেণী ও তাহাদিগের প্রভুদিগের চরিত্রে যত দিন না সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইতেছে, ততদিন এরূপ গুরুতর সমাজসংস্কারের কোন সম্ভাবনা নাই। এরূপ শুভঘটনা সংঘটিত হওয়ার পূর্ব্বে এই উভয় শ্রেণীর লোকদিগকেই অভ্যাস দ্বারা সাধারণের হিতার্থ পরিশ্রম ও সম্ভূয়সমুত্থান করিতে শিখিতে হইবে। সাধারণের হিতার্থে কার্য্য করার প্রবৃত্তি মনুষ্যের প্রকৃতিবিরোধিনী নহে। যখন একজন অশিক্ষিত সামান্য সৈনিক পুরুষ স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে অকাতরে প্রাণ বিসর্জ্জন করিতেছে, তখন শিক্ষা, অভ্যাস ও হৃদয়ভাবের পরিমার্জ্জন-বলে একজন প্রাকৃত লোক যে জনসাধারণের উপকারার্থ ভূমিকর্ষণ ও বস্ত্রবয়ন প্রভৃতি কার্য্যে নিযুক্ত হইবে ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? এরূপ অবস্থা যে কতদিনে ঘটিবে, তাহা তাঁহারা বলিতে পারিতেন না; কিন্তু পুরুষপরম্পরাব্যাপী অবিশ্রান্ত শিক্ষাবলে মনুষ্য যে অল্পে অল্পে এরূপ অবস্থায় আনীত হইতে পারে, তাহা তাঁহারা সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করিতেন। সাধারণ মঙ্গল যে অধুনা জনসাধারণের কার্য্যের প্রবৃত্তিনিয়ামক নহে, তাহার কারণ কেবল প্রতিকূল শিক্ষা ও অভ্যাস। সমাজশৃঙ্খলার বর্ত্তমান অবস্থায় মানুষ প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কেবল নিজের ও নিজ পরিবারসম্বন্ধীয় বিষয় লইয়াই ব্যতিব্যস্ত; সাধারণের হিতার্থে অতি অল্প সময়ই ব্যয়িত করিতে শিখে। স্বার্থপরতার ন্যায় সাধারণ মঙ্গলেচ্ছা দ্বারাও কার্য্যে প্রবর্ত্তিত হইয়া এবং

লজ্জার ভয় ও গৌরবস্পৃহায় প্রণোদিত হইয়া প্রাকৃত মনুষ্যও কত অদ্ভুত অবদানপরম্পরা ও কত অদ্ভুত আত্মত্যাগ প্রদর্শন করিতে পারে, তাহার সংখ্যা করা যায় না! আধুনিক সমাজশৃঙ্খলার প্রায় সমস্ত নিয়মাবলীই স্বার্থপরতার উৎসাহ দিয়া থাকে। এই জন্য বর্ত্তমান সময়ে স্বার্থপরতা মনুষ্যের প্রকৃতির সহিত এতদূর বদ্ধমূল হইয়াগিয়াছে যে, আপাততঃ যেন বোধ হয়, ইহার উত্তেজনা ব্যতীত মনুষ্যসাধারণ কখন কোন সাধারণ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারে না। কিন্তু তাহা সত্য নহে। কারণ পুরাকালীন সাধারণতন্ত্র সকলে,—যৎকালে প্রত্যেক স্বাধীন নাগরিক অসংখ্য সাধারণ কার্য্যে সর্ব্বদা আহূত হইতেন,—অস্বার্থপরতার ভূরি ভূরি নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়। যাহা হউক তথাপি মিল্ ও টেলরপত্নী ইচ্ছা করিতেন না যে, স্বার্থপরতার পরিবর্ত্তে কোন উৎকৃষ্টতর প্রবৃত্তি-নিয়ামক উদ্দেশ্য সংস্থাপিত হওয়ার পূর্ব্বে, সামাজিক কার্য্যপ্রণালী হইতে স্বার্থপরতার প্রলোভন একেবারে উঠিয়া যায়। তাঁহারা বর্ত্তমান সমাজশৃঙ্খলাকে শুদ্ধ সাময়িক বন্দোবস্ত মাত্র বলিয়া বিবেচনা করিতেন। সুতরাং যে যে উপায়ে নূতন ও উৎকৃষ্টতর সমাজশৃঙ্খলা সংস্থাপিত হইতে পারে, উপযুক্ত লোক দ্বারা সেই সেই উপায়ের পরীক্ষা করণ—তাঁহাদিগের নিকট অতিশয় আদর ও উৎসাহের বিষয় হইত। এরূপ উদ্যম সফল হউক বা নিষ্ফলই হউক, উদ্যোগকর্ত্তাদিগের যে ইহাতে সবিশেষ শিক্ষা হইবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। সাধারণ মঙ্গলরূপ উদ্দেশ্য অবলম্বন করিয়া কিরূপে কার্য্য করিতে হয় এবং বর্ত্তমান সমাজশৃঙ্খলায় কি কি দোষ বর্ত্তমান থাকায় লোকে সেই উদ্দেশ্য অবলম্বন করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারিতেছে না, এই পরীক্ষায়—আর কিছু না হউক—অন্ততঃ এ গুলি তাঁহারা বিশেষরূপে বুঝিতে পারেন।

মিল্ "প্রিন্‌সিপল্‌স অব্ পলিটিকাল্ ইকনমি" নামক অর্থনীতিবিষয়ক তদীয় গ্রন্থে এই সকল মতের সবিস্তার প্রচার করিয়াছেন। ইহার প্রথম সংস্করণে এই মতসকল তত পরিস্ফুট ও পরিপূর্ণরূপে পরিব্যক্ত হয় নাই; দ্বিতীয় সংস্করণে অধিকতর অপরিস্ফুট ও পরিপূর্ণরূপে এবং তৃতীয় সংস্করণে অসন্দিগ্ধরূপে এই সকল মত পরিব্যক্ত হয়। এই ক্রমিক পরিব্যক্তির

অর্থ এই যে, এই সকল মত সাধারণের মতের বিরোধী; সুতরাং হঠাৎ অসন্দিগ্ধরূপে সেগুলি পরিব্যক্ত হইলে, লোকে ভীতও চকিত হইয়া তদনুসরণে একেবারে বিরত হইতে পারে। কিন্তু ক্রমে ক্রমে পরিব্যক্ত হইলে সেই গুলি ততদূর ভয় ও বিস্ময়ের কারণ না হইতে পারে। ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ফরাসিবিপ্লবের পূর্ব্বে এই গ্রন্থখানি মুদ্রাযন্ত্রে প্রেরিত হয়। সুতরাং প্রথম সংস্করণকালে লোকের মন ততদূর উন্নতিপ্রবণ না হওয়াতে মিল্ এরূপ সমাজদ্রোহী মত সকল অতি পরিস্ফুটরূপে পরিব্যক্ত করিতে সাহসী হন নাই। এই জন্যই তিনি ইহার প্রথম সংস্করণ কালে সমাজতান্ত্রিক মত সম্বন্ধে যতগুলি আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে, ইহাতে তাহার অধিকাংশ এত প্রবলরূপে অঙ্কিত করিয়াছিলেন, যে আপাততঃ যেন তাঁহার গ্রন্থখানি উক্তমতবিরোধী বলিয়া প্রতীত হইয়াছিল। ইহার পর ফরাসিবিপ্লবের উন্মাদকরী উত্তেজনায় লোকের মন অধিকতর উন্নতিপ্রবণ হওয়ায়, ইউরোপীয় লোকতান্ত্রিক গ্রন্থকারদিগের গ্রন্থরাশি আলোড়িত হওয়ায়, এবং এ বিষয়ে লোকের চিন্তা উদ্দীপিত ও ঘোরতর বিতর্ক উত্থাপিত হওয়ায়, মিল্ ইহার দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংস্করণকালে ইহাতে সম্পূর্ণ পরিস্ফুটরূপে এই মত সকল প্রকাশ করেন।

মিলের সকল গ্রন্থ অপেক্ষা তাঁহার "পলিটিকাল ইকনমি" দ্রুততর সম্পাদিত হয়। ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দের শরৎকালে ইহার রচনা আরম্ভ হয় এবং ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দের শেষ না হইতেই, ইহা মুদ্রাযন্ত্রে প্রেরণের উপযোগী হয়। এই অল্পাধিক দ্বিবৎসর কালের মধ্যে আবার ছয় মাস কালের জন্য গ্রন্থখানি সময়াভাবে পড়িয়া থাকে। এই সময়ে মিল্ "মর্ণিং ক্রনিকল্" নামক সংবাদ পত্রে আয়র্লণ্ডের পতিত ভূমি সকলে কৃষক ভূম্যধিকারী সংস্থাপনের আবশ্যকতা বিষয়ে সবিশেষ আন্দোলন করিতেছিলেন। ১৮৪৬-১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দের শীতকালে আয়র্লণ্ডে ভীষণ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। এই ঘটনায় আয়র্লণ্ডের দীনদরিদ্র কৃষকদিগকে ইহার পতিত ভূমি সকলের অধিকারী করিয়া দিলে আয়র্লণ্ডবাসীরা যে শুদ্ধ উপস্থিত বিপদের করালগ্রাস হইতে রক্ষা পাইবে এরূপ নহে, তাহা-

দিগের ভাবী সামাজিক ও অর্থনীতি সম্বন্ধীয় অবস্থাও চিরকালের জন্য উন্নত হইবে—মিলের মনে এই ভাব উদিত হয়। কিন্তু এ ভাবটী সম্পূর্ণ নূতন, সুতরাং সাধারণের প্রীতিকর নহে; ইংলণ্ডের ইতিহাসে এরূপ রোগে এরূপ ঔষধি প্রয়োগের কোন পূর্ব্বনিদর্শন নাই। যে সকল সামাজিক প্রণালী ইংলণ্ডে প্রচলিত নাই, অন্যান্য অসংখ্য দেশে প্রচলিত থাকিলেও, ইংলণ্ডের প্রজাসাধারণ তদ্বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ; এই সকল কারণে মিলের চেষ্টা সম্পূর্ণরূপে নিষ্ফল হইল। পতিতভূমি সকলের উপর পর্য্যাপ্ত পরিমাণে কৃষিকার্য্যের আরম্ভ না করিয়া, এবং কুটীরবাসী কৃষকদিগকে ভূম্যধিকারিরূপে পরিস্থাপিত না করিয়া, ব্রিটিস্ পার্লিয়ামেণ্ট দুর্ভিক্ষপ্রপীড়িত আয়র্লণ্ডবাসীদিগের আপাত উপকারার্থে এক "দীন-আইন" (Poor Law) জারি করিলেন। দুর্ভিক্ষ ও অন্যত্র উপনিবেশন সংস্থাপনাদি দ্বারা আয়র্লণ্ডের লোকসংখ্যা যদি কমিয়া না যাইত, তাহা হইলে এরূপ গোচিকিৎসায় আয়র্লণ্ডের যে কি শোচনীয় অবস্থা সংঘটিত হইত কে বলিতে পারে?

মিলের "পলিটিকল্ ইকনমির" দ্রুত কৃতকার্য্যতা দুইটী বিষয় প্রতিপন্ন করিতেছে,—প্রথমতঃ ইংলণ্ডের জনসাধারণ এরূপ এক খানি গ্রন্থের অভাব অনেক দিন হইতে অনুভব করিতেছিল, দ্বিতীয়তঃ এরূপ এক খানি গ্রন্থ বাহির হইলে তাহারা তাহা আগ্রহের সহিত পাঠ করিতে প্রস্তুত ছিল। ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে ইহার এক সহস্র খণ্ড মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। সে গুলি সেই বৎসরেই নিঃশেষিত হয়। আর এক সহস্র খণ্ড ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। সে গুলিও দুই তিন বৎসরের মধ্যে নিঃশেষিত হয়। আবার ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে তৃতীয় সংস্করণকালে ১২৫০ খণ্ড পুস্তক প্রকাশিত হয়। প্রথম প্রচারাবধিই ইহা প্রমাণ বলিয়া পরিগণিত হয়। তাহার কারণ এই যে অন্যান্য গ্রন্থের ন্যায় ইহাতে যে সমাজবিজ্ঞানের শুদ্ধ মত মাত্র প্রচারিত হইয়াছিল এরূপ নহে, সেই মত সকল কিরূপে কার্য্যে পরিণত করা যাইতে পারে, সে উপায় গুলিও ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছিল। দ্বিতীয়তঃ ইহা অন্যান্য অর্থনীতি গ্রন্থের ন্যায় একটী স্বতন্ত্র বিজ্ঞানরূপে প্রচারিত হয় নাই;

সমাজ-বিজ্ঞান-রূপ প্রকাণ্ড তরুর একটী শাখামাত্র রূপে প্রচারিত হইয়াছিল। বাস্তবিক অর্থনীতি কথনই একটী স্বতন্ত্র বিজ্ঞান নহে; সুতরাং ইহা অন্যান্য-সহচর-বিজ্ঞান-নিরপেক্ষ হইয়া মনুষ্যকে কথন কোন বিষয়ে উপদেশ দিতে পারে না।

অর্থনীতির প্রকাশের পর অনেক দিন পর্য্যন্ত মিল্ কোনও বৃহৎ গ্রন্থ প্রণয়ন করেন নাই বটে, কিন্তু এই সময়ে তিনি নানা সংবাদপত্রে সময়ে সময়ে যাহা যাহা লিখিতেন, এবং পরিচিত বা অপরিচিত লোকের সহিত সাধারণ হিতকর বিষয়ে তাঁহার যে সকল পত্রাদি লেখা লিখি চলিয়াছিল, সেই সমস্ত একত্র করিয়া মুদ্রিত ও প্রকাশিত করিলে একখানি প্রকাণ্ড গ্রন্থ হইতে পারে। এই কয় বৎসরে তিনি জীবনের শেষ ভাগে প্রকাশের জন্য, ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবন সম্বন্ধীয় অনেক প্রশ্নের মীমাংসা করিয়া যান। তিনি সাধারণ ঘটনাস্রোত অতি সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টির সহিত পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। কিন্তু ইহার গতি ও উন্নতি তাঁহার আশা পরিতৃপ্ত করিতে পারে নাই। ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ফরাশীবিপ্লবের বিরুদ্ধে যে প্রতিক্রিয়া উপস্থিত হয়, তাহা এবং ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে এক জন দুষ্টমনা যথেচ্ছাচারী ব্যক্তিকর্ত্তৃক ফরাশী-সিংহাসনের অধিকার,—এই ঘটনাদ্বয় কিছু দিনের মত ফ্রান্সের ও ইউরোপের স্বাধীনতা ও সামাজিক উন্নতির আশা একেবারে সমূলে উচ্ছেদ করে।

মিল্ আশৈশব যে সকল মত উপাস্য দেবতার ন্যায় হৃদয়ে ধারণ করিয়া আসিতেছিলেন, এবং যে সকল সংস্কার সংসাধনের জন্য অসংখ্য বাধা বিপত্তির সহিত সতত সমরে অবগাহন করিতেন, এই সময়ে সেই চিররূঢ় মত সকল ইংলণ্ডের সর্ব্বত্র ক্রমে আদৃত হইতে লাগিল এবং সেই চিরাভিলষিত সংস্কার সকল ক্রমেই প্রবর্ত্তিত হইতে লাগিল। কিন্তু এই সকল পরিবর্ত্তনে মানবজাতির যতদূর শুভ সংঘটিত হইবে বলিয়া মিল্ আশা করিয়াছিলেন, ততদূর ঘটিল না। বুদ্ধিবৃত্তি ও নীতিপ্রবৃত্তির পরিমার্জ্জন ও উৎকর্ষ সাধনেই মনুষ্যের প্রকৃত মঙ্গল। এই সকল বাহ্য পরিবর্ত্তনের দ্বারা সেই প্রকৃত মঙ্গল সম্পূর্ণরূপে সংসাধিত হয় নাই। বহুদর্শনে মিলের মনে এই সংস্কার জন্মিয়াছিল যে ভ্রান্ত ও অবি-

শুদ্ধ মত সংশোধিত হইতে পারে, তথাপিও যে মানসিক দুর্ব্বলতা হইতে সেই ভ্রান্তমত সকল উৎপন্ন হইয়াছিল, সে মানসিক দুর্ব্বলতা নিরাকৃত না হইতে পারে। ইংলণ্ডে স্বাধীন বাণিজ্য প্রচারিত হইল বটে, কিন্তু স্বাধীন বাণিজ্য প্রচারিত হইবার পূর্ব্বে ইংরাজজাতি অর্থনীতিশাস্ত্রে যেরূপ অপরিপক্ক ও অদূরদর্শী ছিলেন, এখনও সেইরূপ আছেন। এখনও তাঁহারা গুরুতর বিষয়সকলে ভ্রমের হস্ত হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হইতে পারেন নাই। গভীরতর চিন্তা ও বিশুদ্ধতর হৃদয়ভাব তাঁহাদিগের অন্তর হইতে এখনও দূরবর্ত্তী রহিয়াছে। তাঁহারা কোন কোন বিষয়ে ভ্রমের হস্ত হইতে মুক্ত হইয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহাদিগের বুদ্ধিবৃত্তি ও নীতিপ্রবৃত্তি এখনও অপরিবর্ত্তিত রহিয়াছে। মিলের দৃঢ় প্রতীতি জন্মিয়াছিল, যে যত দিন না মানব-চিন্তা-প্রণালীতে সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইতেছে, তত দিন মানবসমাজের বিশেষ উন্নতির আশা নাই। এখন আর পূর্ব্বের মত ধর্ম্ম, নীতি ও রাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ে পুরাতন মত সকল সুশিক্ষিত দলের নিকট আদৃত হইত না; সুতরাং সুশিক্ষিত সমাজ সেই সকল মতের শুভকরী শক্তি আর স্বীকার করিতেন না; কিন্তু সেই সকল মতের এখনও এতদূর তেজস্বিতা ছিল যে তাহাদিগের পরিবর্ত্তে নূতন ও উৎকৃষ্টতর মত পরিস্থাপিত করা বড় সহজ ব্যাপার নহে। যখন পৃথিবীর দার্শনিকদিগের ইহার প্রচলিত ধর্ম্মে বিশ্বাস বিলুপ্ত হয়, তখন এক প্রকার সামাজিক বিপ্লবকাল উপস্থিত হয়। এই কালে লোকের প্রতীতি ক্ষীণ, বুদ্ধিবৃত্তি কার্য্যাক্ষম ও বিবেকশক্তি শিথিল হইয়া পড়ে। যত দিন না আবার মানবমনে একটী নূতন (মানবিকই হউক বা ঐশ্বরিকই হউক), ধর্ম্মে বিশ্বাস সংস্থাপিত হয়, ততদিন এই অবস্থার শেষ হয় না। ততদিন এই নব পরিবর্ত্তন ভিন্ন অন্য বিষয়ে যত কেন লেখ না, যত কেন ভাব না, তাহাতে মানবজাতির সাময়িক বই চিরস্থায়ী উপকারের সম্ভাবনা নাই। মানবমনের বাহ্য অবস্থায় এরূপ গুরুতর বিষয়ে সম্পূর্ণ ঔদাসীন্য দেখিয়া, মিল্ মানব জাতির ভাবী উন্নতি বিষয়ে কথঞ্চিৎ হতাশ হইয়া পড়িয়াছিলেন। কিন্তু আজ কাল স্বাধীন চিন্তার স্রোত কিঞ্চিৎ প্রবল হওয়াতে,

ইংলণ্ডের ভাবী মানসিক উন্নতি বিষয়ে মিলের মনে কিঞ্চিৎ পরিমাণে আশার সঞ্চার হইল।

এই সময়ে মিলের পারিবারিক জীবনে কয়েকটী মহতী ঘটনা সংঘটিত হয়। তন্মধ্যে ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে বিধবা টেলর-পত্নীর সহিত তাঁহার পরিণয় সর্ব্বপ্রধান। যাঁহার অতুল গুণরাশি তদীয় বন্ধুত্বকে মিলের অনন্ত সুখ ও অনন্ত উন্নতির অবিশোষ্য উৎস করিয়াছিল, সেই রমণীকুলভূষণ টেলরপত্নীর সহিত তাঁহার যে জীবনে কখন বৈবাহিক মিলন সংঘটিত হইবে, তিনি কখনই সেরূপ আশা করেন নাই। এই স্বর্গসুখভোগে তাঁহাদিগের ইচ্ছা ছিল না এরূপ নহে, কিন্তু কি গুরুতর মূল্যে তাঁহারা সেই সুখ ক্রয় করিতে পারেন, তাহা তাঁহারা জানিতেন। তাঁহারা জানিতেন যে টেলরের অকাল-মৃত্যু ব্যতীত তাঁহাদিগের এ মনোরথ সিদ্ধির সম্ভাবনা নাই। কিন্তু টেল-রের প্রতি মিলের অকৃত্রিম ভক্তি ও তদীয় পত্নীর প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। সুতরাং তাঁহারা বরং জন্মের মত সেই স্বর্গীয় সুখের আশায় জলাঞ্জলি দিতে প্রস্তুত ছিলেন, তথাপি টেলরের অকাল-মৃত্যুরূপ গুরুতর মূল্যে তাহা ক্রয় করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। কিন্তু ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে যখন সেই অনভিলষিত শোচনীয় ঘটনা ঘটিল, তখন সেই গুরুতর অশুভ হইতে তাঁহাদিগের জীবনের সর্ব্বোচ্চ শুভ সংসাধিত হইল। এতদিন শুদ্ধ চিন্তা, হৃদয়ভাব ও রচনা বিষয়ে যাঁহার সহিত সহভাগিতা ছিল, এখন হইতে তাঁহার সহিত সমগ্র জীবনের সহভাগিতা সংস্থাপিত হইল। কিন্তু সার্দ্ধসপ্ত বৎসরকাল মাত্র তিনি এই স্বর্গসুখ ভোগ করিয়াছিলেন! কেবল সার্দ্ধসপ্ত বৎসরকাল! এই রমণীরত্নের অকাল-মৃত্যুতে মিল্ যে কি ক্ষতি অনুভব করিয়াছিলেন, তাহা অনুভব করা যাইতে পারে, কিন্তু ব্যক্ত করা যায় না। বিবাহের পূর্ব্বে ও পরে এই রমণীকুলশিরোমণি দ্বারা মিল্ যে তাঁহার রচনা বিষয়ে কতদূর উপকৃত হইয়াছিলেন, এবং তাঁহার সাহচর্য্যে তিনি যে কত অতুল সুখের অধি-কারী হইয়াছিলেন, তাহা তিনি স্বয়ংই ব্যক্ত করিতে অক্ষম ছিলেন।

যখন দুই ব্যক্তির চিন্তা ও হৃদয়ভাব একীভূত হয়; যখন তাঁহারা

বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মনীতি বিষয়ক নানা প্রশ্নের মীমাংসার জন্য উভয়ে একত্র তর্কসাগরের গভীরতম প্রদেশে প্রতিদিন অবগাহন করেন; যখন তাঁহারা উভয়ে একত্র এক এক সূত্র ধরিয়া একই প্রণালী অবলম্বন পূর্ব্বক একই মীমাংসায় উপনীত হন; তখন উভয়ের যিনিই লেখনী ধারণ করুন না, বিষয়টী যে উভয়ের মস্তিষ্কের ফল, তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। রচনা বিষয়ে যাঁহার অংশ অল্প, চিন্তা বিষয়ে তাঁহার অংশ অধিকতর হইলেও হইতে পারে। কিন্তু যে রচনা ও চিন্তা উভয়ই বুদ্ধির ফল, তাহার কোন্ অংশ একের এবং কোন্ অংশ বা অন্যতরের, তদ্বিষয়ে নির্ণয় হওয়া দুর্ঘট। মিল্ বলেন, কি বৈবাহিক জীবনে, কি তৎপূর্ব্ববর্ত্তী বন্ধুত্বকালে তাঁহার নামে যে সকল পুস্তক প্রচারিত হয়, তাহা তাঁহার ও তদীয় পত্নীর বুদ্ধির ফল। তাঁহাদিগের প্রণয়ের পরিণতির সহিত তৎপ্রকাশিত পুস্তক সকলে তাঁহার পত্নীর অংশ ক্রমশঃই পরিবর্দ্ধিত হয়। কোন কোন স্থলে তদীয় পত্নীর অংশ নির্ব্বাচিত করা যাইতে পারে; মিলের মতে তাঁহাদিগের উভয়রচিত পুস্তক সকলে যত কিছু বহুমূল্য ভাব, যত কিছু সুন্দর অবয়ব—যাহা দ্বারাই সেই পুস্তক সকলের এত গৌরব ও এত কৃতকার্য্যতা,—যাহাদ্বারাই সেই পুস্তক সকল হইতে জগতের এত অসংখ্য শুভ ঘটনা—সমস্তই তদীয় পত্নীর বুদ্ধিমূলক।

অর্থনীতি ও অর্থব্যবহার বিষয়ক তদীয় পুস্তকেই সর্ব্ব প্রথমে তাঁহার পত্নীর মস্তিষ্ক বিশেষরূপে পরিচালিত হয়। ন্যায়দর্শন গ্রন্থে রচনার সূক্ষ্মতাবিষয় ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ে তাঁহার পত্নীর সাহায্য গৃহীত হয় নাই। সুবিখ্যাত দার্শনিক বেইন্ই একমাত্র ব্যক্তি, যাঁহার নিকট হইতে মিল্ ন্যায়দর্শন সম্বন্ধে বিশেষ সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। পুস্তকখানির হস্তলিপি মুদ্রাযন্ত্রে প্রেরিত হওয়ার পূর্ব্বে উপরিউক্ত দার্শনিকের হস্তে প্রদত্ত হয়। তিনি বিজ্ঞান হইতে অসংখ্য দৃষ্টান্ত ও উদাহরণ আহরণ করিয়া ইহাতে সন্নিবেশিত করেন, এবং ন্যায়দর্শন সম্বন্ধে মিলের মতে সম্পূর্ণ অনুমোদন করেন। ন্যায়দর্শন বিষয়ে মিল্ কম্‌টের নিকট হইতে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কোন উপকার প্রাপ্ত

হন নাই। তাঁহার ন্যায়দর্শনের প্রথম ভাগ সমাপ্ত হওয়ার পূর্ব্বে তিনি কম্‌টের পুস্তক দেখেন নাই। এই সময়ে কম্‌টের "সিষ্টেম্ ডি ফিলসফি পজিটিবের" প্রথম ভাগ মাত্র প্রকাশিত হইয়াছিল। মিল্ তাঁহার ন্যায়দর্শনের প্রথম ভাগ সমাপ্ত হওয়ার পর, এই পুস্তক খানি প্রাপ্ত হন। তাঁহার ন্যায়দশনের পরিশিষ্ট লিখনকালে এই পুস্তক হইতে তিনি অনেক উপকার প্রাপ্ত হন।

অর্থনীতি ও অর্থব্যবহারবিষয়ক গ্রন্থের "শ্রমজীবিশ্রেণীর সম্ভাবিত ভাবী অবস্থা" নামক অধ্যায়টী সম্পূর্ণরূপে তদীয় পত্নীর রচিত। প্রথম হস্তলিখনকালে এই অধ্যায়টী একেবারেই ছিল না। কিন্তু তাঁহার পত্নী এরূপ অধ্যায়ের আবশ্যকতা নির্দ্দেশ করায় এবং এরূপ একটী অধ্যায় ব্যতীত এ গ্রন্থ খানি অসম্পূর্ণ থাকিবে, এরূপ বলায় মিল্ তাঁহার পুস্তকে এই অধ্যায়টী সংযোজিত করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এই অধ্যায়ে যাহা কিছু লিখিত হইয়াছে, সে সমস্তই তদীয় পত্নীর উদ্ভাবনা। অধিক কি ভাষা পর্য্যন্তও অনেক সময় তাঁহারই। অর্থের উৎপাদন ও বিতরণে যে কি প্রভেদ, তাহা পূর্ব্বে কোন অর্থনীতিজ্ঞই নির্দ্দেশ করিতে পারেন নাই। যে সকল নিয়ম দ্বারা অর্থের উৎপাদন ও বিতরণ নিয়ন্ত্রিত হয়, তাঁহাদিগের মতে সে সমস্তই প্রাকৃতিক; মানবী ইচ্ছা তাহাদিগকে নিয়মিত বা পরিবর্ত্তিত করিতে পারে না। তদীয় পত্নীই সর্ব্বপ্রথমে এই নূতন মত আবিষ্কৃত করেন যে, যে সকল নিয়ম দ্বারা অর্থের উৎপাদন নিয়ন্ত্রিত হয় তাহা প্রাকৃতিক বটে; কিন্তু যে সকল নিয়ম দ্বারা অর্থের বিতরণ নিয়ন্ত্রিত হয়, সে সকল প্রায়ই মানবী ইচ্ছার অধীন। এই শেষোক্ত নিয়মগুলি মানবী ইচ্ছা ও সমাজের আবশ্যকতানুসারে নিয়মিত ও পরিবর্ত্তিত হইতে পারে। এই ভাব গুলি মিল্ সর্ব্বপ্রথমে সেণ্ট সাইমোনিয়দিগের নিকট হইতেই প্রাপ্ত হন; কিন্তু তাঁহার পত্নীর উত্তেজনাতেই ইহা তাঁহার মনে সজীবতা ধারণ করে। সংক্ষেপতঃ তাঁহার পুস্তকের যে অংশের সহিত বিশুদ্ধ বিজ্ঞান ও আন্বীক্ষিকীর সম্বন্ধ, সেই টুকুই তাঁহার নিজের, ও অবশিষ্ট সমস্তই তদীয় পত্নীর। এই সকল কারণে মিলের ইচ্ছা ছিল যে পুস্তক

খানি তদীয় পত্নীর নামে উৎসর্গীকৃত করেন। কিন্তু তাঁহার পত্নী এরূপ ইচ্ছা করিতেন না যে তাঁহার বিষয় লইয়া বিশেষ আন্দোলন উপস্থিত হয়; এই জন্যই তিনি বান্ধবদিগকে দিবার নিমিত্ত কয়েক খণ্ড বাদে অন্য পুস্তকগুলি আপনার নামে উৎসর্গীকৃত করিতে দেন নাই।

মিলের বৈবাহিক জীবনের শেষ ভাগে দুইটী প্রধান ঘটনা সংঘটিত হয়—একটী তাঁহার পীড়াবিষয়ক, অপরটি ইণ্ডিয়া হাউসে তাঁহার কর্ম্ম বিষয়ক। প্রথমতঃ তিনি এই সময়ে একবার পিত্রাগত পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া স্বাস্থ্যলাভ করিবার জন্য প্রায় ছয় মাস কাল ইতালী, সিসিলী এবং গ্রীস্ প্রভৃতি নানাদেশ পরিভ্রমণ করিয়া আসেন। দ্বিতীয়তঃ তিনি ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে ইণ্ডিয়া হাউসের করেস্‌পণ্ডেন্স্ বিভাগের সর্ব্বোচ্চ পদে অভিষিক্ত হন। এই বিভাগে তিনি অন্যূন ত্রয়ত্রিংশ বৎসর কর্ম্ম করেন। তিনি এক্ষণে যে পদে অভিষিক্ত হইলেন, তাহার নাম ইণ্ডিয়া করেস্‌পণ্ডেন্সের পরীক্ষক। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে সেক্রেটরীর পদ ভিন্ন ইহা অপেক্ষা আর উচ্চতর পদ ছিল না। যতদিন এই পদ প্রতিষ্ঠিত ছিল, ততদিনই মিল্ ইহাতে অভিষিক্ত ছিলেন, কিন্তু তিনি অধিক দিন এই পদে অভিষিক্ত থাকিতে পারেন নাই। তাঁহার এই পদে উন্নীত হওয়ার দুই বৎসরের অনধিককালমধ্যেই ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সহিত এই পদের তিরোধান হয়।

সুবিখ্যাত ভারতবর্ষীয় সিপাহী মিউটিনির পর ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রধান মন্ত্রী লর্ডপামার্ষ্টনের পরামর্শে রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া স্বহস্তে ভারতবর্ষের শাসনভার গ্রহণ করেন। মিল্ ভিন্ন আর সকল রাজনীতিজ্ঞেরাই তৎকালে বিশ্বাস করিয়াছিলেন যে রাজ্ঞীর হস্তে ভারতবর্ষের শাসনকার্য্য অধিকতর সুন্দররূপে নির্ব্বাহিত হইবে। মিলের বিশ্বাস স্বতন্ত্র ছিল। তিনি জানিতেন যে, রাজ্ঞী, তদীয় মন্ত্রীসভা এবং পার্লিয়ামেণ্টের নিকট জবাবদিহি করিতে হইবে বলিয়া ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানী যতদুর সতর্কতার সহিত ভারতবর্ষের শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছিলেন, রাজ্ঞীর কর্ম্মচারীরা সে সতর্কতার সহিত কখনই ভারতবর্ষের শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন না। তাঁহাদিগকেও রাজ্ঞী, তদীয় মন্ত্রীসভা

এবং পার্লিয়ামেণ্টের নিকট জবাবদিহি করিতে হইবে বটে, কিন্তু ভারত-বর্ষের শাসনকার্য্যসম্বন্ধে কোন অত্যাচারনিবন্ধন পার্লিয়ামেণ্ট কর্ত্তৃক তাঁহারা পরীক্ষা-স্থলে আনীত হইলে, রাজ্ঞী তাঁহাদিগকে সমুচিত দণ্ড হইতে রক্ষা করিবার জন্য যে নানা চেষ্টা করিবেন তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। হেষ্টিংসের পরীক্ষা কালে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট তাঁহার প্রতি কোন প্রকার পক্ষপাত প্রদর্শন করেন নাই। তাঁহাকে উচিত দণ্ড হইতে রক্ষা করণেও গবর্ণমেণ্টের কোন স্বার্থ ছিল না। সুতরাং পার্লিয়ামেণ্ট তাঁহাকে পরীক্ষার বিষয়ীভূত করিতে বিন্দুমাত্রও সঙ্কুচিত হন নাই। কিন্তু এক্ষণকার ভারতবর্ষীয় গবর্ণর জেনেরল রাজ্ঞীর প্রতিনিধি। সুতরাং পার্লিয়ামেণ্ট কোন অপরাধে তাঁহাকে পরীক্ষা-স্থলে সহজে আনয়ন করিতে সাহসী হইবেন না। এই সকল কারণে মিল্ স্থির করিলেন যে এখন হইতে ভারতবর্ষে অরাজকতা অতিশয় প্রবল হইবে। এই সকল কারণেই তিনি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অস্তিত্ব রক্ষা করিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রতিনিধি শাসন-প্রণালী নামক পুস্তকের পরিশিষ্টে ও ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর স্বাপক্ষ্যে তল্লিখিত আবেদন পত্রাদিতে তাঁহার চেষ্টা বিশেষরূপে পরিব্যক্ত রহিয়াছে।

যাহাহউক এই ঘটনায় তাঁহার নিজের বরং উপকারই হইল। বিদায়-দানের সময় গবর্ণমেণ্ট ক্ষতিপূরণস্বরূপ তাঁহাকে প্রচুর অর্থ প্রদান করিলেন। লর্ড ষ্টান্লে রাজ্ঞীর অধীনে সর্ব্বপ্রথম ভারতবর্ষের সেক্রেটারি অব্ ষ্টেটের পদে অভিষিক্ত হইলেন। লর্ড ষ্টান্লে ভারতবর্ষীয় সভায় আসন গ্রহণ করিবার জন্য মিল্‌কে অনুরোধ করেন। কিছুদিন পরে সভার সভ্যগণও পুনর্ব্বার ঐ প্রস্তাব করেন। কিন্তু দুইবারই মিল্ অস্বীকৃত হন। রাজ্ঞীর অধীনে ভারতবর্ষের শাসন সম্বন্ধে যে সকল নিয়মাবলী প্রতিষ্ঠিত হয়, মিল্ দেখিলেন, তাহা হইতে কোন শুভফলের আশা করা যাইতে পারে না। সুতরাং রাজ্ঞীর অধীনে কার্য্য স্বীকার করিয়া তিনি ভারতের কোন মঙ্গল সাধন করিতে পারিবেন এরূপ আশা নাই; অথচ তাঁহার অমূল্য সময় বৃথা অতিবাহিত হইবে। তাঁহার

অনুমান ব্যর্থ হয় নাই। রাজ্ঞীর অধীনে ভারতবর্ষের শাসনপ্রণালী পর্য্যালোচনা করিয়া এই অস্বীকার জন্য তাঁহাকে কখনই অনুতাপ করিতে হয় নাই।

তাঁহার এই কার্য্যলিপ্ত জীবনের অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী দুইবৎসর কাল ধরিয়া তিনি ও তদীয় পত্নী তাঁহার "লিবার্টি" নামক স্বাধীনতা-বিষয়ক গ্রন্থের রচনায় নিমগ্ন ছিলেন। মিল্ ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে উক্ত বিষয়ে একটী ক্ষুদ্র রচনা করেন। ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে রোমনগরীর ক্যাপিটলের সোপানমার্গে আরোহণ কালে, এই প্রবন্ধকে একখানি স্বতন্ত্র গ্রন্থরূপে পরিণত করিবার ইচ্ছা তদীয় মনে সর্ব্বপ্রথমে সমুদিত হয়। মিলের আর কোন গ্রন্থই এই খানির ন্যায় এত সতর্কতার সহিত রচিত ও পরিশোধিত হয় নাই। তদীয় অন্যান্য গ্রন্থের ন্যায় এখানিরও হস্তলিপি দুইবার লিখিত হয়। কিন্তু অন্যান্য গ্রন্থের ন্যায় দুইবার লিখনের পরই ইহা মুদ্রাযন্ত্রে প্রেরিত হয় নাই। ইহার পরও এই গ্রন্থের হস্তলিপি খানি অনেকদিন পর্য্যন্ত তাঁহাদিগের নিকট ছিল। তাঁহারা দুইজনে বারবার তাহার আদ্যোপান্ত পাঠ করিতেন এবং প্রতিবার তাহার প্রত্যেক পদের ও প্রত্যেক বাক্যের দোষ গুণ বিচার করিতেন। তাঁহাদিগের এরূপ সঙ্কল্প ছিল যে ১৮৫৮—৫৯ খ্রীষ্টাব্দের শীত কালে,—ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কার্য্য হইতে মিলের অবসৃত হওয়ার অব্যবহিত পর বৎসরে,—তাঁহারা দুইজনে ইউরোপের দক্ষিণে অবস্থিত হইয়া বিশ্রাম সুখ অনুভব করিবেন এবং সেই সময় এই গ্রন্থের চরম পুনঃপর্য্যবেক্ষণ সমাপ্ত করিবেন। কিন্তু মানবজীবনের ন্যায় মানবী আশাও অনিত্য। তাঁহারা দুইজনে পূর্ব্বোক্ত উদ্দেশ্যে মণ্টপিলিয়ার নগরে গমন করিতেছিলেন, এমন সময় পথিমধ্যে অ্যাভিগ্নন্ নগরে ফুস্ফুসে রক্তাবরোধ (পল্মোনরী কন্‌জেস্‌চন্) রোগের আকস্মিক আক্রমণে তদীয় পত্নীর মৃত্যু হইল, এবং সেই সঙ্গে তাঁহার এজীবনের সমস্ত আশা তিরোহিত হইল!!!

সপ্তম অধ্যায়।

মিল একাকী ;—"স্বাধীনতা ;" "স্ত্রীজাতির অধীনতা ;" রাজনৈতিক রচনা ; আমেরিকার দাস-সমর ; সার্ উইলিয়ম্ হ্যামিণ্টন্ প্রণীত দর্শন ; আগষ্ট্ কম্‌ট ও তদুদ্‌ভাবিত প্রত্যক্ষবাদ।

"গৃহিণী সচিবঃ সখী মিথঃ
প্রিয়শিষ্যা ললিতে কলাবিধৌ।
করুণাবিমুখেন মৃত্যুনা
হরতা ত্বাং বদকিং ন মে হৃতম্॥"

যদি কখন কোন রমণী কবিকুলচূড়ামণি কালিদাসের এই প্রশংসা অপেক্ষা অধিকতর প্রশংসার যোগ্যা হইয়া থাকেন, তাহা মিলের সহধর্ম্মিণীই। কালিদাস গৃহিণীত্ব, সচিবত্ব, সখীত্ব ও শিষ্যাত্ব এই কয়েকটী বই রমণীর অন্য কোন গুণের অস্তিত্বের উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। কিন্তু মিলের পত্নীতে এ সমস্ত অপেক্ষা প্রচুর পরিমাণে অধিকতর ও উচ্চতর গুণের সমাবেশ ছিল। এরূপ সর্ব্বগুণসম্পন্না ও পতিপরায়ণা সহধর্ম্মিণীর বিয়োগে মিলের ন্যায় মনীষীরও মন যে বিচলিত হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? পত্নীবিয়োগের পর মিল্ সংসারসুখে জলাঞ্জলি দিয়া তদীয় সমাধিসন্নিধানে একটী ক্ষুদ্র কুটীর নির্ম্মাণপূর্ব্বক তথায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। পত্নীর অনন্যপূর্ব্বাবস্থাজাত একমাত্র দুহিতা সেই নির্জ্জন প্রদেশে তাঁহার একমাত্র সহচরী ছিলেন। ইনিই সেই বিয়োগিনী অবস্থায় তাঁহার একমাত্র অবলম্বন ছিলেন। ইনিই সেই বিয়োগিনী অবস্থায় তাঁহার একমাত্র সান্ত্বনাস্থল হইয়াছিলেন। এই ক্ষুদ্র কুটীরে পত্নীবিয়োগেও তিনি কল্পনাবলে তৎসাক্ষাৎকার লাভ করিতে লাগিলেন। যে সকল মহৎ কার্য্য তাঁহার পত্নীর জীবনের লক্ষ্য ছিল, সেই সকল কার্য্য তাঁহার জীবনেরও একমাত্র লক্ষ্য হইয়া উঠিল। যে সকল কার্য্যে তাঁহার পত্নী অনুমোদন করিতেন, যে সকল কার্য্যে

তাঁহার পত্নীর সহানুভূতি ছিল, এবং যে সকল কার্য্যের সহিত তদীয় পত্নী অনিবার্য্যরূপে সংশ্লিষ্ট হইয়া পড়িয়াছিলেন, সেই সকল কার্য্যেই জীবনের অবশিষ্টকাল অতিবাহিত করিবেন—মিল্ ইহা স্থির সঙ্কল্প করিলেন। নীতির যে আদর্শ তদীয় পত্নীর অনুমোদিত ছিল, সেই নৈতিক আদর্শ দ্বারাই জীবন নিয়মিত করিবেন, ইহা তাঁহার স্থির সঙ্কল্প হইল। ইত্যাদি নানা উপায়ে পত্নীর স্মৃতি সঞ্জীবিত রাখা মিলের জীবনের একমাত্র ধর্ম্ম হইয়া উঠিল।

যে স্বাধীনতাবিষয়ক গ্রন্থ বিশেষরূপে তাঁহাদিগের উভয় মস্তিষ্কের ফল, সেই "লিবার্টি" নামক গ্রন্থে মুদ্রাঙ্কণ ও প্রকাশন এবং পত্নীর নামে তাহার উৎসর্গীকরণ পত্নীবিয়োগের পর মিলের সর্ব্বপ্রথম কার্য্য হইল। তিনি ইহার কোন স্থানে পরিবর্ত্তন, বা ইহার কোন স্থানে কোন নূতন বিষয়ের সংযোজনা করিলেন না। যদিও ইহা তদীয় পত্নীর হস্তে শেষ সংস্করণ পাইলে উৎকৃষ্টতর হইত সন্দেহ নাই, তথাপি মিল্ নিজ হস্তে সেই অভাবের পূরণ করিতে কখন ইচ্ছা করেন নাই।

এই গ্রন্থের এমন একটী বাক্য নাই, যাহা তাঁহারা দুইজনে একত্র তন্ন তন্ন করিয়া দেখেন নাই; ইহার এমন একটী স্থান নাই, যাহা তাঁহারা দুইজনে নানা প্রকারে পরীক্ষা করিয়া দেখেন নাই; ইহাতে এমন একটী চিন্তা বা ভাব নাই, যাহা তাঁহারা দোষ-স্পর্শশূন্য করিতে চেষ্টা করেন নাই। এই সকল কারণে এই গ্রন্থখানি যদিও তদীয় পত্নীর শেষ পুনঃপর্য্যবেক্ষণ প্রাপ্ত হয় নাই, তথাপি ইহা রচনা বিষয়ে মিলের যাবতীয় গ্রন্থ অপেক্ষা যে উৎকৃষ্টতর হইয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ইহাতে যে সকল চিন্তা সন্নিবেশিত আছে, তাহার কোন্ গুলি তাঁহার এবং কোন্ গুলি তদীয় পত্নীর, তদ্বিষয়ে নির্ণয় হওয়া সুকঠিন। তবে ইহার চিন্তাস্রোতের গতি যে তদীয় পত্নী কর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রিত হইয়াছিল, তাহাতে আর সংশয় নাই। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে তাঁহাদিগের দুই জনেরই মনে এই বিষয়ে একইরূপ চিন্তাস্রোত প্রবাহিত হইত। এই বিষয়ে তাঁহার মনে যে চিন্তাস্রোত প্রবাহিত হইত, মিল্ তাহা পত্রে অঙ্কিত করিতেন। তদীয় পত্নী সেই পত্রাঙ্কিত চিন্তাস্রোতের গতির

অনুসরণ করিতেন এবং গতিভ্রংশ দেখিলে তাহার সংশোধন করিয়া দিতেন। কখন কখন মিলের মনের গতি এরূপ হইত, যে তিনি রাজনৈতিক ও সামাজিক অতিশাসনের অনুমোদন করিতেন; কখন বা তাঁহার র‍্যাডিকালত্ব ও লোকতন্ত্রিত্বপ্রবণতা কমিয়া যাইত। এই সকল মতিভ্রংশের সময় তদীয় পত্নীই তাঁহাকে প্রকৃত পথে রাখিতে চেষ্টা করিতেন। আত্মাভিমান মিলের এত অল্প ছিল, যে তিনি সকলের নিকট হইতেই শিক্ষা গ্রহণ করিতেন এবং সকলেরই মতের যথোচিত সম্মান করিতেন। এই জন্য সময়ে সময়ে এরূপ ঘটিত, যে তিনি অপরের মতের সম্মান রক্ষা করিতে গিয়া নিজের মতকে কথঞ্চিৎ সঙ্কুচিত করিতেন। এই সঙ্কট হইতে তদীয় পত্নীই তাঁহাকে সতত রক্ষা করিতেন। কোন্ মতের কতদূর সম্মাননা করা উচিত, এবং পরের মতের সম্মাননা রক্ষা করিবার জন্য নিজের মত কত পরিমাণে সঙ্কুচিত করা উচিত, তদীয় পত্নীই তাহার মীমংসা করিতেন।

মিল্ "ন্যায়দর্শন" ব্যতীত অন্যান্য যত গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন, তৎসমুদয়ের মধ্যে তদীয় স্বাধীনতাবিষয়ক গ্রন্থখানিই দীর্ঘজীবী হইবার অধিকতর সম্ভাবনা। তাহার প্রথম কারণ এই যে ইহার প্রণয়নে তাঁহার নিজের এবং তদীয় পত্নীর মস্তিষ্ক বিশেষরূপে পরিচালিত হইয়াছিল। দ্বিতীয়তঃ শুদ্ধ এইরূপ একটী মাত্র সত্য লইয়া এরূপ দার্শনিক গ্রন্থ পূর্ব্বে আর কখনই প্রচারিত হয় নাই। তৃতীয়তঃ অধুনাতন সমাজে উন্নতির অনুকূলে যে সকল পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইতেছে, তাহার সঙ্গে সঙ্গে এই সত্যের বেগ ক্রমশঃই প্রবলতররূপে অনুভূত হইতেছে, সামাজিক ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতার পরস্পর প্রভেদ ও স্বতন্ত্র মূল্য অনেকেই ক্রমে বুঝিতে পারিতেছেন; সংখ্যাতীত মানবের সংখ্যাতীত বিভিন্ন প্রকার প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি থাকিবে, অথচ সেই অসংখ্য প্রকৃতি ও প্রবৃত্তির পরস্পরের সহিত সংঘর্ষণ হইবে না, এরূপ অবস্থা যে মানবজগতের বৈচিত্র্যসাধন ও স্থিতিস্থাপনের একমাত্র উপায়, তাহা এক্ষণে অনেকেই জানিতে পারিয়াছেন। যখন পুরাতন মত সকল বিলোড়িত হইয়া তাহার স্থানে কোন নূতন মত সংস্থাপিত না হয়; যখন লোকের মনে

পুরাতন মতের উপর অভক্তি ও অবিশ্বাস জন্মে এবং তাহারা স্পষ্টাক্ষরে দেখিতে পায় যে, তাহাদিগের পুরাতন মত সকল আর এরূপ অবস্থায় ধারণ করা যাইতে পারে না; তখন তাহারা সবিশেষ আগ্রহের সহিত নূতন মত সকল শ্রবণ করে। এই সময়ে ইংলণ্ডীয় সমাজের ঠিক এই-রূপ অবস্থা উপস্থিত হয়। সেই সময়েই মিলের স্বাধীনতাবিষয়ক প্রবন্ধ প্রচারিত হয়। এই জন্যই মিলের স্বাধীনতাবিষয়ক প্রবন্ধের এত আদর! এই জন্যই ইহার চিরস্থায়ী হইবার এত সম্ভাবনা!

ইহার মৌলিকতা (Originality) সম্বন্ধে অধিক বক্তব্য নাই। ব্যক্তিগত স্বাধীনতারূপ সত্য জগতে এই নূতন আবিষ্কৃত হইল এরূপ নহে। ব্যক্তিগত ও জাতি বা সমাজগত স্বাধীনতার প্রভেদ কি, তাহা পূর্ব্বে অনেকেই জানিতেন। প্রাচীনকালে—সভ্যতালোক জগৎ আলো-কিত করার পূর্ব্বে—এই সত্য কতিপয় মহীষীমাত্রেরই নিভৃত চিন্তার বিষয়ীভূত ছিল বটে; কিন্তু এক্ষণে জগতে সভ্যতাসূর্য্য সমুদিত হওয়ার পর অবধি মানবজাতি কখনই এই সত্যের আলোকশূন্য হয় নাই। বিশেষতঃ অধুনাতন ইউরোপে পেস্টালোজি, উইল্‌হেম্, ভন্ হম্বোল্ট, ও গেটি প্রভৃতি প্রতিভাশালী ব্যক্তিদিগের যত্নে ব্যক্তিত্ববাদ (Individuality) মতের বিপুল প্রচার হইয়া গিয়াছে। মিলের পুস্তক প্রকা-শিত হওয়ার পূর্ব্বে ইংলণ্ডে উইলিয়ম্ ম্যাকাল এবং আমেরিকায় ওয়া-রেন্ -এই মত সম্বন্ধে ঘোরতর আন্দোলন উপস্থিত করেন। সুতরাং মিলের পুস্তকে কোন নবাবিষ্কৃত মত প্রচারিত হইয়াছে, এ কথা আমরা বলি না। তবে আমরা এই মাত্র বলিব যে এই বিষয় এত অসন্দিগ্ধরূপে ও এরূপ নূতন ভাবে জনসাধারণের হৃদয়ঙ্গম করা পূর্ব্বে আর কাহারও ভাগ্যে ঘটে নাই।

মিলের আর এক খানি গ্রন্থের সহিত তাঁহার পত্নীর স্মৃতি চিরগ্রথিত হইয়া আছে। এই গ্রন্থখানির নাম "সব্‌জেক্‌সন্ অব্ উইমেন্" বা স্ত্রীজাতির অধীনতাবিষয়ক প্রবন্ধ। ইহার অন্তর্নিবেশিত মত সকল তিনি তদীয় পত্নীর নিকট হইতে শিক্ষা করিয়াছিলেন, এ কথা আমরা বলি-তেছি না। যাঁহাদিগের এরূপ সংস্কার আছে, তাঁহারা যেন তাহা ভুলিয়া

বান ; আমাদিগের বক্তব্য এই যে ইহাতে স্ত্রীজাতীর অনুকুলে যে নূতন মতগুলি সন্নিবেশিত হইয়াছে, সে গুলি বহু দিন হইতেই মিলের হৃদয়ের অতি প্রিয় বস্তু ছিল ; তাঁহার মুখ হইতেই টেলরপত্নী সেই মত গুলি শ্রবণ করেন। সেই মতগুলিই সর্ব্ব প্রথমে টেলরপত্নীর চিত্ত মিলের দিকে আকৃষ্ট করে, সেই মতগুলিই তাহাদিগের উদ্ভাবয়িতার প্রতি টেলরপত্নীর মনকে প্রণয়প্রবণ করিয়া দেয় ; সেই মত গুলিই তাহাদিগের উদ্ভাবয়িতার সহিত টেলরপত্নীর প্রথমে প্রণয় ও পরিশেষে পরিণয় সংঘটনের মূল। "বৈধিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, এবং পারিবারিক সকল বিষয়েই পুরুষজাজির সহিত স্ত্রীজাতির সমান অধিকার" —এই নবীন মত তিনি টেলরপত্নীর নিকট শিক্ষা করেন নাই। বরং টেলরপত্নীই এই মতগুলি সর্ব্বপ্রথমে তাঁহার মুখে শ্রবণ করেন এবং শ্রবণ করা অবধি মিলের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হয়। যদিও মিল্ এই মতগুলি টেলরপত্নীর নিকট হইতে শিক্ষা করেন নাই, তথাপি সেই মত কিরূপে কার্য্যে পরিণত করিতে হইবে, তাহা তিনি তাঁহারই নিকট শিখিয়াছিলেন। "স্ত্রীজাতি পুরুষ জাতির ন্যায় সম্পূর্ণ বৈধিক স্বাধীনতার অধিকারিণী ; পুরুষজাতির ন্যায় স্ত্রীজাতির স্বত্ব ও স্বার্থ সম্পূর্ণ রক্ষণীয় ; যে সকল বিধিপরম্পরা দ্বারা সমাজ ও রাজ্য শাসিত হইয়া থাকে, তাহার গঠনকার্য্যে পুরুষজাতির ন্যায় স্ত্রীজাতিরও সমান অধিকার" এ সকল মত তিনি তদীয় পত্নীর নিকট হইতে শিক্ষা করেন নাই বটে ; কিন্তু স্ত্রীজাতির স্বত্ব ও সার্থ সংরক্ষিত না হওয়ায় এবং পূর্ব্বোক্ত বিধিপরম্পরার গঠনবিষয়ে স্ত্রীজাতির অধিকার না থাকায়, সমাজের যে সকল অনিষ্ট সংঘটিত হইতেছে, মানবজাতির উন্নতিমার্গে যে সকল কণ্টক রোপিত হইতেছে, এবং কি কি উপায়েই বা সেই সকল অনিষ্টপাতের নিবারণ হইতে পারে, সে সমস্ত তিনি তদীয় পত্নীর নিকটই শিক্ষা করিয়াছিলেন। মিলের এরূপ বিশ্বাস ছিল যে—তদীয় পত্নীর এতদ্বিষয়ক সমস্ত চিন্তা তিনি এই গ্রন্থে উদ্ভাসিত করিতে পারেন নাই ; এবং এই গ্রন্থ তদীয় পত্নী দ্বারা সংরচিত হইলে ইহা অপেক্ষাও উৎকৃষ্টতর হইত।

"লিবার্টির" মুদ্রাঙ্কণের কিছুদিন পরেই মিল্ "থট্‌স অন্ পার্লিয়ামেণ্টারি রিফরম্" নামক একখানি রাজনীতি বিষয়ক পুস্তিকা প্রকাশ করেন। পুস্তিকার কিয়দংশ তদীয় পত্নীর দ্বারা অনুমোদিত ও সংশোধিত হইয়াছিল। মিল্ ও তদীয় পত্নী—ইঁহারা দুই জনেই পূর্ব্বে "ব্যালট্" * প্রণালীর স্বপক্ষ ছিলেন; কিন্তু পত্নীবিয়োগের কিছুদিন পূর্ব্বে মিলের ও তদীয় পত্নীর এই বিষয়ে মত-পরিবর্ত্তন হয়। মত-পরিবর্ত্তন বিষয়ে মিলের পত্নী বরং তাঁহার অগ্রগামিনী হন। এই পুস্তিকায় "ব্যালট্" প্রণালীর বিরুদ্ধে তাঁহাদিগের যে সকল যুক্তি ছিল, সেই সকল যুক্তি মাত্রই সন্নিবেশিত হইয়াছে। ইহাতে মিলের আরও একটী নূতন মত সন্নিবেশিত হইয়াছিল। তাঁহার মতে ভোটের অসমতা অবশ্য রক্ষণীয়; কিন্তু তাঁহার মতে ইহা পূর্ব্বের ন্যায় সম্পত্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত না হইয়া বুদ্ধি ও জ্ঞানের উৎকর্ষ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়া কর্ত্তব্য। এই মত বিষয়ে মিল্ কখনই পত্নীর সহিত তর্ক বিতর্ক করেন নাই; সুতরাং এ মত তদীয় পত্নীর অনুমোদিত ছিল, একথা বলা যাইতে পারে না। ফলতঃ কেহই তাঁহার এ মতের অনুমোদন করেন নাই। যাঁহারা ভোটের অসমতার পক্ষপাতী, তাঁহারা সম্পত্তিরূপ ভিত্তির উপরই এই অসমতা সংস্থাপিত করিতে চাহেন; বুদ্ধি বা বিদ্যার উৎকর্ষের উপর নহে।

মিলের পার্লিয়ামেণ্টারী-সংস্কার-বিষয়ক প্রবন্ধের প্রকাশনের অব্যবহিত পরেই মিষ্টার হেয়ারের প্রতিনিধি শাসনপ্রণালী বিষয়ক উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। হেয়ারের প্রণালীর উৎকর্ষ বিষয়ে মিল্ অনেক প্রশংসা করিয়াছেন। তিনি ফেজার্স ম্যাগাজিনে হেয়ারের পুস্তকের এবং এই বিষয়ে অষ্টিন্ ও লরিমার লিখিত পুস্তক দ্বয়ের একটী বিস্তৃত সমালোচনা বাহির করেন। এই সমালোচনা এক্ষণে মিলের "বিবিধ রচনাবলী" নামক গ্রন্থের অন্তর্নিবেশিত হইয়াছে।

এই বৎসরে তিনি আর দুই একটী গুরুতর কার্য্যের সম্পাদন

* বিভিন্ন বর্ণের দুইটী গুটিকার অন্যতর দ্বারা মত বা অমত প্রকাশ করাকে ব্যালট্ প্রণালী কহে।

করেন। প্রথমতঃ এডিন্‌বরা রিভিউতে সুবিখ্যাত দার্শনিক বেইনের মনোবিজ্ঞানবিষয়ক প্রবন্ধের সমালোচনা করিয়া ইহাঁর যশঃ ইংলণ্ডের সর্ব্বত্র উদ্‌ঘোষিত করেন। দ্বিতীয়তঃ তাঁহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রচনাগুলিকে "ডেসার্টেসন্‌স অ্যাণ্ড্ ডিস্‌কসন্‌স" নামে পুস্তকাকারে দুই খণ্ডে প্রকাশিত করেন। তদীয় পত্নীর জীবদ্দশাতেই ইহার অন্তর্নিবেশনীয় বিষয়গুলি নির্ব্বাচিত হয়; কিন্তু পুনঃপ্রকাশন লক্ষ্য করিয়া সেগুলি তদীয় পত্নীদ্বারা কখনই সংশোধিত হয় নাই। পত্নী-সাহায্য-বিরহে হতাশ হইয়া মিল্ প্রস্তাবগুলিকে তদবস্থাতেই মুদ্রিত করিলেন। কেবল যে যে স্থান তাঁহার বর্ত্তমান মতের বিরোধী ছিল, সেই সকল স্থান উঠাইয়া দিলেন। "এ ফিউ ওয়ার্ডস অন নন্-ইণ্টারভেন্‌সন"—ফ্রেজার্স ম্যাগাজিনের এতৎ-শিরস্ক প্রবন্ধ ভিন্ন মিল্ এবৎসর আর কিছুই লিখেন নাই। এই প্রবন্ধটী তদীয় "ডেজার্টেসন্‌স অ্যাণ্ড ডিস্‌কসন্‌স" নামক পুস্তকের তৃতীয় খণ্ডে পুনঃপ্রকাশিত হয়।

ইউরোপীয় রাজনীতিজ্ঞেরা বলিয়া থাকেন, ইংলণ্ড বিদেশীয় রাজনীতি বিষয়ে কথঞ্চিৎ উদাসীন; যে বিষয়ে ইংলণ্ডের কোন স্বার্থ নাই, তাহাতে ইংলণ্ড হস্তক্ষেপ করেন না—ইত্যাদি অপবাদ হইতে ইংলণ্ডের গৌরব রক্ষা করাই এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য ছিল। এই সময় লর্ড পামার্সটন কর্ত্তৃক সুয়েজ খাল কাটার প্রতিবাদই—ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে পূর্ব্বোক্ত অপযশঃ উদ্‌ঘোষিত হওয়ার উত্তেজক কারণ। এই প্রস্তাব উপলক্ষে মিল্—যে নীতি ও রাজনীতি দ্বারা বিভিন্ন বিভিন্ন জাতির পরস্পর সম্বন্ধ নিয়ন্ত্রিত হওয়া উচিত—সেই নীতি ও রাজনীতি বিষয়ে একটী উৎকৃষ্ট বিতর্ক উত্থাপিত করেন। এই বিভিন্নজাতিগত নীতি ও রাজনীতি সংক্রান্ত তদীয় মত সকল, তিনি লর্ড ব্রুহাম্ প্রভৃতির আক্রমণ হইতে ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ফরাশি সাময়িক গবর্ণমেণ্টের সমর্থন বিষয়ক প্রস্তাবে, কিয়ৎ পরিমাণে ব্যক্ত করেন। এই প্রবন্ধটী প্রথমে ওয়েষ্টমিনিষ্টার রিভিউএ প্রকাশিত হয়; এবং পরে তদীয় "ডেজার্টেসন্‌স" নামক পুস্তকে পুনর্মুদ্রিত হয়।

মিল্ জীবনের অবশিষ্ট ভাগ এইরূপে শুদ্ধ রাজনৈতিক সাহিত্যের

অনুশীলনে অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। তিনি রাজনীতির প্রধান আন্দোলনস্থান লণ্ডননগরী হইতে অনেক দূরে অবস্থিত ছিলেন বটে; কিন্তু তাহাতে তাঁহার রাজনীতি বিষয়ক আলোচনা সম্বন্ধে অসুবিধা না হইয়া বরং সুবিধাই ঘটিয়াছিল। আজ কাল যাঁহাদের কিছু সঙ্গতি আছে, বাষ্পীয় পোত, বাষ্পীয় শকট, তড়িৎ বার্ত্তাবহ প্রভৃতি গত্যনুকূল উপকরণ সকলের জন্য দূরত্বজনিত কোন অসুবিধাই তাঁহাদিগকে ভোগ করিতে হয় না। গত দিবস যে সকল ঘটনা ঘটিয়াছে, পরদিন প্রত্যূষে সেই সকল ঘটনা সংবাদপত্র-যোগে এক সময়েই লণ্ডনে ও অন্যান্য স্থানে প্রচারিত হইয়া থাকে। লণ্ডনের অধিবাসীরা যে সময়ে দৈনন্দিন সংবাদপত্র সকল তাঁহাদিগের টেবিলের উপর দেখিতে পান, বাষ্পীয় শকটের অদ্ভুত মহিমায় অন্যান্য নগরের ও পল্লিগ্রামের অধিবাসীরাও সেই সময়েই সেই সকল সংবাদপত্রদ্বারা তাঁহাদিগের টেবিল্ সুশোভিত দেখিতে পান। সাহিত্য ও রাজনীতি বিষয়ক সাময়িক পত্র সকল যথাসময়ে প্রকাশিত ও প্রচারিত হইয়া পল্লীগ্রামের অধিবাসীদিগকেও সাময়িক তর্কের বিষয় অবগত করিয়া দেয়। অনেক সময় এরূপ ঘটে যে নগরের সাধারণ অধিবাসীরা বর্ত্তমান আলোচনার বিষয় সকল লোকের মুখে শুনিয়াই পরিতৃপ্ত হন; সুতরাং তাঁহারা সংবাদপত্র বা সাময়িক পত্রাদিতে এই সকল বিষয়ে যে সকল তর্ক বিতর্ক উত্থাপিত বা প্রবন্ধ লিখিত হয়, তাহা পাঠ করা তত আবশ্যক মনে করেন না; কিন্তু পল্লীগ্রামের অধিবাসীরা—যাঁহাদিগের লোকমুখে সে সকল বৃত্তান্ত শুনিবার তত সম্ভাবনা নাই—হয়ত যত্নপূর্ব্বক সেই সকল বিষয় সম্বাদপত্র বা সাময়িক পত্রাদিতে পাঠ করিয়া থাকেন। সাধারণতঃ এরূপ দেখা যায় যে, নগরের সাধারণ লোক প্রায়ই অশিক্ষিত বা অর্দ্ধশিক্ষিত—চিন্তা-বিহীন ও হুজুগপ্রিয়; কিন্তু সম্পাদকেরা অপেক্ষাকৃত অধিকতর চিন্তাশীল ও সুশিক্ষিত। এইজন্যই সম্পাদকেরা সাধারণের প্রতিনিধি বলিয়া পরিগণিত হন। এইজন্যই সম্বাদ বা সাময়িক পত্রাদিতে লিখিত বর্ত্তমান-ঘটনা-বিষয়ক প্রস্তাব বা প্রবন্ধ প্রায়ই সারবান্ ও চিন্তাবহুল হয়। এইজন্যই অনেক সময় দেখিতে পাওয়া যায় যে সংবাদপত্র

খা সাময়িক পত্রাদির পল্লীগ্রামস্থ পাঠক অপেক্ষা নগরের সাধারণ লোক বর্ত্তমান-ঘটনা-বিষয়ে অধিকতর অজ্ঞ। যাঁহারা লৌকিকতা ও সামাজিকতা লইয়া সতত ব্যতিব্যস্ত, তাঁহারা মানবী ঘটনাবলীর গভীর তত্ত্বের উন্মেষণে অক্ষম। একজন বিদ্বান্ ও বুদ্ধিমান্ লোকও যদি অধিক দিন লৌকিকতা ও সামাজিকতা লইয়া ব্যস্ত থাকেন, তাহা হইলে তাঁহারও জ্ঞাননেত্র অচিরকালমধ্যে নিমীলিত ও বুদ্ধিবৃত্তি নিষ্প্রভ হইয়া যাইবে। যাহাদিগের সহিত তিনি সতত মিশ্রিত হইবেন, তাহাদিগের সমতলে তাঁহাকে অচিরকালমধ্যেই নামিতে হইবে। এরূপ লোকের সংবাদপত্র বা সাময়িক পত্রাদি পাঠ করিবার অবকাশ নাই। সুতরাং চতুর্দ্দিকে কি ঘটিতেছে, কোন্ কোন্ বিষয়ের আন্দোলনে তদীয় দেশ আন্দোলিত হইতেছে, সে সকল বিষয় জানিবার তাঁহার অবসর নাই। বর্ত্তমান ঘটনাস্রোতের কি বা পরিণাম হইবে, বর্ত্তমান তর্কের বিষয়ীভূত প্রশ্নসকলের কি বা মীমাংসা হইতে পারে, তাহাও ভাবিবার সময় নাই। মিল্ এরূপ অবস্থার শোচনীয় পরিণাম জানিতেন, এই জন্যই তিনি সামাজিকতা ও লৌকিকতা লইয়া ব্যস্ত থাকিতেন না। নগরের অনতিদূরস্থিত ক্ষুদ্র কুটীরে অবস্থিত হইয়াও সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রাদির দ্বারা তিনি জগতের সমস্ত ঘটনা জানিতে পারিতেন; বর্ত্তমান ঘটনাবলীর স্রোত কোন্ দিকে প্রধাবিত হইবে, বর্ত্তমান অমীমাংসিত প্রশ্ন সকলেরই বা কি মীমাংসা হইতে পারে, তাহা তিনি সেই ক্ষুদ্র কুটীরে বসিয়া ভাবিতেন; এবং মধ্যে মধ্যে সেই সকল বিষয়ে নব নব প্রবন্ধ লিখিয়া জগতে নূতন আলোক বিস্তার করিতেন। শিল্পবাণিজ্যাগত দ্রব্যজাত ও মানবস্রোত প্রভৃতি স্বচক্ষে দেখিয়া জ্ঞানভাণ্ডার অধিকতর পরিবর্দ্ধিত করিবার জন্য তিনি মধ্যে মধ্যে নগরে আসিতেন।

এই নির্জ্জন প্রদেশের এই ক্ষুদ্র কুটীরের একমাত্র আলোক—তদীয় পত্নীর গর্ভজাত দুহিতা—মিলের আত্মোৎকর্ষ সাধনের সাহায্যব্রতে ব্রতী ছিলেন। মিলের শারীরিক ও আধ্যাত্মিক শুশ্রূষা ব্যতীত তাঁহার জীবনের অন্য কোন কার্য্য ছিল না। জীবননাট্যশালার এরূপ বিচ্ছেদের পর এরূপ সঙ্গিনী-প্রাপ্ত হওয়া অতি অল্প পুরুষের ভাগ্যে ঘটিয়া

উঠে। এখন হইতে যাঁহারা মিলের নামে প্রকাশিত পুস্তক সকল পাঠ করিবেন, তাঁহাদিগের মনে যেন ইহা উদিত হয়, যে সেই পুস্তক গুলি দুইজন অদ্ভুত রমণী ও একজন অদ্ভুত পুরুষের মস্তিষ্কের ফল।

১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে মিল্ "কন্সিডারেসন্স অন্ রেপ্রেজন্টেটিব গবর্ণমেণ্ট" নামক পুস্তক প্রকাশিত করেন। দীর্ঘকালব্যাপিনী চিন্তার পর প্রতিনিধিশাসনপ্রণালী বিষয়ে তিনি যে সকল সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন, এই পুস্তকে সেই সকলই বিশেষরূপে বিবৃত হইয়াছে। তাঁহার মতে বহুজনাকীর্ণ প্রতিনিধি সভা বিধিব্যবস্থাপন কার্য্যের সম্পূর্ণ অযোগ্য। এরূপ সভার প্রকৃত কার্য্য—নির্দ্দিষ্ট কতিপয় সুযোগ্য রাজনীতিজ্ঞ দ্বারা যে সকল বিধি ব্যবস্থাপিত হইবে—সেই সকল বিধির অনুমোদন বা প্রত্যাখ্যান মাত্র—বিধির ব্যবস্থাপন নহে। এই জন্য তাঁহার মতে প্রতিনিধি সভা দ্বারা বিধির ব্যবস্থাপন নিমিত্ত একটী ব্যবস্থাপক সমাজ মনোনীত হওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য। প্রতিনিধি সভা যখন দেখিবেন যে, কোন নূতন বিধির ব্যবস্থাপন আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে, তখন তাঁহারা এই গুরুতর কার্য্যের ভার ব্যবস্থাপক সমাজের উপর অর্পণ করিবেন। ব্যবস্থাপক সমাজ বিধির ব্যবস্থাপন করিলে প্রতিনিধি সভা ইচ্ছামত তাহা মঞ্জুর বা নামঞ্জুর করিতে পারিবেন। কিন্তু তাহার কোন পরিবর্ত্তন করিতে হইলে প্রতিনিধি সভা স্বয়ং করিতে পারিবেন না। ব্যবস্থাপক সমাজের উপরই সেই সকল পরিবর্ত্তনের ভার অর্পণ করিতে হইবে। বিধির ব্যবস্থাপনরূপ এই গুরুতর প্রশ্নের এরূপ পূর্ণ মীমাংসা বেন্থামের পূর্ব্বে আর কেহই করিতে পারেন নাই। বেন্থামশিষ্য মিল্ গুরুক্ষুণ্ণ এই নূতন পথের পরিষ্করণ ও বিস্তৃতিসাধন দ্বারা যে জগতের অসীম উপকার সংসাধিত করিয়াছেন তাহাতে আর সন্দেহ নাই। সাধারণ কার্য্যে সাধারণী সভার সম্পূর্ণ অধিকারের সহিত কতিপয় সুদক্ষ রাজনীতিজ্ঞ দ্বারা বিধিব্যবস্থাপনকার্য্যের সামঞ্জস্য বিধানের প্রস্তাব পূর্ব্বে আর কেহই করেন নাই। মিলের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, এই প্রস্তাব অবশ্যই একদিন কার্য্যে পরিণত হইবে।

১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে মিল্ যে পুস্তক প্রণয়ন করেন, তাহার নাম "দি

সব্‌জেক্‌সন অব্ উইমেন্” বা স্ত্রীজাতির অধীনতা বিষয়ক প্রবন্ধ। ইহার বিষয় আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। এই গ্রন্থখানি ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। এতদিন অপ্রকাশিত রাখার কারণ এই যে, মিলের ইচ্ছা ছিল যে তিনি অবসরমত মধ্যে মধ্যে ইহার পরিপুষ্টি সাধন ও উৎকর্ষ বিধান করিবেন এবং এই মতের কৃতকার্য্যতা লাভের সময়েই ইহার প্রচার করিবেন। মিলের এই ইচ্ছা কথঞ্চিৎ ফলবতী হইয়াছিল।

ইহার অব্যবহিত পরেই তিনি আর এক খানি গ্রন্থ মুদ্রিত ও প্রকাশিত করেন। এই গ্রন্থখানির নাম "ইউটিলিটেরিয়ানিজম্" বা হিতবাদ। এই প্রবন্ধটী তাঁহার পত্নীর জীবদ্দশাতেই তিতি ফ্রেজার্স ম্যাগাজিনে উপর্য্যুপরি তিনবারে প্রকাশিত করেন। তিনি সেই প্রবন্ধটী সংশোধিত করিয়া এবং তাহাতে কিঞ্চিৎ সংযোজিত করিয়া এক্ষণে এই পুস্তিকায় প্রকাশ করেন।

এই ঘটনার অনতিপূর্ব্বে জগতের ঘটনাস্রোতে এক নববিবর্ত্ত উত্থাপিত হয়। দাসব্যবসায় লইয়া আমেরিকায় ঘোরতর গৃহবিচ্ছেদ-জনিত সংগ্রাম উপস্থিত হয়। এই সমরের সহিত মিলের হৃদয় সম্পূর্ণরূপে একীভূত হইয়া গিয়াছিল। তিনি জানিতেন, এই ভীষণ সংগ্রামের পরিণাম অনন্তকালের জন্য মানব-ঘটনাস্রোতের দিক্ নির্ণয় করিবে। এই জ্বলনোন্মুখ বহ্নি অনেক দিন হইতেই ধূমায়মান হইতেছিল। মিলের সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধি পূর্ব্বেই জানিতে পারিয়াছিল যে এই প্রধূমিত বহ্নি অচিরকালমধ্যেই প্রজ্বলিত হুতাশনে পরিণত হইবে। তাঁহার সহানুভূতি দাসব্যবসায়বিরোধিদিগেরই সহিত ছিল। দাসব্যবসায়ীদিগের দ্বারা দাসত্বের অধিকারবিস্তার চেষ্টা যে অন্যায় ও অসঙ্গত, তাহা তিনি মুক্তকণ্ঠে বলিতেন। ধনলিপ্সা, প্রভুত্বাকাঙ্ক্ষা এবং বহুকালোপভুক্ত অধিকার পরিত্যাগের অনিচ্ছা—প্রভৃতি দুর্দ্দমনীয় বৃত্তি সকল যে দাসত্বপ্রথার দূরীকরণের প্রতিদ্বন্দ্বিনী, তাহা তিনি জানিতেন। তাঁহার প্রিয়বন্ধু অধ্যাপক কেয়ার্ণেস তদীয় "স্লেভপাউয়ার" নামক দাসত্ব-বিষয়ক গ্রন্থে এই সমস্ত বিষয় অতি স্পষ্টরূপে বিবৃত করিয়াছেন। মিল্ জানি-

তেন যে, এই ভীষণ সংগ্রামে যদি দাসব্যবসায়পক্ষপাতীরা জয়লাভ করে, তাহা হইলে জগতে বহুদিনের মত উন্নতির স্রোত রুদ্ধ হইবে, অধর্ম্মের জয়পতাকা উড্ডীয়মান হইবে, উন্নতিদ্রোহিদিগের হৃদয় উৎসাহে মাতিয়া উঠিবে, এবং উন্নতি-পক্ষপাতিদিগের হৃদয় ভগ্ন হইবে। কতকগুলি মনুষ্যের স্বাধীনতার উপর কতকগুলি মনুষ্যের সর্ব্বতোমুখী প্রভুতা সমাজতরুর মুলোৎপাটক। যাহারা এই প্রভুতার আকাঙ্ক্ষী, তাহারা নরাকার রাক্ষস। মিল্ জানিতেন যে এই রাক্ষসদিগের জয় লাভ হইলে, ইহাদিগের দুর্দ্দমনীয় সেনা বহুদিন জগতের শুভকার্য্যের ব্যাঘাত সম্পাদন করিবে; আমেরিকার সাধারণতন্ত্রের বিপুল যশঃ বহুকালের জন্য নিমীলিত হইবে; এবং ইউরোপের সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর অন্তরে এই ভ্রান্ত বিশ্বাস দৃঢ়ীভূত হইবে যে, তাঁহারা এখন হইতে নির্ব্বিবাদে তাঁহাদিগের নীচপ্রবৃত্তির অনুসরণ করিতে পারেন; তাঁহাদিগের এই অন্ধবিশ্বাস নররুধিরে ধৌত না হইলে আর অপনীত হইবে না।

এদিকে তিনি দেখিতে লাগিলেন যে, উদীচ্য আমেরিকানেরা যদি সমরে জয়লাভে কৃতসংকল্প হইয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগের জয়লাভ অবশ্যম্ভাবী। ইহাঁদিগের বিবেক দাসত্বপ্রথা একেবারে উঠাইয়া দিতে এখনও প্রস্তুত হয় নাই; যে সকল ষ্টেট্‌সে দাসত্বব্যবসায় অদ্যাপি প্রচলিত আছে, সে সকল ষ্টেট্‌স হইতেও দাসত্ব উঠাইয়া দেওয়া এখনও ইহাঁদিগের উদ্দেশ্য হয় নাই; অন্যান্য ষ্টেট্‌সে দাসত্বপ্রথা যাহাতে বিস্তৃত না হয়, তাহার প্রতিবিধান করাই তাঁহাদিগের বর্ত্তমান উদ্দেশ্য। মিল্ দেখিলেন যে এই মনোমালিন্য যদি সহজে নিবারিত না হয়, তাহা হইলে উদীচ্যেরা দাসত্বপ্রথা একেবারেই উঠাইয়া দিতে কৃতসঙ্কল্প হইবেন। ইহা মানবপ্রকৃতির একটী সাধারণ নিয়ম, সামাজিক বিপ্লবের একটী অব্যভিচারী অঙ্গ, যে সামান্য প্রার্থনার প্রতিবাদ করিলে গভীরতর প্রার্থনা আসিয়া উপস্থিত হয়। যে উদীচ্যেরা এক্ষণে অন্যান্য ষ্টেট্‌সে যাহাতে দাসত্ব প্রচলিত না হয়, শুদ্ধ তাহারই প্রতিবিধানে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন, দাক্ষিণাত্য ষ্টেট্‌স সকলে যে সকল দাস পূর্ব্বে ক্রীত হইয়াছে, তাহাদিগকে দাসত্বশৃঙ্খল হইতে উন্মোচিত করিতে এবং ভবিষ্যতে সে

সকল ষ্টেট্‌সে যাহাতে আর দাস ক্রীত না হয়, তাহার প্রতিবিধান করিতে যে উদীচ্যদিগের বিবেক এখনও উদ্বোধিত হয় নাই, বাধা পাইলে সেই উদীচ্যদিগেরই বিবেক দাসত্বপ্রথার সমূলোৎপাটনে নিশ্চয়ই বদ্ধপরিকর হইবে।

মিলের এই শেষোক্ত আশঙ্কাই ফলবতী হইল। দাক্ষিণাত্য ষ্টেট্‌স সকলের অধিবাসীরা—উদীচ্য আমেরিকান্‌দিগের পরিমিত প্রার্থনাতেও স্বীকৃত হইলেন না। সুতরাং সমরানল ভীষণবেগে প্রজ্বলিত হইল। গ্যারিসন্, ওয়েণ্ডেল, পিলিপ্স এবং জন্ ব্রাউন প্রভৃতি মনীষীগণ দাসত্ব প্রথার বিরুদ্ধে ঘোরতর আন্দোলন উত্থাপিত করিলেন। সমগ্র উদীচ্য অধিবাসীই তাঁহাদিগের পশ্চাগ্দামী হইলেন। সশস্ত্রসৈনিক পুরুষদ্বারা ইউনাইটেড্ ষ্টেট্‌সের কনষ্টিটিউসনের মূলভিত্তি উৎপাটিত হইল। যুদ্ধে উদীচ্যদিগেরই জয়লাভ হইল। ইউনাইটেড্ ষ্টেট্‌সের কন্‌ষ্টিটিউসন্ আবার নূতন করিয়া গঠিত হইল। ইহাতে যাহা কিছু ন্যায়বিগর্হিত ছিল, সমস্ত পরিত্যক্ত হইল। এই ভীষণ সমরে, ইংলণ্ডের সমগ্র উচ্চ ও মধ্যশ্রেণীর লোক—অধিক কি যাঁহারা লিবারেল্ বলিয়া খ্যাত ছিলেন, তাঁহারাও—দাক্ষিণাত্যের ষ্টেট্‌সের অধিবাসিদিগের সহিত সহানুভূতি প্রকাশ করিতে লাগিলেন। শ্রমজীবিশ্রেণী এবং কতিপয় সাহিত্য ও বিজ্ঞান ব্যবসায়ী ব্যক্তি ভিন্ন, ইংলণ্ডের যাবতীয় অধিবাসীই উদীচ্য অধিবাসিদিগের প্রতিকূলে বদ্ধ-পরিকর হইলেন। এই ঘটনার পূর্ব্বে মিল্ জানিতে পারেন নাই যে, ইংলণ্ডের সম্ভ্রান্ত শ্রেণী, এবং লিবারেল মতাভিমানীরা চিরস্থায়ী উন্নতির দিকে এত অল্প অগ্রসর হইয়াছেন। কিন্তু ইউরোপের লিবারেলেরা ইংলণ্ডের ভ্রাতৃগণের ন্যায় এরূপ ঘোরতর ভ্রমে পতিত হন নাই। ইংলণ্ডের যে বংশধরগণ প্রতীচ্য ইণ্ডিয়ায় ইউরোপীয় প্লাণ্টারদিগের হস্ত হইতে নিগ্রোদাসদিগকে উন্মুক্ত করিবার জন্য অমানুষী চেষ্টা ও অসংখ্য মুদ্রা বর্ষণ করিয়াছিলেন, সেই বংশধরগণ এক্ষণে কালকবলে পতিত হইয়াছেন। তাঁহাদিগের পবিত্র আসন এক্ষণে আর একদল বংশধর কর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়াছে। পূর্ব্ব পুরুষেরা বহুদিনব্যাপী বিতর্ক ও তত্ত্বানুবন্ধানের পর দাসত্বের যে সকল

ভয়ঙ্কর অনিষ্টপাতের বিষয় অবগত হইয়াছিলেন, এই নবাগত পুরুষ তদ্বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। শ্বেতদ্বীপের বাহিরে যে সকল ঘটনা ঘটি-তেছে, তাহার তত্ত্বানুসন্ধানে ইংরাজজাতির এরূপ স্বভাবসিদ্ধ অপ্রবণতা যে, আমেরিকার এই ভীষণ সমরের অব্যবহিত বা ব্যবহিত কারণ বিষয়ে ইংরাজসাধারণ অনেকদিন পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলেন। অধিক কি, এই সমরের প্রথম দুই এক বৎসর অনেকেই অবগত ছিলেন না, যে এই সমর দাসত্বঘটিত। অনেক লিবারেল্ মতাবলম্বী মনীষীরাও, অনেক-দিন পর্য্যন্ত বিশ্বাস করিয়াছিলেন যে এই সমর বাণিজ্যশুল্কসংক্রান্ত। তাঁহারা ভাবিয়াছিলেন যে উৎপীড়িত ষ্টেট্‌স সকলের অধিবাসীরাই স্বাধীনতার জন্য এই সমর উত্থাপিত করিয়াছে; এরূপ সমরের সহিত তাঁহাদিগের চিরদিনই সহানুভূতি ছিল।

ইংলণ্ডের যে কতিপয় মনীষী দাসত্ববিরোধী উদীচ্যদিগের সহিত সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছিলেন, মিল্ তাঁহাদিগের অন্যতম। মিল্ দাসত্বের প্রতিবাদে সেই মনীষীদিগের অগ্রণী ছিলেন, একথা আমরা বলিতে পারি না। মিষ্টার হিউজ্ এবং মিষ্টার লড্‌লো—এই প্রাতঃ-স্মরণীয় মহাত্মাদ্বয়ই সর্ব্বপ্রথমে তাঁহাদিগের তেজস্বিনী লেখনী দ্বারা এই জঘন্য প্রথার প্রতিবাদ করেন। বাগ্মিকশ্রেষ্ঠ মিষ্টার ব্রাইট্ অমানুষী বক্তৃতা দ্বারা পূর্ব্বোক্ত মহাত্মাদ্বয়ের অনুসরণ করেন। মিল্‌ও তাঁহা-দিগের অনুগমন করিবেন মনে করিতেছিলেন, এমন সময় একটী আক-স্মিক ঘটনা উপস্থিত হইয়া তাঁহার সমস্ত সঙ্কল্পের বিপর্য্যয় করিয়া দিল। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের শেষ ভাগে কতিপয় দাক্ষিণাত্য দূত একখানি ব্রিটিস্ জাহাজে আসিতেছিলেন। এমন সময় একজন উদীচ্য কর্ম্মচারী তাঁহা-দিগকে ধৃত করেন। এই সংবাদে সমস্ত ইংলণ্ড ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া উঠেন। ইউনাইটেড্ ষ্টেট্‌সের সহিত ইংলণ্ডের যুদ্ধ অনিবার্য্য হইয়া উঠিল। চতুর্দ্দিকে যুদ্ধের আয়োজন হইতে লাগিল। এরূপ অবস্থায় আমেরিকার স্বাপক্ষ্যে কোন কথা লিখিত বা কথিত হইলে শ্রোতৃবর্গ পাইবার তত সম্ভাবনা নাই দেখিয়া, মিল্ কিছুদিন নীরব রহিলেন। উদীচ্য আমেরিকান্‌দিগের এই কার্য্য গর্হিত হইয়াছে,—

মিল্ এই সর্ব্ববাদিসম্মত মতের অনুমোদন করিয়াছিলেন। সুতরাং উদীচ্য আমেরিকার যে ইংলণ্ডের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করা উচিত, এ বিষয়েও তিনি সাধারণের সহিত ঐকমত্য অবলম্বন করিয়াছিলেন। আমেরিকা অবশেষে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে বাধ্য হইলেন। এদিকে ইংলণ্ডে যুদ্ধের উদ্‌যোগও নিবৃত্ত হইল। এই সুযোগে মিল্‌ও ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে ফ্রেজার্স ম্যাগাজিনে আমেরিকার যুদ্ধবিষয়ে একটী প্রবন্ধ প্রকাশিত করিলেন।

যে সকল লিবারেল্-মতাবলম্বীরা প্রতিপক্ষদিগের মতস্রোতে ভাসিয়া যাইতেছিলেন, তাঁহারা মিলের এই প্রবন্ধরূপ অবলম্বন পাইয়া স্বস্থানে সংস্থিত হইলেন। ইহাঁরা সকলে একত্রীভূত হইয়া এক্ষণে দাসত্বের প্রতিকূলে একটী দল সংস্থাপিত করিলেন। ইত্যবসরে উদীচ্যেরা জয়লাভ করিল। সুতরাং ইংলণ্ডে দাসত্বের প্রতিকূল দল ক্রমেই পুষ্টাবয়ব হইতে লাগিল। মিল্ ইতিপূর্ব্বে কিছুদিনের জন্য ভ্রমণে গিয়াছিলেন; তিনি ভ্রমণ হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া ওয়েষ্ট মিনিষ্টার রিভিউতে অধ্যাপক কেয়ার্ণেসের পুস্তকের সমালোচনা উপলক্ষ করিয়া এই বিষয়ে আর একটী প্রস্তাব লিখিলেন।

যদি মিল্ প্রভৃতি কতিপয় মনীষী ইউনাইটেড্ ষ্টেট্‌সের স্বাপক্ষ্যে লেখনী ধারণ ও জিহ্বা সঞ্চালন না করিতেন, তাহা হইলে ইংলণ্ড আমেরিকার অধিকতর বিদ্বেষের ভাজন হইতেন সংশয় নাই। ইংলণ্ড আমেরিকার প্রতি এই অসদ্ব্যবহারের ফল অদ্যাপি ভোগ করিতেছেন। পূর্ব্বোক্ত কতিপয় মনীষীর প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা না থাকিলে আমেরিকার ক্রোধানল এতদিন শ্বেতদ্বীপকে ইংরাজরক্তে রঞ্জিত করিত সন্দেহ নাই। ইউনাইটেড্ ষ্টেট্‌সের জাতীয় অস্তিত্ব লোপ করাই ইংলণ্ডের আন্তরিক ইচ্ছা ছিল; কিন্তু জগতের মঙ্গলের জন্য এবং "ইউনাইটেড্ ষ্টেট্‌সের সৌভাগ্য বলে ইংলণ্ডের সেই অসাধু ইচ্ছা সফল হইল না, তথাপি এরূপ অসাধু ইচ্ছা হৃদয়ে ধারণ করার বিষময় ফল ইংলণ্ডকে আজও পদে পদে ভোগ করিতে হইতেছে।

আমেরিকার স্বাপক্ষ্যে লেখনী চালনা করার অব্যবহিত দুই বৎসর

কাল মিল্ যে যে বিষয়ে নিমগ্ন ছিলেন, তাহা রাজনৈতিক নহে। এই সময় অষ্টিনের মৃত্যু হয়; এবং তদীয় মৃত্যুর পর তৎপ্রদত্ত ব্যবহার-বিজ্ঞান-বিষয়ক (Jurisprudence) উপদেশাবলী প্রকাশিত হয়। অষ্টিনের স্মৃতি মিলের হৃদয়ের অতি প্রিয় বস্তু ছিল। সেই স্মৃতির সম্মাননার জন্য, মিল্ অষ্টিনের উপদেশাবলীর সমালোচনা করিলেন। যৎকালে মিল্ বেন্থাম-প্রণালীতে নব-দীক্ষিত হন, তৎকালে তিনি ব্যবহার-বিজ্ঞান-শাস্ত্রের আলোচনায় অনেক সময় অতিবাহিত করেন। সেই আলোচনার সময় এই বিষয়ে তাঁহার মনে অনেক নূতন ভাবের আবির্ভাব হয়। এই সমালোচনা উপলক্ষে তিনি সেই সকল নূতন ভাব সাধারণ সমক্ষে প্রদান করেন।

কিন্তু এই দুই বৎসরের তাঁহার প্রধান রচনা—সার উইলিয়ম্ হ্যামিণ্টন-প্রণীত দর্শনের পূর্ণ সমালোচনা। ১৮৬০ এবং ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে হ্যামিণ্টনের দর্শন প্রচারিত হয়। মিল্ শেষোক্ত বৎসরের শেষভাগে উক্ত গ্রন্থ পাঠ করেন। তাঁহার প্রথমে ইচ্ছা ছিল, উক্ত গ্রন্থের একটী সংক্ষিপ্ত সমালোচনা মাত্র করিবেন। কিন্তু পরে দেখিলেন, স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে ইহার একটী সুদীর্ঘ সমালোচনা না করিলে আর এই পুস্তকের প্রতি যথোচিত ব্যবহার করা হইবে না। তাঁহার প্রথমে সংশয় উপস্থিত হইল, যে এ কার্য্যে তাঁহার নিজের হস্তক্ষেপ করা উচিত কি না। কিন্তু অনেক বিবেচনার পর তাঁহার এই সংশয় অপনীত হইল। তিনি স্বয়ংই এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন।

হ্যামিণ্টনের দর্শন-পাঠে মিল্ নিতান্ত হতাশ হন। হ্যামিণ্টনের সহিত তাঁহার কোন মনোমালিন্য ছিল না; সুতরাং তিনি যে বিদ্বেষ-বিশিষ্ট হইয়া তদীয় গ্রন্থের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাহা বোধ হয় না। বরং তদুদ্ভাবিত মানব-জ্ঞানের "রিলেটিভিটি" অর্থাৎ সাপেক্ষতা মতের জন্য হ্যামিণ্টনের সহিত তাঁহার সহানুভূতিই ছিল। কিন্তু হ্যামিণ্টনের দর্শনশাস্ত্র বিষয়ক উপদেশাবলী ও তৎপ্রণীত রীডের সমালোচনা পাঠ করায় মিলের সেই সহানুভূতি অনেক পরিমাণে শিথিলিত হইল। মিলের পূর্ব্বে বিশ্বাস ছিল যে, দর্শনশাস্ত্রবিষয়ে হ্যামিণ্টনের

মতের সহিত তাঁহার মতের সৌসাদৃশ্য আছে। কিন্তু এক্ষণে দেখিলেন, যে সে বিশ্বাস নিতান্ত ভ্রান্ত।

এই সময় ইউরোপ দুই দার্শনিক সম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিল। এক সম্প্রদায় সহজ জ্ঞানের পক্ষপাতী; অপর সম্প্রদায় ভূয়োদর্শন ও সংযোজন জ্ঞানের পক্ষপাতী। প্রথম সম্প্রদায়ের লোকেরা তাঁহাদিগের হৃদয়ের প্রিয় মতগুলিকে যুক্তি-নিরপেক্ষ স্বভাবজ সত্য (Intuitive truth) বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেন; তাঁহাদিগের কর্ত্তব্য-জ্ঞান যাহা ভাল বলিত, তাহাই তাঁহারা প্রকৃতি ও ঈশ্বরের অনুমোদিত বলিয়া মনে করিতেন, তাঁহারা যুক্তির আদেশ অপেক্ষা কর্ত্তব্যজ্ঞানের আদেশ অলঙ্ঘনীয় বলিয়া মনে করিতেন; সুতরাং যুক্তি প্রদর্শন দ্বারা তাঁহাদিগের কর্ত্তব্যজ্ঞানের উপদেশের ভ্রান্ততা প্রদর্শন করিতে গেলে তাঁহারা খড়্গহস্ত হইয়া উঠিতেন। মানবজাতির ব্যক্তিগত, জাতিগত ও লিঙ্গগত প্রভেদ যে অবস্থার প্রভেদে জন্মিয়া থাকে, এ কথা তাঁহারা স্বীকার করেন না। তাঁহাদিগের মতে মানবচরিত্রের বৈচিত্র্য প্রকৃতিসিদ্ধ—অবস্থার ফল নহে। প্রকৃতিসিদ্ধ; সুতরাং পরিবর্ত্তাসহ। সামাজিক বা রাজনৈতিক সংস্কারক যে কোন সংস্কারের অনুষ্ঠান করিবেন, যে কোন নূতন বিষয়ের প্রস্তাব করিবেন, তাহাতেই এই সম্প্রদায়ের লোকের নিকট হইতে বাধা ও আপত্তি প্রাপ্ত হইবেন। তাঁহাদিগের মতে সমাজ, নীতি ও রাজনীতি বিষয়ে যে সকল সংস্কার বহুদিন হইতে চলিয়া আসিতেছে, তাহা স্বতঃপ্রবৃত্ত ও স্বতঃসিদ্ধ। যাহা স্বতঃসিদ্ধ, তাহা প্রমাণ-সাপেক্ষ নহে। সুতরাং সে গুলির আবশ্যকতা বিষয়ে কোন প্রমাণ চাহিলে তাঁহারা ক্রোধে জ্বলিয়া উঠেন। দুই একটী উদাহরণ দিলেই পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন। প্রথমতঃ 'ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান্ ও অনন্ত দয়ার আধার'—এই সংস্কার অনেক দিন হইতে চলিয়া আসিতেছে। কেহ এই চিররূঢ় সংস্কারের প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন—ঈশ্বর যদি সর্ব্বশক্তিমান্ ও দয়ার আধার হইবেন, তবে জগতে এত কষ্ট, এত দুঃখ, এত শোক তাপ দেখিতে পাওয়া যায় কেন? যাঁহার হৃদয় অনন্ত দয়ার ভাণ্ডার, তিনি কখন শক্তি থাকিতে পরের কষ্ট ও পরের

দুঃখ দেখিতে পারেন না। সুতরাং তিনি যখন পরের দুঃখ অবলীলাক্রমে দেখিতেছেন, তখন হয় তাঁহার শক্তি নাই, নয় দয়া নাই। এরূপ প্রতিবাদের বিপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করিতে অসমর্থ হইয়া এই সম্প্রদায়ের লোকেরা প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে অকারণে বদ্ধপরিকর হইবেন। দ্বিতীয়তঃ—'আমরা যখন কোন বস্তুই অকর্তৃক দেখিতে পাই না, তখন এই প্রত্যক্ষ, পরিদৃশ্যমান জগৎ যে অকর্তৃক, তাহা বোধ হয় না'—বহুদিন হইতে এইরূপে এই জগতের স্রষ্টার কল্পনা হইয়া আসিতেছে। কিন্তু যখন এইরূপে কল্পিত জগৎ-স্রষ্টার বিরুদ্ধে এই আপত্তি উত্থিত হয়,—যে আমরা যখন সকল কারণেরই কারণ দেখিতে পাই, তখন জগৎ-কারণেরও যে কারণ নাই, এ কথা আমরা বলিতে পারি না বটে; কিন্তু জগৎকারণেরও কারণ কল্পনা করিতে গেলে অনবস্থাপাত উপস্থিত হয় —অর্থাৎ জগৎ-স্রষ্টার স্রষ্টা, তৎ-স্রষ্টা ইত্যাদি কারণ-পরম্পরার আনন্ত্য আসিয়া উপস্থিত হয়; সুতরাং অনন্ত কারণ-পরম্পরার কল্পনারূপ গুরুত্বের আশ্রয় লওয়া অপেক্ষা এই জগৎকেই স্বয়ং সৃষ্ট বলিলে কল্পনার অনেক লাঘব হয়। এই সম্প্রদায়ের লোকেরা এরূপ প্রতিবাদের বিরুদ্ধে কিছুই বলিতে সমর্থ হইবেন না; অথচ প্রতিপক্ষের প্রতি পাষণ্ড নাস্তিক প্রভৃতি গালি বর্ষণ করিবেন। ধর্ম্মনীতি বিষয়ে যেরূপ, সেইরূপ রাজনীতি ও সমাজনীতি বিষয়েও যুক্তির উপাসকদিগের এই সম্প্রদায়ের লোকের নিকট হইতে অনেক অকারণ আপত্তি সহ্য করিতে হয়। এই সকল অযৌক্তিক আপত্তি খণ্ডন করিতে সংস্কারকদিগের অনেক সময় বৃথা অতিবাহিত হইয়া যায়।

দ্বিতীয় সম্প্রদায়ের লোকেরা স্বভাবজ জ্ঞান মানেন না। তাঁহাদিগের মতে সমস্ত মানবজ্ঞানেরই মূল ভূয়োদর্শন ও সংযোজন। শিশু যখন মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হয়, তখন সে কোনও স্বভাবজ জ্ঞান লইয়া ভূমিষ্ঠ হয় না। সেই সদ্যঃপ্রসূত শিশুর জিজ্ঞাসাবৃত্তি ও জ্ঞানধারণাশক্তি থাকে মাত্র। জগতের সমস্ত বস্তুই সে জানিতে চেষ্টা করে, এবং সেই চেষ্টায় ভূয়োদর্শনে ক্রমে সমস্ত বস্তুরই জ্ঞান তাহার উপলব্ধি হইতে থাকে। এই সকল ভূয়োদর্শনজাত জ্ঞানরাশি সংযোজিনী শক্তি দ্বারা

এরূপ পরস্পর-সম্বদ্ধ হইয়া যায় যে, একটীর স্মরণে অপরগুলির স্মরণ অনিবার্য্য বেগে আসিয়া পড়ে। যাঁহারা স্বভাবজ জ্ঞান মানেন না, তাঁহারা জ্ঞানের অপরিবর্ত্তনীয়তা ও অভ্রান্ততাও স্বীকার করেন না। ভূয়োদর্শন যাঁহাদিগের জ্ঞানের আকর, তাঁহাদিগের জ্ঞান সতত পরিবর্ত্তনশীল, এবং নিত্য-সংস্কারসহ। যত দিন যায়, ততই ভূয়োদর্শনের পরিপুষ্টি ও উৎকর্ষ সাধিত হয়। পঞ্চমবর্ষীয় বালকের ভূয়োদর্শন অপেক্ষা তাহার পরিণত বয়সের ভূয়োদর্শন প্রায়ই অধিকতর পরিপুষ্ট ও উৎকর্ষপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। ব্যক্তিসম্বন্ধে যেরূপ, জাতি ও মানবসাধারণ সম্বন্ধেও প্রায় তদ্রূপ। মানবজাতির শৈশবাবস্থায় যে ভূয়োদর্শন ছিল, সাধারণতঃ এখনকার ভূয়োদর্শন তাহা অপেক্ষা অধিকতর পরিপুষ্ট ও উৎকর্ষ-প্রাপ্ত। সেই ভূয়োদর্শনের উৎকর্ষ ও পরিপুষ্টির সহিত মানবজ্ঞান ও মানব মতেরও উৎকর্ষ ও পরিপুষ্টি সাধন করা উচিত। 'এতদিন যাহা ভাল বলিয়া চলিয়া আসিতেছে, তাহাই ভাল; সুতরাং তাহাই অনুসরণীয়—এ সম্প্রদায়ের লোকেরা এ মতের নিতান্ত বিরোধী। ইহাঁদের মতে কল্য যাহা ভাল বলিয়া চলিয়া আসিয়াছে, অদ্যকার ভূয়োদর্শনে হয়ত তাহা মন্দ বলিয়া প্রতীত হইতে পারে। সেইরূপ কল্য যাহা মন্দ বলিয়া প্রতীত হইয়াছিল, অদ্যকার ভূয়োদর্শনে হয়ত তাহা ভাল বলিয়া প্রতীত হইতে পারে। সুতরাং এরূপ স্থলে কল্যকার ভূয়োদর্শনের বশীভূত হইয়া আমরা অদ্যকার অধিকতর উৎকর্ষপ্রাপ্ত ও পরিপুষ্ট ভূয়োদর্শনের অবমাননা করিতে পারি না। অদ্যকার ভূয়োদর্শনের সম্মাননা করিতে গেলেই—কি ধর্ম্মনীতি, কি রাজনীতি, কি সমাজনীতি সকল বিষয়েই নিত্য সংস্কার ও নিত্য পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন। সেই জন্যই এই সম্প্রদায়ের লোকেরা এত সংস্কারপ্রিয়। মিল্, তদীয় পিতা এবং অধ্যাপক বেইন্ প্রভৃতি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতবর্গ এই সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত।

সার উইলিয়ম্ হ্যামিল্টন্ ও জার্ম্মান্ দার্শনিকেরা প্রথম সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। সার উইলিয়ম্ হ্যামিল্টনের 'সাপেক্ষ জ্ঞান প্রচারিত হইলে, মিল ভাবিয়াছিলেন যে, হ্যামিল্টন্ এই দুই সম্প্রদায়ের সংযোজক শৃঙ্খল-

স্বরূপ হইবেন। কিন্তু তৎপ্রদত্ত দার্শনিক উপদেশাবলী ও তৎকৃত রীডের সমালোচনা পাঠ করিয়া মিলের সে আশা দূরীকৃত হইল।

দার্শনিক জগতে সার উইলিয়ম্ হ্যামিল্টনের যেরূপ প্রতিপত্তি, তাঁহার রচনার যেরূপ মোহিনী শক্তি, তাহাতে মিল্ দেখিলেন যে, তৎ-প্রণীত দর্শনশাস্ত্র অনাক্রান্ত থাকিলে, জগতের উন্নতি-স্রোত অনেক-দিনের জন্য রুদ্ধপ্রসর হইবে। তদীয় দর্শন "স্বভাবজ্ঞান" মতের দুর্গ-স্বরূপ। মিল্ দেখিলেন যে, সেই দুর্গ সমূলোৎপাটিত করিতে না পারিলে আর স্বভাবজ্ঞান মত তিরোহিত হইবে না। তিনি দেখিলেন যে, এই দুই শ্রেণীর দর্শনশাস্ত্রের শুদ্ধ মর্ম্ম সাধারণসমক্ষে ধারণ করিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে না; এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে ঘোরতর তর্ক বিতর্ক উত্থাপিত করিতে হইবে। এই জন্য তিনি স্থির করিলেন যে, প্রথম সম্প্রদায়ের অধিনায়ক হ্যামিল্টনের দর্শনের ভ্রম সকল তন্ন তন্ন করিয়া দেখাইয়া দিতে হইবে, হ্যামিল্টন্ এক্ষণে দার্শনিক জগতে যে অপ্রতিদ্বন্দ্বি যশ লাভ করিতেছেন, তিনি যে সে অতুল যশের উপযুক্ত নন, তাহা স্পষ্টাক্ষরে বুঝাইয়া দিতে হইবে। এই জন্যই তিনি হ্যামিল্টনের বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করিলেন।

মিলের সমালোচনা প্রকাশিত হইল। অমনি চতুর্দ্দিকে হুলস্থূল পড়িয়া গেল। তিনি হ্যামিল্টন্ দর্শন হইতেই নানা স্থল উদ্ধৃত করিয়া তাহাদিগের পরস্পরবিরোধিতা দেখাইয়া দিলেন। তিনি যথাযথ বর্ণন করিতেও বিন্দুমাত্র ভীত ও সঙ্কুচিত হন নাই, অথচ হ্যামিল্টনের প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করিতেও ত্রুটি করেন নাই। মিল্ জানিতেন যে, অজ্ঞানতাবশতঃ তিনি যদি কোন কোন স্থলে হ্যামিল্টনের প্রতি অন্যায় আক্রমণ করিয়া থাকেন, তাঁহার অসংখ্য শিষ্য ও স্তুতিবাদকেরা অবশ্যই সেই সেই স্থলে তাঁহার ভ্রম সংশোধন করিয়া দিবেন। বাস্তবিকও তাহাই ঘটিল। মিলের সমালোচনা প্রকাশিত হওয়ার অব্যবহিত পরেই হ্যামিল্টনের অসংখ্য শিষ্য ও স্তুতিবাদকেরা মিলের সমালোচনার প্রতিবাদ করিয়া অসংখ্য প্রস্তাব লিখিলেন। তাঁহারা মিলের যে সকল ভ্রম প্রমাদ দেখাইয়া দিলেন, তাহা সংখ্যায় অতি অল্প এবং মূলেও অতি

সামান্য। কিন্তু সংখ্যায় অতি অল্প ও মূল্যে অতি সামান্য হইলেও, মিল্ দ্বিতীয় সংস্করণকালে সেই সকল ভ্রম প্রমাদের সংশোধন করিয়া দিলেন। যাহা হউক সব দিক্ দেখিলে এই সমালোচনায় অনেক কাজ হইয়াছিল বলিতে হইবে। এই সমালোচনায় হ্যামিণ্টনের দর্শনের দুর্ব্বলাংশ সকল সাধারণ সমক্ষে প্রদর্শিত হয়; দার্শনিক জগতে তাঁহার অপ্রতিদ্বন্দ্বি যশ উপযুক্ত সীমায় নিবদ্ধ হয়; এবং সাধারণ বিতর্কে পদার্থ ও মন সম্বন্ধে দার্শনিক মত সকলের অনিশ্চিততার মীমাংসা হইয়া যায়।

হ্যামিণ্টনদর্শনের সমালোচনা পরিসমাপ্ত করিয়া মিল্ অগষ্ট কম্‌টের মতাবলীর সমালোচনায় প্রবৃত্ত হন্। নানা কারণে এই গুরুতর ভার তাঁহারই উপর সন্ন্যস্ত ছিল। যৎকালে মিল্ তাঁহার ন্যায়দর্শনে অগষ্ট কম্‌টের বিষয় প্রথম উল্লেখ করেন, তখন কম্‌টের নাম ফ্রান্সেরও সর্ব্বত্র শ্রুত হয় নাই। মিল্ তদীয় ন্যায়দর্শনে কম্‌টের বিষয় উল্লেখ করার পর হইতে, ইংলণ্ডের চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রই কমটের পাঠক ও স্তুতিবাদক হইয়া উঠিলেন। যৎকালে মিল্ তাঁহার বিষয় প্রথম উল্লেখ করেন, তখন তিনি ইংলণ্ডের চিন্তাশীল ব্যক্তিদিগেরও নিকট এতদূর অপরিচিত ছিলেন যে, তদীয় নামের উল্লেখেই তাঁহারা বিস্মিত হইয়াছিলেন। কিন্তু মিল্ যখন তাঁহার পুস্তকের ও তদুদ্ভাবিত মতাবলীর সমালোচনা করেন, তখন এরূপ অবস্থা সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। এসময়ে তাঁহার নাম ইউরোপের প্রায় সর্ব্বত্র, এবং তদুদ্ভাবিত মতাবলী ইউরোপের প্রায় অনেক স্থলেই পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। কি শত্রু, কি মিত্র, সকলেই এক বাক্যে তদীয় গভীর চিন্তাশীলতার প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। তিনি যে চিন্তা বিষয়ে ঊনবিংশ শতাব্দীর অধিনায়ক, তাহা সকলেই মুক্তকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন। যে সকল মন গভীর শিক্ষা ও বলবতী প্রবণতা দ্বারা পূর্ব্বেই প্রস্তুত হইয়াছিল, সেই সকল মনই তদীয় গভীর চিন্তা সকলের ধারণায় সক্ষম হইল। কিন্তু সেই উৎকৃষ্ট মতগুলির সহিত তদীয় কতকগুলি দূষিত মতও সর্ব্বত্র সমাদরে গৃহীত হইতে লাগিল। অধিক কি, ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও ইউরোপের অন্যান্য দেশের অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিরাও কম্‌টের

সেই উৎকৃষ্ট মতগুলির সহিত দূষিত মতগুলিরও পক্ষপাতী হইয়া উঠিলেন। এইজন্য ইহা প্রার্থনীয় হইয়া উঠিল যে, কোন উপযুক্ত লোক কম্‌টের দূষিত মতগুলি তদীয় উৎকৃষ্ট মতগুলি হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া সাধারণ-সমক্ষে ধারণ করেন। এই গুরুতর কার্য্যের ভার গ্রহণে ইচ্ছুক ও সমর্থ, মিল্ ব্যতীত তৎকালে ইংলণ্ডে আর দ্বিতীয় ব্যক্তি ছিলেন না। এই জন্যই মিল্ এই গুরুভার স্বহস্তে গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন। তিনি "অগষ্ট কম্‌ট ও তদীয় প্রত্যক্ষবাদ" এই নাম দিয়া ওয়েষ্ট মিন্‌ষ্টার রিভিউয়ের উপর্য্যুপরি দুই খণ্ডে দুইটী সুদীর্ঘ প্রস্তাব লিখেন। এই প্রস্তাবদ্বয় পরে স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়।*

মিলের যে সকল রচনার বিষয় আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিলাম, ১৮-৫৯ হইতে ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কালের মধ্যে সেই গুলিই তদীয় লেখনীর প্রধান ফল। এতদ্ব্যতীতও তিনি অনেক সাময়িক পত্রে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তাব লিখিয়াছিলেন; কিন্তু পরিরক্ষণের অনুপযুক্ত বলিয়া তিনি সে গুলির আর পুনর্মুদ্রাঙ্কণ করেন নাই।

১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে মিল্ নিম্নশ্রেণীস্থ ব্যক্তিবর্গের অনুরোধে তদীয় অর্থনীতি, স্বাধীনতা ও প্রতিনিধিশাসনপ্রণালী গ্রন্থত্রয়ের সুলভ মুদ্রাঙ্কণ করেন। ইহাতে অর্থ সম্বন্ধে তাঁহাকে বিশেষ ত্যাগ স্বীকার করিতে হইল।* তিনি যৎসামান্য লাভ রাখিয়া শুদ্ধ ব্যয়মূল্যে তাঁহার পুস্তকগুলির মূল্য নির্দ্ধারণ করিলেন। মূল্যের লঘূকরণে তাঁহার পুস্তক-বিক্রয়ের সংখ্যা অতিশয় বাড়িয়া গেল। কিন্তু মূল্যের লঘূকরণে আয় সম্বন্ধে তাঁহার যে ক্ষতি হইল, এরূপ অধিক বিক্রয়েও তাহার পূরণ হইল না। তথাচ যে যৎসামান্য ক্ষতি পূরণ হইল, তাহাতেই তিনি আশাতীত সন্তোষ লাভ করিলেন।

অষ্টম অধ্যায়।

পার্লিয়ামেণ্টীয় জীবন ;—শ্রমজীবিশ্রেণী কর্ত্তৃক মিলের নির্ব্বাচন ; লণ্ডনে মিউ-নিসিপাল-শাসনপ্রণালী স্থাপন ; আয়র্লণ্ড, শ্রমজীবিশ্রেণী ও রিফরম্ বিল্ ; জামেকা-বিদ্রোহ ; একৃষ্ট্রাডিসন্ ও ব্রাইবারী বিল্ ; ব্যক্তিগত প্রতিনিধিত্ব ও স্ত্রীজাতির প্রতিনিধিত্ব ; নানাবিষয়ক পত্রপ্রাপ্তি ; পিতৃলিখিত মানবমনের বিশ্লেষণ গ্রন্থের সম্পাদন ; দ্বিতীয়বারে মিলের পরিক্ষেপ ; মৃত্যু ; উপসংহার।

আমরা এক্ষণে মিলের জীবন-নাটকের শেষ অঙ্কে উপনীত হইলাম। বীণাপাণি এত দিন তদীয় লেখনীতেই কেবল বিরাজ করিতেছিলেন, রসনায় বিকাশ পাইবার কোন সুবিধা পান নাই। এক্ষণে শেষ দশায় সেই সুবিধা ঘটিল। ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দের গ্রীষ্মকালে মিল্‌কে হাউস্ অব্ কমন্‌সের সভ্য মনোনীত করার প্রস্তাব হইল।

মিল্‌কে পার্লিয়ামেণ্টের সভ্য মনোনীত করিবার নিমিত্ত যে এই সর্ব্ব প্রথম প্রস্তাব হয় এরূপ নহে। দশ বৎসর পূর্ব্বে তিনি যখন আয়র্লণ্ডের ভূমি বিষয়ক জটিল প্রশ্নের মীমাংসা করেন, তখন মিষ্টার লুকাস এবং মিষ্টার ডফি প্রভৃতি আয়র্লণ্ডের সাধারণ দলের অধিনায়কেরা তাঁহাকে আয়র্লণ্ডের সাধারণ দলের প্রতিনিধি করিয়া হাউস্ অব্ কমন্‌সে পাঠাইবার প্রস্তাব করেন। কিন্তু তৎকালে মিল্ ইণ্ডিয়া হাউসে নিযুক্ত ছিলেন, সুতরাং সেই প্রস্তাবে সম্মত হইতে পারেন নাই। ইণ্ডিয়া হাউসের কর্ম্ম পরিত্যাগের পর মিলের বন্ধু বান্ধবেরা তাঁহাকে পার্লিয়ামেণ্টে আসীন দেখিতে ইচ্ছা করেন। কিন্তু সে ইচ্ছা যে ফলবতী হইবে, আপাততঃ তাহার কোন সম্ভাবনা ছিল না। অনেকে মিলের মনে এরূপ প্রতীতি জন্মাইয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন যে, কোন ইলেক্‌টরাল্ সমাজই * তাঁহার ন্যায় কেন্দ্রবহির্ভূত-মতাবলম্বী ব্যক্তিকে পার্লিয়ামেণ্টের সভ্য মনোনীত করিতে চাহিবেন না। বিশে-

---

* Electoral Body—ইংলণ্ডে যাঁহারা পার্লিয়ামেণ্টে নির্দ্দিষ্টসংখ্যক সভ্য প্রেরণ করিবার অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে ইলেক্‌টরাল্ সমাজ কহে।

য়তঃ যাঁহার কোন স্থানীয় সংস্রব বা লোকপ্রিয়তা নাই, এবং যিনি মত-বিষয়ে কোন দলের প্রতিনিধি হইতে চাহেন না, বিপুল অর্থ ব্যয় ব্যতীত তাদৃশ লোকের পার্লিয়ামেণ্টের সভ্য মনোনীত হওয়ার সম্ভাবনা অল্প। কিন্তু মিলের দৃঢ় প্রতীতি জন্মিয়াছিল যে, যাঁহারা সাধারণ কার্য্যে ব্রতী হইবেন, তাঁহাদিগের সেই উদ্দেশ্যে এক পয়সাও ব্যয় করা উচিত নহে। তাঁহার মতে পার্লিয়ামেণ্টে সভ্য মনোনীত করিবার জন্য যে সকল ব্যয় যুক্তিসঙ্গত ও অপরিহার্য্য, রাজকোষ বা স্থানীয় চাঁদা দ্বারাই সে সকল সাধারণ ব্যয়ের নির্ব্বাহ হওয়া উচিত। যদি কোন ইলেকৃটরাল্ সমাজ কোন ব্যক্তি বিশেষকে পার্লিয়ামেণ্টে আপনাদিগের প্রতিনিধি-স্বরূপ প্রেরণ করিতে ইচ্ছা করেন এবং সেই ইচ্ছার সফলতা সাধনের নিমিত্ত তাঁহারা যদি ন্যায়-সঙ্গত ও অপরিহার্য্য ব্যয়ভূষণ করেন, তাহাতে কোন আপত্তি উঠিতে পারে না; কিন্তু সেই ব্যয়ের সমস্ত আংশিক ভার প্রার্থীর বহন করাই মূলতঃ দূষণীয়; কারণ ইহা একপ্রকার পার্লিয়ামেণ্টের আসন ক্রয় করার সমান। এরূপ ব্যাপার ঘটিতে দিলে দুইটী অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা। প্রথমতঃ অনেক স্বার্থপর ধনবান্ লোক স্বার্থ সাধনের জন্য পার্লিয়ামেণ্টে প্রবিষ্ট হইতে পারেন। দ্বিতীয়তঃ, যে সকল সাধু সচ্চরিত্র ও স্বদেশানুরাগী ব্যক্তি পার্লিয়ামেণ্টে নিজ-প্রবেশ-নিমিত্তক ব্যয়-ভার-বহনে অনিচ্ছুক বা অসমর্থ, তাঁহাদিগকে কার্য্যতঃ পার্লিয়ামেণ্ট হইতে অপসারিত করায় রাজ্যের গুরুতর ক্ষতি হইবে।

অর্থব্যয় ব্যতীত যদি পার্লিয়ামেণ্টে প্রবেশ নিতান্তই অসাধ্য হইয়া উঠে, তাহা হইলে স্বদেশের মঙ্গল সাধন করা যাঁহাদিগের পার্লিয়ামেণ্ট-প্রবেশের একমাত্র উদ্দেশ্য, এরূপ স্বদেশানুরাগী ব্যক্তিগণের পক্ষে পার্লিয়ামেণ্ট প্রবেশোদ্দেশে ন্যায়সঙ্গত অর্থ ব্যয় করা নীতিমার্গবিরোধী, মিল্ এরূপ বলিতেন না। কিন্তু যতক্ষণ না তাঁহার মনে দৃঢ় প্রতীতি জন্মিবে যে, সেই নিরপেক্ষ স্বদেশানুরাগী ব্যক্তিগণ অন্য কোন ব্যাপারে নিবিষ্ট না হইয়া পার্লিয়ামেণ্টে প্রবেশ করিলে দেশের অধিকতর উপকার করিতে পারিবেন, ততক্ষণ তিনি এ উদ্দেশে অর্থ ব্যয় করারি পক্ষ

সমর্থন করিতে পারেন না। নিজসম্বন্ধে তদীয় প্রতীতি সম্পূর্ণ প্রতিকূলই ছিল। তিনি জানিতেন যে, শুদ্ধ লেখনী পরিচালন করিয়া তিনি দেশের যে পরিমাণ উপকার করিতে পারিবেন, পার্লিয়ামেণ্টের বেঞ্চে আসীন হইয়া দেশের সে পরিমাণ উপকার সাধন করিতে পারিবেন না। এইজন্য তিনি স্থির করিলেন যে, পার্লিয়ামেণ্টে প্রবেশ করিবার নিমিত্ত অর্থ ব্যয় করা দূরে থাকুক, তিনি বিনা অর্থব্যয়েও ইহাতে প্রবেশ করিবেন না।

কিন্তু শ্রমজীবিশ্রেণী মিল্‌কে পার্লিয়ামেণ্টে আপনাদিগের প্রতিভূস্বরূপ প্রেরণ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে এ প্রস্তাব অচিরাৎ রূপান্তর ধারণ করিল। মিল্ পার্লিয়ামেণ্টে প্রবেশ করিবার জন্য কোনও চেষ্টা করিতে প্রস্তুত ছিলেন না; কারণ তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে, পার্লিয়ামেণ্টে প্রবেশ করা অপেক্ষা লেখনী পরিচালন দ্বারা তিনি দেশের অধিকতর উপকার সাধন করিতে পারিবেন। সুতরাং পার্লিয়ামেণ্টে প্রবেশের জন্য তিনি স্বয়ং কোনও চেষ্টা করিবেন না; কিন্তু যদি কোন ইলেক্‌টরাল্ সমাজ তদীয় কেন্দ্র-বহির্ভূত মত সকল জানিয়াও তাঁহাকে পার্লিয়ামেণ্টে আপনাদিগের প্রতিনিধি-স্বরূপ প্রেরণ করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে, তিনি তাঁহাদিগের অনুরোধ অবহেলা করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। মিল্ শ্রমজীবিশ্রেণীর ইচ্ছার দৃঢ়তা পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত, তাঁহাদিগকে সরল ভাবে এই মর্ম্মে একখানি পত্র লিখেন যে—পার্লিয়ামেণ্টের সভ্য মনোনীত হইবার জন্য তাঁহার নিজের কোনও ইচ্ছা নাই, সুতরাং তজ্জন্য তিনি দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিতে বা কিঞ্চিন্মাত্রও ব্যয় করিতে প্রস্তুত নহেন; আর বিশেষতঃ তিনি সভ্য মনোনীত হইলেও তাঁহাদিগের স্থানীয় বিষয়ে সময় ও শ্রম ব্যয় করিতে পারিবেন না। সাধারণ রাজনীতি-বিষয়ে তাঁহারা যে সকল প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তিনি স্পষ্টাক্ষরে সে সকলের উত্তর দিলেন এবং ভোট্-সম্বন্ধে স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দেশ করিলেন যে, তাঁহার মতে একই নিয়মে পুরুষদিগের ন্যায় স্ত্রীলোকদিগকেও পার্লিয়ামেণ্টের প্রতিনিধি প্রেরণ করার অধিকার প্রদান করা উচিত এবং তিনি যদি পার্লিয়ামেণ্টের সভ্য

মনোনীত হয়েন, তাহা হইলে, তথায় এ বিষয়ে সবিশেষ আন্দোলন করিবেন। ইংলণ্ডীয় ইলেক্‌টরাল্ সমাজের নিকট এরূপ প্রস্তাব সর্ব্বপ্রথমে উপস্থিত হয়। এরূপ প্রস্তাব করার পরও যে তিনি শ্রমজীবিশ্রেণী কর্ত্তৃক প্রতিনিধি মনোনীত হইলেন, ইহা অল্প আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। একজন সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থকার বলিয়াছেন যে, ঈশ্বর স্বয়ং আসিলেও এমন স্থলে সভ্য মনোনীত হইতে পারিতেন কি না সন্দেহ। যাহা হউক, পার্লিয়ামেণ্টে সভ্য মনোনীতকরণে পুরুষজাতির সহিত স্ত্রীজাতির সমান অধিকার—এই সাধারণ-মত-বিরোধী মত প্রকাশ করার পরও মিল্ সভ্য মনোনীত হওয়াতে, স্ত্রীজাতির অধিকার কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া পড়িল।

মিল্ নিজ মত হইতে রেখামাত্রও বিচলিত হইলেন না, এক কপর্দ্দকও ব্যয় করিলেন না, এবং কাহারও নিকট গমন করিলেন না, তথাপি তিনি শ্রমজীবিশ্রেণী কর্ত্তৃক পার্লিয়ামেণ্টের সভ্য মনোনীত হইলেন। যে দিন তিনি সভ্য মনোনীত হইলেন, তাহার এক সপ্তাহ পূর্ব্বে তাঁহারা তাঁহাকে ডাকাইয়া পাঠান। ইলেক্‌টরেরা নানা বিষয়ে প্রশ্ন করিলেন, নানা বিষয়ে তাঁহার মত জিজ্ঞাসা করিলেন; কিন্তু, সকল বিষয়েই তাঁহারা মিলের নিকট হইতে স্পষ্ট ও অপ্রতিরুদ্ধ উত্তর পাইলেন। কেবল একবিষয়ে—অর্থাৎ তাঁহার ধর্ম্ম-বিষয়ক মত-সম্বন্ধে—তিনি প্রথম হইতেই বলিয়াছিলেন, কোন উত্তর দিবেন না; ইলেক্‌টরেরা ইহাতে তাঁহার প্রতি বিরক্ত না হইয়া বরং প্রসন্নই হইয়াছিলেন। উত্তরের গুণাগুণ যাহাই থাকুক, ধর্ম্ম ভিন্ন সকল বিষয়েই সরল ও নির্ভীক ভাবে উত্তর দেওয়ায়, মিল্ ইলেক্‌টরাল্-সমাজের বিশেষ প্রীতিভাজন হইয়াছেলেন। ইহার প্রমাণ-স্বরূপ একটী-মাত্র উদাহরণ দিলেই, পাঠকগণের প্রতীতি জন্মিবে। "পার্লিয়ামেণ্টীয় সংস্কার-বিষয়ে কয়েকটী চিন্তা" নামক মিল্-রচিত এক খানি পুস্তিকায় লিখিত ছিল যে—যদিও অন্যান্য দেশের শ্রমজীবী অপেক্ষা ইংলণ্ডের শ্রমজীবীরা মিথ্যা কথা কহিতে কিঞ্চিৎ লজ্জা বোধ করেন, তথাপি তাঁহারা সাধারণতঃ মিথ্যাবাদী। মিলের প্রতিদ্বন্দ্বীরা এই কথা গুলি প্লাকার্ডে লিখিয়া ইলেক্‌টরাল্

সমাজের সম্মুখে ধারণ করেন। এই ইলেক্‌টরাল্ সমাজ শ্রমজীবিশ্রেণী-গঠিত ছিল; সুতরাং এ কথাগুলি তাঁহাদিগের প্রীতিকর বোধ না হওয়ায়, তাঁহারা মিল্‌কে জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি ইহা লিখিয়াছেন কি না। মিল্ তৎক্ষণাৎ উত্তর করিলেন—“লিখিয়াছি”। “লিখিয়াছি” এই শব্দটী মিলের মুখ হইতে উচ্চারিত হইতে না হইতেই, গভীর প্রশংসা-ধ্বনি সেই সভাকে প্রতিধ্বনিত করিল। শ্রমজীবিশ্রেণী এত দিন পর্য্যন্ত পার্লিয়ামেণ্টে যত প্রতিনিধি পাঠাইয়াছিলেন, তাঁহাদিগের কেহই কখন তাঁহাদিগের প্রশ্নের অপ্রীতিকর উত্তর দিতে সাহস করেন নাই; সকলেই তাঁহাদিগের মনের কথা গোপন করিয়া, ইলেক্‌টরাল্ সমাজের তুষ্টি-বিধানের নিমিত্ত অপ্রকৃত কথা বলিয়াছেন; যাহাতে ইলেক্‌টরাল্-সমাজ বিরক্ত বা অসন্তুষ্ট হইতে পারেন, এরূপ কথা সাহস পূর্ব্বক কেহই বলেন নাই; ইলেক্‌টরাল্-সমাজ এত দিন যেরূপ উত্তর শুনিয়া আসিতেছিলেন, আজ তাহার বিপরীত উত্তর শুনিলেন। ইহাতে তাঁহারা আপনাদিগকে অবমানিত মনে করিলেন না। তাঁহারা একেবারেই বুঝিতে পারিলেন, এরূপ নির্ভীক ও সত্যপ্রিয় লোকই তাঁহাদিগের বিশ্বাস-পাত্র হইবার প্রকৃত যোগ্য। শ্রমজীবীরা সকল বিষয়েই পূর্ণ সরলতা ভাল বাসিতেন। এই গুণ থাকিলে, সহস্র অপরাধও তাঁহাদিগের নিকট মার্জ্জনীয় হইত।

মিলের এই দুঃসাহসিক উত্তর শ্রবণ করিয়া মিষ্টার্ ওড্‌গার নামক এক জন শ্রমজীবী উঠিয়া বলিলেন যে, শ্রমজীবিশ্রেণী ইচ্ছা করেন না যে, তাঁহাদিগের প্রকৃত দোষ তাঁহাদিগের নিকট হইতে গোপন করা হয়। তাঁহারা বন্ধু চান, স্তুতিবাদক চান না। যদি কেহ প্রকৃত প্রস্তাবে বিশ্বাস করেন—শ্রমজীবিশ্রেণীতে কোন দোষ বিদ্যমান আছে, ও সেই দোষের অচিরাৎ সংশোধন আবশ্যক এবং তদনুসারে তিনি তাঁহাদিগকে তদ্বিষয়ে বিদিত করেন, তাহা হইলে শ্রমজীবিশ্রেণী তাঁহার উপর বিরক্ত না হইয়া তাঁহার নিকট গুরুতর ঋণে আবদ্ধ থাকিবেন। সভাস্থ সকলেই অন্তরের সহিত ওড্‌গারের এই কথার অনুমোদন করিলেন।

মিল্ যদি সভ্য মনোনীত না হইতেন, তথাপি তাঁহার আক্ষেপের কোন বিষয় ছিল না। কারণ, এই ঘটনায় দেশের অসংখ্য লোকের সহিত তাঁহার পরিচয় হইল। ইহাতে শুদ্ধ যে তাঁহার ভূয়োদর্শন পরিবর্দ্ধিত হইল, এরূপ নহে; ইহাতে তাঁহার রাজনৈতিক মত সকল বিস্তৃত-রূপে প্রচারিত হইল, এবং যে যে স্থানে পূর্ব্বে তাঁহার নামও শ্রুত হয় নাই, সেই সেই স্থানে তিনি বিশেষ-রূপে পরিচিত হওয়ায়, তাঁহার পাঠক-সংখ্যা ক্রমেই বাড়িতে লাগিল এবং তাঁহার রচনার প্রভাবও অধিকতর অনুভূত হইতে লাগিল। পার্লিয়ামেণ্টের যে তিন অধিবেশনে 'রিফরম বিল্' রাজবিধিতে পরিণত হয়, সেই তিন অধিবেশনেই মিল্ পার্লিয়ামেণ্টের সভ্য ছিলেন। এই সময়ে পার্লিয়ামেণ্টই মিলের চিন্তার একমাত্র বিষয় ছিল। মিল্ প্রায়ই পার্লিয়ামেণ্টে বক্তৃতা করিতেন। এই বক্তৃতা সকল তিনি কখন কখন লিখিয়া লইয়া যাইতেন, অনেক সময় মুখে মুখেই করিতেন। পার্লিয়ামেণ্টের কার্য্য-প্রণালীর সংস্রবে আসিবার মিলের একটী প্রধান নিয়ম ছিল। অপরের দ্বারা যে সকল বিষয় সুসম্পন্ন হইবার সম্ভাবনা ছিল, সে সকল বিষয় তাঁহার প্রিয়মত হইলেও, তিনি তাহাতে হস্তক্ষেপ করা অনাবশ্যক বলিয়া মনে করিতেন। কিন্তু যে সকল বিষয়ে লিবারেল্ মতাবলম্বী ব্যক্তিরাও তাঁহার সহিত ভিন্ন মত বা উদাসীন, সেই সকল বিষয় সমর্থনের নিমিত্তই তিনি বদ্ধ-পরিকর হইতেন। এই সময় প্রাণদণ্ডের বিরুদ্ধে পার্লিয়ামেণ্টে যে আন্দোলন উপস্থিত হয়, মিল্ প্রাণপণে তাহার পক্ষ সমর্থন করেন। পার্লিয়ামেণ্টে স্ত্রীজাতির প্রতিনিধি প্রেরণ ও ব্যক্তিগত প্রতিনিধিত্ব-বিষয়ে তিনি যে মত প্রকাশ করেন, তাহা তৎকালে পার্লিয়ামেণ্টের সভ্যগণ কর্ত্তৃক তাঁহার নিজের খেয়াল বলিয়া বিবেচিত হয়। কিন্তু পার্লিয়ামেণ্টের সভ্যগণ অচিরাৎ জানিতে পারেন যে, স্ত্রীজাতির প্রতিনিধি-প্রেরণ-প্রস্তাব তাঁহার খেয়াল-মাত্র নহে। কারণ মিল্ পার্লিয়ামেণ্টে এই প্রস্তাব উত্থাপিত করিলেই, রাজ্যের চতুর্দ্দিক্ হইতে, তাঁহার প্রস্তাবের অনুমোদন-সূচক প্রতিধ্বনি আসিতে লাগিল; সুতরাং এ প্রস্তাব যে সময়োপযোগী, তাহা সম্পূর্ণরূপে

প্রমাণীকৃত হইল। মিল্ যে বিষয় শুদ্ধ নৈতিক ও সামাজিক কর্ত্তব্য বলিয়া নিঃস্বার্থভাবে অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার স্বার্থ-সিদ্ধিতে পরিণত হইল। তিনি ভাবিয়াছিলেন, এ প্রস্তাব উত্থাপিত করিয়া তিনি যে শুদ্ধ পার্লিয়ামেণ্টেরই বিরাগ-ভজান হইবেন, তাহা নহে, দেশের সমস্ত লোকের উপহাসের পাত্র হইবেন। এরূপ জানিয়াও তিনি শুদ্ধ কর্ত্তব্যানুরোধে এ প্রস্তাব উত্থাপিত করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। সৌভাগ্যক্রমে এই প্রস্তাবে তিনি দেশের লোকের অপ্রিয় না হইয়া, অধিকতর প্রিয় হইয়া উঠিলেন। ইংলণ্ডের স্ত্রী-সমাজের চির-কৃতজ্ঞতার পাত্র হইলেন।

রাজধানীর সভ্য বলিয়া, তাঁহার উপর আর একটী গুরুতর কর্ত্তব্য-ভার ন্যস্ত হইয়াছিল; রাজধানীতে মিউনিসিপাল্-শাসন-প্রণালী প্রতিষ্ঠাপিত করিবার জন্য তাঁহাকে বিশেষ চেষ্টা করিতে হইয়াছিল; কিন্তু এই বিষয়ে হাউস অব্ কমন্সের এতদূর ঔদাসীন্য ছিল যে, তিনি এক জন সভ্যকেও আত্ম-পক্ষ-সমর্থক পাইলেন না। কিন্তু, সৌভাগ্য-ক্রমে এ বিষয়ে তিনি পার্লিয়ামেণ্টের বাহিরে অনেক সাহায্য পাইয়াছিলেন। এক দল কর্ম্মঠ বুদ্ধিমান্ লোক বাহির হইতে নানা প্রকারে তাঁহার সাহায্য করিতেছিলেন। তাঁহারা পার্লিয়ামেণ্টের বাহিরে এ বিষয়ে ঘোরতর আন্দোলন উত্থাপিত করিতেছিলেন। অধিক কি, বলিতে গেলে, এ প্রস্তাবের মূল তাঁহারাই। তাঁহারাই ইহার পাণ্ডুলেখ্য প্রস্তুত করিয়া মিলের হস্তে সমর্পণ করেন। মিল্‌কে কেবল সেই পাণ্ডুলেখ্য পার্লিয়ামেণ্ট-সকাশে উপনীত করিতে, এবং যতক্ষণ সেই পাণ্ডুলেখ্য হাউস্-নির্দ্দিষ্ট কমিটির নিকট ছিল, ততক্ষণ তাহার পক্ষ-সমর্থন করিতে হইয়াছিল মাত্র। অবশেষে ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে এই পাণ্ডুলেখ্য যে বিভিন্ন আকারে রাজবিধিতে পরিণত হয়, তাহার কারণ—এই আন্দোলন। যে সকল বিষয়ে এক দিকে সাধারণ হিত এবং এক দিকে ব্যক্তিগত বা সাম্প্রদায়িক হিতের পরস্পর সংঘর্ষ উত্থিত হয়, সে সকল বিষয় কিছু দিন এইরূপই যবস্থব অবস্থায় থাকে; পরিশেষে সাধারণ হিতেরই জয় লাভ হয়।

তৎকালে অগ্রগত লিবারালিজম্ পার্লিয়ামেণ্টে অতিশয় উপহাসের বিষয় ছিল ; এই জন্য প্রধান প্রধান লিবারেল্-মতাবলম্বী হাউসের সভ্যেরাও এই মতের সমর্থনে অগ্রসর হইতে সাহস করিতেন না। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, পার্লিয়ামেণ্টে যে কার্য্য অপরের দ্বারা সংসাধিত হইবার নহে, তাহাতেই হস্তক্ষেপ করা মিলের নিয়ম ছিল। সেই নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া, তিনি অগ্রগত লিবারালিজম্ মতের সমর্থনে প্রবৃত্ত হইলেন। এই জন্যই এক জন আইরিষ্ সভ্য কর্ত্তৃক আয়র্লণ্ডের স্বাপক্ষ্যে যে সকল পরিবর্ত্তন প্রস্তাবিত হয়, মিল্ সে সকলের পক্ষ সমর্থন করিলেন। বিখ্যাত বাগ্মিক মিষ্টার ব্রাইট্, মিষ্টার ম্যাক্লারেন্, মিষ্টার পটার্ এবং মিষ্টার হাড্ফীল্ড এই চারি জন ভিন্ন পার্লিয়ামেণ্টে আর কোন সভ্যই তাঁহার অনুসরণ করিতে সাহস করেন নাই। আয়র্লণ্ডের 'হেবিয়স্ কর্পস্' বিধি কিছু দিনের জন্য রহিত হয় ; সেই নির্দ্দিষ্ট সময়ের অবসান হইলে, আয়র্লণ্ডের শত্রুরা আরও কিছু দিন তাহা স্থগিত রাখিবার জন্য প্রস্তাব করেন। মিল্ এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে এক সুদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। এই উপলক্ষে তিনি আয়র্লণ্ডের প্রতি ইংলণ্ডের অবিচার ও আয়র্লণ্ডে ইংরাজ-প্রবর্ত্তিত শাসনপ্রণালীর দোষ সকল স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দেশ করেন। কিন্তু তৎকালে ফেনীয়ান্দিগের প্রতি ইংলণ্ডের জনসাধারণের রাগ এতদূর প্রবল ছিল যে, ফেনীয়ানেরা ইংলণ্ডের যে সকল অবিচার ও অত্যাচারের উপর ভীষণ আক্রমণ করিয়াছিলেন, সে সকলের উপর আক্রমণ করা আর ফেনীয়ানদিগের উৎসাহবর্দ্ধন করা, সমান বলিয়া বিবেচিত হইত। এই জন্য মিলের প্রস্তাবে কেহই কর্ণপাত করিলেন না। মিলের বন্ধু বান্ধবেরা তাঁহাকে কিছুদিন অপেক্ষা করিতে বলেন। মিল্ও তাঁহাদিগের উপদেশের সারগর্ভতা বুঝিলেন এবং 'রিফরম্ বিলের' সাধারণ তর্ক বিতর্কের সময় পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া রহিলেন। তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বীরা তাঁহার তুষ্টীম্ভাব দেখিয়া মনে করিলেন, মিল্ পরাভূত হইয়াছেন ; সুতরাং তাঁহার জন্য তাঁহাদিগের আর উদ্বিগ্ন হইতে হইবে না। তাঁহারা মিলের এই কল্পিত পরাভব লইয়া, তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া অনেক রহস্য বিদ্রূপ করিতে

লাগিলেন। কিন্তু এই রহস্য বিদ্রূপেই মিলের পরিণাম শুভকর হইয়া উঠিল। যাঁহারা আয়র্লণ্ড-বিষয়ে পূর্ব্বে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন, মিল্ অন্যায়রূপে অবমানিত হইতেছেন দেখিয়া, তাঁহারাও মিল্-কর্ত্তৃক প্রস্তাবিত বিষয়ের প্রতি সহানুভূতি দেখাইতে লাগিলেন। এই জন্য ‘রিফরম্ বিলের’ আলোচনার সময় মিল্ যখন দ্বিতীয় বার আয়র্লণ্ডের স্বাপক্ষ্যে বক্তৃতা করিলেন, তখন তাঁহার বক্তৃতা অধিকতর সমাদৃত হইল। পার্লিয়ামেণ্টে তাঁহার সম্মান ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। ক্রমেই তাঁহার শ্রোতৃ-বর্গের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তিনি জাতীয় ঋণের পরিশোধের স্বাপক্ষ্যে যে বক্তৃতা করেন, এবং টোরি অধিনায়কদিগের প্রতি যে সৌৎপ্রাসোক্তি প্রয়োগ করেন, তাহাতে পার্লিয়ামেণ্টে তাঁহার প্রতিষ্ঠা অধিকতর পরিবর্দ্ধিত হয়। তিনি তদীয় প্রতিনিধি-শাসন-প্রণালী গ্রন্থের কোন স্থানে স্থিতিশীলদিগকে “বুদ্ধিশূন্য দল” বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। তাঁহারা এই বিষয় লইয়া, তাঁহার প্রতি ভীষণ আক্রমণ করেন। কিন্তু তাহাতে মিলের কোন অপকার না হইয়া, তাঁহাদিগেরই সবিশেষ অপকার হইল। এই আন্দোলনে এখন হইতে সকলেই তাঁহাদিগের নামের সহিত “বুদ্ধিশূন্য দল” এই পরিচায়ক বিশেষণ সংযোজিত করিতে লাগিল। যাহা হউক, “তাঁহার কথাতে কেহই কর্ণপাত করিবেন না” পার্লিয়ামেণ্ট প্রবেশের সময় মিলের মনে যে এইরূপ ভয় সঞ্চারিত হয়, সে ভয় এক্ষণে সম্পূর্ণরূপে অপনীত হইল। তিনি কোন বিষয় বলিতে আরম্ভ করিলে, এখন আর শ্রোতৃ-সংখ্যার অভাব থাকিত না। তথাপি তিনি তদীয় নির্দ্দিষ্ট নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া, পরিমিত-ভাষী হইলেন। যে বিষয়ে বিশেষরূপে বক্তৃতা প্রয়োজনীয়, সেই বিষয়েই তিনি বাক্য-ব্যয় করিতে লাগিলেন; এবং যাহা অন্য দ্বারাও সুসম্পন্ন হইবার সম্ভাবনা, তাহা হইতে সর্ব্বথা বিরত থাকিতে লাগিলেন। পার্লিয়ামেণ্টের দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধিবেশনের সময় তিনি যতগুলি বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে আয়র্লণ্ড, শ্রমজীবি-শ্রেণী, এবং মিষ্টার ডিজ্‌রেলীর রিফরম্ বিল্-বিষয়ক বক্তৃতা-ত্রয়ই সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

আয়র্লণ্ড ও শ্রমজীবিশ্রেণী বিষয়ক প্রস্তাবদ্বয় তাঁহার হৃদয়ের অতি

প্রিয় বস্তু ছিল। তিনি গ্লাড্‌ষ্টোনের রিফরম্ বিল্ উপলক্ষ করিয়া শ্রমজীবি-শ্রেণীর পার্লিয়ামেণ্টে প্রতিনিধি প্রেরণ বিষয়ে এক উৎকৃষ্ট বক্তৃতা করেন। ইহার অব্যবহিত পরে, লর্ড রসেলের মন্ত্রিত্বপদ পরিত্যাগ এবং টোরি গবর্ণমেণ্টের মন্ত্রিত্ব পদে অধিরোহণের পর, শ্রমজীবি-শ্রেণী কর্ত্তৃক হাইড্ পার্কে একটী সাধারণ সভা আহূত হয়। পুলিস্-কর্ম্মচারীরা সমবেত ব্যক্তিদিগের গতিরোধ করায়, তাহারা রেল্ ভাঙ্গিয়া পার্কের ভিতর প্রবেশ করে। মিষ্টার বীল্‌স্ এবং শ্রমজীবিদিগের অধিনায়কেরা পুলিসের প্রতিরোধে সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন বটে, কিন্তু অধিকাংশই তথা হইতে যাইতে অস্বীকৃত হইলেন। ইহাতে পুলিসের সহিত তাঁহাদিগের ঘোরতর বিবাদ বাধিয়া উঠিল। অনেকগুলি নিরীহ ব্যক্তি পুলিস কর্ত্তৃক অপমানিত হইলেন। এই ঘটনায় শ্রমজীবিশ্রেণীর ক্রোধের আর পরিসীমা রহিল না। তাঁহারা দ্বিতীয় বার পার্কে সভা আহ্বানের সঙ্কল্প করিলেন এবং অনেকেই সশস্ত্র আসিতে স্বীকৃত হইলেন। গবর্ণমেণ্টও এই সংবাদ পাইয়া এই উদ্যম-নিবারণের জন্য সৈনিক-সজ্জা আরম্ভ করিলেন। এই সংঘর্ষের পরিণাম, অতি ভয়ঙ্কর বলিয়া প্রতীত হইতে লাগিল। এই ভয়ঙ্কর পরিণাম-নিবারণের জন্য মিলের বলবতী চেষ্টা ফলবতী হইল। মিল্ পার্লিয়ামেণ্টে শ্রমজীবিশ্রেণীর পক্ষ সমর্থন করিলেন এবং গবর্ণমেণ্টের ব্যবহার নিন্দনীয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন। এ দিকে শ্রমজীবিশ্রেণীকে বলিলেন, তাঁহারা হাইড্-পার্কে সভা আহ্বানের প্রস্তাব পরিত্যাগ করুন্। তাঁহাকে,—বীল্‌স্, কর্ণেল ডিকেন্‌স প্রভৃতি অধিনায়কদিগকে—এ প্রস্তাবে সম্মত করিতে চেষ্টা করিতে হয় নাই। কারণ তাঁহারা প্রথম হইতেই ইহাতে ক্ষান্ত হইয়াছিলেন, এবং আর সকলকেও ক্ষান্ত করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছিলেন। তথাপি শ্রমজীবিশ্রেণী তাঁহাদিগের প্রথম সঙ্কল্প হইতে কিছুতেই বিচলিত হইলেন না। মিল্ অবশেষে এক উপায় অবলম্বন করিলেন। তিনি বলিলেন, হাইড্ পার্কে দ্বিতীয় বার সভা সন্নিবেশিত করিতে গেলে, নিশ্চয়ই সৈনিকদলের সহিত সংঘর্ষ উত্থিত হইবে; এই সংঘর্ষ দুই অবস্থায় মাত্র ক্ষমণীয় হইতে পারে; প্রথমতঃ,

যদি কার্য্যস্রোত এরূপ অবস্থায় আনীত হইয়া থাকে যে, আকস্মিক বিপ্লব প্রার্থনীয়,—দ্বিতীয়তঃ, যদি তাঁহারা আপনাদিগকে সেই বিপ্লব সংশোধন করিতে সমর্থ বলিয়া মনে করেন। শ্রমজীবিশ্রেণী এই প্রশ্নে নীরব হইলেন। আকস্মিক বিপ্লব প্রার্থনীয়, বা তাঁহারা তৎসম্পাদনে সমর্থ—এ কথা তাঁহারা বলিতে পারিলেন না; সুতরাং অনেক তর্ক বিতর্কের পর, তাঁহারা মিলের প্রস্তাবে সম্মত হইতে বাধ্য হইলেন। মিল্ এই সমাচার মন্ত্রিবর ওয়াল্পোলের কর্ণগোচর করিলেন। এই সংবাদ-শ্রবণে ওয়াল্পোলের মস্তক হইতে যেন গুরুতর ভার অপনীত হইল এবং মিলের প্রতি তাঁহার কৃতজ্ঞতার আর ইয়ত্তা রহিল না।

শ্রমজীবিরা 'হাইড্ পার্ক'-বিষয়ে হতাশ হইয়া অবশেষে 'এগ্রিকল্-চরল' হলে সভা আহ্বান করা স্থির করিলেন। তাঁহারা মিল্কে তাঁহাদিগের সভায় উপস্থিত থাকিতে এবং বক্তৃতা করিতে অনুরোধ করেন। তাঁহারা মিলের অনুরোধ রাখিয়াছেন; সুতরাং মিল্ তাঁহাদিগের অনুরোধ অবহেলা করিতে পারিলেন না। পার্লিয়ামেণ্টে এবং এই সকল সভায় বক্তৃতা করিবার সময়, মিল্ সবিশেষ উত্তেজিত হইয়া পড়েন এবং আত্মসংযম ভুলিয়া যান—টোরি লেখকেরা মিলের উপর এই বলিয়া গালি বর্ষণ করিয়াছিলেন। কিন্তু টোরি দলের জানা উচিত ছিল যে, মিলের বক্তৃতার উত্তেজনী শক্তি ব্যতীত তাঁহারা পূর্ব্বোক্ত ভয়ঙ্কর বিপৎপাতের হস্ত হইতে রক্ষা পাইতেন না। সে সময়ে মিল্, গ্লাড্ষ্টোন্ এবং ব্রাইট্—এই তিন জন ভিন্ন আর কেহই শ্রমজীবিদিগকে সেই ভীষণ সংঘর্ষ হইতে বিরত করিতে পারিতেন না। কিন্তু ব্রাইট্ তৎকালে নগরে উপস্থিত ছিলেন না এবং গ্লাডষ্টোন্ কোন বিশেষ কারণে ইহাতে হস্তক্ষেপ করিতে অনিচ্ছুক ছিলেন; সুতরাং এক মাত্র মিল্ ব্যতীত টোরিদিগকে সেই বিপদ্ হইতে রক্ষা করিবার আর কেহই ছিলেন না।

কিছু দিন পরে শ্রমজীবিশ্রেণীর অভ্যুত্থানের প্রতিশোধ লইবার জন্য টোরি গবর্ণমেণ্ট পার্কে সাধারণ সভা আহ্বান-নিষেধক এক বিল্ অবতারিত করিলেন। মিল্ শুদ্ধ স্বয়ং এই বিলের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান

হইয়াই ক্ষান্ত রহিলেন, এরূপ নহে ; তিনি অনেকগুলি অগ্রগত লিবারেল্‌কে ইহার বিরোধী করিয়া তুলিলেন এবং আপনি তাঁহাদিগের অধিনায়ক হইয়া কার্য্য করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের সমবেত যত্নে বিল্‌ পরাভূত হইল। টোরিরা এ বিষয়ে আর দ্বিতীয় বার হস্তক্ষেপ করিতে সাহস করিলেন না।

মিল্‌ আয়র্লণ্ড-বিষয়ে সবিশেষ মনোযোগ প্রদর্শন করা ধর্ম্ম বলিয়া মনে করিতেন। পার্লিয়ামেণ্টীয় সভ্যদিগের যে দল মন্ত্রিবর লর্ড ডর্বীর নিকট ফেণীয় বিদ্রোহী সেনাপতি বর্কের জীবন ভিক্ষা করিতে যান, তিনি তাঁহাদিগের সর্ব্ব-প্রধান ছিলেন। এই দলের অধিনায়কেরা ১৮-৬৮ খ্রীষ্টাব্দের পার্লিয়ামেণ্টের অধিবেশনের সময় আয়র্লণ্ডের চর্চ্চ-বিষয়ক প্রশ্ন এরূপ পারদর্শিতার সহিত করায়ত্ত করেন যে, মিল্‌কে এ বিষয়ে শুদ্ধ তাঁহাদিগের স্বপক্ষতা অবলম্বন ভিন্ন আর কিছুই করিতে হয় নাই। ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড রসেলের মন্ত্রিত্ব-কালে আয়র্লণ্ডের ভূমি-সংস্কার-বিষয়ে যে বিল্‌ প্রস্তাবিত হয়, তদুপলক্ষে মিল্‌ একটী উৎকৃষ্ট বক্তৃতা করেন ; তৎকালে ভূমি-বিষয়ে অনেক কুসংস্কার প্রচলিত ছিল। এই কুসংস্কার বশতঃ সেই বিল্‌ প্রত্যাখ্যাত হয়। ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড ডর্বীর মন্ত্রিত্ব-কালে পুনরায় সেইরূপ আর একটী বিল্‌ অবতারিত হয়। এ বিল্‌টীও প্রথম বিল্‌টীর ন্যায় দ্বিতীয় বার মাত্র পাঠনার পর, প্রত্যাখ্যাত হয়। ইত্যবসরে আইরিষ প্রজাদিগের মনের অবস্থা দিন দিন ব্রিটিষ গবর্ণমেণ্টের প্রতি বিষাক্ত হইয়া উঠিল। তাঁহারা আর এক্ষণে অল্পে সন্তুষ্ট হইতে চাহিলেন না। ইংলণ্ড হইতে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হওয়াই তাঁহাদিগের এক-মাত্র প্রার্থনা এবং এক-মাত্র ইচ্ছা হইয়া উঠিল। যাঁহাদিগের চক্ষু ছিল, তাঁহারা দেখিলেন—কি রাজনৈতিক, কি সামাজিক সকল বিষয়েই সম্পূর্ণ সংস্কার ব্যতীত আয়র্লণ্ডকে আর শান্ত করিবার উপায়ান্তর নাই। মিল্‌ দেখিলেন, এই ভয়ঙ্কর বিপদের সময় তিনি নীরব থাকিলে, অধিকতর অনিষ্টের সম্ভাবনা। এই ভাবিয়া তিনি লেখনী ধারণ করিলেন ; এবং "ইংলণ্ড ও আয়র্লণ্ড" নামক একটী প্রস্তাব লিখিয়া ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দের পার্লিয়ামেণ্টীয় অধিবেশনের অব্য-

বহিত পূর্ব্বে এক খানি ক্ষুদ্র পত্রিকাকারে প্রকাশিত করেন। এই প্রস্তাবে এক দিকে আয়র্লণ্ডকে বিশেষ যুক্তি প্রদর্শন পূর্ব্বক প্রতিপন্ন করা হইল, ইংলণ্ড হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়া, তাঁহার পক্ষে শুভকর নয়; এবং অন্য দিকে পার্লিয়ামেণ্টকে বিশেষ অনুরোধ করা হইল, যেন আয়র্লণ্ডের ভূমি-বিষয়ক ও অন্যান্য প্রশ্নের অচিরাৎ সুমীমাংসা করা হয়। এই পত্রিকায় তিনি আয়র্লণ্ডের প্রজাদিগকে নির্দ্দিষ্ট করে ভূমিতে স্থায়ী স্বত্ব প্রদানের এবং কোন্ কোন্ ভূমির উপর কিরূপ কর নির্দ্দিষ্ট হওয়া উচিত, তন্নির্ণয়ার্থ গবর্ণমেণ্ট-কর্ত্তৃক আসেসের নিয়োগের প্রস্তাব করেন।

মিল্লের প্রস্তাব আয়র্লণ্ড ভিন্ন আর কুত্রাপি আদৃত হইল না। ইহা যে ইংলণ্ডে আদৃত হইবে, মিল্ সে আশাও করেন নাই। তিনি যে সকল সংস্কারের প্রস্তাব করিয়াছিলেন, সেই সকল সংস্কার অনুষ্ঠিত না হইলে, আয়র্লণ্ডে যে শান্তি সংস্থাপিত হইবে না— তিনি তাহা অ স ন্দিগ্ধরূপে জানিতেন। এই জন্যই তিনি এ স্থলে কিছু না বলিয়া, নীরব থাকা পাপ বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। আর বিশেষতঃ তিনি জানিতেন যে, পূর্ণ আদর্শ সম্মুখে ধারণ করিলে, লোকে ততদূর অগ্রসর হইতে না পারুক্, অন্ততঃ মধ্য স্থল পর্য্যন্তও গমন করিবে। মিলের এই পত্রিকা প্রচারিত না হইলে, গ্লাড্ষ্টোনের আইরিষ্ বিল্ কখনই পার্লিয়ামেণ্টে অনুমোদিত হইতে পারিত না। আয়র্লণ্ডের ঘটনা এত গুরুতর আকার ধারণ করিয়াছে যে, অচিরাৎ গুরুতর সংস্কার সম্পাদিত না হইলে, ভয়ঙ্কর অনিষ্টপাতের সম্ভাবনা এবং সেই সংস্কার-সংসাধনের জন্য কতকগুলি সম্ভ্রান্ত লোক দলবদ্ধ হইয়াছেন—ইংলণ্ডের প্রজাদিগের মনে এরূপ প্রতীতি জন্মিয়াছে, না জানিলে, গ্লাড্ষ্টোনের আইরিষ বিল্ পার্লিয়ামেণ্টে অবতারিত হইয়াই প্রত্যাখ্যাত হইত। ব্রিটিষ্ প্রজাসাধারণের, অন্ততঃ উচ্চ এবং মধ্য শ্রেণীর, এই একটী প্রকৃতিগত ধর্ম্ম যে—কোন একটী পরিবর্ত্তনের অনুমোদন করিতে হইলে, তাঁহারা অগ্রে জানিতে চান, সেই পরিবর্ত্তনটী মাধ্যমিক কি না। তাঁহারা পরিবর্ত্তনের প্রস্তাব-মাত্রকেই প্রথমে চরম ও সমাজ-

দ্রোহী বলিয়া মনে করেন। কিন্তু যখন এমন দুইটী পরিবর্ত্তন প্রস্তাবিত হয়, যাহার একটী অন্যটী অপেক্ষা অধিকতর অগ্রগত, তখন তাঁহারা প্রথমোক্তটীকে চরম ও সমাজদ্রোহী বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়া, শেষোক্তটীকে মাধ্যমিক বলিয়া অবলম্বন করেন। এখানেও ঠিক্ সেই রূপ ঘটিল। মিলের প্রস্তাবটী চরম বলিয়া পরিত্যক্ত হইল বটে, কিন্তু গ্লাড্‌ষ্টোনের প্রস্তাব অপেক্ষাকৃত মাধ্যমিক বলিয়া অবলম্বিত হইল। মিলের প্রস্তাব অগ্রে প্রস্তাবিত না হইলে, গ্লাড্‌ষ্টোনের বিলও চরম বলিয়া পরিত্যক্ত হইত।

আয়র্লণ্ড-বিষয়ে মিলের যে পত্রিকা প্রচারিত হয়, তাহাতে লিখিত ছিল—গবর্ণমেণ্ট, নির্দ্দিষ্ট করে ভূমির উপর প্রজাদিগের চিরস্থায়ী স্বত্ব সংস্থাপিত করিবেন। ইহাতে যদি ভূম্যধিকারীরা অসন্তুষ্ট হন, তাহা হইলে তাঁহারা ইচ্ছা করিলে, গবর্ণমেণ্টের নিকট উচিত মূল্যে তাঁহাদিগের ভূমি সম্পত্তি বিক্রয় করিতে পারেন; অথবা ইচ্ছা করিলে তাঁহারা প্রজাদিগের সহিত পূর্ব্বোক্ত সম্বন্ধ রক্ষা করিতে পারেন। মিল্ জানিতেন—ভূম্যধিকারীরা এরূপ নির্দ্দিষ্ট নিয়মেও তাঁহাদিগের ভূমি-সম্পত্তি রক্ষা করিবেন, তথাপি গবর্ণমেণ্টের মশোহরাভোগী হইবেন না। কিন্তু লোকে মিলের প্রস্তাবের মর্ম্ম বুঝিয়াও, বুঝিলেন না। তাঁহারা মিলের প্রস্তাবের মর্ম্ম বিভিন্ন অর্থে গ্রহণ ও প্রচার করিলেন। তাঁহারা এরূপ রটনা করিলেন—মিল্ গবর্ণমেণ্টকে আয়র্লণ্ডের সমস্ত সম্পত্তি ক্রয় করিয়া লইয়া এক-মাত্র ভূম্যধিকারী হইতে উপদেশ দিতেছেন। মিল্ মিষ্টার্ মাগায়ারের প্রস্তাব ও মিষ্টার ফর্টেস্কুর্ বিল্ উপলক্ষে পূর্ব্বোক্ত ভ্রম-সংশোধনার্থ দুইটী বক্তৃতা করেন। এই বক্তৃতাদ্বয় মিলের অনুমতিক্রমে আয়র্লণ্ডে প্রকাশিত হয়।

এই সময় আর একটী গুরুতর কর্ত্তব্য-ভার মিলের মস্তকে ন্যস্ত হয়। এই সময় জামেকায় ব্রিটীষ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান হয়। এই অভ্যুত্থান ইংলণ্ডের অবিচার দ্বারা প্রথমে উত্তেজিত হইয়া, অবশেষে ভয়ে ও ক্রোধে বিদ্রোহে পরিণত হয়। এই সূত্রে জামেকার অসংখ্য নির্দ্দোষী লোকের জীবন 'কোর্টস্ মার্সেলের' আদেশে নৃশংস সৈনিক

পুরুষ দ্বারা নির্দ্দয়-রূপে হত হয়। বিদ্রোহ নিবারিত হইলেও, অনেক দিন পর্য্যন্ত এই 'কোর্টস্ মার্সেল' উপবিষ্ট থাকে। অসি নিষ্কোশিত ও বন্দুকাদি নির্ম্মুক্তমুখ হইলে, যে সকল ভয়ঙ্কর বিশৃঙ্খল কাণ্ড সংঘটিত হওয়ার সম্ভাবনা, এ ক্ষেত্রে সে সমস্তই ঘটিয়াছিল। লোকের প্রাণ, মান কিছুই নিরাপদ ছিল না। যে ব্যক্তি সম্পত্তি-বিহীন অথচ সন্দেহপাত্র, সে শাণিত অসির খরধারায় বা বন্দুক-মুখে পতিত হইল। বাল-বনিতা বেত্রাহত হইল। অত্যাচারের আর সীমা পরিসীমা রহিল না। ইংলণ্ডের যে সকল লোক এত দিন নিগ্রো দাসত্বের সমর্থন করিয়া আসিতেছিল, তাহারাই এই ঘাতুকদিগের নৃশংস কর্ম্মকাণ্ডের পক্ষ সমর্থন করিতে লাগিল। মিল্ দেখিলেন, এরূপ ঘটনা বিনা দণ্ডে যাইতে দিলে, ইংলণ্ডের বিপুল যশে একটী গভীর কলঙ্করেখা পতিত হইবে। এই জন্য তিনি পার্লিয়ামেণ্টের অভ্যন্তরে ও বাহিরে এই বিষয়ে ঘোরতর আন্দোলন উত্থাপিত করিলেন। এই আন্দোলন উত্থাপিত করার পর, কোন কার্য্যবশতঃ তাঁহাকে স্থানান্তরে যাইতে হয়। তিনি তথা হইতে শুনিলেন যে, জামেকার স্বাপক্ষ্যে কতক গুলি ভদ্রলোক দলবদ্ধ হইয়াছেন; জামেকার বিষয় সবিশেষ অনুসন্ধান করিবার নিমিত্ত ও তৎপক্ষে যাহা কর্ত্তব্য, তদনুষ্ঠানের নিমিত্ত তাঁহারা একটী সভা সংস্থাপন করিয়াছেন; এই সভার নাম তাঁহারা 'জামেকাকমিটি' রাখিয়াছেন; এবং চতুর্দ্দিক্ হইতে এই সভার সভ্যসংখ্যা পাইতেছেন। এই সংবাদে মিলের আনন্দের সীমা রহিল না। তিনি সেই স্থানান্তর হইতেই সেই সভার সভ্যশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হইবার নিমিত্ত নিজ নাম প্রেরণ করিলেন; এবং অচিরকালমধ্যেই নগরীতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া এই সভার কার্য্য সম্পাদন জন্য স্বয়ং বিশেষ শ্রম ও যত্ন করিতে লাগিলেন। জামেকার এই ঘটনা যদি অন্য কোন গবর্ণমেণ্ট দ্বারা অনুষ্ঠিত হইত, তাহা হইলে ইংলণ্ডের অধিবাসীরা তাহার প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন করিতে ত্রুটি করিতেন না। কিন্তু এই শোচনীয় ব্যাপার ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট দ্বারা অনুষ্ঠিত হওয়ায়, তাঁহাদিগের মুখে আর কথা নাই। তাঁহারা শুদ্ধ তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন পূর্ব্বক ইহার অনুমোদন করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন

এরূপ নহে, স্পষ্টাক্ষরে ইহার সমর্থন করিতেও লজ্জা বোধ করেন নাই।

মিল্ দেখিলেন, এই ঘটনা দ্বারা শুদ্ধ নিগ্রোদিগেরই প্রতি ন্যায়পরতার ব্যাঘাত সম্পাদিত হইয়াছিল এরূপ নহে; ইহাদ্বারা গ্রেট্ ব্রিটেন ও ইহার অধীন দেশ সকলেরও স্বাধীনতার লোপ হইবার সম্ভাবনা হইয়া উঠিল। এক্ষণে এই প্রশ্ন অভ্যুত্থিত হইল—যে ব্রিটিশ প্রজারা কোন নির্দ্দিষ্ট দণ্ডবিধির অধীন, কি সৈনিক যথেচ্ছাচারের অধীন? ব্রিটিশ প্রজাদিগের দেহ ও জীবন এখন হইতে দুই বা তিন জন ভূয়োদর্শনবিরহিত অপরিণত-বুদ্ধি বিশৃঙ্খল-স্বভাব নৃশংস সৈনিক পুরুষের দয়ার উপর নির্ভর করিবে, কি নির্দ্দিষ্ট নিয়মাবলীর উপর নির্ভর করিবে? কোন গবর্ণর বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত রাজকর্ম্মচারী ইচ্ছা করিলেই দুই তিন জন অজাতশ্মশ্রু সৈনিক পুরুষের উপর প্রজাদিগের দেহ প্রাণ সমর্পণ করিতে পারিবেন কি না? এই সকল প্রশ্নের মীমাংসা কেবল বিচারালয় দ্বারাই হইতে পারে। এই জন্য জামেকাকমিটি এই সকল প্রশ্নের মীমাংসার জন্য বিচারালয়ের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

কমিটি স্থির করিলেন যে, জামেকার গবর্ণর আয়ার্ (Eyre) এবং তাঁহার প্রধান প্রধান সহযোগিদিগের নামে ইংলণ্ডের ফৌজদারি আদালতে অভিযোগ করিতে হইবে। সভাপতি চার্লস বক্‌সটন ইহাতে স্বীকৃত না হওয়ায় সভাপতির পদ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হয়েন। এই শূন্য আসনে মিল্ অভিষিক্ত হন। মিল্ পার্লিয়ামেণ্টে এই সভার প্রতিনিধি স্বরূপ হইয়া কার্য্য করিতে লাগিলেন। কখন বা তাঁহাকে গবর্ণমেণ্টের নিকট নানা বিষয়ে প্রশ্ন করিতে হইত, কখন বা তাঁহাকে কমিটির প্রতিনিধি বলিয়া পার্লিয়ামেণ্টের সভ্যদিগের নিকট হইতে ক্রোধোদ্দীপক কর্কশ বাক্য সকল শুনিতে হইত। বক্‌সটন্ জামেকা-বিষয়ক প্রস্তাব উত্থাপিত করিলে, মিল্ তদুপলক্ষে যে বক্তৃতা করেন, তাহা—এতাবৎকাল পর্য্যন্ত মিল্ পার্লিয়ামেণ্টে যতগুলি বক্তৃতা করিয়াছিলেন—তাহার মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট। কমিটি প্রায় দুই বৎসরকাল এই বিষয়ের জন্য ঘোরতর লড়িলেন; ফৌজদারী আদালতে আইন অনুসারে

যত কিছু চেষ্টা সম্ভব, সমস্তই করিলেন; কিন্তু কিছুতেই বিশেষ ফলোদয় হইল না। ইংলণ্ডের একটী টোরি কাউন্টির ম্যাজিষ্ট্রেট্দিগের নিকট এই মকদ্দমা উপস্থিত করায় তাঁহারা ইহা ডিস্মিস্ করিলেন। কিন্তু বাউ ষ্ট্রীটের ম্যাজিষ্ট্রেট্দিগের নিকট এই নালিশ উত্থাপিত হওয়ায়, তাঁহারা এই নালিশ গ্রাহ্য করিয়া কুইন্স বেঞ্চের লর্ড চীফ্ জষ্টিস্ সার্ আলেক্জণ্ডার ককবরণের নিকট বিচারার্থ সমর্পণ করিলেন। ককবরন চার্জ প্রদানের সময় এই বিষয়ে বিধি সংস্থাপিত করিয়া দেন। এই বিধি স্বাধীনতার অনুকূলেই হইল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ ওল্ড বেলী গ্রাণ্ড্ জুরি দ্বারা জামেকা কমিটি কর্ত্তৃক প্রস্তাবিত বিল্ প্রত্যাখ্যাত হওয়ায়, এই মকদ্দমার বিচার হইতে পারিল না। ইংলণ্ডের রাজকর্ম্মচারীরা নিগ্রো প্রভৃতির প্রতি প্রভুশক্তির অসদ্ব্যবহার করিয়া ইংলণ্ডের কোন ফৌজদারী আদালতে যে দণ্ড প্রাপ্ত হন, ইহা ইংলণ্ডের অধিবাসিদেগের অতিশয় অপ্রীতিকর। যাহা হউক কমিটির চেষ্টায় একটী বিশেষ উপকার হইল। নিম্নলিখিত কয়েকটী কারণে ইংলণ্ডের চরিত্র কিয়ং পরিমাণে সংরক্ষিত হইল। (১) সকলে জানিতে পারিল যে ইংলণ্ডে অন্ততঃ জন কতক মনীষী আছেন, যাঁহারা—যাহাতে উৎপীড়িতদিগের প্রতি সদ্বিচার হয়—তজ্জন্য কোন উপায়ই অনবলম্বিত রাখিবেন না। (২) ইংলণ্ডের সর্ব্বোচ্চ ফৌজদারী আদালত স্বাধীনতার স্বাপক্ষ্যে এক অবিসম্বাদিত বিধি প্রচার করিলেন। (৩) রাজকর্ম্মচারিদিগকে সাবধান করা হইল যে তাঁহারা যেন অতঃপর এরূপ নৃশংস কার্য্যে প্রবৃত্ত না হন; তাঁহারা ফৌজদারী আদালতের দণ্ডের হস্ত হইতে মুক্ত হইতে পারেন; কিন্তু তজ্জন্য তাঁহাদিগকে অন্ততঃ যে ব্যয় ও যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইবে, তাহা নিতান্ত সামান্য হইবে না।

যৎকালে জামেকা বিষয়ে এইরূপ আন্দোলন চলিতেছিল, তৎকালে মিল্ নানা স্থান হইতে নানা প্রকার বেনামী চিঠি প্রাপ্ত হন। ইংলণ্ডের নৃশংস অধিবাসিদিগের মধ্যে অনেকেই যে নৃশংসহৃদয় এবং তাহাদিগের অনেকেরই যে জামেকার হত্যাকাণ্ডের সহিত সম্পূর্ণ সহানুভূতি ছিল, এই পত্রগুলি তাহার নিদর্শন। এই পত্রগুলিতে মিলের প্রতি নানা

প্রকার রহস্য বিদ্রূপ ও কটূক্তি প্রযুক্ত হয় এবং অধিক কি তাঁহার প্রতি গুপ্তহত্যার ভয় পর্য্যন্তও প্রদর্শিত হয়।

মিল্ পার্লিয়ামেণ্টে অনেক গুলি মহৎ কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন। তন্মধ্যে পূর্ব্বোল্লিখিত আয়র্লণ্ড ও জামেকা-বিষয়ক প্রস্তাব ও নিম্নলিখিত কয়েকটী বিষয়ই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দের পার্লিয়ামেণ্টীয় অধিবেশনের শেষ ভাগে একটী একষ্ট্রাডিসন্ বিল্ প্রস্তাবিত হয়। রাজনৈতিক পলাতকদিগকে বিদ্রোহ অপরাধের জন্য তাঁহাদিগের গবর্ণমেণ্টের হস্তে অর্পণ করা ইহার উদ্দেশ্য নহে। কিন্তু যে সকল কার্য্য বিদ্রোহের অপরিহার্য্য আনুসঙ্গিক, তদনুষ্ঠানের অপরাধে বিদেশীয় গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক অভিযুক্ত হইলে, বিচারার্থ বিদেশীয় গবর্ণমেণ্টের হস্তে তাঁহাদিগকে সমর্পণ করাই এই বিলের প্রধান উদ্দেশ্য। এই বিল্ এই আকারে পার্লিয়ামেণ্ট কর্ত্তৃক অনুমোদিত হইলে, ইংলণ্ডকে বিদেশীয় যথেচ্ছচারী গবর্ণমেণ্টের প্রতিহিংসা-সাধন-পাতকের সহযোগী ও অংশভাগী হইতে হইত। কিন্তু মিল্ এবং আর কতিপয় অগ্রগত লিবারেল্ তাহা হইতে দিলেন না। তাঁহাদিগেরই সমবেত যত্নে এই বিল্ প্রত্যাখ্যাত হইল। এই বিলের প্রত্যাখ্যানের পর মিল্ ও আর কতিপয় পার্লিয়ামেণ্টীয় সভ্য পার্লিয়ামেণ্ট কর্ত্তৃক একৃষ্ট্রাডিসন্ সন্ধিবিষয়ে সবিশেষ অনুসন্ধান ও বিবরণ প্রকাশ করিতে আদিষ্ট হন। তাঁহাদিগের বিবরণ প্রকাশের পর একৃষ্ট্রাডিসন্ বিল্ পরিবর্ত্তিত ও পরিশোধিত হইয়া নূতন আকারে পার্লিয়ামেণ্ট কর্ত্তৃক অনুমোদিত হইয়া বিধি রূপে পরিণত হয়। এই বিধিতে নির্দ্দিষ্ট হয় যে কোনও রাজনৈতিক পলাতক কোনও রাজনৈতিক অপরাধে বিদেশীয় গবর্ণমেণ্টের হস্তে সমর্পিত হইবেন না। তাঁহারা যদি অভিযুক্ত হন এবং কোন ইংলণ্ডীয় বিচারালয়ে সপ্রমাণ করিতে পারেন যে তাঁহারা যে অপরাধে অভিযুক্ত হইয়াছেন, তাহা রাজনৈতিক, তাহা হইলে কোন মতেই তাঁহাদিগকে তাঁহাদিগের গবর্ণমেণ্টের হস্তে সমর্পণ করা হইবে না। এইরূপে মিল্ কর্ত্তৃক ইউরোপের স্বাধীনতা ও ইংলণ্ডের যশ ঘোরতর কলঙ্ক হইতে সংরক্ষিত হইল।

১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দের পার্লিয়ামেণ্টীয় অধিবেশনের সময় উৎকোচ

নিবারণের জন্য ডিস্‌রেলী যে ব্রাইবারী বিল্ অবতারিত করেন, মিল্ বিশেষরূপে তাহার স্বপক্ষতা সাধন করেন। রিফরম্ অ্যাক্‌ট্ পাস হওয়ায় উৎকোচ-প্রথা নিবারিত না হইয়া বরং পরিবর্দ্ধিত হইতেই লাগিল। এই প্রথা যাহাতে সর্ব্বথা নিরাকৃত হয়, মিল্ তজ্জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিনি কতিপয় সহযোগীর সহিত পরামর্শ করিয়া উক্ত বিলের নানা প্রকার পরিবর্ত্তন ও সংশোধন করিলেন। এই পরিবর্ত্তিত ও পরিশোধিত বিল্ বিধিবদ্ধ হইয়া উৎকোচ-প্রথার অনেক পরিমাণে নিরাকরণ করিল।

ডিস্‌রেলীর রিফরম্ বিল্ উপলক্ষে মিল্ আর দুইটী গুরুতর বিষয়ের অনুষ্ঠান করেন। দুইটীই প্রতিনিধিশাসনপ্রণালী-বিষয়ক। একটী ব্যক্তিগত প্রতিনিধিত্ব বিষয়ে, অপরটী স্ত্রীজাতির প্রতিনিধিত্ব বিষয়ে। পার্লিয়ামেন্টে প্রতিনিধি প্রেরণ বিষয়ে সকলেরই সমান অধিকার থাকা উচিত বটে; কিন্তু প্রত্যেক ব্যক্তিরই হস্তে প্রতিনিধি মনোনীত করণের ভার অর্পিত হইলে, কার্য্যের অনেক অসুবিধা ঘটে। এই জন্য কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট-সংখ্যক লোকের উপর এই ভার অর্পিত হইয়া থাকে। ইহাঁরাই ইলেক্‌টর নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। পূর্ব্বে এই ইলেক্‌টরের সংখ্যা লোক-সংখ্যা অনুসারে নিয়ন্ত্রিত হইত না। এখন হইতে লোকসংখ্যা অনুসারে ইলেক্‌টরের সংখ্যা নির্দ্দেশ করাই মিলের প্রস্তাবের উদ্দেশ্য। তিনি এই উদ্দেশে মিষ্টার হেয়ারের প্রতিনিধি-শাসন-প্রণালীর উপর একটী উৎকৃষ্ট বক্তৃতা করেন; এবং স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দেশ করেন যে এই প্রণালী ইংলণ্ডে অচিরাৎ প্রবর্ত্তিত না হইলে ইংলণ্ডের মঙ্গল নাই। মিলের এই উত্তেজনা কিঞ্চিৎ পরিমাণে ফলবতী হইল। পার্লিয়ামেণ্ট আপাততঃ অতি অল্পসংখ্যক কন্‌ষ্টিটুয়েন্‌সীতে এই প্রথা প্রবর্ত্তিত করিলেন। কিন্তু এই আংশিক সংস্কারে সবিশেষ ফলোদয় হইল না।

প্রতিনিধি-শাসন-প্রণালী বিষয়ে মিলের চেষ্টা তত দূর সফল হইল না বটে, কিন্তু দ্বিতীয় বিষয়ে তিনি অধিকতর কৃতকার্য্যতা লাভ করিলেন। পার্লিয়ামেণ্টে প্রতিনিধি প্রেরণের অধিকার এতদিন শুদ্ধ পুরুষেরাই হস্তগত করিয়া রাখিয়াছিলেন। তাঁহারা স্ত্রীজাতিকে এতদিন এই

প্রকৃতিসিদ্ধ অধিকারে বঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। মিল্ এই অন্যায় নিবারণার্থ স্ত্রীজাতিকেও এই অধিকার প্রদানের প্রস্তাব করিলেন। যে যে নিয়মে পুরুষজাতিকে ইলেক্টর করা হয়, সেই সেই নিয়মে যেন স্ত্রীজাতিকেও ইলেক্টর করা হয়, ইহাই মিলের প্রার্থনা। পার্লিয়ামেণ্টে প্রতিনিধি প্রেরণ করার অধিকার এই সময়ে নুতন রিফরম্ অ্যাক্‌ট অনুসারে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে বিস্তারিত হয়। এমন সময়েও যদি স্ত্রীজাতিরা তাঁহাদিগের প্রকৃতিসিদ্ধ অধিকার বিষয়ে উদাসীন থাকেন, তাহা হইলে তাঁহারা যে কখনই ইহা প্রাপ্ত হইবেন, এরূপ আশা সুদূরপরাহত হয়; এই ভাবিয়া ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে মিল্ এ বিষয়ে একটী আন্দোলন উত্থাপিত করেন। তিনি অসংখ্য বিখ্যাত স্ত্রীলোকদিগের নাম স্বাক্ষরিত করিয়া পার্লিয়ামেণ্টে এই বিষয়ে এক খানি আবেদন করেন। যৎকালে মিল্ পার্লিয়ামেণ্টে এই আবেদন প্রদান করেন, তখন তিনি ভাবিয়াছিলেন যে দুই চারি জন চিন্তাশীল সভ্য ব্যতীত আর কেহই ইহার স্বপক্ষতা সাধন করিবেন না। কিন্তু এই বিষয় পার্লিয়ামেণ্টে উপস্থিত হইলে, যখন সর্ব্বশুদ্ধ অশীতি জন সভ্য ইহার প্রতিপোষক হইলেন, তখন বিস্ময় শুদ্ধ মিল্‌কে কেন—সকলকেই—অভিভূত করিল এবং মিল্ ও তদীয় দলের উৎসাহের আর পরিসীমা রহিল না। উৎসাহের আরও বিশেষ কারণ এই যে, মিষ্টার ব্রাইট্—যিনি প্রথমে ইহার বিরোধী ছিলেন—মিল্ ও তদীয় দলপতিদিগের বক্তৃতায় প্রতীত হইয়া তাঁহাদিগেরই মতের অনুবর্ত্তন করেন। * মিল্ পার্লিয়ামেণ্টে যতগুলি কার্য্য করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে তিনি এইটীকেই তাঁহার বিশেষ গৌরবের কারণ বলিয়া মনে করিতেন।

মিলের পার্লিয়ামেণ্টীয় জীবনের যাহা কিছু বক্তব্য ছিল, প্রায় সমস্তই বলা হইল। কিন্তু তিনি যখন পার্লিয়ামেণ্টীয় কর্ত্তব্য সাধনে প্রধানতঃ

* কিন্তু যে ব্রাইটের অনুমোদনে মিলের এত আনন্দ ও এত উৎসাহ হইয়াছিল, সেই ব্রাইট্ এক্ষণে স্ত্রীজাতির প্রতিনিধিত্বের প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইয়াছেন। তিনি এক্ষণে পূর্ব্বানুমোদন মিলের সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধির উত্তেজনাজনিত ভ্রমমাত্র বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। মিলের আত্মা ইহাতে একান্ত ক্ষুব্ধ হইবেন, সন্দেহ নাই।

নিযুক্ত ছিলেন, তখনও অন্যান্য বিষয়ে তাঁহার অমূল্য সময়ের কিয়দংশ অতিবাহিত হইত। পার্লিয়ামেণ্টীয় গুরুতর কর্ত্তব্য সাধনের পর যে কিছু সময় অবশিষ্ট থাকিত, তাহার অধিকাংশই তাঁহার চিঠিপত্রের উত্তর লিখিতেই পর্য্যবসিত হইত। পার্লিয়ামেণ্টের সভ্য মনোনীত হওয়ার পূর্ব্ব হইতেই তিনি অসংখ্য অপরিচিত ব্যক্তির নিকট হইতে মনোবিজ্ঞান, ন্যায়দর্শন ও অর্থনীতি শাস্ত্রের জটিল প্রশ্ন সকলের মীমাংসার্থ অসংখ্য পত্র প্রাপ্ত হইতেছিলেন। যে সকল পত্র পাঠে মিলের প্রতীতি জন্মিত যে লেখকদিগের বুদ্ধি সেই সকল জটিল প্রশ্নের মীমাংসা বুঝিতে সক্ষম, তিনি সেই সকল পত্রেরই উত্তর দিতেন। কিন্তু এবম্বিধ পত্রের সংখ্যা ক্রমে এত বাড়িয়া উঠিল, যে তিনি তাহাদিগের সংক্ষিপ্ত উত্তর মাত্র দিতেও অসমর্থ হইতেন। কতকগুলি পত্র বড় বড় লোকের নিকট হইতেও আসিতে লাগিল। সেই সকল পত্রে মিলের রচনাবলীর ভ্রম প্রমাদাদি প্রদর্শিত হয়। মিল্ অতি উদারপ্রকৃতি ছিলেন; সুতরাং তিনি সে সকল পত্রে বিরক্ত বা অসন্তুষ্ট না হইয়া পরম আহ্লাদের সহিত সেই সকল পত্রের উপদেশানুসারে নিজ ভ্রম প্রমাদ সকল সংশোধন করিয়া লইতেন। কিন্তু যে দিন হইতে তিনি পার্লিয়ামেণ্টের মঞ্চকে আসীন হইলেন, সেই দিন হইতে তিনি অন্যবিধ পত্র পাইতে লাগিলেন। যাহার যে কোন বিষয়ে প্রতিবাদ করিবার ছিল, যাহার যে কোন অভাব পূরণের আবশ্যকতা ছিল, সেই সেই ব্যক্তি সেই সেই বিষয়ে প্রতিবাদ করিয়া এবং সেই সেই অভাব নির্দ্দেশ করিয়া মিলের নিকট আবেদন করিতে লাগিলেন। মিল্ যাঁহাদিগের প্রতিনিধি হইয়া পার্লিয়ামেণ্টে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের কেহই মিলের উপর এরূপ গুরুভার অর্পণ করেন নাই। যে নিয়মে মিল্ তাঁহাদিগের প্রতিনিধিত্ব গ্রহণে স্বীকৃত হইয়াছিলেন, তাঁহারা তাহা হইতে রেখামাত্রও বিচলিত হন নাই। যাহা হউক মিল্ যে সকল পত্র পাইতে লাগিলেন, তাহাদের সংখ্যা ক্রমে এত বাড়িয়া উঠিল, যে সে সকলের উত্তর প্রদান করা তাঁহার পক্ষে অতি দুর্ব্বহ ভার বলিয়া প্রতীত হইল।

যৎকালে মিল্ পার্লিয়ামেণ্টীয় কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন, তখন তিনি

অধিবেশনদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী কালেই কেবল লেখনকার্য্যে নিযুক্ত হইতে পারিতেন। সেই সকল অবসর কালে তিনি আয়র্লণ্ডবিষয়ক প্রস্তাব ভিন্নও আরও কয়েকটী বিষয় রচনা করেন। তন্মধ্যে তদীয় প্লেটো-বিষয়ক রচনা এবং সেণ্ট অ্যাণ্ড্রু বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতাই সর্ব্বপ্রধান। প্লেটোবিষয়ক রচনা সর্ব্বপ্রথমে এডিন্‌বরা রিভিউএতে প্রকাশিত হইয়া পরে তদীয় "ডেজার্টেসন্‌স এণ্ড ডিস্‌কসন্‌স্" নামক পুস্তকের তৃতীয় খণ্ডে পুনর্মুদ্রিত হয়। সেণ্ট অ্যাণ্ড্রু বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রেরা তাঁহাকে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্টরের পদে অভিষিক্ত করেন। এই অভিষেক উপলক্ষেই মিলের পূর্ব্বোল্লিখিত বক্তৃতা। শাস্ত্রের কোন্ কোন্ শাখা উচ্চ শিক্ষার অঙ্গ বলিয়া পরিগণিত হওয়া উচিত, কিরূপ প্রণালীতেই বা তাহাদের আলোচনা হওয়া উচিত, কিরূপে আলোচিত হইলেই বা তাহাদিগের হইতে কিরূপ ফলের উৎপত্তির সম্ভাবনা, কিরূপেই বা অনুসৃত হইলে তাহাদিগের হইতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ফলের সম্ভাবনা, ইত্যাদি বিষয়ে মিল্ যে সকল চিন্তা ও মত আজন্ম সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন, এই উপলক্ষে তিনি সে সমস্তই ব্যক্ত করেন। পুরা-প্রচলিত ল্যাটিন্ গ্রীক্ প্রভৃতি প্রাচীন ভাষা সকলের অধ্যয়নের সহিত নব-প্রবর্ত্তিত বিজ্ঞানের অনুশীলন যে উচ্চশিক্ষার পক্ষে একান্ত আবশ্যক, তাহা তিনি প্রবলতর যুক্তি প্রদর্শন দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়া দিলেন। প্রাচীন ভাষাসকলের অধ্যয়ন ও বিজ্ঞানের যে অনুশীলন উচ্চ শিক্ষা-বিধান-পক্ষে পরস্পর-সহযোগী, সেই অধ্যয়ন ও অনুশীলন যে অনেক সময় উচ্চ শিক্ষা-বিধান-পক্ষে পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে, তাহার কারণ যে সাধারণ শিক্ষা-প্রণালীর লজ্জাকর দূষিতাবস্থা ভিন্ন আর কিছুই নহে—তাহা তিনি স্পষ্টাক্ষরে বুঝাইয়া দিলেন। মিলের এই বক্তৃতা যে শুদ্ধ উচ্চ শিক্ষারই উত্তেজনা করিয়া দিল এরূপ নহে; সুশিক্ষিত ব্যক্তিদিগেরও মনে উচ্চশিক্ষার অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি বিষয়ে এত দিন যে সকল কুসংস্কার বদ্ধমূল ছিল, তাহারও নিরাশ করিল।

এই সময়ে তিনি আরও একটী গুরুতর বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন, কিন্তু পার্লিয়ামেণ্টে থাকিতে থাকিতে তাহা সমাপ্ত করিয়া উঠিতে

পারেন নাই। সেই গুরুতর বিষয়—পিতৃদেব-রচিত "মানব-মনের বিশ্লেষণ" বিষয়ক প্রস্তাবের দ্বিতীয় সংস্করণের মুদ্রাঙ্কণ ও প্রকাশন। ইহা দ্বারা তিনি যে শুদ্ধ পিতৃদেবের পবিত্র স্মৃতির প্রতি যথোচিত ভক্তি প্রদর্শন করিয়াছিলেন এরূপ নহে, মনোবিজ্ঞানের প্রতিও তাঁহার প্রকৃত কর্ত্তব্যসাধন করা হইয়াছিল। তিনি টিপ্পনী লিখিয়া সেই সুন্দর পুস্তক খানির মত গুলিকে উন্নত্ত বিজ্ঞান ও দর্শনের উপযোগী করিয়া দিলেন। এই গুরুতর কার্য্যে তিনি একাকী প্রবৃত্ত হন নাই। সুবিখ্যাত দার্শনিক মিষ্টার বেইন্, বিখ্যাত ঐতিহাসিক মিষ্টার গ্রোট্ এবং সুবিখ্যাত শব্দশাস্ত্রজ্ঞ মিষ্টার ফিন্‌ডিলেটার—এই তিন জনে এই বিষয়ে প্রাণপণে তাঁহার সাহায্য করিয়াছিলেন। মনোবিজ্ঞান বিষয়ে যে সকল টিপ্পনী প্রদত্ত হয়, তাহার প্রায় অর্দ্ধভাগী তৎকর্ত্তৃক লিখিত এবং অপরার্দ্ধ মিষ্টার বেইন্ কর্ত্তৃক প্রদত্ত। দর্শনেতিবৃত্ত সম্বন্ধে যে সকল টিপ্পনী প্রদত্ত হয়, তাহার সমস্তই গ্রোটের শ্রমসম্ভূত; এবং শব্দশাস্ত্র সম্বন্ধে যে সকল অভাব প্রপূরিত হয়, তাহা ফিণ্ডিলেটারেরই যত্নে। যৎকালে জেম্‌স মিলের পুস্তকখানি প্রথম প্রকাশিত হয়, তখন মনোবিজ্ঞানের স্রোত প্রতিকূল দিকেই প্রধাবিত ছিল; ভূয়োদর্শন ও সংযোজন মত তখনও সম্যক্‌রূপে প্রচারিত হয় নাই; এই জন্যই ইহা তৎকালে সাধারণ জনগণের নিকট ততদূর আদৃত হয় নাই। কিন্তু ইহা কতিপয় মনীষীর মনে এরূপ গভীর ভাব অঙ্কিত করে, যে তাঁহারা ভূয়োদর্শন ও সংযোজন মতের পক্ষপাতী না হইয়া থাকিতে পারিলেন না; এবং ইহাঁদিগেরই যত্নে এই মতের স্বাপক্ষ্যে যে অনুকূল পবন উত্থাপিত হয়, তাহারই প্রবাহ হেতু বর্ত্তমান সময়ে ভূয়োদর্শন মনোবিজ্ঞানের এতদূর প্রভাব। বৈশ্লেষিক মনোবিজ্ঞান বিষয়ে যতগুলি পুস্তক লিখিত হইয়াছে, তন্মধ্যে মিষ্টার বেইন্ ও জেম্‌স মিলের পুস্তকদ্বয়ই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। এই দুই খানিই উৎকৃষ্ট পাঠ্য পুস্তক হওয়ার সম্পূর্ণ উপযুক্ত।

ইত্যবসরে ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দের শরৎকালে—যে পার্লিয়ামেণ্ট রিফর্ম্ অ্যাক্ট পাশ করেন—তাহার অধিবেশন ভঙ্গ হইল। মিল্ গতবার ওয়েষ্টমিনিষ্টার কর্ত্তৃকই পার্লিয়ামেণ্টে প্রতিনিধি প্রেরিত হন। কিন্তু

সব প্রতিনিধি মনোনীত-করণকালে মিলের নাম পরিক্ষিপ্ত হইল। তিনি ইহাতে কিছুমাত্রও বিস্মিত হইলেন না। এই ঘটনার দুই তিন দিন পূর্ব্বেও তাঁহার পৃষ্ঠপোষকেরা ভাবিয়াছিলেন যে তিনি এবারও ওয়েষ্টমিনিষ্টার কর্ত্তৃক প্রতিনিধি মনোনীত হইবেন। সুতরাং মিল্ পরিক্ষিপ্ত হওয়ায় তাঁহারা মর্ম্মান্তিক বেদনা পাইলেন বটে, কিন্তু বিস্মিত হইলেন না। মিল্ যে পরিক্ষিপ্ত হইবেন, তাহা তাঁহার ও তদীয় বন্ধুদিগের বিন্দুমাত্রও বিস্ময়ের কারণ ছিল না। তবে যে, কিরূপে তিনি একবার প্রতিনিধি মনোনীত হইয়াছিলেন, এবং একবার প্রতিনিধি মনোনীত হইয়াই বা দ্বিতীয় বার কেন পরিক্ষিপ্ত হইলেন, ইহাই তাঁহাদিগের বিশেষ বিস্ময়ের কারণ হইয়াছিল।

মিল্ যে দ্বিতীয়বার পরিক্ষিপ্ত হইলেন, তাহার গুরুতর কারণ ছিল। টোরি গবর্ণমেণ্ট এক্ষণে নিজ অস্তিত্বের জন্য শশব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন; এক্ষণে কোন বিবাদে কৃতকার্য্যতা লাভ করা তাঁহাদিগের নিকট প্রাণধারণের এক মাত্র উপায় বলিয়া বিবেচিত হইল। তাঁহারা জানিতেন যে পার্লিয়ামেণ্টে মিলের অবস্থিতি তাঁহাদিগের কৃতকার্য্যতা লাভের প্রধান অন্তরায়। এইজন্য তাঁহারা এই দ্বিতীয় বারে মিলের পরিক্ষেপের জন্য প্রাণপণে যত্ন করিতে লাগিলেন। মিল্ যখন প্রথমবারে প্রতিনিধি মনোনীত হয়েন, তখন টোরিদিগের তাঁহার প্রতি কোন ব্যক্তিগত বিদ্বেষ ছিল না। তাঁহারা তাঁহার উদার মতের বিরোধী ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার প্রতি তাঁহাদিগের কোন ব্যক্তিগত বিদ্বেষ ভাব ছিল না; বরং অনেকেই তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট অথবা উদাসীন ছিলেন। কিন্তু মিলের পার্লিয়ামেণ্টীয় নির্ভীক ও স্বাধীন কার্য্যকলাপ দেখিয়া এক্ষণে সকলেই তাঁহার বিদ্বেষী হইয়া উঠিয়াছিলেন; এবং যাহাতে তিনি দ্বিতীয়বার পার্লিয়ামেণ্টে প্রবেশ করিতে না পারেন, তজ্জন্য সকলেই বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। মিল্ তদীয় রাজনৈতিক রচনাবলীতে লোকতন্ত্রের বিরুদ্ধে যে সকল বক্তব্য আছে, তাহার সবিশেষ নির্দ্দেশ করেন। এই সূত্র অবলম্বন করিয়া স্থিতিশীলেরা এইরূপ রটনা করিয়া দেন যে তিনি লোকতন্ত্রের বিরোধী। তাঁহারা ভাবিলেন,

বুঝি মিল্ তাঁহাদিগেরই দলভুক্ত হইলেন। কিন্তু মিলের সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধি তাঁহাদিগের সঙ্কীর্ণ বুদ্ধির ন্যায় লোকতন্ত্রের প্রতিকূল পক্ষ মাত্র দেখিয়াই প্রতিহত হইত না; অনুকূল পক্ষও ধারণা করিতে সমর্থ হইত। তাঁহারা যদি মিলের রচনাবলী আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত পাঠ করিতেন, তাহা হইলে অবশ্যই জানিতে পারিতেন যে মিল্—লোকতন্ত্রের বিরুদ্ধে সম্ভবতঃ যে সকল যুক্তি উত্থাপিত হইতে পারে—সে সকলের প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করিয়াও অবশেষে লোকতন্ত্রের অনুকূলেই অসন্দিগ্ধ মত প্রকাশ করিয়াছেন। তবে লোকতন্ত্র হইতে যে সকল অসুবিধা ঘটিবার সম্ভাবনা, সেইগুলির উল্লেখ পূর্ব্বক তাহাদিগের নিবারণের জন্যই তিনি কতকগুলি সুনিয়ম সংস্থাপন করিতে বলেন মাত্র। মিল্ যেমন এক দিকে টোরিদলের ও স্থিতিশীলদিগের বিশেষ বিদ্বেষভাজন হইয়া উঠিলেন, তেমনই অন্যদিকে লিবারেল্দিগেরও অপ্রীতিভাজন হইয়া উঠিলেন। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, যে যে বিষয়ে অন্যান্য লিবারেল্দিগের সহিত তাঁহার মতের অনৈক্য হইত এবং যে যে বিষয়ে লিবারেলেরা সাধারণতঃ উদাসীন থাকিতেন, সেই সেই বিষয়েই প্রধানতঃ মিল্ পার্লিয়ামেণ্টীয় কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতেন। যে যে বিষয়ে লিবারেলদিগের সহিত তাঁহার মতের একতা ছিল, সে সে বিষয়ে তিনি কিছুই বলিতেন না; সুতরাং লিবারেলেরাও তাঁহাকে আপনাদিগের পক্ষ বলিয়া মনে করিতে পারিতেন না। বিশেষতঃ মিলের কতকগুলি কার্য্যে অনেকেরই মনে তাঁহার প্রতি ব্যক্তিগত বিদ্বেষ জন্মিয়াছিল। জামেকার গবর্ণর মিষ্টার আয়ারের প্রতি তাঁহার ব্যবহার অনেকেই ব্যক্তিগত নির্যাতন বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। মিষ্টার ব্রাড্লর পার্লিয়ামেণ্টে প্রবেশের ব্যয় নির্ব্বাহ জন্য তিনি যে চাঁদা প্রদান করেন, তাহাতেও তিনি লোকের বিশেষ বিরাগভাজন হঁন। মিল্ নিজের পার্লিয়ামেণ্টে প্রবেশের জন্য এক কপর্দ্দকও ব্যয় করিতে প্রস্তুত ছিলেন না বটে; কিন্তু যাঁহাদিগের পার্লিয়ামেণ্টে প্রবেশ একান্ত প্রার্থনীয়, তাঁহাদিগের পার্লিয়ামেণ্টে প্রবেশনিমিত্তক ন্যায় ব্যয় নির্ব্বাহার্থ চাঁদা দেওয়া তিনি অলঙ্ঘ্য কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিতেন।

বিশেষতঃ তাঁহার পার্লিয়ামেণ্টে প্রবেশ সাধনার্থ যে ব্যয় হইয়াছিল, তাহার নির্ব্বাহার্থ যখন সাধারণে চাঁদা প্রদান করিয়াছিলেন, তখন তিনিও অন্যান্য উপযুক্ত পাত্রদের তন্নিমিত্তক ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য চাঁদা প্রদান করিতে আপনাকে ধর্ম্মতঃ বাধ্য বলিয়া মনে করিতেন। এই জন্য তিনি যে শুদ্ধ ব্রাড্‌লর পার্লিয়ামেণ্টে প্রবেশ সাধনের জন্যই চাঁদা দিয়াই ক্ষান্ত রহিলেন এরূপ নহে, অন্যান্য শ্রমজীবিশ্রেণী প্রার্থিদিগেরও প্রবেশ-সাধন নিমিত্তক ব্যয়নির্ব্বাহার্থে প্রচুর চাঁদা প্রদান করেন। শ্রমজীবিশ্রেণী ব্রাড্‌লর প্রধান পৃষ্ঠবল ছিলেন। তাঁহার নিজেরও বিশেষ ক্ষমতা ছিল। শ্রমজীবিশ্রেণীর নিকট ব্রাড্‌ল যে বক্তৃতা করেন, তাহা শুনিয়া মিল্ তাঁহার প্রতি অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। মিলের প্রতীতি জন্মিল যে ব্রাড্‌ল ডিমাগগ্ (Demagogue) নহেন। যাঁহারা আপন ইচ্ছানুসারে সাধারণ জনগণকে যে কোন বিষয়ে উত্তেজিত ও উন্মাদিত করিতে পারেন, এবং আপনাদিগের লোকপ্রিয়তা রক্ষা করিবার জন্য সকল বিষয়ে সাধারণ মতের অনুবর্ত্তন করেন, এরূপ লোকপ্রিয় ও লোকদাস ব্যক্তিরাই উক্ত বিশেষণে অভিহিত হইয়া থাকেন। যে ব্যক্তি ম্যাল্‌থসের মত ও ব্যক্তিগত প্রতিনিধিত্ব প্রভৃতি গুরুতর বিষয় সকলেও লোকতান্ত্রিক দলের সহিত সম্পূর্ণ মতভেদ প্রদর্শন করিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না, তিনি ডিমাগগ্—মিল্ ইহা কোন মতেই বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। যাঁহারা শ্রমজীবিশ্রেণীর লোকতান্ত্রিক মতসকলের পক্ষপাতী হইয়াও স্বাধীন ভাবে রাজনৈতিক প্রশ্ন সকলের মীমাংসা করিতে সক্ষম, যাঁহাদিগের হৃদয় সাধারণ মতের বিরোধেও ব্যক্তিগত স্বাধীন মত ব্যক্ত করিতে বিকম্পিত হয় না,—এরূপ লোকের পার্লিয়ামেণ্টে প্রবেশ যে একান্ত প্রার্থনীয়, তাহা মিল্ বিশেষরূপে জানিতেন। এইজন্যই ব্রাড্‌লর পার্লিয়ামেণ্টে প্রবেশ সাধনের জন্য মিলের এত যত্ন ও এত চেষ্টা হইয়াছিল। ব্রাড্‌লর ধর্ম্মবিরোধী মত সকল সত্ত্বেও তিনি যে পার্লিয়ামেণ্টের সভ্য মনোনীত হওয়ার সম্পূর্ণ উপযুক্ত, ইহা মিল্ মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেন। যদি মিলের মনে সাধারণ হিতের উপর আত্মস্বার্থজ্ঞানের প্রাবল্য থাকিত, তাহা হইলে

তিনি কখনই ব্রাড্লর ইলেক্‌সন্-ব্যয় নির্ব্বাহার্থ চাঁদা দিতে পারিতেন না। কারণ তিনি জানিতেন যে ব্রাড্লর বিরুদ্ধে সাধারণ মত এতদূর প্রবল, যে ব্রাড্লর স্বপক্ষতা সাধন করিতে গেলে তাঁহার নিজের গুরুতর অনিষ্ট সাধিত হইবেক। বাস্তবিকও তাহাই ঘটিল। ব্রাড্লর স্বপক্ষতা সাধনই তাঁহার পার্লিয়ামেণ্টে পুনঃ প্রবেশের প্রধান অন্তরায় হইয়া উঠিল। তাঁহার শত্রুরা এই ঘটনা উল্লেখ করিয়া ওয়েষ্ট-মিনিষ্টারের ইলেকৃটরদিগকে তাঁহার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়া দিল। একদিকে তাঁহার টোরী প্রতিদ্বন্দ্বী মুক্তহস্তে উৎকোচ প্রদান ও অন্যান্য নানা প্রকার উপায় অবলম্বন করিতে লাগিলেন। অন্যদিকে মিলের পক্ষে পার্লিয়ামেণ্টে পুনঃ প্রবেশের জন্য সৎ বা অসৎ কোন প্রকার উপায়ই অবলম্বিত হইল না। মিল্ প্রথম বার কৃতকার্য্য হইয়াও এই সকল কারণ-পরম্পরার সমবায়েই দ্বিতীয়বার কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না।

মিল্ ওয়েষ্টমিনিষ্টার কর্ত্তৃক প্রতিনিধি মনোনীত হইলেন না, এই সংবাদ প্রচারিত হইবামাত্র চারিটী কাউণ্টী প্রার্থী হইবার জন্য মিল্‌কে আহ্বান করিয়া পাঠাইল। যদিও প্রার্থী হইলে মিলের অকৃত-কার্য্য হইবার কোনও সম্ভাবনা ছিল না, এবং যদিও বিনা ব্যয়েই তাঁহার কার্য্যসিদ্ধি হইতে পারিত, তথাপি তিনি আর আপনাকে নির্জ্জনবাসজনিত শান্তিসুখে বঞ্চিত করিতে ইচ্ছা করিলেন না। পরি-ক্ষিপ্ত হওয়ায় তিনি আপনাকে কোন মতেই অবমানিত মনে করিলেন না। তাঁহার পরিক্ষেপ-সংবাদে নানা স্থানের নানা লোকের নিকট হইতে তাঁহার নিকট দুঃখঃসূচক পত্র আসিতে লাগিল। যে সকল লিবারেল্‌দিগের সহিত মিল্ পার্লিয়ামেণ্টে একত্রে কার্য্য করিতেন, তাঁহারা তাঁহার পরাজয়ে বিশেষ দুঃখ প্রকাশ করিয়া পাঠাইলেন। পরাজয়ে মিলের মনে যদি বিন্দুমাত্রও দুঃখ হইয়া থাকে, এই সাধারণ সহানুভূতিতে তাহা সম্পূর্ণরূপে অপনোদিত হইল।

আমরা এক্ষণে মিলের জীবন-নাটকের শেষ অঙ্কের চরম সীমায় উপনীত হইলাম। তাঁহার জীবনের এই অংশে কোনও গুরুতর

ব্যাপার অভিনীত হয় নাই। তিনি পার্লিয়ামেণ্ট হইতে প্রত্যাখ্যাত হইয়া পূর্ব্বের ন্যায় অধ্যয়নে ও গ্রন্থ রচনায় নিমগ্ন হইলেন এবং দক্ষিণ ইউরোপের গ্রাম্য জীবনের উপভোগে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। বৎসরের প্রায় সমস্ত সময়ই তথায় অবস্থিতি করিতেন; কেবল বৎসরে দুইবার কতিপয় সপ্তাহ মাত্র লণ্ডনের অদূরে আসিয়া বাস করিতেন। এই সময়েও তদীয় লেখনী ও জিহ্বা পর-হিত-সাধনে সতত নিরত ছিল। তিনি অনেক সাময়িক পত্রে—বিশেষতঃ বন্ধুবর মর্লের পাক্ষিক সমালোচনায়—অনেক গুলি প্রস্তাব লিখিয়া পাঠান এবং স্ত্রীজাতির অধীনতা নামক যে পুস্তক খানি অনেক দিন পূর্ব্বে লিখিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহা সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত করিয়া প্রকাশিত করেন। বৃদ্ধ চ্যাটামের ন্যায় এই পরিণত বয়সেও তিনি সাধারণ সভায় অনেকবার বক্তৃতা করেন; এবং অসাধারণ অধ্যবসায়ের সহিত ভাবী পুস্তকাবলীর জন্য উপকরণসামগ্রী প্রস্তুত করিতেছিলেন, এমন সময় নিষ্ঠুর কালকীট তদীয় জীবনতন্তু ছিন্ন করিয়া ফেলিল।

১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই মে দক্ষিণ ফ্রান্সের অন্তর্গত আভিনে নামক নগরে তদীয় পত্নীর সমাধিমন্দিরের অদূরবর্ত্তী কুটীরে, এরিসিপিলস্-রোগে জন্ ষ্টুয়ার্ট মিলের মৃত্যু হয়। সেই দিনই অপরাহ্ণে তড়িৎ-বার্ত্তাবহ যোগে ভারতে সংবাদ আসিল যে স্ত্রীজাতির প্রধান সহায়—ভারতের পরম বন্ধু—স্বাধীনতার অদ্বিতীয় সমর্থক—পণ্ডিত-শিরোমণি—ব্রিটিশ-কহিনুর মিল্ নাই। ভারতের জীর্ণ-দেহে এই বজ্রাঘাত অতি গুরুতর লাগিল। ভারত অতি দুঃখিনী, দীনা; তাঁহার পক্ষে এ ক্ষতি অপূরণীয়। ব্রিটনের অসংখ্য অধিবাসীর মধ্যে প্রকৃত ভারত-হিতৈষী অঙ্গুলিমাত্রে গণনীয়। পার্লিয়ামেণ্টে কত শত প্রতিনিধি প্রেরিত হইয়াছেন ও হইতেছেন, কিন্তু তাঁহাদিগের মধ্যে প্রকৃত ভারত-হিতৈষী বর্ক, সেরিডান্, মিল্, ফসেট্, এবং ব্রাইট্ প্রভৃতি কতিপয় মনীষী ভিন্ন আর কাহাকেও দেখিতে পাওয়া যায় না।

এই দুর্ঘটনা এত আকস্মিক হইয়াছিল যে লোকে ভাবিবার কোনও সময় পায় নাই। গগণভেদী বজ্রধ্বনির ন্যায় এই আকস্মিক চমৎ-

ব্রিটনের অধিবাসিদিগকে ক্ষণকালের জন্য সংজ্ঞাবিহীন করিয়া ফেলে। এই ক্ষণস্থায়ী চমকের পর সংবাদপত্রসকল একবাক্যে ও সমস্বরে মিলের যশোগান করিতে আরম্ভ করিল! অধিক কি যে সকল ধর্ম্ম-যাজকেরা মিলের মতের বিদ্বেষী ছিলেন, তাঁহারাও ভজনালয়ের বেদীতে উপবিষ্ট হইয়া মিলের গুণগান আরম্ভ করিলেন। শ্রমজীবি-শ্রেণী তদ্বিরহে পিতৃবিয়োগ-জনিত শোকচিহ্ন ধারণ করিল। যাঁহাদিগের মঙ্গলসাধনে তিনি জীবন উৎসর্গীকৃত করিয়াছিলেন, সেই কোমলহৃদয়া রমণীকুল শোকে দরবিগলিতাশ্রু হইলেন। সংক্ষেপতঃ ঊনবিংশ শতাব্দীর দার্শনিকদিগের চূড়ামণি, নৈতিক উৎকর্ষের সর্ব্বোৎকৃষ্ট আদর্শস্থল, চিন্তাসাগরের তলস্পর্শী ও পারদর্শী মিল্ নাই—ব্রিটনের চতুর্দ্দিকে এই সংবাদ প্রচারিত হইলে সমস্ত ব্রিটিশ জাতিই গভীর শোকচিহ্ন ধারণ করিল।

মিল্ যৎকালে পার্লিয়ামেণ্টীয় আসনে উপবিষ্ট ছিলেন, তখন পার্লিয়ামেণ্টে ভারতীয় কোন গুরুতর প্রশ্ন উত্থিত হয় নাই। উত্থিত হইলে তিনি যে ভারতের পক্ষই সমর্থন করিতেন, তাহা তাঁহার জামেকা ও আয়র্লণ্ডের প্রতি ব্যবহার দেখিলেই স্পষ্ট অনুমান করা যাইতে পারে।

মিল্ যে ভারতের প্রকৃত হিতৈষী ছিলেন, তাঁহার এরূপ আনু-মানিক প্রমাণ ভিন্নও দুই একটী প্রত্যক্ষ প্রমাণও বিদ্যমান আছে। কথিত আছে, ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির রাজত্বকালে উক্ত কোম্পানির নিকট হইতে ভারতবর্ষের বিদ্যাশিক্ষা-বিষয়ক যে প্রসিদ্ধ লিপি প্রেরিত হয়, তাহার রচনাকার্য্যে মিলের ভূয়সী সহায়তা ছিল। মিল্ তৎকালে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির করেসপনডেন্স বিভাগের পরীক্ষকের পদে অভিষিক্ত ছিলেন। কোর্ট অব্ ডাইরেক্-টার হইতে ভারতবর্ষে যে সকল আজ্ঞালিপি আসিত, তাহা মিলের পরীক্ষা ভিন্ন প্রেরিত হইত না। সুতরাং উক্ত লিপিও মিলের দ্বারা পরীক্ষিত ও অনুমোদিত হইয়াই ভারতে প্রেরিত হয়। মিলের "লিবার্টি" নামক স্বাধীনতা-বিষয়ক পুস্তকে যে সকল মত পরিব্যক্ত

হইয়াছে এবং সেণ্ট আণ্ড্রু বিশ্ববিদ্যালয়ের বক্তৃতাকালে তিনি শিক্ষা বিষয়ে যে সকল মত প্রকাশ করিয়াছেন, সেই সকল মতের সহিত এই ভারতীয়-শিক্ষা-বিষয়ক-লিপি-প্রচারিত মতের সম্পূর্ণ ঐক্য উপলক্ষিত হয়। তাঁহার মতে চৌর্য্য প্রভৃতি অপরাধের দণ্ড প্রদান করাই যে রাজার প্রধান কার্য্য তাহা নহে। রাজার প্রজাদিগের প্রতি যতগুলি কর্ত্তব্য আছে, তন্মধ্যে প্রত্যেক প্রজার সুশিক্ষা বিধানই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। কি ধনী, কি নির্ধন, কি ভদ্র, কি অভদ্র, কি উচ্চ, কি নীচ—সকলেই যাহাতে বিদ্যাভ্যাস করে, রাজার তদ্বিষয়ে সবিশেষ দৃষ্টি রাখা উচিত। প্রাচীন ও নবীন ভাষা সকলের অনুশীলনের সহিত দর্শন ও বিজ্ঞানের চর্চ্চা যাহাতে দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হয়, তদ্বিষয়েও রাজার বিশেষ চেষ্টা করা উচিত। ধর্ম্মোপদেশ বিষয়ে রাজার হস্তক্ষেপ করা উচিত নহে। প্রজাদিগকে ধর্ম্মবিষয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য কার্য্য। মিলের শিক্ষাবিষয়ক মতানুসারে ভারতের শিক্ষাপ্রণালী যে কিয়ৎ পরিমাণে অনুসৃত হইতেছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

মিল্ যে ভারতের পরমহিতৈষী ছিলেন, তাহার দ্বিতীয় প্রত্যক্ষ প্রমাণ, রাজ্ঞী কর্ত্তৃক স্বহস্তে ভারতের শাসনভার গ্রহণকালে মিল্ কর্ত্তৃক ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পক্ষ-সমর্থন। আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে যৎকালে রাজ্ঞী ভারতের শাসনভার ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নিকট হইতে নিজের হস্তে গ্রহণ করেন, তখন মিল্ তাহার ভীষণ প্রতিবাদ করেন। রাজ্ঞীকে এই কার্য্য হইতে নিরস্ত করিবার জন্য ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী যে আবেদন করেন, মিল্ই তাহা লিখিয়া দেন। রাজ্ঞীর স্বহস্তে ভারত-শাসনভার গ্রহণের প্রতিকূলে মিল্ যে সকল যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ পূর্ব্বেই প্রদত্ত হইয়াছে। তৎকালে কি ভারতবাসী, কি ব্রিটনবাসী—কেহই মিলের যুক্তির গভীরতার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারেন নাই। মিলের পরামর্শের অনুসরণ না করার অশুভ ফল ভারতবাসীদিগকে এক্ষণে পদে পদে ভোগ করিতে হইতেছে। অযোধ্যার বেগমদিগের স্বর্ব্বস্বাপহরণের জন্য ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ভারত-প্রতিনিধি লর্ড

হেষ্টিংসের দুর্দ্দশার আর পরিসীমা ছিল না। কিন্তু কুমা বাই, লক্ষ্মীবাই প্রভৃতির প্রতি সাধুজন-বিগর্হিত ব্যবহারের জন্য রাজ্ঞী-প্রতিনিধি লর্ড নর্থব্রুকের কি হইল? চৈৎসিংহের প্রতি অসদ্ব্যবহার করায় হেষ্টিংসের কি না হইয়াছিল? কিন্তু হতভাগ্য গুহকুমারের প্রতি নির্যাতন করায় লর্ড নর্থব্রুক্ আরল উপাধিতে উন্নীত হইলেন। অধীন বণিক্-দলের প্রতিনিধির সামান্য অপরাধও পার্লিয়ামেণ্ট বা রাজ্ঞী ক্ষমা করিতেন না। কিন্তু রাজ্ঞীর প্রতিনিধির গুরুতর অপরাধও কি রাজ্ঞীর নিকট ক্ষমণীয় নহে? এবং কোন গুরুতর অপরাধেও রাজ্ঞীর ভারত-প্রতিনিধিকে দণ্ডার্হ করেন, পার্লিয়ামেণ্টের কয়জন সভ্যের এরূপ সাহস আছে? ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী রাজপ্রতিনিধি ছিলেন না; সুতরাং তাঁহার ভারতকর্ম্মচারীরাও রাজপ্রতিনিধি বলিয়া অভিমান করিতে পারিতেন না। কিন্তু এক্ষণে সামান্য শান্তিরক্ষক হইতে গবর্ণর জেনেরল পর্য্যন্ত সকলেই রাজপ্রতিনিধি; সুতরাং কাহারও সম্মানের ত্রুটি হইলে, কাহারও সহিত স্বার্থ-সংঘর্ষ উপস্থিত হইলে, নিরাশ্রয় ভারতবাসীর আর উপায় নাই। এই সকল ব্যাপার দেখিয়া মিলের ভবিষ্যদর্শনের ভূয়সী প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না।

মিল্ ও কম্‌ট—উনবিংশ শতাব্দীর দুই প্রদীপ্ত সূর্য্য—আধুনিক ইউরোপীয় চিন্তা-স্রোতের নেতা। মিলের বুদ্ধির বিশ্লেষণী শক্তি অতি প্রবল এবং কম্‌টের বুদ্ধির সংশ্লেষণী শক্তি অতি প্রখর। এক জনের বুদ্ধির সূক্ষ্মতা ও গভীরতা অধিক, অন্যতরের বুদ্ধির প্রশস্ততা ও বিশালতা অধিক। মিলের বুদ্ধি তমোগুণান্বিত, কম্‌টের বুদ্ধি রজোগুণান্বিত। দর্শন, বিজ্ঞান, ধর্ম্মনীতি, রাজনীতি, সমাজতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে যে সকল কুসংস্কার প্রচলিত আছে, তাহাদের উচ্ছেদ সাধন করাই মিলের বুদ্ধির প্রধান উদ্দেশ্য; এবং নূতন দর্শন, নূতন বিজ্ঞান, নূতন রাজনীতি, নূতন সমাজের সৃষ্টি করাই কম্‌টের বুদ্ধির প্রধান লক্ষ্য। মিল্ পণ্ডিত-শিরোমণি সূচ্যগ্র-বুদ্ধি চার্ব্বাকদর্শন-প্রবর্ত্তয়িতা দেবগুরু বৃহস্পতির প্রতিকৃতি; কম্‌ট মীমাংসাপটু চিন্তানিমগ্ন ধীরমতি সাংখ্যদর্শন-প্রণেতা মুনিপ্রবর কপিলের প্রতিকৃতি। বৃহস্পতি ও কপিলের

ন্যায় ইহাঁরা উভয়েই আমাদের পূজ্য, উভয়েই আমাদের আদরের ধন। প্রথমাবস্থাতেই ইহাঁদিগের তুই জনেরই অনেক বিষয়ে মতের একতা ছিল। কিন্তু ক্রমে তাঁহাদিগের মধ্যে গুরুতর মতভেদ হইয়া উঠিল। ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও সামাজিক শাসন লইয়া ইহাঁদিগের মধ্যে প্রধানতঃ এই মতভেদ উত্থিত হয়। ব্যক্তিগত স্বাধীনতার উপর সামাজিক শাসনের প্রাবল্য হইলে জগতের উন্নতিস্রোত রুদ্ধ হইবে, সুতরাং তাহা হইতে দেওয়া উচিত নহে—ইহাই মিল্‌ভাষ্যের মূল সূত্র; এবং সামাজিক শাসনের উপর ব্যক্তিগত স্বাধীনতার প্রাবল্য হইলে জগতে ঘোরতর উচ্ছৃঙ্খল ব্যাপার সংঘটিত হইবে; সুতরাং তাহা হইতে দেওয়া উচিত নহে—ইহাই কম্‌টভাষ্যের মূল মন্ত্র। এ বিষয়ের পূর্ণ সমালোচনা করা আমাদের এ গ্রন্থের উদ্দেশ্য নহে। একখানি স্বতন্ত্র গ্রন্থে এ বিষয়ের সমালোচনা করা আমাদের অভিপ্রেত রহিল।

উপসংহারকালে বক্তব্য এই, যাঁহারা মানসিক পরিণতির সহিত সমভাবে হৃদয়ের উন্নতি দেখিতে চান, যাঁহারা সন্তান সন্ততিদিগের সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর শিক্ষা বিধান করিতে ইচ্ছা করেন, যাঁহারা বুদ্ধির অসাধারণ তীক্ষ্ণতার সহিত অলৌকিক ধৈর্য্যের বিমিশ্রণ দেখিয়া আনন্দ ও বিস্ময়ে অভিভূত হইতে চান, যাঁহারা ব্যক্তিগত অবিশৃঙ্খলিত স্বাধীনতার সহিত বিপুল মানবপ্রেমের সামঞ্জস্য দেখিতে ইচ্ছা করেন, যাঁহারা গভীর মানসিক চিন্তার সহিত প্রগাঢ় প্রণয়ের অবিসম্বাদ দেখিতে কুতূহলী, লোক-প্রচলিত কোনপ্রকার ধর্ম্মপ্রণালীর অবলম্বন ব্যতীতও সাধু ও সচ্চরিত্র হওয়া সম্ভব, যাঁহারা তাহার পরীক্ষা করিতে চাহেন, তাহাদিগের সকলেরই জন্‌ষ্টুয়ার্ট মিলের জীবনবৃত্ত ও তদীয় গ্রন্থাবলী পাঠ করা উচিত। আমাদিগের বিশ্বাস, যদি কখন মানবজাতির উপকর্ত্তাদিগের পূজা জগতে প্রতিষ্ঠাপিত হয়, তাহা হইলে সেই দেবতালিকা হইতে কম্‌ট ও মিলের নাম কখনই পরিত্যক্ত হইবে না।

সম্পূর্ণ।